খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা



New Covenant Publications: Bengali

Copyright © 2020. New Covenant Publications International.

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সমালোচনামূলক নিবন্ধ এবং পর্যালোচনাগুলিতে মূর্ত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলির ক্ষেত্রে ব্যতীত এই বইটির কোনও অংশ লেখকের স্পষ্ট লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনও আকারে বা যে কোনও উপায়ে পুনরুত্পাদন বা প্রেরণ করা যাবে না। অনুগ্রহ করে প্রকাশকের কাছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন পড়ুন।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এই বইয়ের কোনো অংশই ফটোকপি, রেকর্ডিং বা তথ্য সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা সহ যে কোনো আকারে বা যেকোনো উপায়ে ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক দ্বারা পুনরুত্পাদন বা প্রেরণ করা যাবে না - একজন পর্যালোচক বা গবেষক ব্যতীত যিনি মুদ্রণের জন্য সংক্ষিপ্ত প্যাসেজ উদ্ধৃত করতে পারেন। ম্যাগাজিন, জার্নাল বা সাময়িকীতে

ISBN: 359-2-85933-609-1

ISBN: 359-2-85933-609-1

প্রকাশনা ডেটাতে ক্যাটালগিং

সম্পাদিত এবং ডিজাইন করেছেন: New Covenant Publications International Group

যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।

প্রথম মুদ্রণ 26 মে 2020

দ্বারা প্রকাশিত: New Covenant Publications International Ltd.,

Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX

ওয়েবসাইট দেখুন: www.newcovenant.co.uk

খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষায় যে আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে, সেই একই আদর্শ, এই পৃথিবীতে তাঁর নিজের পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি। আমরা যেন খ্রীষ্টের স্বর্গীয় চরিত্র ও জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি, সেজন্য খ্রীষ্ট আমাদের স্বভাব ধারণ করলেন ও আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন। ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হলেন মানবত্বে; অদৃশ্য মহিমা প্রকাশিত হলেন দৃশ্যমান মানবরূপে। মানুষ যা জানে তার মধ্য দিয়ে অজানাকে শিখতে পেল; পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল স্বর্গীয় সত্তা; ঈশ্বর নিজেকে মানুষের মত করে প্রকাশ করলেন। খ্রীষ্টের শিক্ষাতেও ঠিক সেটাই আমরা দেখতে পাই: জানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে অজানা বিষয় প্রকাশ পেল; স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ পেল পার্থিব বস্তুর মধ্য দিয়ে, যেগুলোর সাথে মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল।

এই পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে

New Covenant Publications



International Ltd.

সংস্কারকৃত বই, পরিবর্তিত মন

New Covenant Publications International Ltd.,
Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX

ইমেইল ঠিকানা:
newcovenantpublicationsintl@gmail.com

স্বীকৃতি

এই বইটি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

মুখবন্ধ

এই প্রচেষ্টা স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে সংযোগকারী সেই ঐশ্বরিক পরিকল্পনার সাথে পাঠককে পুনরায় সংযুক্ত করে এবং প্রেমের নীতির চিরস্থায়ীত্বকে শক্তিশালী করে। লোগো বা প্রতীকটি, অঙ্গীকারপত্রের সিন্দুকটি যীশু খ্রীষ্ট্র এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং ঈশ্বরের আইনের কেন্দ্রবিন্দুকে উপস্থাপনা করে। (২) প্রকৃতপক্ষে, নতুন অঙ্গীকারপত্রে একটি মুক্তির সাক্ষ্য দেয়, যা অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং রক্ত দিয়ে সিল করা হয়েছে...

বহু শতাব্দী ধরে, সত্যকে বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা হিসাবে, অনেক মানুষ প্রচন্ড দুর্দশা এবং অসহনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। বিশেষ করে অন্ধকার যুগে, এই আলো মানুষের ঐতিহ্য এবং সর্বজনীন অজ্ঞতার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কারণ পৃথিবীর অধিবাসিরা জ্ঞানকে অবহেলা করেছিল এবং অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছিল। ব্যাপক দুর্নীতির সাথে ছড়িয়ে পড়া মন্দ এমন এক অধঃপতন এবং শয়তানসুলভ অমানবিকতাকে উস্কে দিয়েছিল যে, বিবেকের স্বাধীনতা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে, বহু প্রাণ নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। তবুও, হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল (৩)।

ইতিহাস, বিশেষ করে ১৬ শতকের সংস্কার যুগ সত্যের একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত চিহ্নিত করে, মৌলিক পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট অস্থিরতার চিহ্ন বহন করে, যা প্রতিসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তবে, এই গ্রন্থের মাধ্যমে সংস্কারক এবং অন্যান্য সাহসী অগ্রদূতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অসামান্য বিপ্লবের অনস্বীকার্য গুরুত্ব পুনরায় আবিষ্কৃত হয়। তাঁদের বিবরণ থেকে, বিধ্বংসী যুদ্ধগুলি, এই ধরনের অভূতপূর্ব প্রতিরোধ এবং অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপের অন্তর্নিহিত কারণগুলি সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়।

এটি ব্যক্তিগত সংস্কার, পুনর্জন্ম এবং রূপান্তরের তাগিদকেও প্রতিফলিত করে। যেমন গুটেনবার্গ ছাপাখানা ও অনুবাদ প্রায় ৫০০ বছর আগে সংস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনই আজকের দিনে ডিজিটাল প্রেস, অনলাইন লাইব্রেরি এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেই বার্তা প্রচার করবে।

Table of Contents

Chapter 1 - দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা

খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষায় যে আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে, সেই একই আদর্শ, এই পৃথিবীতে তাঁর নিজের পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি। আমরা যেন খ্রীষ্টের স্বর্গীয় চরিত্র ও জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি, সেজন্য খ্রীষ্ট আমাদের স্বভাব ধারণ করলেন ও আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন। ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হলেন মানবত্বে; অদৃশ্য মহিমা প্রকাশিত হলেন দৃশ্যমান মানবরূপে। মানুষ যা জানে তার মধ্য দিয়ে অজানাকে শিখতে পেল; পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল স্বর্গীয় সত্তা; ঈশ্বর নিজেকে মানুষের মত করে প্রকাশ করলেন। খ্রীষ্টের শিক্ষাতেও ঠিক সেটাই আমরা দেখতে পাই: জানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে অজানা বিষয় প্রকাশ পেল; স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ পেল পার্থিব বস্তুর মধ্য দিয়ে, যেগুলোর সাথে মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল। COLBen 7.1

পবিত্র শাস্ত্র বলে, "এই সমস্ত কথা যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকসমূহকে কহিলেন, . . . যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, "আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলিব, জগতের পত্তনাবধি যাহা যাহা গুপ্ত আছে, সেই সকল ব্যক্ত করিব।" মথি ১৩:৩৪, ৩৫। প্রকৃতিগত বিষয়গুলো আত্মিক বিষয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে; প্রকৃতিগত বিভিন্ন বিষয় এবং তাঁর শ্রোতাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলো লিখিত বাক্যের সত্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এভাবেই প্রাকৃতিক থেকে আত্মিক রাজ্যে বিচরণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথাগুলো সত্যের সেই বাঁধনে সংযোগ সাধনকারী হিসেবে কাজ করেছে, যে সত্য মানুষকে ঈশ্বরের সাথে এবং পৃথিবীকে স্বর্গের সাথে সংযুক্ত করেছে। COLBen 7.2

প্রকৃতি থেকে শিক্ষা দিতে গিয়ে, খ্রীষ্ট এমন বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং যেগুলোকে তিনি নিজেই বিশেষ গুণ ও শক্তি প্রদান করেছেন। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই নিজ নিজ অকৃত্রিম সিদ্ধতায় ঈশ্বরের চিন্তার একেকটি প্রতিফলন। এদন উদ্যানের প্রাকৃতিক বাসস্থানটি আদম ও হবার কাছে ঈশ্বরের জ্ঞানে এবং স্বর্গীয় শিক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল। তখন প্রজ্ঞা চোখের সঙ্গে কথা বলত এবং তা অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হত; কারণ তারা সে সময় ঈশ্বরের সৃষ্টকর্মের সাথে সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন। এই পবিত্র দম্পতি যখনই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিধান লঙঘন করলেন, তখন থেকেই ঈশ্বরের মুখমÐলের উজ্জ্বলতা প্রকৃতির উপর থেকে প্রস্থান করল। পৃথিবী এখন পাপে পূর্ণ ও কলুষিত। তথাপি পৃথিবী তার পঙ্কিলতম অবস্থানেও এখন পর্যন্ত অপার সৌন্দর্যে ভরপুর। ঈশ্বরের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ক্ষুণ্ণ হয় নি; তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে, প্রকৃতি তার স্রষ্টার মুখস্বরূপ হয়েছে। COLBen 7.3

যীশু খ্রীষ্টের দিনগুলোতে এই শিক্ষাগুলো মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। যীশুর কাজে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে মানুষ সে সময় অগ্রাহ্য করেছে। মানবতার এই পাপময়তা সৃষ্টি জগতের শুভ্র মুখশ্রীর উপরে এক পঙ্কিল কালিমা ফেলেছিল। ঈশ্বরের গৌরব করার বদলে তাঁর সৃষ্টি তাঁরই বিরোধিতা করেছে, তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। মানুষ "সৃষ্টিকর্তার বদলে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীর অধিক আরাধনা ও পরিচর্যা করেছে।"এভাবেই ঈশ্বরবিহীনেরা "তাদের তর্কবিতর্কে অসার হয়ে পড়েছে এবং তাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।" রোমীয় ১:২৫, ২১। এ কারণে ইসরায়েলে ঈশ্বরীয় শিক্ষার স্থলে মানবীয় শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করাহয়েছিল। শুধু প্রকৃতিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, বরং সেই সাথে উৎসর্গমূলক পরিচর্যা এবং পবিত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও - যা কিছু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে প্রকাশিত হয়েছে - সেগুলো এতটাই বিকৃত করে তোলা হয়েছিল যে, সেগুলোই তাঁর জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছিল। COLBen 8.1

সত্যকে যা আবৃত করে রেখেছিল, খ্রীষ্ট সেটা অপসারণ করতেই এসেছিলেন। প্রকৃতির মুখশ্রীর উপরে পাপ যে আবরণ তৈরি করে রেখেছিল, তিনি তা সরিয়ে ফেলতে এসেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সৃষ্ট জগতের উপরে হারানো আত্মিক মহিমা আবার ফিরিয়ে আনতে, যা পুরো পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার কথা। COLBen 8.2

যীশু একটি সুন্দর কানুড় পুষ্প তুললেন এবং সেটাকে শিশু ও তরুণদের হাতে দিলেন। তারা যখন যীশুর নিজের তারুণ্যে ভরা চেহারার দিকে তাকাল, সেখানে তারা পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতির উজ্জ্বলতায় পূর্ণ সৌম্যকান্তি দেখতে পেল। তিনি তাদেরকে এই শিক্ষা দিলেন, "কানুড় পুষ্পের বিষয় বিবেচনা কর, সেইগুলি কেমন বাড়ে [প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাবলীলতার বিবেচনায়]; সেই সকল কোন শ্রম করে না, সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না।" এরপরেই তিনি দিলেন সুমিষ্ট আশ্বাস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি, "ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এইরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কত অধিক নিশ্চয় বিভ‚ষিত করিবেন!" COLBen 8.3

পর্বতে দত্ত উপদেশের এই কথাগুলো শিশু ও তরুণদের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও বলা হয়েছিল। এই কথাগুলো বলা হয়েছিল জনতার উদ্দেশে। এদের মাঝে ছিল এমন নারী ও পুরুষেরা, যারা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ ছিল, যারা হতাশা ও বেদনায় জর্জরিত ছিল। যীশু তাদের জন্য বলে চললেন: "আর, কি ভোজন করিব, কি পান করিব, বা কি পরিব? কেননা এই বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না (কারণ এই সমস্ত বস্তুর জন্যই সমস্ত অ-যিহূদীরা উদ্বিগড়ব ছিল)। কেননা জগতের জাতিগণ এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।"

এরপর তিনি সেই জনসমুদ্রের দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করে বললেন, "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।" মথি ৬:২৮-৩৩। COLBen 9.1

এভাবেই যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং কানুড় পুষ্প এবং মাঠের ঘাস সম্পর্কে যে বার্তা দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা নিজেই প্রকাশ করলেন। তিনি চান যেন আমরা প্রত্যেকটি কানুড় পুষ্প ও ঘাসের মাঝে লেখা একথা পাঠ করি।তাঁর বাক্য নিশ্চয়তায় পূর্ণ এবং তা আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নিশ্চিত করে। COLBen 9.2

প্রভু যীশুর সত্যের দর্শন এতটাই প্রশস্ত ছিল, তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্র এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি স্তর তাঁর শিক্ষার চিত্রায়িত সত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যে দৃশ্যের উপরে প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেসব এক আধ্যাত্মিক সত্যের দ্বারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যেন পুরো প্রকৃতি মহান প্রভুর দৃষ্টান্তের আবরণে আচ্ছাদিত। COLBen 9.3

যীশু লোকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি উদাসীনদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং তাদের হৃদয়ে সত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তা বক্তার জন্য যেমন সম্মানের বিষয় ছিল, তেমনি তা শ্রোতাদের মনোযোগ কাড়তেও সহায়ক ছিল। এই কৌশলটি শুধু যিহূদীদের ক্ষেত্রে নয়, বরং সেই সাথে অন্যান্য সকল জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। তিনি শিক্ষা ও নির্দেশনা দানের জন্য এর চেয়ে বেশি কার্যকর কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যদি তাঁর শ্রোতাদের ঈশ্বরীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য আকাক্সক্ষা থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাঁর বাক্যের অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে; কারণ যারা সরল হৃদয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য তিনি সব সময় ইচ্ছুক থাকেন। COLBen 10.1

আবার, যীশু খ্রীষ্ট এমন সত্য লোকদের সামনে উপস্থাপন করছিলেন যা গ্রহণ করতে বা এমনকি উপলব্ধি করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে তিনি তাদেরকে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যপট, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সাথে তাঁর শিক্ষাকে COLBen 10.2

প্রভু যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুর দিকে, লোকদেরকে এমন সরল ভাষায় শিক্ষা দিয়েছেন, যেন তাঁর শ্রোতারা তাদের পরিত্রাণ লাভের জন্য অপরিহার্য সত্যটিকে খুব সহজে

আয়ত্ব করে নিতে পারে। কিন্তু অনেকের হৃদয়েই সেই সত্য শেকড় গাড়তে পারেনি এবং তা খুব দ্রæত উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। "এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি," তিনি বলেছেন, "কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শোনে না, এবং বুঝেও না। . . . কেননা এই লোকদের হৃদয় অসার হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে।" মথি ১৩:১৩-১৫। যুক্ত করে তিনি তাদের মনোযোগ ধরে রাখতেন এবং তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করতেন। পরবর্তীতে যখনই তারা তাঁর দৃষ্টান্তে অলঙ্কৃত বস্তুগুলোর দিকে দৃষ্টি দিত, তখনই তারা তাদের স্বর্গীয় শিক্ষকের বাণী স্মরণ করতে পারত। যে সকল অন্তর পবিত্র আত্মার কাছে নিজেদেরকে খুলে দেয়, পরিত্রাতার শিক্ষাগুলোর অর্থ তাদের কাছে আরও বেশি করে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রহস্যগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় যা আয়ত্ব করা কঠিন ছিল তা এসে পড়ে হাতের নাগালে। COLBen 10.3

যীশু প্রত্যেকটি অন্তরে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে, তিনি শুধু যে প্রকৃত সত্যই বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি বিভিন্ন ধরনের শ্রোতাদের কাছেও এর আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বস্তু বা উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন। যারা পরিত্রাতার কথা শুনবে তারা কেউই নিজেদেরকে অবহেলিত বা ভুলে যাওয়া মানুষ বলে ভাববে না। সবচেয়ে নিচু অবস্থানের মানুষটি বা সবচেয়ে পাপী মানুষটি যীশুর শিক্ষার মাঝে এমন এক স্বর শুনতে পায় যা তাদের কাছে সহানুভ‚তি ও সান্ত¡নার কথা বলে। COLBen 11.1

দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেয়ার পেছনে তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর চারপাশে যে জনসমাগম হত, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল পুরোহিত এবং ফরীশী, ধর্মবেত্তা ও প্রাচীনবর্গ, হেরোদীয় এবং শাসনকর্তা, জগতকে ভালবাসে এমন মানুষ, গর্বে উদ্ধত, উচ্চাভিলাসী মানুষ, যারা যে কোন ছুতো ধরে যীশুর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ আনার চেষ্টায় থাকত। তাদের গুপ্তচরেরা দিনের পর দিন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করত, যেন তারা তাঁর মুখ থেকে নির্গত এমন কোন কথা ধরতে পারে, যা দিয়ে তারা তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারবে। তাদের ইচ্ছা ছিল সেই মহান ব্যক্তির কণ্ঠকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়ার, যিনি সারা পৃথিবীকে তাঁর অনুসারী করে তুলেছিলেন। আমাদের ত্রাণকর্তা এই সমস্ত লোকদের চরিত্র খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। সে কারণে তিনি সত্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যেন তারা সন্‌হেদ্রিনের সামনে তাঁর বিপক্ষে উপস্থাপন করার মত কোন কিছু খুঁজে না পায়। তিনি তাঁর দৃষ্টান্তগুলোতে সমাজের উচ্চপদস্থ মানুষগুলোর ভণ্ডামি এবং মন্দ কাজগুলোকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছেন। তিনি এই সকল তিরস্কারগুলোকে এমন দৃষ্টান্তকথার আবরণে প্রকাশ করেছেন যে, যদি এগুলো সোজাসুজি ভঙ্গিতে বলা হত তাহলে তারা কোনমতেই সেসব কথা সহ্য করতে পারত না এবং তারা সেই

মুহূর্তেই যীশুর পরিচর্যা কাজ বন্ধ করে দিত। কিন্তু যখনই যীশু তাঁর পেছনে থাকা গুপ্তচরদের আক্রমণ করতেন, তিনি সব সময় সত্যকে এমন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন যে, তাদের ভুলগুলো প্রকাশ পেয়ে যেত এবং যারা অন্তরে শুদ্ধ তারা তাঁর শিক্ষা পেয়ে উপকৃত হত। স্বর্গীয় জ্ঞান ও অপরিসীম অনুগ্রহ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে সরলভাবে উন্মোচন করা হয়েছিল। প্রকৃতি ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিল। "তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে," রোমীয় ১:২০। COLBen 11.2

আমাদের ত্রাণকর্তার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত "উচ্চতর শিক্ষা" বলতে আসলে কী বোঝায়। খ্রীষ্ট হয়তো বিজ্ঞানের নিগূঢ় সত্য মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি পারতেন সেই সকল রহস্য উন্মোচন করতে যা ভেদ করতে বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনা ও জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। তিনি পারতেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ধারণা দিতে, যার ফলে মানুষ চিন্তার খোরাক পেত এবং এমন উদ্ভাবনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হত যা তৎকালীন প্রজন্মকে বর্তমান যুগের দ্বারপ্রান্তে এক লহমায় পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি মানুষের কৌত,হল নিবৃত্ত করার জন্য বা জাগতিক মহত্ব দ্বারা নিজেদেরকে পূর্ণ করার জন্য মানুষের যে উচ্চাভিলাষ তা পূর্ণ করার জন্য কিছুই করেননি। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত শিক্ষায় মানুষের মননকে সংযুক্ত করেছেন স্বর্গীয় অসীম মননের সাথে। ঈশ্বর, তাঁর বাক্য ও তাঁর কাজ সম্পর্কে মানুষের তৈরি যে তত্ত¡ রয়েছে তা শেখার জন্য তিনি তাঁর কাছে আগত লোকদেরকে নির্দেশনা দেননি। তাঁর কাজ, তাঁর বাক্য এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তথা ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকেই অবলোকন করার জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। COLBen 12.1

খ্রীষ্ট কোন বিমূর্ত তত্ব নিয়ে শিক্ষা দেননি, বরং যা কিছু উত্তম চরিত্র গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য, যা ঈশ্বরকে জানার জন্য মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করবে এবং ভাল কাজ করার জন্য তার সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে, এমন বিষয়ই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সেই সকল সত্যের কথা বলেছেন, যেগুলো জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং যা মানুষের অনন্ত জীবন লাভে সহায়ক। COLBen 13.1

খ্রীষ্টই ইসরায়েলের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিচালনা দান করেছেন। প্রভুর আদেশ ও অধ্যাদেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এই সকল যত্নবপূর্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্ত বিষয়ে কথোপকথন করিবে। আর তোমার হস্তে চিহ্ন স্বরূপে সেই সকল বাঁধিয়া রাখিবে, ও সেই সকল ভূষণস্বরূপে তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে। আর

তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বহির্দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিবে।” দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭-৯। যীশু তাঁর নিজ শিক্ষায় দেখিয়েছেন কী করে এই আদেশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে Ñ কী করে ঈশ্বরের রাজ্যের আইন ও নীতিমালা এমনভাবে উপস্থাপন করা যায়, যার মধ্য দিয়ে সেগুলোর সৌন্দর্য ও মহামূল্য প্রকাশ পায়। প্রভু যখন ইসরায়েলকে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে পাহাড়ে ও উপত্যকায় থাকতে দিয়েছিলেন। তারা তাদের গৃহস্থালি জীবন ও ধর্মীয় পরিচর্যা কাজে সব সময় প্রকৃতির সংস্পর্শে ও ঈশ্বরে বাক্যের সান্নিধ্যে অবস্থান করত। সে কারণে খ্রীষ্টও তাঁর শিষ্যদেরকে হ্রদের পারে, পর্বতের চুড়ায়, মাঠে ও চারণভূমিতে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন তিনি তাঁর শিক্ষাকে প্রকৃতির যে সকল উপাদান দিয়ে চিত্রিত করে তুলেছেন সেগুলো তাঁর শিষ্যেরা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে। শিষ্যরা যখন খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সে সময় তারা খ্রীষ্টকে তাঁর পরিচর্যা কাজে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তাদের এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন। COLBen 13.2

এ কারণে সৃষ্টি জগতের মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। সৃষ্টি জগত আমাদের জন্য এক অসীম জ্ঞানের ও শিক্ষার ভাণ্ডার, যার সাথে সুসমাচারের যোগসূত্র সাধন করে আমরা অন্যদেরকে প্রভুর চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারি এবং হারানো মেষদেরকে ঈশ্বরের খোঁয়াড়ে আবারও পরিচালনা করি। যখন আমরা ঈশ্বরের কার্যাবলী নিয়ে অধ্যয়ন করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বিশ্বাস তৈরি করেন। তবে এই বিশ্বাস এমন নয় যে তা আমাদের মনে যুক্তি তর্কের উদ্ভব ঘটাবে; বরং আমাদের মন যখন এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে যে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না, যখন আমাদের দৃষ্টি এতটাই ঘোলাটে হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁকে দেখতে পারি না, আমাদের কান যখন এতটাই বধির হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর বাক্য শুনতে পাই না, তখন এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে আরও গভীর অর্থ প্রকাশ করে এবং পবিত্র শাস্ত্রের লিখিত বাক্যের নিগূঢ় আত্মিক সত্য আমাদের মনে আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে। COLBen 14.1

প্রকৃতি থেকে গৃহীত এই সকল শিক্ষার মাঝে এমন সরলতা ও শুদ্ধতা রয়েছে যা এই শিক্ষাকে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষায় পরিণত করে। প্রত্যেকের উচিত প্রকৃতি থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা। এর মাঝে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে তা আমাদের আত্মাকে পাপ থেকে এবং জাগতিক সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সেই সাথে তা আমাদেরকে শুদ্ধতা, শান্তি, ও ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের মন প্রায়শই মানুষের তৈরি তত্ত¡ ও মতবাদে পূর্ণ হয়ে থাকে, যেগুলোকে বিজ্ঞান ও দর্শন নামে উল্লেখ করে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তাদেরকে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন। তাদের জানা প্রয়োজন যে, সৃষ্টি জগত এবং খ্রীষ্ট ধর্মের একজনই ঈশ্বর রয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতের সাথে আত্মিক জগতের যে সম্প্রীতি রয়েছে তা তাদের শেখা দরকার। তাদের চোখ যা কিছু দেখে ও তাদের

হাত যা কিছু স্পর্শ করে সে সমস্ত কিছু তাদের চরিত্র গঠনে শিক্ষা হিসেবে কাজ করুক। এভাবেই তাদের মানসিক শক্তি আরও জোরদার হবে, তাদের চরিত্র সুগঠিত হবে, এবং তাদের সমগ্র জীবন হয়ে উঠবে মহত্তর। COLBen 14.2

দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার পেছনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে উদ্দেশ্য ছিল তার সাথে শাব্বাথের উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। ঈশ্বর চান মানুষ যেন তাঁর সৃষ্টিকারী ক্ষমতা স্মরণে রাখে, যাতে তারা তাঁর হাতের সৃষ্টকর্মের মাঝে তাঁর উপস্থিতি আবিষ্কার করে। শাব্বাথ আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব অবলোকন করতে আহŸান জানায়। আর এর কারণ হচ্ছে, তিনি চান, যেন আমরা প্রাকৃতিক উপকরণের সৌন্দর্যের সাথে যীশুর মহামূল্য শিক্ষার সম্মিলন ঘটিয়ে, তা আমাদের জীবনে ধারণ করি। অন্য সকল দিনের চেয়ে মহান এই দিনে, এই পবিত্র বিশ্রাম বারে, যা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির মাঝে আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন, আমাদের উচিত সেই বার্তা অধ্যয়ন করা। আমাদের উচিত ত্রাণকর্তার দৃষ্টান্তগুলো অধ্যয়ন করা, যেখানে তিনি সবুজ মাঠে ও চারণভ‚মিতে, খোলা আকাশের নিচে, ঘাস ও ফুলের মাঝে বসে, তাঁর শ্রোতাদের কাছে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা যত প্রকৃতির অন্তঃস্থলের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারব, খ্রীষ্ট তাঁর উপস্থিতি আমাদের কাছে তত বেশি বাস্তব ও স্পষ্ট করে তুলবেন এবং তাঁর শান্তি ও ভালবাসার কথা, আমাদের হৃদয়ে জানাবেন। COLBen 15.1

প্রভু যীশু তাঁর শিক্ষাকে শুধু বিশ্রাম দিনের সাথে সংযুক্ত করেন নি, তিনি শ্রমমুখর সপ্তাহের সাথেও তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। যে ব্যক্তি জমি চাষ করে ও বীজ বপন করে, তার জন্যও তাঁর কাছে দেবার মত জ্ঞান রয়েছে। জমি চাষ করা ও বীজ বোনা, ফসলের পরিচর্যা করা ও ফসল কাটার গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের অন্তরে তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ কাজের এক অপূর্ব চিত্র অবলোকন করতে পারি। সে কারণে যে কোন যথোপযুক্ত শ্রম এবং জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি কাজে তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরীয় সত্যের শিক্ষা দান করতে চান। তখন প্রতিদিনের কষ্ট ও শ্রম আর আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেবে না এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে না। এই শিক্ষা প্রতিনিয়ত আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও ত্রাণকর্তার কথা মনে করিয়ে দেবে। আমাদের সকল জাগতিক চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা যেন এক সোনার সুতার মত বিচরণ করবে। আমাদের জন্য ঈশ্বরের COLBen 15.2

মুখমণ্ডলের গৌরব আরও একবার প্রকৃতির উপরে অবস্থান করবে। আমরা চিরকাল স্বর্গীয় সত্যের নতুন নতুন শিক্ষা লাভ করতে থাকব এবং তাঁর পবিত্রতার প্রতিমূর্তিতে নিজেকে গড়ে তুলব। এভাবেই আমরা “সদাপ্রভুর কাছে শিক্ষা পাইবে।” এবং আমাদের সোভাগ্য যে, সেখানে আমরা ঈশ্বরের কাছে থাকব।” যিশাইয় ৫৪:১৩; ১ করিন্থীয় ৭:২৪। COLBen 16.1

Chapter 2 - "বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল"

মথি ১৩:১-৯, ১৮-২৩; মার্ক ৪:১-২০; লূক ৮:৪-১৫ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

বীজ-বাপক ও বীজ

বীজবাপকের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট চিত্রিত করেছেন স্বর্গরাজ্যের বিষয়সমূহকে এবং নিজ লোকদের জন্য মহান প্রভুর কাজকে। বীজ-বাপক যেমন মাঠে বীজ বোনে, সেভাবে যীশু স্বর্গীয় সত্যের বীজ ছড়িয়ে দিতে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত শিক্ষাগুলোই ছিল সেই বীজ, যার মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান সত্যগুলো বপন করা হয়েছিল। বীজ-বাপকের দৃষ্টান্তটির সারল্য ও সহজবোধ্যতার কারণেই তা যেভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেভাবে করা হয়নি। প্রকৃতির মাটিতে বীজ বোনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি আমাদের অন্তরে সুসমাচারের বীজ বপন করতে চান, যা বপনের মধ্য দিয়ে মানুষকে আবারও ঈশ্বরের প্রতি অনুগত করে তোলা সম্ভব হবে। যিনি ক্ষুদ্র বীজের দৃষ্টান্ত-কথা বলেছেন, তিনি স্বর্গের সর্বময় অধিকর্তা। জাগতিক বীজ বপনের জন্য যে নিয়ম প্রযোজ্য, ঈশ্বরীয় সত্যের বীজ বপনের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য। COLBen 17.1

গালীল সাগরের তীরে এক দল লোক, অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ও মনে অনেক আশা নিয়ে, যীশুর কথা শুনতে ও তাঁকে দেখতে, জড়ো হয়েছিল। সেখানে অনেক অসুস্থলোকেরা তাদের খাটিয়ায় শুয়ে ছিল, যারা যীশুর কাছে নিজেদেরকে দেখাতে চেয়েছিল। পাপে পূর্ণ একটি জাতির দুঃখ-দুর্দশা উপশম করা ছিল যীশুর ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার। সে কারণে তিনি রোগকে ধমক দিয়েছেন এবং তাঁর চারপাশে জীবন, সুস্থতা, ও শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। COLBen 17.2

ভিড় যেমন ক্রমেই বেড়ে চলছিল, এবং মানুষ চাপাচাপি করতে করতে একেবারে যীশুর কাছে চলে এসেছিল, এক সময় সেখানে আর তিল ধারণের জায়গা রইল না। যীশু তখন জেলেদের নৌকায় থেকে তাদের উদ্দেশে কথা বলার জন্য, তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন যেন তাঁরা নৌকাটিকে ঠেলে পার থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি পারে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষের উদ্দেশে কথা বললেন। COLBen 18.1

সাগরের পাশেই ছিল মনোরম গিনেষরৎ সমভ,মি, যার পেছনে উঠে গেছে পাহাড়ের সারি। সেই পাহাড়ের ঢালে এবং সমভ,মিতে বীজ-বাপক ও ফসল কর্তনকারীরা তাদের কাজে ব্যস্ত ছিল। এক দল ক্ষেতে বীজ বুনছিল এবং অন্যরা আগাম শস্য কর্তন করছিল। এই দৃশ্য দেখে যীশু বলতে শুরু করলেন — COLBen 18.2

"দেখ, বীজ-বাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণময় ভ‚মিতে পড়িল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ কাঁটাবনে পড়িল, তাহাতে কাঁটাগাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। আর কতক বীজ উত্তম ভ‚মিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল; কতক শত গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ।" COLBen 18.3

যীশুর সময়ের লোকেরা তাঁর মিশন কাজ বুঝতে পারেনি। তাঁর আগমন তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটেনি। প্রভু যীশু ছিলেন সমগ্র যিহূদী জাতিসত্তার অর্থনৈতিক ভিত্তি। যিহূদী জাতির পরিচর্যা ও সেবা কাজ নির্ধারিত হয়েছিল ঈশ্বরীয় প্রত্যাদেশ দ্বারা। তাদের দায়িত্ব ছিল লোকদেরকে এই শিক্ষা দেয়া যে, সেই অভিষিক্ত জন তাঁর নির্ধারিত সময়ে আসবেন যাঁর জন্য এই সকল আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু যিহূদীরা এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ও রীতিনীতিকে অনেক বেশি বড় করে দেখেছিল এবং তারা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। মানবীয় প্রথা, মূল্যবোধ, ও রীতি তাদেরকে সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, যা ঈশ্বর তাদের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি ও অনুশীলনের জন্য এই সকল প্রা ও রীতিনীতি তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। বাস্তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন স্বশরীরে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে চিনতে পারল না, কারণ তিনি তাদের কল্পনাপ্রসূত প্রতিমূর্তি ছিলেন না। তারা প্রকৃত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের মনগড়া সত্বা ও নিষ্ফল আনুষ্ঠানিকতাকে আঁকড়ে ধরেছিল। ঈশ্বরের পুত্র ঠিকই তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও তারা তাঁর কাছ থেকে চিহ্ন দাবী করেই চলছিল। "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল," প্রভুর এই বাণীর উত্তরে তারা কেবল অলৌকিক কাজ দেখতে চেয়েছিল; মথি ৩:২। খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের কাছে ছিল উছোট খাওয়ানো পাথরের মত, কারণ তারা একজন ত্রাণকর্তার বদলে চিহ্ন দাবী করেছিল। তারা আশা করেছিল, প্রতিজ্ঞাত মশীহ্, রাজ্য জয় করার মত কোন বিক্রম দেখিয়ে, এবং জাগতিক সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে, নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাঁর দাবী প্রমাণ করবেন। বীজবপাকের দৃষ্টান্তে প্রভু যীশু তাদের এই প্রত্যাশার জবাব দিয়েছেন। বাহু বলের দ্বারা, বা কোন সহিংস অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হবে না; বরং মানুষের অন্তরে নতুন আদর্শ ও বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। COLBen 18.4

"যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র," মথি ১৩:৩৭। খ্রীষ্ট কোন রাজা বা শাসনকর্তা হিসেবে আসেননি, বরং তিনি এসেছেন একজন বীজ-বাপক হিসেবে। তিনি জাগতিক কোন রাজ্য জয় করতে আসেননি, বরং বীজ ছড়িয়ে দিতে এসেছেন। তাঁর

অনুসারীদেরকে তিনি জাগতিক রাজ্য জয় বা জাতিগতভাবে শীর্ষ স্থান অর্জনের জন্য নির্দেশ দেননি, বরং তাদেরকে তিনি ধৈর্যপূর্বক কষ্ট করার মধ্য দিয়ে, ফসল আহরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা অর্জন করা সম্ভব অনেক কিছু হারানো ও বারবার হতাশায় জর্জরিত হওয়ার মাধ্যমে। COLBen 19.1

ফরীশীরা খ্রীষ্টের এই দৃষ্টান্তটির অর্থ বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এই শিক্ষাটি তারা গ্রহণ করেনি। তারা শিক্ষাটি উপলব্ধি করতে পেরেও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে নতুন এই শিক্ষকের উদ্দেশ্য তখনও রহস্যে ঘনীভূত ছিল, কিন্তু তাঁর কথা তাদের অন্তরকে আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তন করেছিল এবং তিক্ততার সাথে আশাহত হতে হয়েছিল। শিষ্যরা নিজেরাও তাঁর এই দৃষ্টান্তটি বুঝতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের ভেতরে আগ্রহের সঞ্চার ঠিকই ঘটেছিল। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যীশুর কাছে এসে এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। COLBen 19.2

এই আকাঙ্ক্ষাকেই খ্রীষ্ট জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি এরপরে তাদেরকে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারেন। তিনি তাদেরকে দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। কারণ যারা আন্তরিক হৃদয় নিয়ে তাঁর খোঁজ করে তাদেরকে তিনি তাঁর বাক্য সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। যারা উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে তারা পবিত্র আত্মায় আলোকিত হয় এবং বাক্যের অর্থ তাদের কাছে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে না। খ্রীষ্ট বলেছেন, "যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি," যোহন ৭:১৭। যারা সত্য সম্পর্কে আরও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসে তারা তা লাভ করে। তিনি তাদের কাছে স্বর্গরাজ্যের রহস্য উন্মোচন করবেন। যারা এই সত্য জানতে আকাঙ্ক্ষা করবে, তারা অন্তর দিয়ে এই রহস্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তাদের হৃদয় মন্দিরে এক স্বর্গীয় আলো প্রজ্বলিত হবে এবং অন্ধকার পথে প্রদীপ শিখার মত তা অন্যদের জন্যও আলো হয়ে প্রকাশিত হবে। COLBen 20.1

"বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল।" তৎকালীন প্রাচ্যে মানুষের অবস্থা ছিল অনির্দিষ্ট। সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা তখন এতটা বেশি ছিল যে, মানুষ মূলত দেয়াল ঘেরা শহরে বসবাস করত এবং কৃষকেরা তাদের চাষাবাদ করার জন্য প্রতিদিন দেয়ালের বাইরে ক্ষেতে কাজ করতে যেত। একইভাবে স্বর্গীয় বীজ-বাপক খ্রীষ্ট, বীজ বপন করতে গেলেন। শান্তি ও সুরক্ষায় ঘেরা তাঁর আবাসস্থল তিনি ত্যাগ করলেন। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে পিতার সাথে তাঁর যে গৌরবময় অবস্থান ছিল তা তিনি ত্যাগ করলেন। নিখিল বিশ্বের অধিকর্তা হিসেবে তাঁর যে সিংহাসন তা তিনি ত্যাগ করলেন। একজন কষ্টভোগকারী ও পরীক্ষিত মানুষ হয়ে তিনি পৃথিবীতে এলেন। তিনি একাকী অশ্রু দ্বারা সেই জীবনরূপ বীজ

বপনের জন্য, যা পৃথিবী হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর রক্ত দ্বারা তিনি সেই বপনকৃত বীজে জল সেচন করলেন। COLBen 20.2

তাঁর যে দাসেরা তাঁরই মত মননের অধিকারী, তাদের অবশ্যই বীজ বপন করতে এগিয়ে যেতে হবে। অব্রাহামকে যখন সত্যের বীজবাপক হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হল, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, "তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।" আদিপুস্তক ১২:১। "এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন।" আদিপুস্তক ১১:৮। ঠিক একইভাবে যিরূশালেম মন্দিরে প্রার্থনারত প্রেরিত পৌলের কাছেও ঈশ্বরের এই বার্তা প্রদান করা হয়েছিল, "প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে পরজাতিগণের কাছে প্রেরণ করিব।" প্রেরিত ২২:২১। কাজেই যাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে একতায় মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়, তাদের অবশ্যই সব কিছু পরিত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করা বিধেয়। পুরাতন সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলতে হবে, জীবন নিয়ে যত পরিকল্পনা COLBen 21.1

ছিল তা মুছে ফেলতে হবে, পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। চোখের জল ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, একাকীত্বে থেকে, এবং শত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েও বীজ অবশ্যই বপন করে যেতে হবে। COLBen 21.2

"বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল।" খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে সত্যের সহিত বীজ বপন করতে এসেছিলেন। মানুষের পতনের সময় থেকেই শয়তান পৃথিবীতে ভ্রান্তির বীজ বপন করে চলেছে। একটি মিথ্যার মধ্য দিয়ে সে প্রম মানুষের উপরে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং এভাবেই সে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যকে ভ,লুণ্ঠিত করার জন্য ও মানুষকে তার নিজের অধীনে নিয়ে আসার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। খ্রীষ্ট, উর্ধ্বস্থজগত থেকে আগত একজন বীজ-বাপক, যিনি এখানে সত্যের বীজ বপন করতে এসেছিলেন। যিনি ঈশ্বরের সভায় দণ্ডায়মান হন, যিনি অনন্তকালীন সর্বান্তস্থিত আরাধনা স্থলে বসতি করেন, তিনি মানুষের অন্তরে খাঁটি সত্যের বীজ বপন করতে পারেন। মানুষের পতনের পর থেকে খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে সত্যের উন্মোচনকারী হয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে সেই অক্ষয় বীজ "ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য" মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে, ১ পিতর ১:২৩। এদন উদ্যানে আমাদের আদি পিতা মাতার কাছে প্রম যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট সুসমাচারের বীজ বপন করেছিলেন। কিন্তু মানুষের মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর্যা কাজ এবং বিভিন্ন শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বীজবাপকের দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে তুলে ধরে। COLBen 21.3

ঈশ্বরের বাক্যই হচ্ছে এই বীজ। প্রত্যেকটি বীজের মধ্যেই রয়েছে অঙ্কুরোদগমের একটি শক্তি। এর মাঝে নিহিত থাকে একটি উদ্ভিদের প্রাণ। ঈশ্বরের বাক্যও ঠিক তেমন।

খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন," যোহন ৬:৬৩। "যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে," যোহন ৫:২৪। ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটি আদেশে এবং প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞায় রয়েছে সেই শক্তি, যা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রাণস্বরূপ, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত আদেশ বাস্তবায়িত হয় এবং সমস্ত প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই বাক্য ধারণ ও লালন করবে, সে ঈশ্বরীয় জীবন ও চরিত্র অর্জন করবে। COLBen 22.1

প্রত্যেকটি বীজ তার নিজ জাতের ফল উৎপন্ন করে। সঠিক পরিবেশে বীজ বপন করলে তা একটি উদ্ভিদের জন্ম দেয়ার মধ্য দিয়ে তার নিজ জীবন ধারণ করবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আত্মায় বাক্যের অক্ষয় বীজ ধারণ করলে তা ঈশ্বরীয় চরিত্র ও জীবনের সদৃশ এক পবিত্র চরিত্র ও জীবন সৃষ্টি করবে। COLBen 22.2

ইসরায়েল জাতির ধর্মীয় শিক্ষকেরা ঈশ্বরের বাক্যের বীজ বপন করছিলেন না। যীশু খ্রীষ্টের সময়কার রব্বি বা ধর্মগুরুদের শিক্ষার তুলনায় শিক্ষক হিসেবে খ্রীষ্টের প্রকাশিত সত্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা তাদের প্রথা ও রীতিনীতি, মানবীয় তত্ব ও মতাদর্শ এবং নিজস্ব ধ্যান ধারণার উপর নির্ভর করত। শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা যে সমস্ত কথা বলত সেগুলোকে তারা ঈশ্বরের বাক্যের উপরে স্থান দিত। আত্মাকে সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য কোন শক্তি তাদের শিক্ষার মাঝে ছিল না। খ্রীষ্টের প্রচার ও শিক্ষা দানের মূল বিষয় ছিল ঈশ্বরের বাক্য। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি পরিষ্কারভাবে এই জবাব দিতেন, "এ কথা লেখা আছে।" "শাস্ত্র কী বলে?" "তুমি কি এই বাক্য পাঠ করনি?" বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, যে ব্যক্তির কথায় যখনই বাক্য সম্পর্কে উল্লেখ করার কোন সুযোগ এসেছে তখনই তিনি ঈশ্বরের বাক্যের বীজ বপন করেছেন। যিনি পথ, সত্য ও জীবন, যিনি স্বয়ং জীবন্ত বাক্য, তিনিই পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন, "তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।" শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি "মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।" যোহন ৫:৩৯; লূক ২৪:২৭। COLBen 22.3

খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের এই একই কাজ করতে হবে। প্রাচীনকালের মত আমাদের আজকের এই দিনেও মানবীয় দর্শন ও ধ্যান ধারণার কারণে ঈশ্বরের বাক্যের অপরিহার্য সত্যকে মানুষ হারিয়ে ফেলছে। সুসমাচারের তথাকথিত অনেক পরিচর্যাকারী বিশ্বাস করেন না যে, সমগ্র বাইবেল ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত লিখিত বাক্য। একজন পণ্ডিত একটি অংশকে বর্জন করেন, তো আরেকজন অন্য কোন অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা তাদের বিচার বুদ্ধিকে ঈশ্বরের বাক্যের উপরে স্থান দেন। আর নিজেরা বাক্য থেকে যা শিক্ষা দেন তা তারা নিজেদের মত করে নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন বাক্যের ঈশ্বরীয় পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়।

এভাবেই অধার্মিকতার বীজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কী বিশ্বাস করতে হবে তা বুঝতে পারে না। এমন অনেক বিশ্বাস আছে যা অন্তরে ধারণ করতে দেয়ার কোন অবকাশই নেই। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ধর্মগুরুরা বা ফরীশীরা পবিত্র শাস্ত্রের অনেক অংশের উপরে তাদের মনগড়া বিভিন্ন অংশ জুড়ে দিত। যেহেতু ঈশ্বর বাক্যে খুব সহজ সরলভাবে তাদের মানবীয় রীতিনীতি ও আচার আচরণকে তিরস্কার করা হয়েছে, সে কারণে তারা এই বাক্যের শক্তিকে খর্ব করতে চেয়েছিল। একই ঘটনা আজকের দিনেও ঘটছে। ঈশ্বরের বিধান অমান্য করার অজুহাত খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে মানুষ ঈশ্বরের বাক্যকে রহস্যাবৃত ও অস্পষ্ট করে রাখছে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সময়ে এই ধরনের কাজকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য সকলকে অনুধাবন করতে হবে। তিনি পবিত্র শাস্ত্রকে প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে প্রকাশ করেছেন এবং আমাদেরও সেই একই ভাবধারায় পবিত্র শাস্ত্রকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাইবেলকে আমাদের উপস্থাপন করতে হবে অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে, সমস্ত মতপার্থক্যের অবসান হিসেবে, এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে। COLBen 23.1

বাইবেলের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে এবং এর ফলে আত্মিক জীবনের মান নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। আজকের দিনে পুলপিট থেকে যে বাক্য প্রচার করা হয়, তাতে সেই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ থাকে অনুপস্থিত, যা বিবেককে জাগ্রত করে এবং আত্মায় জীবন ফিরিয়ে আনে। শ্রোতারা এ কথা বলতে পারে না, “পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ খুলিয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে আমাদের চিত্ত কি উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল না?” লূক ২৪:৩২। এমন অনেকে রয়েছে যারা জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করছে, তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। দার্শনিক তত্ত¡ বা সাহিত্য সমৃদ্ধ গদ্য যতই বুদ্ধিদীপ্ত হোক না কেন, তা কখনোই আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। মানুষের নিজস্ব চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনের আদৌ কোন মূল্য নেই। ঈশ্বরের বাক্য মানুষের সাথে কথা বলুক। যারা শুধুই মানবীয় রীতিনীতি ও মানবীয় দর্শন শুনে এসেছে এত দিন, তারা সেই কণ্ঠস্বর শুনুক যা আত্মাকে অনন্তকালীন জীবনে রূপান্তরিত করতে পারে। COLBen 24.1

যীশু খ্রীষ্টের বাক্য প্রচারের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল ঈশ্বরের পিতৃসুলভ ভালবাসা এবং ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ। তিনি তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা এবং তাঁর বিধানের উপরেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন; তিনি নিজেকে লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন পথ, সত্য ও জীবন হিসেবে। এগুলোই হোক খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের আজকের দিনের প্রচারের বিষয়বস্তু। যীশু নিজে যেমন সত্য ছিলেন, সেই সত্যকেই কেবল প্রকাশ করা হোক। ঈশ্বরীয় বিধান ও সুসমাচার যা বলে তা সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করা হোক। খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ ও উৎসর্গকৃত জীবনের কথা প্রচার করা প্রয়োজন। আরও প্রচার করা প্রয়োজন তাঁর লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর কথা;

তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের কথা; ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে মানুষের জন্য COLBen 24.2

মধ্যস্থতা করার কথা; তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কথা: "আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব।" যোহন ১৪:৩। COLBen 24.3

ভ্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা না করে কিংবা সুসমাচারের বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে বরং খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। ঈশ্বরের ধন ভাণ্ডার থেকে সঞ্জীবনী সত্য আমাদের জীবনে প্রবাহিত হোক। "তুমি বাক্য প্রচার কর।" "জলস্রোতের তীরে বীজ-বাপন কর।" "সময়ে অসময়ে কার্যে অনুরক্ত হও।" "যে আমার বাক্য পাইয়াছে, সে বিশ্বস্তভাবে আমার বাক্যই বলুক। সদাপ্রভু কহেন, শস্যের কাছে পোয়াল কি?" "ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ; . . . তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না; পাছে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করেন, আর তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হও।" ২ তীমথি ৪:২; যিশাইয় ৩২:২০; যিরমিয় ২৩:২৮; হিতোপদেশ ৩০:৫, ৬। COLBen 24.4

"বীজবাপক বীজ-বপন করিল।" এখানে সেই মহান নীতি উপস্থাপিত হয়েছে যা সকল শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত বিষয়কে তুলে ধরে। "বীজ হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য।" কিন্তু আমাদের সময়কার বহু বিদ্যালয়েই ঈশ্বরের বাক্যকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। অন্যান্য বিষয় দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করল। অধার্মিক লেখকদের বিভিন্ন রচনা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অংশকে গ্রাস করেছে। বিদ্যালয়ের বইগুলোর বিষয়বস্তুর পরতে পরতে দার্শনিক ভাবাবেগ জুড়ে দেয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা শিক্ষার্থীদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে এবং তা বিকৃত করে ফেলা হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যকে তুলনা করা হচ্ছে মানবীয় জ্ঞান প্রসূত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সাথে, এবং তা অনিশ্চিত ও অবিশ্বাস্য বাক্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এভাবেই যুবক-যুবতিদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করা হচ্ছে। প্রলোভনের সময়ে তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। যখন ঈশ্বরের বাক্যের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তখন আত্মা আর কোন দিক খুঁজে পায় না, কোন নিরাপত্তা খুঁজে পায় না। যুবকরা তখন এমন এক পথে চলে যায় যা তাদেরকে ঈশ্বর ও অনন্ত জীবনের পথ থেকে অনেক দূরে পরিচালিত করে। COLBen 25.1

এর কারণ অনেকাংশে আমাদের বর্তমান সভ্যতায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া অনৈতিকতা ও ঈশ্বরবিহীনতা। যখন ঈশ্বরের বাক্যকে দূরে সরিয়ে রাখা, হয় তখন মানুষের অন্তরের মন্দ বাসনা ও মানবীয় স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। মানুষ মাংসে বীজ বপন করে, এবং মাংস থেকে তারা কলুষিত ফল চয়ন করে। COLBen 25.2

এর কারণেই দেখা দেয় মানসিক দুর্বলতা ও অকার্যকারিতা। ঈশ্বরের বাক্য থেকে দূরে সরে গিয়ে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা বিহীন মানুষের রচনা আত্মস্থকরার কারণে মানুষের মন হয়ে পড়ে সঙ্কীর্ণ ও চটুল। চিরন্তন সত্যের গভীর ও ব্যাপক বিস্তৃত আদর্শের পরিচয় মানুষ পায় না। মানুষের বোধগম্যতা শুধুমাত্র তার উপলব্ধির পরিধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার কারণে এবং জাগতিক বিষয় নিয়ে অধিক চিন্তা ভাবনা করার কারণে মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়ে, এর শক্তি ক্ষয় হয়, একটু সময় পড়ে তা আর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে না। COLBen 26.1

এর সবই মিথ্যা শিক্ষা। সকল শিক্ষকের উচিত যুবকদের মনকে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার বাক্যের সত্যতার উপরে অবস্থান করানো। এই জীবনের জন্য এবং আসন্ন অনন্ত জীবনের জন্য এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। COLBen 26.2

এ কথা ভাবা উচিত হবে না যে, এর কারণে আমরা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ছেড়ে দেব, কিংবা শিক্ষার মান অবনত করব। ঈশ্বরের জ্ঞান স্বর্গের ন্যায় উচু এবং নিখিল বিশ্বের মত ব্যাপক। আমাদের অনন্ত জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন আর কোন শিক্ষা বা জ্ঞানের বিষয় নেই, যা আমাদের জন্য এতটা অত্যাবশ্যকীয়। যুবকদের এই সকল ঈশ্বর প্রদত্ত সত্যকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং তাতে করে তাদের মন আরও প্রশস্ত হবে এবং তাদের মন প্রসারিত ও আত্মিক ভাবে চেষ্টা করলে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এতে করে যে সকল শিক্ষার্থী বিস্তৃত চিন্তার জগতে ঈশ্বরের বাক্যের কার্যকারী, তারা নিজেদের জন্য ঈশ্বরের অক্ষয় জ্ঞানের সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হবে। COLBen 26.3

পবিত্র শাস্ত্রের অন্বেষণ করার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তা আমাদের পরিত্রাণ পরিকল্পনার গবেষণালব্ধ জ্ঞান দান করে। এ ধরণের শিক্ষা আত্মার মাঝে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আবারও পুনঃস্থাপন করে। এই শিক্ষা সকল প্রকার প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাদের মনকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করে তুলবে। এই শিক্ষা তার শিক্ষার্থীকে খ্রীষ্টের সাথে পৃথিবীতে তাঁর দয়া ও করুণার পরিচর্যা কাজে সহ কার্যকারী হিসেবে কাজ করার জন্য যোগ্য করে তোলে। এই শিক্ষা তাকে স্বর্গীয় পরিবারের একজন সদস্য করে তোলে এবং সাধুদের সাথে স্বর্গীয় আলো উপভোগ করার জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করবে। COLBen 26.4

কিন্তু পবিত্র সত্যের শিক্ষক শুধুমাত্র সেই শিক্ষাই অন্যদেরকে দিতে পারেন যা তিনি নিজে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করেছেন। “বীজবাপক তার বীজ বপন করল।” খ্রীষ্ট এই শিক্ষা দিয়েছেন কারণ তিনি নিজেই ছিলেন সেই সত্য। তাঁর নিজের চিন্তা, তাঁর নিজ চরিত্র, তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর শিক্ষার সাথে মিশে গিয়েছিল। তাঁর প্রত্যেক পরিচর্যাকারীর ক্ষেত্রেও তেমনটা হওয়া আবশ্যক: যারা বাক্য শিক্ষা দেবেন তাদের উচিত

হবে তা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করা। তাদের অবশ্যই আগে জানতে হবে যে, তাদের পবিত্রীকরণ ও পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং খ্রীষ্ট কী জ্ঞান ও ধার্মিকতায় নিজেকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য অন্যদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য তাদের কোন ভাবেই "মনে করি" কিংবা "হতে পারে" এমন কথা বা ভাব প্রকাশ করলে চলবে না। তাদেরকে প্রেরিত পিতরের মত দৃঢ় ভাবে ঘোষণা দিতে হবে, "কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয় যখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, তখন আমরা কৌশল-কল্পিত গল্পের অনুগামী হই নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী হইয়াছিলাম।" ২ পিতর ১:১৬। খ্রীষ্টের প্রত্যেক পরিচর্যাকারী এবং প্রত্যেক শিক্ষককে অবশ্যই সাধু যোহনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হবে, "আর সেই জীবন প্রকাশিত হইলেন, এবং আমরা দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি।" ১ যোহন ১:২। COLBen 27.1

পথের পাশের-ভূমি

COLBen 27

বীজবাপকের দৃষ্টান্তটিতে মূলত যে বিষয়টি নিয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে পথের পাশের ভূমিতে পড়া বীজ। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তাঁর শ্রোতাদেরকে পরোক্ষ ভাবে এই কথা বলতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের পক্ষে আমার কাজের সমালোচনা করা নিরাপদ নয়, কিংবা আমার চিন্তার সাথে তোমাদের চিন্তার মিল না হলেই যে তোমরা আমার বাক্যকে হতাশায় অবজ্ঞা করবে তা উচিত নয়। বরং যেটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, আমার বার্তাটিকে তোমরা কীভাবে দেখছ? এই বার্তা গ্রহণ করা বা বর্জন করার উপরেই তোমাদের অনন্ত কালীন জীবনের নিয়তি নির্ভর করছে। COLBen 27.2

পথের পাশে পড়ে থাকা বীজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন, "যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; এ সেই, যাহা পথের পার্শ্বে উপ্ত।" COLBen 28.1

পথের পাশে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রতিনিধিত্ব করছে, যা একজন অমনোযোগী শ্রোতার হৃদয়ে পতিত হয়েছে। শক্ত পাথুরে পথ, যা বহু মানুষের ও পশুর যাতায়াতের কারণে শক্ত হয়ে উঠেছে, তা এই অন্তরকে উপস্থাপন করছে, যেখানে জগত সম্পর্কিত বহুবিধ চিন্তার আসা যাওয়ার কারণে ঈশ্বরের বাক্য স্থান পাচ্ছে না। তার আত্মা স্বার্থপর চিন্তা ও পাপপূর্ণ অভিলাষের কারণে "পাপের প্রতারণায় কঠিনীভূত" হয়ে উঠেছে, ইব্রীয় ৩:১৩। তার অন্তরে আত্মিক সমস্ত কার্যক্রম থমকে গেছে। মানুষ এই

জগতের কথা শোনে কিন্তু তা বুঝতে পারে না। তারা তাদের প্রয়োজনটা বা তাদের বিপদটা বুঝতে পারে না। তারা খ্রীষ্টের ভালবাসা উপলব্ধি করে না এবং তারা তাঁর অনুগ্রহের বার্তাকে এমন কিছু ভেবে পাশ কাটিয়ে যায়, যা তাদের চিন্তার কোন বিষয়ই নয়। COLBen 28.2

পাখিরা যেমন পথের পাশে পতিত হওয়া বীজ খেয়ে ফেলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, ঠিক তেমনি শয়তানও আমাদের আত্মা থেকে স্বর্গীয় সত্যের বীজ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওত পেতে থাকে। প্রভু ভয় পায় এই ভেবে যে সে হয়তোবা আত্মিকভাবে ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঈশ্বরের এই বাক্য জাগিয়ে তুলতে পারবে না এবং তার শক্ত ও কঠিন হৃদয়ে তা প্রভাব ফেলতে পারবে না। যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয় সেখানে শয়তান ও তার বাহিনী এক সাথে জড়ো হয়ে থাকে। স্বর্গের দূতগণ যখন মানুষের অন্তরকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে থাকেন, তখন শত্রু অর্থাৎ শয়তান ও তার বাহিনী সেই বাক্যের কার্যকারিতা বিনষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে, যেন তা মানুষের অন্তরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। শয়তান তার সমস্ত আক্রোশ ও ঘৃণা নিয়ে ঈশ্বরের আত্মার এই কাজ বিনষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। খ্রীষ্ট যেখানে সব সময় তাঁর ভালবাসা দিয়ে আত্মা জয় করার চেষ্টা করেন, সেখানে শয়তান বারবারই তার সূক্ষ্ম চাল খাটিয়ে মানুষের মনোযোগ ত্রাণকর্তার দিক থেকে সরিয়ে দেয়। সে মানুষের মন পার্থিব চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করে তোলে। সে মানুষের মনে শুধু সমালোচনা, পরচর্চা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চেতনা জাগ্রত করে। বক্তার ভাষা নির্বাচন বা তার কথা বলার ভঙ্গি হয়তো শ্রোতার কাছে সন্তোষজনক হয় না এবং শয়তান তার মনের ভেতরে সেই ভাল না লাগাগুলোকে পুষে রাখতে ইন্ধন যোগায়। এভাবেই মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য সত্য, যা ঈশ্বর অযাচিত ও অপরিমেয় ভাবে তাদের জন্য প্রদান করেছেন, তা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না। COLBen 28.3

শয়তানের অনেক সাহায্যকারী আছে। অনেকেই আছে যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে দাবী করে, কিন্তু তারা শয়তানকে অন্যদের হৃদয় থেকে সত্যের বীজ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সাহায্য করে থাকেন। অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার শোনে এবং এর পর বাসায় গিয়ে সেই বাক্য নিয়ে সমালোচনা করে। তারা এমন ভাবে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী প্রচার নিয়ে সমালোচনা শুরু করে, যেন তা, নেহায়েত সাধারণ কোন জাগতিক বিষয় নিয়ে করা বক্তৃতা বা কোন রাজনৈতিক নেতার ভাষণ। যে বাণীকে প্রভুর বাক্য হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, তা নিয়ে এ ধরনের মানুষেরা হাসি ঠাট্টা করে ও ব্যাঙ্গঁ করে। পরিচর্যাকারীদের চরিত্র, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, এবং সেই সাথে মণ্ডলীর সাধারণ সদস্যদের আচরণ নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয়ে থাকে। সেখানে ঈশ্বরের বিধান ও বিচারকে অবজ্ঞা করা হয়, বার বার অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং মন পরিবর্তন করে নি এমন মানুষেরা তা শুনতে থাকে। অনেক সময় এই ধরনের কথা বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের সামনেই করে থাকেন। এভাবে ঈশ্বরের বার্তা বাহকদের প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধা এবং বাক্যের প্রতি ভক্তি নষ্ট

হয়ে যায়। অনেকে ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের বাক্যকে খুব হালকা ভাবে নিতে শেখে। COLBen 29.1

এভাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ঘরেই অনেক যুবক-যুবতিরা অধার্মিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। আর এদিকে তাদের বাবা মায়েরা প্রশ্ন করেন, কেন তাদের সন্তানেরা সুসমাচারের প্রতি এতটা কম আগ্রহ প্রদর্শন করে, এবং কেন তারা বাইবেলে প্রকাশিত সত্য সম্পর্কে এত সহজে সন্দেহ প্রকাশ করছে। তারা এই ভেবে অবাক হন যে, তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা ও সেই শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত করা কেন এতটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা দেখতে পান না যে, তাদের নিজেদের গড়া দৃষ্টান্তই তাদের সন্তানদের হৃদয়কে কঠিন করে তুলেছে। ভাল বীজ যখন শিকড় গাঁড়ার জায়গা খুঁজে পায় না, তখন শয়তান তা ছিনিয়ে নেয়। COLBen 29.2

Chapter 3 - পাথুরে জমি

“আর যে পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির থাকে; পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন পায়।” COLBen 30.1

পাথুরে জমিতে যে বীজ বপন করা হয়েছিল সেগুলো মাটিতে খুব সামান্য পরিমাণেই শিকড় গজাতে পেরেছিল। খুব দ্রুত সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যেহেতু পাথর ভেদ করে শিকড় খুব বেশি দূর ছড়াতে পারে নি, সে কারণে তা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিতে পারল না এবং অবশেষে তা খুব দ্রুত শুকিয়েও গেল। অনেকেই আছে যারা নিজেকে মিশনারি কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের অনেকে পাথুরে জমির মত। পাথুরে জমিতে যেমন মাটির পাতলা স্তরের নিচেই থাকে পাথর, তেমনি তাদের অন্তরের উপরে ভাল চিন্তা ও ইতিবাচক মনোভাবের পাতলা স্তর থাকলেও এর নিচে থাকে স্বভাবগত স্বার্থপরতা। তাদের মধ্যে নিজের প্রতি ভালবাসা তীব্রভাবে কাজ করে। তারা পাপের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে নি এবং সেই পাপের অপরাধবোধে তাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় নি। এই শ্রেণীর লোকেরা খুব সহজে মন পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে খুব দৃঢ় বিশ্বাসী বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু আসলে তাদের ধর্ম খুবই ঠুনকো। COLBen 30.2

তাদের পতনের কারণ এই নয় যে, তারা তাৎক্ষণিক ভাবে সেই বাক্য গ্রহণ করেছিল, কিংবা তা নিয়ে অনেক আনন্দ করছিল। সাধু মথি যখনই ত্রাণকর্তার আহ্বান লাভ করেছিলেন, ঠিক তখনই তিনি তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, এবং সব কিছু পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে অনুসরণ করলেন। স্বর্গীয় বাণী যখনই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে, ঈশ্বর চান যেন আমরা ঠিক তখনই তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করি। “এক জন পাপী মন ফিরাইলে স¦র্গে আনন্দ হইবে।” লূক ১৫:৭। আর খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস স্থাপন করে তার অন্তরে আনন্দ অবস্থান করে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত অনুসারে যারা তাৎক্ষণিক ভাবে বাক্য গ্রহণ করে তারা আসলে বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য পালনের জন্য তাদের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা তাদের জীবনের সমস্ত বাজে অভ্যাস ত্যাগ করে প্রভুর কাছে আসতে পারে না এবং তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। COLBen 30.3

চারাগাছটির শিকড় মাটির গভীরে গিয়ে পৌঁছাল এবং নিভৃতে সেই চারাটিতে জীবনের সঞ্চার ঘটল। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনেও ঠিক এমনটি ঘটে থাকে; আত্মার সাথে খ্রীষ্টের অদৃশ্য সম্মিলনের মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে আত্মিক জীবন পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যে সমস্ত শ্রোতাদের অন্তর পাথুরে জমির মত, তারা খ্রীষ্টের উপর নির্ভর না করে

নিজেদের উপরে নির্ভর করে। তারা তাদের নিজেদের ভালো কাজ ও ভালো কথাবার্তার উপরে আস্থা স্থাপন করে। তারা নিজেদের ধার্মিকতার ওপর ভর করে বলীয়ান হতে চায়। তারা প্রভুতে শক্তিশালী হয় না এবং তাঁর কর্তৃত্বের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। এরা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যাদের কোন শিকড় নেই, কারণ তারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয় না। COLBen 31.1

গ্রীষ্মকালের প্রখর রোদ সুপুষ্ট শস্যদানাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং পরিপক্ক করে তোলে, আবার রোদ শিকড়বিহীন চারাগাছকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে "যার নিজের মধ্যে কোন শিকড় নেই" সে "সামান্য সময়ের জন্য স্থায়ী হয়।" কিন্তু যখন "বাক্যের কারণে সে নির্যাতন বা পরীক্ষার মুখে পড়ে, তখন সে বিঘ্ন পায় ও দূরে সরে যায়।" অনেকেই পাপ থেকে মুক্তি লাভের বদলে কেবল নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হিসেবে সুসমাচার গ্রহণ করে। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুসমাচারে আনন্দ করে, কারণ তারা ভাবে ধর্ম তাদেরকে জাগতিক সমস্যা ও পরীক্ষা থেকে মুক্ত করবে। তাদের জীবন যখন সাবলীলভাবে চলতে থাকে, তখন তারা আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিক খ্রীষ্টান হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় পড়লে পর তারা তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টের জন্য তারা এতটুকু কষ্টস্বীকার করতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য যখন মানবীয় সত্ত্বার গহীনে লালিত কোন পাপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, কিংবা আত্মসংযম বা আত্মত্যাগ করার কথা বলে, তখন তারা তাতে বিঘ্ন পায়। জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা তাদের কাছে অনেক বেশি ব্যয়বহুল বলে মনে হয়। তারা তাদের বর্তমান দুর্দশা ও পরীক্ষার কথা ভাবে এবং অনন্তকালীন বাস্তবতার কথা ভুলে যায়। যীশুকে ছেড়ে যে সকল শিষ্যেরা চলে গিয়েছিলেন, তাদের মত করে তারাও যেন এ কথা বলতে প্রস্তুত থাকে, "এ কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে পারে?" যোহন ৬:৬০। COLBen 31.2

এমন অনেক মানুষ আছে যারা ঈশ্বরের পরিচর্যা করে বলে দাবী করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাদের ঈশ্বর সম্পর্কে আদৌ' কোন বাস্তব জ্ঞান নেই। তাদের নিজেদের মনের আবেগের উপর ভিত্তি করে তারা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায়, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে নয়। তাদের কাজের সাথে ঈশ্বরের বিধানের কোন সঙ্গতি থাকে না। তারা খ্রীষ্টকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করার কথা স্বীকার করে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না যে, তিনি তাদের পাপের উপরে জয় লাভ করার শক্তি দিয়েছেন। জীবন্ত মুক্তিদাতা যীশুর সাথে তাদের ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নেই এবং তাদের চরিত্র একাধারে তাদের ভণ্ডামি ও তাদের অধার্মিকতা ফুটিয়ে তোলে। COLBen 32.1

সাধারণ ভাবে পবিত্র আত্মার কাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা একটি বিষয়, আর তাঁর কাজকে পাপ থেকে মন ফেরানোর আহ্বান হিসেবে বিবেচনা করা আরেকটি বিষয়। অনেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদেরকে বিচ্যুত মনে করে, তারা তাদের আমিত্ব ও

পাপের বন্ধন অনুভব করে। তারা নিজেদেরকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা চালায়; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করে না। তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে যীশু খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ করে না, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলার জন্য তাঁর স্বর্গীয় শক্তির অন্বেষণ করে না। তারা স্বর্গীয় সত্তায় নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে চায় না। তারা সার্বিকভাবে তাদের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি স্বীকার করে, কিন্তু তারা তাদের বিশেষ বিশেষ পাপগুলো ত্যাগ করে না। সেই পুরাতন স্বার্থপর স্বভাব তাদের একেকটি ভুল কাজের মধ্য দিয়ে আরও শক্তিশালী হতে থাকে। COLBen 32.2

এই সমস্ত আত্মার জন্য একমাত্র আশা হচ্ছে নিজেদের অন্তরে নীকদীমের প্রতি বলা খ্রীষ্টের সেই সত্যের বাণী অনুধাবন করা, "তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক।" "নূতন (বা উপর হইতে) জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।" যোহন ৩:৭, ৩। COLBen 33.1

প্রকৃত পবিত্রতা হচ্ছে ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজের পরিপূর্ণতা। এটিই প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের জীবন ধারণের পূর্বশর্ত। খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে শর্তহীন আনুগত্য ও অবিশ্রান্ত পরিচর্যা কাজ দাবি করেন। তিনি আমাদের সমস্ত হৃদয়, মন, আত্মা, ও শক্তি দাবি করেন। কখনো আমাদের আমিত্বকে সন্তুষ্ট করা উচিত নয়। যিনি তার নিজের জন্য জীবন ধারণ করেন, তিনি কখনো খ্রীষ্টিয়ান হতে পারেন না। COLBen 33.2

সমস্ত কাজের কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে খ্রীষ্টিয় প্রেম। ভালবাসা হচ্ছে স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শক্তির সবচেয়ে বড় আদর্শ। আর এটি হচ্ছে খ্রীষ্টিয় চরিত্রের মূল ভিত্তি। একমাত্র এই প্রেমই একজন খ্রীষ্টানের ভিত্তি হতে হবে। একমাত্র এই প্রেমই তাকে দৃঢ় চরিত্রের ও দৃঢ় রাখতে পারে। এটিই তাকে সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে। COLBen 33.3

আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে ভালবাসা প্রকাশ পায়। উদ্ধারের পরিকল্পনা এই উৎসর্গের মাঝেই নিহিত ছিল - যে উৎসর্গ এতটা গভীর, এতটা ব্যাপক ও এতটা সুউচ্চ যে, তা পরিমাপ করা যায় না। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন এবং যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তারা তাদের ত্রাণকর্তার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকবে। অন্য সব কিছুর আগে তাদের মাথায় আসবে প্রভু যীশুর সম্মান ও গৌরবের কথা। COLBen 33.4

যদি আমরা যীশুকে ভালবাসি, তাহলে আমরা তাঁর উদ্দেশে জীবন যাপন করতে ভালবাসব, আমরা তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ এর উপহার দেব ও শ্রম দেব। তখন আমাদের সকল কষ্টকর শ্রম হালকা হয়ে যাবে। তাঁর জন্য আমরা দুঃখভোগ করতে ও নিজেদের

উৎসর্গ করতে পিছ পা হব না। মানুষের পরিত্রাণ সাধনের জন্য তাঁর সহানুভূতি হবে আমাদের আকাক্সক্ষা। তিনি প্রত্যেকটি আত্মার মুক্তি সাধনের জন্য যে প্রচ- তাড়না অনুভব করতেন তা আমাদেরও অনুভব করতে হবে। COLBen 33.5

এটিই খ্রীষ্টের ধর্ম। এর কোন অংশে বাদ গেলে সেটি প্রতারণা। অন্য কোন সত্যের তত্ত্বকথা বা কোন ধরনের শিষ্যত্ব কোন আত্মাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। আমরা পুরোপুরি ভাবে খ্রীষ্টের না হলে আংশিকভাবে তাঁর হতে পারি না। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে যদি কোন ধরনের অপূর্ণতা থাকে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি ও নিজ অভিলাষের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। যদি কারও ভেতরে একই সাথে নিজেকে ও খ্রীষ্টকে সেবা করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সে পাথুরে জমির মত একজন শ্রোতা এবং যখন তার উপরে পরীক্ষা নেমে আসবে তখন সে বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারবে না। COLBen 34.1

কাঁটাবনে

COLBen 34

“আর যে কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, এ সেই যে সেই বাক্য শুনে, আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে সে ফলহীন হয়।” COLBen 34.2

সুসমাচারের বীজ অনেক সময় কাঁটাবন এবং আগাছার জঙ্গলে গিয়ে পতিত হয়; যদি সেখানে মানবীয় হৃদয়ের কোন ধরনের নৈতিক পরিবর্তন সাধিত না হয়, যদি তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত পাপ অপরাধ ত্যাগ করা না হয়, যদি শয়তানের সমস্ত প্রতিপত্তি আত্মা থেকে দূরীভূত করা না হয়, তাহলে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত শীষ চাপা পড়ে যাবে। তখন কাঁটাগাছই হয়ে দাঁড়াবে শস্য এবং তা সত্যিকার শস্যের শীষ শুষ্ক করে দেবে। COLBen 34.3

অনুগ্রহ শুধুমাত্র সেই হৃদয়েতেই অবস্থান করতে পাওে, যা সব সময় সত্যের মূল্যবান বীজ ধারণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। পাপের কাঁটাগাছ যে কোন ভূমিতে বেড়ে উঠতে পারে; এর জন্য চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনুগ্রহকে অবশ্যই অত্যন্ত সাবধানতার সাথে চাষ করতে হবে। আগাছা ও কাঁটাগাছ সব সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার জন্য উদ্যত হয়ে আছে এবং সে কারণেই পবিত্র ও শুচি করে তোলার কাজ সব সময় চলমান রাখা প্রয়োজন। অন্তরকে যদি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা না হয়, যদি পবিত্র আত্মা অনবরত ভাবে আমাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করার ও মহত্তর করার জন্য কাজ করে না চলেন, তাহলে আমাদের পুরানো অভ্যাসগুলো আবারও জীবনে প্রকাশ হয়ে উঠবে। মানুষ সুসমাচার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না সে সুসমাচারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হচ্ছে, ততক্ষণ তার এই কাজের কোন মূল্য নেই। যদি সে পাপের উপরে বিজয়

লাভ না করে, তাহলে পাপ তার উপরে বিজয় লাভ করতে শুরু করবে। যে কাঁটা গাছগুলো শুধু কেটে ফেলা হয়েছে, শিকড় উপড়ে ফেলা হয় নি, সেটা আবার বাড়তে শুরু করবে এবং এক সময় সেটা আত্মাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে। COLBen 34.4

আত্মার জন্য বিপজ্জনক এমন জিনিসগুলোর কথা খ্রীষ্ট খুব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। মার্ক এ প্রসঙ্গে যে জিনিসগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে - এই জগতের প্রতি মায়া, সম্পদের প্রতি মোহ এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লালসা। লূক বিশেষ ভাবে বলেছেন মায়া, সম্পদ, ও জীবনের সুখভোগের কথা। এগুলোই ঈশ্বরের বাক্যকে চেপে ধরে রাখে, যা আত্মিক বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার জন্য বাধা সৃষ্টি করে। আত্মা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আর কোন আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারে না এবং অন্তরে এই আত্মিকতা শুকিয়ে মারা যায়। COLBen 35.1

"সংসারের মায়া।" কোন শ্রেণীর মানুষই জাগতিক বিষয়গুলো মায়া থেকে মুক্ত নয়। দরিদ্রদের কাছে দুঃখ কষ্ট, পীড়ন, অভাব ও দারিদ্রের চাপ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয়, যা তাদের উপরে বোঝা সৃষ্টি করে রাখে। আবার ধনীদের ক্ষেত্রে আসে সম্পদ হারানোর ভয় এবং আরও নানান বিষয়ে দুশ্চিন্তা। খ্রীষ্টের অনেক অনুসারীই সেই শিক্ষা ভুলে যায় যা খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন মাঠের ঘাসফুল সম্পর্কে। তারা খ্রীষ্টের অবিশ্রান্ত দয়ার উপরে আস্থা রাখতে পারে না। খ্রীষ্ট তাদের বোঝা বহন করতে পারেন না, কারণ তারা সেই বোঝা খ্রীষ্টকে দিয়ে দেয় না। এই কারণে জীবনের মায়া তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ত্রাণকর্তার সহায় ও সান্ত¡নার কাছ থেকে, আলাদা করে দেয় তাঁর কাছ থেকে। COLBen 35.2

অনেকেই আছে যারা হয়তো ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিল, কিন্তু তারা ধন সম্পদ অর্জনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে। তারা ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের সমস্ত শক্তি ও মেধা ঢেলে দিচ্ছে, তারা ক্রমেই আরও বেশি করে তাদের আত্মিক স্বভাবকে অবজ্ঞা করছে। এভাবে তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃক করে ফেলছে। আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে যেন আমরা কোন ভাবে "যতেœ শিথিল" না হই। রোমীয় ১২:১১। আমাদেরকে যথা সম্ভব কষ্ট করতে হবে যেন যার অভাব রয়েছে তাকে আমরা দান করতে পারি। খ্রীষ্টানদেরকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে, তাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যে ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতে হবে, এবং তারা পাপে পতিত না হয়েই এই সকল কাজ করতে পারে। কিন্তু অনেকে তাদের ব্যবসায় এতটাই নিমগড়ব হয়ে পড়ে যে, বাইবেল পড়ার জন্যও তাদের হাতে সময় থাকে না, ঈশ্বরের অন্বেষণ করা ও তাঁর পরিচর্যা করার মত সুযোগ তাদের থাকে না। এক সময় যে আত্মা পবিত্রতা ও স্বর্গের অন্বেষণ করত, তা এখন জাগতিক ধন লাভের মায়ায় পড়ে আত্মিকতা থেকে দূরে সরে গেছে, এবং তা আর ঈশ্বরের আত্মার কথাগুলো শুনতে পারে না। অনন্ত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বস্তুকে সে দূরে সরিয়ে

দিয়েছে এবং পার্থিব যশ ও ধনকে সে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে শুরু করেছে। এ ধরনের মানুষের অন্তরে সুসমাচারের বীজ কখনোই ফল ধারণ করতে পারে না। কারণ জাগতিকতার কাঁটাগাছকে তাদের আত্মার উপরে সুপুষ্ট হতে দিয়েছে। COLBen 35.3

যারা ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তাদের অনেকেই এ ধরনের ভুলে ভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছে। তারা অন্যদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে; তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিমাণে অনেক বেশি ও চাপবহুল, আর তারা অনেক সময় ঈশ্বরের আরাধনার চেয়ে তাদের পরিচর্যা কাজকে অধিক গুরুত্ব দেয়। প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা হয়। তারা ভুলে যায় খ্রীষ্ট কী বলেছিলেন, "আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।" যোহন ১৫:৫। তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের জীবনে খ্রীষ্টের পদচারণা আর থাকে না, তাঁর কোন অনুগ্রহ থাকে না, এবং এ সময় তাদের মধ্যে নিজ মানবীয় স্বভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাদের পরিচর্যা কাজ একমাত্র তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান অর্জনের পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরের অন্ধকার দিকগুলোর চর্চা শুরু করে। এটিই খ্রীষ্টিয় সুসমাচার প্রচার ও বাক্যের পরিচর্যা কাজে ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় রহস্য। এ কারণেই আমরা এত প্রচেষ্টা দিয়েই উপযুক্ত ফল লাভ করতে পারছি না। COLBen 36.1

"ধনের মায়া।" ধন সম্পদের প্রতি মায়ার এক প্রবঞ্চনাকারী শক্তি রয়েছে। যারা অনেক বেশি পার্থিব সম্পদের অধিকারী, তারা ভুলে যায় যে, ঈশ্বরই তাদেরকে এই সম্পদ লাভ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন। তারা বলে, "আমারই পরাক্রমে ও বাহুবলে আমি এই সকল ঐশ্বর্য পাইয়াছি।" দ্বি.বি. ৮:১৭। তাদের ধন সম্পদ ঈশ্বরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জাগ্রত করার বদলে বরং তাদেরকে নিজেদেরকে উচ্চীকৃত করতে শুরু করে। তারা ঈশ্বরের উপরে তাদের নির্ভরতার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে এবং তাদের সহমানবদের প্রতিও তাদের আর কোন দরদ থাকে না। সম্পদকে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা করা এবং মানবতার উত্তরণ সাধন করার একটি উপকরণ হিসেবে না দেখে, তারা তা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। ধন সম্পদকে ঈশ্বরের জন্য মানব জাতিকে প্রস্তুত করার উপকরণ হিসেবে না দেখে, ধনীরা সেই সম্পদকে তাদের নিজেদের ও শয়তানের আরও সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য ব্যয় করে থাকে। বাক্যের বীজ কাঁটাগাছের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। COLBen 37.1

"এই জীবনের সুখভোগ।" যে সুখভোগ কেবল নিজেকে তুষ্ট করার জন্য সেই সুখভোগে রয়েছে বিপদের হাতছানি। যে সমস্ত বাজে অভ্যাস শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে, যা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে বা আত্মিক চিন্তা শক্তিকে নির্জীব করে তোলে, সেগুলো হচ্ছে "মাংসিক অভিলাষ . . . সেইগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" ১ পিতর ২:১১। COLBen 37.2

"অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লালসা।" এই বিষয়গুলোর ভেতরে আসলে কোন পাপ নেই, কিন্তু যখন আমরা এগুলোকে ঈশ্বরের রাজ্যের উপরে স্থান দিই, তখন সেগুলো আমাদের জন্য পাপ হয়ে দেখা দেয়। যা কিছু আমাদের মনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যা কিছু আমাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেগুলোই আত্মার শত্রু। COLBen 37.3

যখন আমাদের মন তারুণ্যে ও সজীবতায় ভরপুর থাকে এবং তা উত্তরণের পথে ধাবিত হতে থাকে, তখনই আমাদের নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও নিজেকে তুষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রলোভনগুলো দেখা দেয়। যদি পার্থিব মন্দতা আমাদের জীবনে সাফল্য লাভ করে, তখন আমাদের জীবনে এমন এক অধ্যায় শুরু হয় যা আমাদের চেতনাকে বিনষ্ট কওে, এবং একটি ভাল চরিত্র গঠনে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা করতে আমাদেরকে বাধা দেয়। যখন মন্দতার সাথে বৃদ্ধি লাভের জন্য সব দিক থেকে পরিবেশ অনুকূল থাকে, তখন আমাদের প্রভুর বিধির বিপরীতে বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। COLBen 37.4

শিশুদের জীবন গঠনের এই সময়ে পিতা মাতার দায়িত্ব অনেক বেশি। তাদের উচিত হবে সে সময় তাদের সন্তানদেরকে সঠিক প্রভাবের অধীনে রেখে কীভাবে চালনা করতে হবে তা শেখা, যে সমস্ত প্রভাব তাদেরকে জীবন সম্পর্কে সঠিক দর্শন শেখাবে, এবং জীবনে সত্যিকার অর্থে সাফল্য অর্জন করতে শেখাবে। এর বদলে অনেক পিতা মাতাই তাদের সন্তানদেরকে কী করে জাগতিকভাবে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করে তোলা যায় তাই আগে শেখান। অনেক পিতা মাতাই বড় কোন শহরে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাদের সন্তানদেরকে ফ্যাশন সচেতন সমাজের সাথে পরিচিত করে তোলেন। তারা তাদের সন্তানদেরকে এমন প্রভাবের মধ্যে রাখেন যা তাদেরকে কেবল পার্থিবতায় পূর্ণ হতে এবং দাম্ভিক করে তোলে। এই ধরনের পরিবেশে সন্তানদের মন ও আত্মার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবনের উচু ও মহত্তর লক্ষ্যগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার, তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার সমস্ত সুযোগ বিকিয়ে দিয়ে তারা পার্থিব সুখভোগ করতে থাকে। COLBen 38.1

অনেক বাবা মা তাদের সন্তানদের সব ধরনের আবদার মিটিয়ে তাদেরকে খুশি করতে চান। তারা তাদের সন্তানদেরকে খেলাধুলায় অংশ নিতে দেন, বিভিন্ন পার্টিতে যেতে দেন, এবং তাদেরকে টাকা পয়সা হাতে দেন, যা দিয়ে তারা অবাধে নিজেদের খেয়াল খুশি মত খরচ করতে পারে। এই সমস্ত যুবকদের আগ্রহ ক্রমেই আরও বেশি করে আনন্দ ও ভোগ বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যত বেশি করে তারা সুখভোগের জন্য নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয়, তত বেশি করে তাদের এই অভ্যাস শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তরুণরা আরও বেশি করে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে, এবং এক সময় তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে এই ভোগ বিলাসকেই দেখতে শুরু করে। তারা তাদের অলসতা ও আত্ম-সন্তুষ্টির যে অভ্যাস তৈরি

করে, এই কারণে তারা কখনোই দৃঢ় বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে না। COLBen 38.2

এমন কি মণ্ডলীতেও, যা কি না সত্যের ভিত্তিমূল ও গাঁথুনি হওয়া উচিত ছিল, তা ইদানিং স্বার্থপর ভালবাসা ও সুখভোগের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। যখন কোন ধর্মীয় কাজের উদ্দেশে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তখন অধিকাংশ মণ্ডলী কী ধরনের মাধ্যম বেছে নেয়? তারা বিভিন্ন ধরনের ভোজ, মেলা, এমন কি লটারি এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছুর আয়োজন করে। অনেক সময় এগুলোকে স্থান করে দিতে ঈশ্বরের উপাসনার পরিসর সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হয় এবং ভোজন, পান, বেচা, কেনা, ও আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে অবমাননা করা হয়। ঈশ্বরের গৃহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁর উপাসনার প্রতি ভক্তি তরুণদের মন থেকে উঠে যেতে থাকে। আত্ম সংযমের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বার্থপরতা, ক্ষুধা, মানুষকে দেখানোর ইচ্ছা এ সব কিছু ক্রমেই আরও বিকশিত হতে থাকে, এবং আত্মিক ভাবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। COLBen 39.1

এই সমস্ত আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের কেন্দ্র হচ্ছে শহরগুলো। অনেক বাবা মা তাদের সন্তানদের জন্য শহরে এসে বাসা নেন এবং ভাবেন যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে বড় করতে পারবেন। কিন্তু আসলে তাদেরকে হতাশ হতে হবে এবং এই মারাত্মক ভুলের জন্য অনুতাপ করতে অনেক দেরী করে ফেলে। আজকের দিনের শহরগুলো খুব দ্রুত সদোম ও ঘমোরার মত হয়ে পড়ছে। আমাদের অলসতাকে অনেক বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন উত্তেজক খেলাধুলা, চলচ্চিত্র দেখা, ঘোড়দৌড়, জুয়া খেলা, মদ্য পান করা, মারামারি করা, এগুলো প্রতি নিয়ত তরুণদের মধ্যে বেড়েই চলেছে। যুবকেরা ভোগ বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। যারা নিজেদের আনন্দের জন্য ভোগ বিলাসিতাকে আঁকড়ে ধরবে, তারা তাদের দরজা খুলে প্রলোভনের বন্যা ঘরের ভেতরে নিয়ে আসবে। তারা নিজেদেরকে কলুষিত সমাজ ব্যবস্থার একটি অংশ করে তোলে এবং ক্ষণিকের সুখ সঙ্গীদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনে স্থায়ী অবনতি ঘটায়। তারা এক সুখ থেকে আরেক সুখের পরশে লাফিয়ে চলার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হতাশা ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হতে হয়। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পূর্ণভাবে নির্জীব হয়ে পড়ে এবং তাদের আত্মিক জীবন হয়ে পড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের আত্মার যত মঙ্গলজনক দিক, বস্তুত আত্মিক জগতের সাথে মানুষের যে সকল সংযোগ থাকে, তার সবগুলোই তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। COLBen 39.2

এটি সত্য যে, অনেকে তাদের ভুলগুলো বুঝতে পারে ও অনুশোচনা করে। ঈশ্বর যেন তাদের ক্ষমা করেন। কিন্তু তারা তাদের আত্মাকে ইতোমধ্যে আহত করেছে এবং নিজেদেরকে সারা জীবনের বিপদাপন্ন করেছে। তাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল

তাকে তারা নষ্ট করে দিয়েছে। তারা এখন আর ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না, কারণ সেটা বড় ধরণের ধ্বংস সাধন করেছে। পবিত্র আত্মার কণ্ঠ শুনে তারা বুঝতে পারে না অথবা এমন কি শয়তানের প্রলোভনও বুঝতে পারে না। বিপদের সময় তারা প্রায়শই প্রলোভনে পতিত হয় এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে সরে যায়। সুখভোগ ভালবাসার এই জীবন এখন তাদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এক মৃত্যুকূপ। আসন্ন অনন্ত জীবনও এখন তাদের জন্য ধ্বংসে উপনীত হয়েছে। COLBen 40.1

দুশ্চিন্তা, ধন, সুখভোগ, সব কিছুই শয়তান মানুষের আত্মা নিয়ে তার নোংরা খেলা খেলবার জন্য ব্যবহার করে। এ কারণে সতর্ক বাণী দেয়া হয়েছে, "তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থবিষয় সকলও প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যাহা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এই সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে।" ১ যোহন ২:১৫, ১৬। যিনি মানুষের হৃদয় উন্মুক্ত বইয়ের মত করে পড়তে পারেন তিনি বলেছেন, "কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়ে।" লূক ২১:৩৪। আর প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে লিখেছেন, "যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, সেই সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগড়ব করে। কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনারূপ কণ্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে।" ১ তীমথিয় ৬:৯, ১০। COLBen 40.2

ভূমির প্রস্তুতি

COLBen 41

বীজবাপকের পুরো দৃষ্টান্তটিতে ভূমির উপর ভিত্তি করে বীজ বপনের বিভিন্ন ফলাফল খ্রীষ্ট দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বীজ-বাপক এবং বীজ এক থেকেছে। এভাবেই তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য যদি আমাদের অন্তরে ও জীবনে তার কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই দায় আমাদেরই। কিন্তু এই ফলাফল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এ কথা সত্য যে আমরা আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারি না; কিন্তু পছন্দ করার ইচ্ছাশক্তি আমাদের হাতেই রয়েছে। আমরা নিজেদেরকে কী হিসেবে দেখতে চাই তার ভার একান্তভাবে আমাদেরই। পথের পার্শ্ববর্তী অংশ, পাথুরে ভূমি, কাটাগাছে ছাওয়া ভূমির মত সকল শ্রোতাদেরকেই থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ঈশ্বরের আত্মা সেই আকর্ষণের মোহ ভেঙ্গে দিতে পারে, যা মানুষকে পার্থিব বিষয়বস্তুর

মাঝে গ্রাস করে ফেলে। সেই সাথে ঈশ্বরের আত্মা মানুষের মাঝে অক্ষয় ধনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এই আত্মাকে প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং অবহেলা করতে শুরু করে। তারা নিজেরাই তাদের অন্তরের কঠিনতার জন্য দায়ী যার কারণে ভাল বীজ শিকড় গজাতে ব্যর্থ হয় এবং এমন মন্দতা জন্ম নেয় যা উত্তমতার উত্তরণে বাধা সৃষ্টি করে। COLBen 41.1

হৃদয়ের উদ্যান অবশ্যই কর্ষণ করতে হবে। পাপের জন্য গভীর অনুশোচনা করার মধ্য দিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে হবে। শয়তানের বিষাক্ত আগাছা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। যে ভূমি কাটাগাছে ছেয়ে গেছে তা একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কাজেই যীশুর নাম ও শক্তির উপরে নির্ভর করে কঠোর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে কেবল মানব হৃদয়ের স্বভাবগত মন্দ প্রবণতাকে জয় করা সম্ভব। প্রভু আমাদেরকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে এই আহ্বান জানাচ্ছেন, “তোমরা আপনাদের পতিত ভূমি চাষ কর, কণ্টকবন মধ্যে বীজ বপন করিও না।” “তোমরা আপনাদের জন্য ধার্মিকতার বীজ বপন কর, দয়া অনুযায়ী শস্য কাট।” যিরমিয় ৪:৩; হোশেয় ১০:১২। তিনি আমাদের জন্য এই কাজ সম্পন্ন করতে চান এবং তিনি চান যেন আমরা এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করি। COLBen 41.2

সুসমাচার গ্রহণের জন্য মানুষের হৃদয়কে প্রস্তুত করে তুলতে বীজবাপকের একটি কাজ করার আছে। বাক্যের পরিচর্যায় আমরা অনেক বেশি বাক্য প্রচার করতে দেখি এবং প্রকৃতপক্ষে অন্তর ছুঁয়ে যায় এমন কাজ খুব কমই দেখি। হারানো আত্মা জয় করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কঠোর পরিশ্রম করা প্রয়োজন। খ্রীষ্টের মত সহানুভূতি সহকারে আমাদের উচিত মানুষের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যাওয়া এবং অনন্ত জীবনের মহান বিষয়গুলোর প্রতি তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা। হতে পারে তাদের অন্তর পীচ ঢালা রাজপথের মত কঠিন হয়ে রয়েছে এবং হয়তোবা তাদের কাছে ত্রাণকর্তাকে উপস্থাপন করা নিষ্ফল প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা দিতে পারে; কিন্তু যেখানে পরিবর্তন সাধনে ও বিশ্বাস জন্মাতে যুক্তি-তর্ক অকার্যকর, সেখানে ব্যক্তিগত পরিচর্যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসা প্রকাশিত হলে তা পাথুরে হৃদয়কেও নরম করে তুলতে পারে এবং সেখানে তখন সত্যের বীজ শিকড় গজাতে পারে। COLBen 42.1

এ কারণে বীজ-বাপকদের এমন কাজ করা প্রয়োজন যেন কাটাগাছের নিচে চাপা পড়ে বা ভূমির অগভীরতার কারণে বীজ সঙ্কুচিত হয়ে না থাকে। খ্রীষ্টিয় জীবনের একেবারে শুরুতেই প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত খ্রীষ্ট ধর্মের মৌলিক নীতি শেখা। একজন বিশ্বাসীর এ কথা জানা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজের পরিত্রাণ লাভ করার মাঝেই তার জীবনের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর সাথে তার নিজ জীবন ও চরিত্রকে করে তুলতে হবে খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্রের মত। আমাদের প্রত্যেকের এ কথা জানা প্রয়োজন যে,

আমাদেরকে নিজ নিজ ভার বহন করতে হবে এবং সমস্ত স্বভাবগত মন্দতা দূর করতে হবে। আমাদেরকে শিখতে হবে খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করার আশীর্বাদ কেমন, আত্মসংযমে তাঁকে কীভাবে অনুসরণ করতে হয়, এবং উত্তম সৈনিক হিসেবে কী করে কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাঁর ভালবাসায় নির্ভর করা এবং তাঁর উপরে নিজেদের ভাল-মন্দের ভার অর্পণ করা আমাদেরকে শিখতে হবে। তাঁর জন্য আত্মা জয় করার আনন্দ আমাদের আস্বাদন করতে হবে। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য ভালবাসা ও আগ্রহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা আত্মস্বার্থ ত্যাগ করতে সক্ষম হব। তখন এই পৃথিবীর সুখ-আনন্দ তার মোহনীয় শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং তা আর মানুষের হৃদয় ভারী করে তুলতে পারবে না। সত্যের লাঙ্গল তার কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। তা শক্ত ও অনুর্বর ভূমি ভেঙ্গে দেবে। এই সত্য কেবল কাটাগাছের অগ্রভাগই কর্তন করবে না, বরং তা কাঁটাগাছের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। COLBen 42.2

উত্তম ভূমি

COLBen 43

বীজবাপককে প্রত্যেকবারই যে হতাশ হতে হবে তা নয়। যে বীজ উত্তম ভূমিতে পতিত হবে সে সম্পর্কে ত্রাণকর্তা বলেছেন, “এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয়, এবং কতক শত গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ ফল দেয়।” “যাহা উত্তম ভূমিতে পড়িল তাহা এমন লোক, যাহারা সৎ ও উত্তম হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া রাখে এবং ধৈর্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে।” COLBen 43.1

এই দৃষ্টান্তে “সৎ ও উত্তম” যে হৃদয়ের কথা বলা হয়েছে তা এমন হৃদয় নয় যাতে কোন পাপ নেই; কারণ যারা হারিয়ে গেছে সুসমাচার তাদেরই জন্য। খ্রীষ্ট বলেছেন, “আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই ডাকিতে আসিয়াছি,” মার্ক ২:১৭। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দেয় তার অন্তর সৎ। সে তার অপরাধ স্বীকার করে এবং তার যে ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসার প্রয়োজন রয়েছে তা অনুভব করে। সত্যকে জানার জন্য ও তা পালন করার জন্য তার এক আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে। উত্তম হৃদয় হচ্ছে বিশ্বাসীর হৃদয়, যে হৃদয়ের ঈশ্বরের বাক্যের উপরে বিশ্বাস রয়েছে। বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা অসম্ভব বিষয়। “কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অনে¡ষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।” ইব্রীয় ১১:৬। COLBen 43.2

এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সেই বাক্য শোনে এবং তা বুঝে। খ্রীষ্টের সময়কার ফরীশীরা তাদের চোখ বন্ধ করে রাখত, পাছে তারা দেখে। তারা তাদের কান বন্ধ করে রাখত, পাছে

তারা শুনতে পায়। এ কারণে সত্য কখনো তাদের অন্তরে গিয়ে পৌছতে পারত না। তারা তাদের ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত অন্ধত্বের কারণে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন যেন তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ করার জন্য তাঁদের অন্তর উন্মুক্ত রাখেন এবং বিশ্বাস করতে প্রস্তুত থাকেন। তিনি তাদের উপরে এক বিশেষ আশীর্বাদ দান করেছিলেন, কারণ তারা চোখ দিয়ে যা দেখতেন, ও কান দিয়ে যা শুনতেন তা বিশ্বাস করতেন। COLBen 44.1

উত্তম ভূমির মত শ্রোতারা সেই বাক্যকে “মানুষের বাক্য বলিয়া নয়, কিন্তু এতে সত্য নিহিত আছে ও ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে; তাহা ঈশ্বরের বাক্যই বটে।” ১ থিষলনীকীয় ২:১৩। যিনি পবিত্র শাস্ত্রকে ঈশ্বরের মুখ হতে নিসৃত বাক্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তিনিই পবিত্র শাস্ত্রের ও ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত শিক্ষার্থী। কর্ণীলিয় ও তাঁর বন্ধুরা ছিলেন এ ধরনের মানুষ, যিনি প্রেরিত পিতরকে বলেছিলেন, “এই নিমিত্ত আমি অবিলম্বে; আপনার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; আপনি আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি; প্রভু আপনাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিব।” প্রেরিত ১০:৩৩। COLBen 44.2

এই সত্যের জ্ঞান কোন মানবীয় বুদ্ধিমত্তা বা শক্তির উপরে নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে অন্তরের সারল্য ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরে। যারা নম্রতার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় দিক নির্দেশনার যাচ্ঞা করে, ঈশ্বরের দূত তাদের নিকটে আসেন। পবিত্র আত্মা তাদের সামনে স্বর্গীয় জ্ঞানের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন। COLBen 44.3

উত্তম ভূমির মত যে সমস্ত শ্রোতারা, তার বাক্য শ্রবণ করার পর তা রেখে দেন। শয়তান তার সমস্ত মন্দতার শক্তি নিয়েও তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। COLBen 44.4

শুধু বাক্য শ্রবণ করা বা তা পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি পবিত্র শাস্ত্রের দ্বারা উপকৃত হতে চায়, তাকে অবশ্যই সেই সত্য ধ্যান করতে হবে যা তার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। একাগ্র মনোযোগ ও প্রার্থনার সাথে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে সত্যের বাক্যের অর্থ আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব এবং পবিত্র আত্মার দান আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারব। COLBen 44.5

ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন আমরা আমাদের অন্তরকে মহত্তর চিন্তায় পরিপূর্ণ করি, শুদ্ধ চিন্তায় পূর্ণ করি। তিনি চান যেন আমরা তাঁর ভালবাসা ও করুণা ধ্যান করি, পরিত্রাণের পরিকল্পনা ও তাঁর অপূর্ব কাজের ধ্যান করি। তখন আমরা আরও স্পষ্টভাবে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব এবং আমাদের অন্তর আরও শুদ্ধ হবে ও চিন্তা আরও পরিশীলিত হবে। যে আত্মা পবিত্র চিন্তাধারার পরিবেশে অবস্থান করে, তা সরাসরি

ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। COLBen 45.1

"আর ফল দান করে।" যারা সেই বাক্য শোনে, তা অন্তরে ধারণ করে, তারা অবশ্যই বাধ্যতায় তার ফল বয়ে নিয়ে আসবে। ঈশ্বরের বাক্য যখন আমরা আমাদের অন্তরে ধারণ করি তখন তা ভাল কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তা যীশুর মত চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্ট নিজে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত, আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।" গীতসংহিতা ৪০:৮। "আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি।" যোহন ৫:৩০। আর পবিত্র শাস্ত্র বলে, "যে বলে, আমি তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন, সেও তদ্রূপ চলে।" ১ যোহন ২:৬। COLBen 45.2

ঈশ্বরের বাক্যের সাথে অনেক সময় মানবীয় রীতি নীতি ও তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এবং জীবন আচরণ ও অভ্যাসের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু উত্তম ভূমির মত শ্রোতারা বাক্য অন্তরে ধারণ করে এবং তার সমস্ত শর্ত পালন করে। তার অভ্যাস, সংস্কার ও রীতি নীতি সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের বাক্যের অধীনস্থহয়। তার দৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাক্যের কাছে সসীম মানুষের আইন কানুন, বিধান ও আদেশ, প্রথা ও রীতি নীতি সবই গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়। পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে সে অনন্ত জীবনের অন্বেষণ করে এবং নিপীড়ন, নির্যাতন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত উপেক্ষা করে সে এই সত্য পালনে ব্রতী হয়। COLBen 45.3

সে "ধৈর্য সহকারে" ফল দান করে। যে কেউ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই সমস্যা ও পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে; কিন্তু যখন নির্যাতন নেমে আসে, তখন একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টান অশান্ত, অবিশ্বস্ত বা নির্জীব হয়ে পড়েন না। যদিও আমরা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ ভাবে জানতে বা দেখতে পাই না, তথাপি তার উপরে থেকে আমাদের বিশ্বাস বিচ্যুত করা যাবে না। আমরা যদি প্রভুর অপার ভালবাসার কথা স্মরণ করি তাহলে আমরা ধৈর্য সহকারে তাঁর উপরে নির্ভর করতে পারব এবং তাঁর পরিত্রাণের জন্য অপেক্ষা করতে পারব। COLBen 46.1

সংঘাতের মুখে পড়ে আত্মিক জীবন আরও শক্তিশালী হয়। পরীক্ষা আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের মূল্যবান আত্মিক অনুগ্রহকেও বৃদ্ধি দান করে। বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় ফল মৃদুতা ও ভালবাসা অনেক সময় ঝড়োন্মুখ আবহাওয়া এবং অন্ধকার মেঘের মাঝেই পরিপক্কতা লাভ করে। COLBen 46.2

"অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষক ভূমির বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করে এবং যত দিন তাহা প্রথম ও শেষ বর্ষা না পায়, ততদিন তাহার বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু থাকে।" যাকোব ৫:৭। কাজেই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে তার জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। অনেক সময় আমরা আত্মার অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করি। আর তাতে ঈশ্বর আমাদের এই প্রার্থনার উত্তর দেন আমাদেরকে এমন অবস্থানে উপনীত করার মধ্য দিয়ে যেখানে আমরা নিজেরাই আমাদের এই অনুগ্রহের ফলের আরও উন্নতি সাধন করতে পারব। কিন্তু আমরা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না, বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি এবং তাঁকে ভুল বুঝি। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা এবং তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা, আমাদের নিজেদেরকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে কঠিন ভাবে ধরে রাখা এবং তাঁর পরিকল্পনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হতে দেয়া। COLBen 46.3

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য সকল পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।" যোহন ১৪:২৩। আমাদের অন্তর আরও বেশি শক্তিশালী ও বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে উঠবে। কারণ সর্বশক্তিমানের সাথে আমাদের তখন এক জীবন্ত সংযোগ স্থাপিত হবে। আমাদের আত্মিক জীবনে আমরা যীশু খ্রীষ্টের বন্দী হব। আমরা আর নিজেদের স্বার্থপর সাধারণ মানব জীবন যাপন করব না, বরং খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে বাস করবেন। তাঁর চরিত্র আমাদের স্বভাবে প্রতীয়মান হবে। এভাবেই আমরা পবিত্র আত্মার ফল ধারণ করতে পারব - " কতক ত্রিশ গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক শত গুণ।" COLBen 47.1

Chapter 4 - “প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ”

মার্ক ৪:২৬-২৯ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

বীজবাপকের দৃষ্টান্তটি ইতোমধ্যে প্রচুর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। শ্রোতাদের অনেকে এই দৃষ্টান্ত শুনে বুঝতে পেরেছেন যে, খ্রীষ্ট কোন পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আসেননি, এবং তাদের অনেকে আরও বেশি কৌতূহলী ও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। তাদের এই দ্বিধা দেখে খ্রীষ্ট আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন, যেন লোকেরা পার্থিব রাজ্যের প্রত্যাশা না করে বরং তাদের নিজেদের আত্মায় ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়। “তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতোমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কিরূপে তাহা বাড়িয়া উঠে তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।” COLBen 48.1

শস্য কাটার সময় এসে গেছে বলে যে কৃষক হাতে কাস্তে তুলে নিয়েছেন, তিনি খ্রীষ্ট বৈ আর কেউ নন। তিনিই সেই শেষ মহান দিনে সারা পৃথিবীর ফসল কাটবেন। কিন্তু বীজ-বাপক বলতে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা খ্রীষ্টের পক্ষে পরিশ্রম করেন। বলা হয়েছে বীজ “আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে, কিন্তু কিরূপে বেড়ে উঠে তা সে জানে না,” এই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র নয়। খ্রীষ্ট কখনো তাঁর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে যান না, বরং তিনি দিন রাত তার তদারকি করেন। কীভাবে বীজগুলো বেড়ে অঙ্কুরোদগম হয় সে ব্যাপারে তিনি অজ্ঞ নন। COLBen 48.2

বীজের দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মাঝে কাজ করেন। বীজের মাঝে রয়েছে সহজাতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার নীতি, যে নীতি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর মাঝে স্থাপন করেছেন; তথাপি সেই বীজটির একাকী অঙ্কুরে পরিণত হওয়ার কোন ক্ষমতাই নেই। শস্যের বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে মানুষের নিজস্ব দায়িত্বটুকু অবশ্যই পালন করতে হবে। তাকে অবশ্যই ভূমি প্রস্তুত করতে হবে এবং তা বীজ বপনের জন্য উর্বর করে তুলতে হবে। তাকে অবশ্যই জমি চাষ করতে হবে। কিন্তু একটি পর্যায়ে আসার পর তার আর করার কিছু থাকে না। মানুষের শক্তি বা জ্ঞান একটি বীজকে সুন্দর চারাগাছে রূপান্তরিত করতে পারে না। মানুষ যতই তার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করুক না কেন, তাকে সেই মহান সত্ত্বার উপরে নির্ভর করতেই হবে, যিনি তাঁর নিজ সর্বময় ক্ষমতার অভূতপূর্ব যোগসূত্র দ্বারা বপন ও কর্তনকে সংযুক্ত করেছেন। COLBen 49.1

বীজে প্রাণ রয়েছে, মাটিতে শক্তি রয়েছে; কিন্তু এ দুটোর মধ্যে দিনে ও রাতে এক অসীম ক্ষমতার সঞ্চার না ঘটলে সেই বীজ কখনোই ফল দেবে না। তৃষ্ণার্ত ভূমিকে আর্দ্র করে তোলার জন্য অবশ্যই বৃষ্টির প্রয়োজন হবে, সূর্য থেকে প্রয়োজন হবে উত্তাপের, যা ভূমিতে সুপ্ত বীজের কাছে পৌঁছে দেবে প্রাণের সঞ্চার। যে জীবন সৃষ্টিকর্তা নিহিত রেখেছেন, একমাত্র তিনিই তা দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন। প্রতিটি বীজ বৃদ্ধি লাভ করে, প্রতিটি উদ্ভিদ বিকশিত হয় একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষমতায়। COLBen 49.2

"বস্তুতঃ ভূমি যেমন আপন অঙ্কুর নির্গত করে, উদ্যান যেমন আপনার মধ্যে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত করে, তেমনি প্রভু সদাপ্রভু সমুদয় জাতির সাক্ষাতে ধার্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করিবেন।" যিশাইয় ৬১:১১। আত্মিক বীজ বপনও প্রাকৃতিক বীজ বপনের মতই। একজন সত্যের শিক্ষককে অবশ্যই আগে হৃদয়ের ভূমি প্রস্তুত করতে হবে। তাকে অবশ্যই বীজ বপন করতে হবে; কিন্তু যে শক্তিতে জীবনের উদগম ঘটে তা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পরে মানবীয় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমরা যখন বাক্য প্রচার করি, তখন আত্মাকে উজ্জীবিত করে ও ধার্মিকতা ও প্রশংসার জন্য এগিয়ে নিয়ে আসে যে শক্তি তা আমরা নিজেরা কখনো সঞ্চার করতে পারি না। ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে এমন এক প্রতিনিধি কাজ করে যা সমস্ত মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। একমাত্র স্বর্গীয় আত্মার মধ্য দিয়েই বাক্য জীবন্ত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা আত্মাকে অনন্ত জীবনে নতুনীকৃত করে তোলে। এই বিষয়টি দিয়েই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাদের নিজেদের কোন যোগ্যতাই তাদের পরিশ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে না, বরং ঈশ্বরের অলৌকিক কার্যকারী শক্তি তাঁর নিজ বাক্যের কার্যকারিতা সাধন করে। COLBen 49.3

বীজবাপকের কাজ হচ্ছে বিশ্বাসের কাজ। একটি বীজের অঙ্কুরোদগম ও বেড়ে ওঠার রহস্য বীজ-বাপক বুঝতে পারে না। কিন্তু যে শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা ঈশ্বর তরুলতাকে বৃদ্ধি দান করেন সেই শক্তির উপরে সে নির্ভর করতে পারে। জমিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে সে আপাতদৃষ্টিতে সেই মূল্যবান শস্যদানা ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা তার পরিবারের খাদ্যের যোগান দিতে পারতো। কিন্তু সে অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশি করে ফিরে পাওয়ার জন্যই বর্তমানের এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় ত্যাগ করছে। সে তার বীজগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এই আশায় যে, সে তার বহুগুণ ফসল আকারে ফিরে পাবে। কাজেই খ্রীষ্টের দাসদেরকে পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং তারা যে বীজ বপন করছেন তা থেকে বহুগুণ ফসলের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে। COLBen 50.1

একটি ভালো বীজ হয়তো কোন শীতল, স্বার্থপর, পার্থিব হৃদয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করতে পারে এবং তার কোন শিকড় গজিয়েছে কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া নাও যেতে পারে। কিন্তু এরপর ঈশ্বরের আত্মা যখন সেই আত্মার উপরে

নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন সেই সুপ্ত বীজ জেগে উঠবে এবং অবশেষে তা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য ফল ধারণ করবে। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় কখনো আগে থেকে জানতে পারি না যে, কোনটি সাফল্যের মুখ দেখবে এবং কোনটি দেখবে না। এটি নির্ধারণ করা আমাদের কাজও নয়। আমাদেরকে আমাদের কাজ করে যেতে হবে এবং এর ফলাফলের ভার ঈশ্বরের উপরে অর্পণ করতে হবে। "তুমি প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না। কেননা ইহা কিম্বা উহা, কোন্টা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমভাবে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা তুমি জান না," উপদেশক ১১:৬। ঈশ্বরের মহান প্রতিজ্ঞা আমাদের কাছে এই ঘোষণা দেয় যে, "যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময় . . . এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না," আদিপুস্তক ৮:২২। এই প্রতিজ্ঞার উপরে আস্থা রেখেই একজন কৃষক জমি চাষ করে ও বীজ বপন করে। আমরাও ঠিক একইভাবে তাঁর নিশ্চয়তার উপরে আস্থা রেখে আত্মিক বীজ বপন করার জন্য পরিশ্রম করি। "তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সেই বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে," যিশাইয় ৫৫:১১। "যে ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে বপনীয় বীজ লইয়া বাহিরে যায়, সে আনন্দগান-সহ আপন আটি লইয়া আসিবেই আসিবে," গীত ১২৬:৬। COLBen 50.2

বীজের অঙ্কুরোদগম নির্দেশ করে আত্মিক জীবনের সূচনা এবং তৃণের বৃদ্ধিলাভ নির্দেশ করে খ্রীষ্টানদের বর্ধিষ্ণুতার এক চমৎকার প্রতিরূপ। প্রকৃতির মত ঈশ্বরের অনুগ্রহের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধিলাভ ব্যতীত জীবনের বিকাশ ঘটতে পারে না। তৃণটি হয় বৃদ্ধি পাবে নতুবা মারা যাবে। তার বৃদ্ধি লাভের প্রক্রিয়াটি নীরব এবং তা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। খ্রীষ্টিয় জীবনের বৃদ্ধি লাভের প্রক্রিয়াও ঠিক তেমন। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের উত্তরণ নিখুঁত হতে পারে; তথাপি যদি এর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয় তাহলে এই উত্তরণ একটি চলমান প্রক্রিয়ায় রূপ নেবে। পবিত্রীকরণ সারা জীবনব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। আমাদের সুযোগ যেমন বৃদ্ধি পায়, আমাদের অভিজ্ঞতাও সুসমৃদ্ধ হয় এবং আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমরা শক্তিশালী ও যোগ্য হয়ে উঠি এবং আমাদের প্রাপ্ত সুযোগ অনুসারে আমাদের পরিপক্বতা প্রকাশিত হয়। COLBen 51.1

তৃণের জীবন ধারণের জন্য ঈশ্বর তাকে যতটুকু শক্তি যোগান দেন তাই নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। তৃণ তার মূল ভূমির গহীনে বিস্তার করে। সে সূর্যের রশ্মি, শিশির এবং বৃষ্টি থেকে শক্তি লাভ করে। সে বায়ু থেকে জীবনদায়ী উপাদান আহরণ করে। কাজেই ঈশ্বরীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে সহভাগিতা রক্ষার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানরা বৃদ্ধি লাভ করবে। আমাদের উচিত নিজেদের অসহায়ত্ব অনুভব করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ জীবনে আহরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তৃণ যেমন ভূমিতে শেকড় বিস্তার করে, তেমনি আমাদেরও খ্রীষ্টেতে শেকড়

বিস্তার করতে হবে। তৃণ যেভাবে সূর্যের রশ্মি, শিশির ও বৃষ্টি গ্রহণ করে, তেমনি আমাদেরও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এই কার্য সম্পাদন হবে "'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন," সখরিয় ৪:৬। যদি আমরা খ্রীষ্টেতে আমাদের অন্তর স্থির রাখি, তাহলে তিনি আমাদের উপরে "বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার ন্যায় আসিবেন," হোশেয় ৬:৩। ধার্মিকতার সূর্যের মত তিনি আমাদের উপরে উদিত হবেন, "তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক," মালাখি ৪:২। আমরা "শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিব।" আমরা "শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইব, দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিব, হোশেয় ১৪:৫, ৭। খ্রীষ্টকে যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে সব সময় নির্ভর করতে থাকি, তাহলে তাঁকে আমাদের মস্তক হিসেবে পেয়ে তাঁকে নিয়েই আমরা বৃদ্ধি লাভ করব। COLBen 51.2

শস্যের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আমরা এখানে দেখি: "প্রমে তৃণ পত্র, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য।" বীজ বপন ও তৃণের বেড়ে ওঠার পরিচর্যা করার পেছনে কৃষকের উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য উৎপাদন করা। যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার ও ভবিষ্যতের জন্য শস্য সংগ্রহ করে। একই ভাবে স্বর্গীয় বীজ-বাপক তাঁর পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গের জন্য পুরস্কার হিসেবে ফসল আশা করেন। খ্রীষ্ট মানুষের হৃদয়ে নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে চান, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের হৃদয়ে তিনি এই কাজ করবেন। খ্রীষ্টিয় জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফল ধারণ করা ওবিশ্বাসীদের জীবনে খ্রীষ্টের চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যেন অন্য সকলের মাঝে তা সঞ্চারিত হয়। COLBen 52.1

এই উদ্ভিদ তার নিজের জন্য অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি লাভ বা ফল ধারণ করে না, কিন্তু "বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য" দেওয়া, যিশাইয় ৫৫:১০। তাই কোন মানুষই তার নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না। একজন খ্রীষ্টান এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের একজন প্রতিনিধি, যেন সে অপরের আত্মার জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসতে পারে। COLBen 52.2

আত্মকেন্দ্রিকতাপূর্ণ জীবনে কোন বৃদ্ধি বা ফলবন্ততা দেখা দিতে পারে না। যদি আপনি খ্রীষ্টকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাহলে আপনার নিজের কথা ভুলে যেতে হবে এবং অন্যদেরকে সাহায্য করতে হবে। অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা বলুন, তাঁর মঙ্গলময়তার কথা বলুন। তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করে এমন সমস্ত কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করুন। আপনার হৃদয়ে আত্মার ভার বহন করুন এবং আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করে যান। যখন আপনি আপনার মাঝে খ্রীষ্টের আত্মা ধারণ করবেন, অপরের জন্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও পরিশ্রমের সেই আত্মা ধারণ করবেন, তখন আপনি বৃদ্ধি লাভ করবেন, এবং ফল ধারণ করবেন। আপনার চরিত্রে আত্মার সমস্ত অনুগ্রহ পরিপক্কতা লাভ করবে। আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, আপনার চেতনা গভীরতর হবে, এবং আপনার ভালবাসা নিখুঁত হয়ে উঠবে।

আপনার মাঝে ঈশ্বরীয় চরিত্র ক্রমেই আরও পবিত্র, মহৎ ও প্রেমময় হয়ে প্রকাশিত হবে। COLBen 52.3

"কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন," গালাতীয় ৫:২২, ২৩। এই ফল কখনো বিনষ্ট হতে পারে না, বরং তা আমাদের জন্য অনন্ত জীবন ফল হিসেবে উৎপন্ন করে। COLBen 53.1

"ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।" খ্রীষ্ট নিজেকে মণ্ডলীর সামনে স্বমহিমায় প্রকাশ করার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রয়েছেন। যখন খ্রীষ্টের চরিত্র তাঁর লোকদের মাঝে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা দেবে, ঠিক তখনই তিনি তাদেরকে তাঁর নিজের লোক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। COLBen 53.2

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা ও ব্যাগ্রভাবে প্রতীক্ষায় থাকা প্রত্যেক খ্রীষ্টানের জন্য এক অভূতপূর্ব সুযোগ (২ পিতর ৩:১২)। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যদি তাঁর গৌরব প্রকাশ করার জন্য তাঁর নামে ফল ধারণ করে, তাহলে না কত দ্রুত সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচারের বীজ বপন করা সম্ভব হবে। খুব শীঘ্র শেষ মহান ফসল কর্তনের জন্য পরিপক্ক হবে এবং খ্রীষ্ট সেই মহামূল্যবান শস্য উত্তোলন সংগ্রহ করবেন। COLBen 53.3

Chapter 5 - শ্যামাঘাস

মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৭-৪৩ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

“পরে তিনি তাহাদের নিকটে আর এক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন, কহিলেন, স¦র্গ-রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিলেন। কিন্তু লোকে নিদ্রা গেলে পর তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া পড়িল।” COLBen 54.1

খ্রীষ্ট বলেছেন, “এই ক্ষেত্র হচ্ছে জগৎ”। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এখানে মূলত জগতে অবস্থিত খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কথাই বলা হয়েছে। এই দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করে কারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হবে এবং কীভাবে খ্রীষ্ট মানুষের পরিত্রাণ সাধন করবেন। আর এই কার্য তিনি সাধন করবেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। এ কথা সত্যি যে, পবিত্র আত্মা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকটি স্থানে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে তিনি বিরাজ করছেন। কিন্তু মণ্ডলীতেই আমরা বৃদ্ধি লাভ করব এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রের ফসল হিসেবে পরিপক্ক হয়ে উঠব। COLBen 54.2

“যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র . . . ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; শ্যামাঘাস সেই পাপাত্মার সন্তানগণ।” ভাল বীজ নির্দেশ করে তাদেরকে যারা ঈশ্বর হতে ও সত্যে জন্মগ্রহণ করেছে। শ্যামাঘাস এমন এক শ্রেণীর মানুষকে নির্দেশ করে, যারা ভুল বা মিথ্যার নীতিতে চলে ও তা ধারণ করে। “যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল।” ঈশ্বর বা তাঁর স্বর্গদূতেরা কেউই এমন বীজ বোনেননি যে, তা থেকে শ্যামাঘাস উৎপন্ন হবে। শ্যামাঘাস সব সময় শুধু শয়তানই বপন করে, কারণ সে ঈশ্বর ও মানুষের শত্রু। COLBen 54.3

প্রাচ্যে অনেক সময় কোন মানুষ কারও উপরে প্রতিশোধ নিতে হলে তার শষ্য ক্ষেতে সদ্য বোনা বীজের ফাঁকে ফাঁকে বিষাক্ত বা আগাছা জাতীয় বীজ বুনে দিত। সেই বীজ থেকে চারা বেড়ে ওঠার সময়ও তা গমের চারা বলেই মনে হত। কিন্তু যখন সেই গমের চারা ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিত, তখন তার সাথে সাথে বেড়ে ওঠা আগাছাগুলো শস্যের ক্ষতি করত এবং তাতে করে ক্ষেতের মালিককে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত। কাজেই শয়তান খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতা করে তাঁর রাজ্যের ভাল বীজের মধ্যে তার মন্দ বীজ বুনে দিয়েছে। তার বপনকৃত বীজ বৃদ্ধি পেয়েছে ঈশ্বরের পুত্রের বপনকৃত বীজের সাথে সাথে। খ্রীষ্টের নাম ধারণ করেও তাঁকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেনি, এমন মন্দ মানুষ মণ্ডলীতে

প্রবেশ করার কারণে ঈশ্বর অপমানিত হন, পরিত্রাণের কার্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, এবং আত্মা বিনষ্ট হয়। COLBen 55.1

মণ্ডলীতে প্রকৃত ও ভ- বিশ্বাসীদের মিশ্রিত হতে দেখলে খ্রীষ্টের সেবকেরা মর্মাহত হন। তারা মণ্ডলীকে পরিষ্কৃত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। গৃহকর্তার দাসদের মত তারা গমের মধ্য থেকে শ্যামাঘাস উঠিয়ে ফেলার জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে বলছেন, "না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিবার সময়ে তোমরা তাহার সহিত গমও উপড়াইয়া ফেলিবে। শস্যচ্ছেদনের সময় পর্যন্ত উভয়কে একত্রে বাড়িতে দেও।" COLBen 55.2

খ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যারা প্রকাশ্যে পাপ করে বেড়ায় তাদেরকে অবশ্যই মণ্ডলী থেকে বিতাড়িত করতে হবে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কারও চরিত্র ও কাজের বিচার করার অধিকার দেননি। তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমরা এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার জন্য আসলে কতটুকু উপযুক্ত। যাদেরকে আমরা ভ- খ্রীষ্টিয়ান বলে মনে করে থাকি তাদেরকে যদি মণ্ডলী থেকে সমূলে উৎখাত করতেই হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই ভুল করব। আমরা অনেক সময় তাদেরকে অসহায় বলে মনে করে থাকি, যাদেরকে খ্রীষ্ট নিজে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে এসেছেন। আমরা যদি ত্রুটিযুক্ত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে এই আত্মাদের বিচার করি, তাহলে হয়তো তাদের অন্তরের আলো নিভে যাবে। যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে মনে করেন, তাদের অনেকের মধ্যেই ঘাটতি পাওয়া যাবে। এমন অনেকেই স্বর্গে যাবেন যাদেরকে সেখানে দেখা যাবে বলে তাদের প্রতিবেশীরা কখনো ভাবতেও পারেনি। মানুষ চেহারা দেখে বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর অন্তর দেখে বিচার করেন। ফসল কর্তনের সময় আসার আগ পর্যন্ত শ্যামাঘাস ও গম এক সাথে বাড়তে দেয়া হবে। COLBen 55.3

আর ফসল কাটার সময় আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষামূলক সময় শেষ হবে। আমাদের ত্রাণকর্তার বক্তব্যে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায়, যা এক চমৎকার তত্ত্বাবধান ও স্নেহবৎসল ভালবাসার শিক্ষা। শ্যামাঘাসের শিকড় যেমন খুব ঘনিষ্ঠভাবে ভাল চারার শিকড়ের সাথে জেঁকে বসে, তেমনি মণ্ডলীর ভ- ভাইরাও সত্যিকার শিষ্যদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে। এই সমস্ত তথাকথিত বিশ্বাসীদের প্রকৃত চরিত্র পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায় না। তাদেরকে যদি মণ্ডলী থেকে পৃক করতে হয়, তাহলে অন্যরা বিঘ্ন পাবে, যারা এক্ষেত্রে সেই ভ- বিশ্বাসীদের সাথে সাথে বিনষ্ট হবে। COLBen 56.1

মানুষ ও স্বর্গদূতদের প্রতি ঈশ্বরের নিজ মনোভাব ও আচরণ ফুটিয়ে তুলতে এই দৃষ্টান্তটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। শয়তান হচ্ছে প্রবঞ্চক। সে যখন স্বর্গে পাপ করল, তখনও এমনকি বিশ্বস্ত স্বর্গদূতেরা তার চরিত্র পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি। এ কারণে ঈশ্বর

শয়তানকে একবারে ধ্বংস করে দেননি। তিনি যদি এ কাজ করতেন, তাহলে পবিত্র স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও ভালবাসা অনুধাবন করতে পারতেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতি সন্দেহ এমন এক মন্দ বীজ যা নিয়ে আসে শুধুই পাপ ও দুর্দশার তিক্ত ফল। এ কারণে মন্দতার জনককে ছেড়ে দেয়া হল, যেন সে তার চরিত্র পুরোপুরিভাবে বিকশিত করতে পারে। বহু কাল ধরে ঈশ্বর এই মন্দতার কার্য দেখতে দেখতে ক্ষোভ ও ক্রোধে পূর্ণ হয়ে উঠছেন। তিনি দুষ্টদের ভুল ব্যাখ্যার প্রলোভনে পতিত হতে না দিয়ে মানুষকে দিয়েছেন কালভেরীর অতুলনীয় উপহার। কারণ শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে মূল্যবান শস্যের শেকড় উপড়ে ফেলার আশঙ্কা সব সময়ই থেকে যায়। শয়তানের প্রতি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু যেমন ধৈর্য ধারণ করছেন তেমনি আমাদেরও কি চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এ ধরনের মানুষদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা উচিত নয়? COLBen 56.2

মণ্ডলীতে ভণ্ড খ্রীষ্টানদের উপস্থিতি রয়েছে বলে খ্রীষ্ট ধর্মের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোন অধিকার যেমন এই পৃথিবীর নেই, তেমনি এই সমস্ত ভ- ভাইদের কারণে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের দুঃখ করার কিছু নেই। আদি মণ্ডলীর অবস্থাটা কেমন ছিল? অননিয় ও সাফীরা শিষ্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। শিমোন ম্যাগাস বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। দীমা পৌলকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, যাকে এর পরও একজন বিশ্বাসী হিসেবে বিবেচনা করা হত। ইস্কোরিয়োতীয় যিহূদাকে প্রেরিতদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। ত্রাণকর্তা একটি আত্মাকেও বিনষ্ট হতে দিতে চান না। বিকৃত মানবীয় স্বভাবের প্রতি তাঁর চরম সহিষ্ণুতার নিদর্শন প্রকাশের জন্যই যিহূদার ঘটনাটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি যেমন এই আচরণ সহ্য করে চলেছেন, একইভাবে তিনি আমাদেরকেও তা সহ্য করতে বলছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, শেষ সময় আসার আগ পর্যন্ত মণ্ডলীতে এই সমস্ত ভ- বিশ্বাসীদেরকে দেখা যাবে। COLBen 57.1

খ্রীষ্টের সতর্কবাণী দান করা সত্ত্বেও মানুষ এই শ্যামাঘাস উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে। যারা মন্দ কার্য সাধনকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য মণ্ডলী পার্থিব ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ থেকে নিজেদেরকে পৃক করতে চেয়েছে তাদেরকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে সেই সমস্ত মানুষের আদেশে, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের অনুমোদিত বিচারকর্তা হিসেবে দাবী করেছে। কিন্তু এ ধরনের কাজের পেছনে যা ইন্ধন যোগায় তা কোনভাবেই খ্রীষ্টে আশ্রিত আত্মা হতে পারে না, বরং তা শয়তানের আত্মা। এটিই পুরো পৃথিবীকে নিজ কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার জন্য শয়তানের দুরভিসন্ধি। যারা মণ্ডলীর নিয়মের থেকে আলাদা পথে চলতে চেয়েছে তাদের দ্বারা ঈশ্বরকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। COLBen 57.2

খ্রীষ্টের এই দৃষ্টান্তের নিগূঢ় শিক্ষা বিচার ও শাস্তি নয়, বরং ন¤্রতা ও নিজেকে নিয়ে গর্ব না করা। মাঠে যে সমস্ত বীজ বোনা হয়েছে সেগুলোর সবই ভালো বীজ নয়। মানুষ মণ্ডলীতে রয়েছে বলেই তাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে প্রমাণ করা যায় না। COLBen 57.3

পাতাগুলো যখন সবুজ থাকে তখন গম আর শ্যামাঘাস দেখতে একই রকম মনে হয়; কিন্তু ফসল কাটার সময় গমের পুরো মাঠ যখন সাদা হয়ে উঠল, তখন গমের পরিপুষ্ট ও পাকা শীষের সাথে মূল্যহীন শ্যামাঘাসের পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল। যে সমস্ত পাপীরা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে প্রচার করতে চায়, তারা কিছু কালের জন্য খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসারীদের মধ্যে মিশে থাকে, এবং ধার্মিক খ্রীষ্টিয়ানের লেবাস পরে তারা বহু মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে যখন শস্য কর্তনের সময় এসে উপস্থিত হবে তখন উত্তম ও মন্দের মাঝে আর কোন মিলই থাকবে না। তখন যারা মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিল কিন্তু খ্রীষ্টেতে মিলিত হয়নি, তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হবে। COLBen 58.1

গমের সাথে শ্যামাঘাসগুলো বেড়ে উঠতে সুযোগ দেয়া হয়েছে, যেন দুটোই রোদ ও বৃষ্টি পায়। কিন্তু শস্য কর্তনের সময় “তখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে ঈশ্বরের সেবা করে, ও যে তাঁহার সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিবে,” মালাখি ৩:১৮। স্বয়ং খ্রীষ্ট ঠিক করবেন কে আসলে স্বর্গে তাঁর পরিবারের সাথে বসবাস করার উপযুক্ত। তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে তার কথা ও কাজের ভিত্তিতে বিচার করবেন। এই মাপকাঠিতে মানুষের পদমর্যাদা কিছুই নয়। মানুষের চরিত্রই তার নিয়তি নির্ধারণ করবে। COLBen 58.2

খ্রীষ্ট এমন কোন সময়ের কথা এখানে বলছেন না, যখন সমস্ত শ্যামাঘাস গমে রূপান্তরিত হবে। শস্য কর্তনের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ কাল পর্যন্ত গম ও শ্যামাঘাস এক সাথে বাড়তে থাকবে। এরপর সমস্ত শ্যামাঘাস আঁটি বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে এবং গম কেটে ঈশ্বরের গোলাঘরে জড়ো করা হবে। “তখন ধার্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে।” তখন “মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মাচারীদিগকে সংগ্রহ করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।” COLBen 58.3

Chapter 6 - “একটি সরিষা দানার তুল্য”

মথি ১৩:৩১, ৩২; মার্ক ৪:৩০-৩২; লূক ১৩:১৮, ১৯ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

সমাগত যে জনতা যীশুর শিক্ষা শুনছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ফরীশী। এ থেকে আমরা প্রচ্ছন্নভাবে বুঝতে পারি যে, তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কত কম লোকই না তাঁকে মশীহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনাও করেছিল যে, এই শিক্ষক কী করে ইস্রায়েলকে জাতিগণের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করবেন। কোন সম্পদ, ক্ষমতা বা সম্মান ছাড়া তিনি কীভাবে নতুন রাজ্য স্থাপন করবেন? খ্রীষ্ট তাদের মনের চিন্তা পড়তে পেরেছিলেন, এবং তিনি তাদেরকে এই জবাব দিয়েছিলেন: COLBen 59.1

“আমরা কিসের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করিব? কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা তাহা ব্যক্ত করিব?” পৃথিবীতে এমন কিছুই আসলে নেই যার দ্বারা স্বর্গরাজ্যের তুলনা করা যেতে পারে। কোন মানুষই তাঁকে স্বর্গরাজ্যের কোন প্রতীক দেখাতে পারল না। তাই তিনি বললেন, “তাহা একটি সরিষা-দানার তূল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষীগণ তাহার ছায়ার নিচে বাস করিতে পারে।” COLBen 59.2

ঈশ্বর প্রতিটি বীজের মধ্যেই জীবন সৃষ্টি করার শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত রাখেন, যার ফলে তা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। কোন মানুষের শক্তির উপরে এর বৃদ্ধি নির্ভর করে না। খ্রীষ্টের রাজ্যও ঠিক তেমন। এটি একটি নতুন সৃষ্টি। যারা এই পৃথিবীর রাজ্যসমূহের নিয়মের অনুসারী হয়ে চলে তাদের বৃদ্ধি লাভের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত এটি। পার্থিব শাসন ব্যবস্থা fগঠন হয় পেশী শক্তির চর্চার মধ্য দিয়ে; যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা নিজ প্রতিপত্তি রক্ষা করে; কিন্তু নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শান্তির রাজা। পবিত্র আত্মা এই পৃথিবীর রাজ্যসমূহকে হিংস্র শিকারী পশু আকারে দেখিয়েছেন; কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন “ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান,” যোহন ১:২৯। খ্রীষ্টের শাসন ব্যবস্থায় বিবেককে জাগ্রত করে তোলার জন্য কোন বল প্রয়োগের আয়োজন নেই। পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্য যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ঈশ্বরের রাজ্য ঠিক সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যিহুদীরা মনে করেছিল। ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বাহ্যিক শক্তির প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিল। তারা নানা দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট একটি যুগান্তকারী নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্য ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভ্রান্তি ও পাপ মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। COLBen 59.3

যীশু যখন এই দৃষ্টান্তটি বলছিলেন, সে সময় নিশ্চয়ই কাছে বা দূরে কোথাও কোন সরিষা ক্ষেত দেখা যাচ্ছিল, সেই ক্ষেতের সরিষা গাছগুলো নিশ্চয়ই ঘাস ও শস্যগুলোর

উপরে উঠেছিল এবং মৃদু মন্দ বাতাসে সেগুলোর শাখাগুলো দুলছিল। পাখিরা এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং পাতায় ছাওয়া চাদোয়ার মধ্যে মিহি স্বরে ডাকছিল। তথাপি এত বড় একটি উদ্ভিদের উৎস হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বীজটি। প্রমে এই বীজটি থেকে খুব সূক্ষ্ম একটি শেকড় বেরিয়েছিল, কিন্তু সেটিই বীজটির অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করেছিল, এবং ধীরে ধীরে তা বীজটিকে তৃণতে রূপান্তরিত করে অবশেষে পূর্ণাঙ্গ একটি উদ্ভিদে রূপ দান করেছে। খ্রীষ্টের রাজ্যও শুরুতে এতটাই ম্রিয়মাণ ও তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়েছিল। পৃথিবীর রাজ্যসমূহের সাথে তুলনা করলে এই রাজ্য অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে হবে। খ্রীষ্ট নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা দেয়ায় পৃথিবীর শাসকগণ তাঁকে তুচ্ছ করেছিল। তথাপি তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রদত্ত সেই শক্তিপূর্ণ সত্যের অন্তস্থিত সুসমাচারের রাজ্যে নিহিত ছিল এক স্বর্গীয় জীবন। কত না দ্রুত তা বৃদ্ধি পেল! কত না সুদূরপ্রসারী ছিল এর প্রভাব! যীশু যখন এই দৃষ্টান্তটি বলছিলেন সে সময় হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন গালীলীয় শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন এই নতুন রাজ্যের প্রতিনিধি। তাদের দারিদ্র এবং তাদের সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণেই মানুষ বারবার যীশুকে অনুসরণকারী এই সরলমনা মানুষগুলোর সাথে নিজেদেরকে এক কাতারে দাঁড় করাতে চায়নি। কিন্তু সেই সরিষার দানা ঠিকই বেড়ে উঠেছে এবং তা সারা পৃথিবীতে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া চাকচিক্যময় পার্থিব রাজ্য এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু খ্রীষ্টের রাজ্য চিরস্থায়ী এবং এই রাজ্যের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী। COLBen 60.1

এ কারণে মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ প্রারম্ভিকভাবে খুব ছোট পরিসরে শুরু হয়। একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ার পর আত্মার মাঝে একটি আলোক রশ্মি পতিত হয়, নতুন জীবনের সূচনা ঘটানোর জন্য তা এক নতুন উদ্দীপনার জন্ম দেয়। তা কী ফল বয়ে আনবে তা কে বলতে পারে? COLBen 61.1

সরিষা দানার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্যে বৃদ্ধিকেই যে শুধু চিত্রায়িত করা হয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে দৃষ্টান্তে যে অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে তা এর বৃদ্ধির প্রত্যেকটি ধাপে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ প্রতিটি প্রজন্মে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর জন্য একটি বিশেষ সত্য ও একটি বিশেষ কাজ নিহিত রেখেছেন। যে সত্য পার্থিব জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তা শিশুর মত সরল ও নম্র ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সত্য আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানায়। এই আহ্বান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ও তাতে জয় লাভ করার আহ্বান। পৃথিবীতে এই আহ্বানের স্বপক্ষে সাড়া দেয়ার মত মানুষের সংখ্যা খুব কম। পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাশালী মানুষেরা এবং প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ যিহূদী মণ্ডলী এর বিরোধিতা করেছে। খ্রীষ্টের অগ্রদূত যোহন বাপ্তাইজকের কথা চিন্তা করুন, যিনি একা দাঁড়িয়ে যিহূদী জাতির ঔদ্ধত্য ও ধর্ম চর্চায় অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিকতা চর্চার জন্য তীব্রভাবে

তাদের তিরস্কার করেছেন। ইউরোপে প্রম সুসমাচার প্রচারকারীদের কথা চিন্তা করুন। দুই তাঁবু নির্মাতা পৌল ও সীল যখন ত্রোয়া থেকে ফিলিপীর উদ্দেশে সমুদ্র পথে যাত্রা করলেন, তখন তাঁদের অন্তরে কত না অসহায়ত্ব ও অনিশ্চয়তা কাজ করছিল। খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে গিয়ে "বৃদ্ধ পৌল" রোম সম্রাট সিজারের হাতে কারাবন্দী হয়েছিলেন। বৃহৎ রোম সাম্রাজ্যের পৌত্তলিকতার বিপরীতে দাস ও শ্রমজীবীদের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির সংগ্রাম লক্ষ করুন। দেখুন মার্টিন লুথার কীভাবে সেই শক্তিশালী মণ্ডলীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছিলেন, যা ছিল পার্থিব জ্ঞানের পীঠস্থান। দেখুন তিনি কীভাবে সম্রাট ও পোপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে অটল অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমি আমার এই অবস্থানেই স্থির থাকব; এর ব্যতিক্রম কোন কিছু আমি করতে পারব না। স্বয়ং ঈশ্বর আমার সহায়।" দেখুন জন ওয়েসলি কীভাবে কট্টর আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চা, যৌনতা ও অনৈতিকতার আগ্রাসনের মধ্যেও খ্রীষ্ট ও তাঁর ধার্মিকতাকে প্রচার করেছেন। অবিশ্বাসীদের মাঝে খ্রীষ্টের প্রেম ও সুসমাচারের বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা প্রত্যেকে কতটা পরিশ্রম করেছেন তা দেখুন। আর এ প্রসঙ্গে একজন তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া শুনুন: "থামো বাছা! ঈশ্বর যদি সত্যিই অবিশ্বাসীদের মন পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তিনি তোমার বা আমার সাহায্য ছাড়াই তা করতে পারবেন।" COLBen 61.2

বহু শতাব্দী আগে যারা এই সত্যের বীজ বপন করেছিলেন, তাদের নামে আজ এই প্রজন্মের বড় বড় ধর্মপ্রাণ নেতারা ভূয়সী প্রশংসা করেন ও তাদের ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। অনেকেই কি এই বীজ থেকে উৎসারিত মহীরূহের বৃদ্ধিতে আজও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন না? অতীতের মত আজও সেই একই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, "আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ [যীশু খ্রীষ্ট, যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন] কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না," যোহন ৯:২৯। প্রাথমিক মণ্ডলীর যুগে জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান মানুষদের কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না; বরং এর উত্তর ছিল, সেই সমস্ত মানুষদের কাছে, যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার মত ততটা শিক্ষিত বা জ্ঞানী ছিলেন না, তথাপি তারা ঈশ্বরের বাক্যের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। "কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বান দেখ, যেহেতু মাংস অনুসারে জ্ঞানবান অনেক নাই, পরাক্রমী অনেক নাই, উচ্চপদস্থঅনেক নাই; কিন্তু ঈশ্বর জগতীস্থমূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করিলেন, যেন জ্ঞানবানদিগকে লজ্জা দেন; এবং ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত করিলেন, যেন শক্তিমন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা দেন; এবং জগতের যাহা যাহা নীচ ও যাহা যাহা তুচ্ছ, যাহা যাহা কিছু নয়, সেই সকল ঈশ্বর মনোনীত করিলেন, যেন, যাহা যাহা আছে, সেই সকল অকিঞ্চন করেন" (১ করিন্থীয় ১:২৬-২৮); "যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়" (১ করিন্থীয় ২:৫)। COLBen 62.1

মানব জাতির সর্বশেষ প্রজন্মের কাছে সরিষা দানার দৃষ্টান্ত এক তাৎপর্যপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত পরিপূর্ণতা লাভ করবে। সেই ক্ষুদ্র বীজটি হয়ে উঠবে এক বৃক্ষে। সতর্কবাণী ও দয়ার শেষ বার্তা যাবে "প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা"র কাছে (প্রকা ১৪:৬-১৪), "ঈশ্বরের নামের জন্য পরজাতিগণের মধ্য হতে এক দল প্রজা গ্রহণ" (প্রেরিত ১৫:১৪; প্রকা ১৮:১)। আর পৃথিবী তাঁর গৌরবে আলোকময় হয়ে উঠবে। COLBen 63.1

Chapter 7 - বীজবাপকের দৃষ্টান্ত থেকে অন্যান্য শিক্ষা

বীজ বপন ও বীজ থেকে তৃণের বেড়ে ওঠা নিয়ে পরিবারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক মূল্যবান শিক্ষা দেয়া যায়। প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করাটা শিশুদের ও তরুণদের শেখানো প্রয়োজন; এতে অদৃশ্য উপকারগুলো তারা বিশ্বাসে আকড়ে ধরবে। যখন তারা বুঝতে শুরু করবে যে, ঈশ্বর তাঁর এই বৃহৎ পরিবারের অভাব পূরণে কী চমৎকার কার্য সাধন করছেন এবং আমাদের কীভাবে তাঁর সাথে সহযোগিতা করা উচিত, তখন তারা ঈশ্বরের উপরে আরও বেশি করে বিশ্বাস স্থাপন করবে, এবং তারা তাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনুধাবন করতে পারবে। COLBen 64.1

ঈশ্বর যেভাবে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি এই বীজও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাকে বেড়ে ওঠার ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ঔষধি ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। . . . আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম।" আদিপুস্তক ১:১১, ১২। সেই বাক্যের জন্য আজও প্রতিটি বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। সূর্যের কিরণে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠা প্রত্যেকটি সবুজ পাতা ঘোষণা করে তাঁর বাক্যের আশ্চর্য কার্য সাধনকারী ক্ষমতার কথা, যিনি "কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল;" যিনি "আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।" গীতসংহিতা ৩৩:৯। COLBen 64.2

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনায় এ কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।" মাঠের ফুলের দিকে নির্দেশ করে তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, "ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে . . . তাহা যদি ঈশ্বর এইরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না?" মথি ৬:১১, ৩০। খ্রীষ্ট আমাদের এই প্রার্থনার ফল দানের জন্য অনবরত কাজ করে চলেছেন এবং তিনি তাঁর এই আশ্বাস বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে একটি অদৃশ্য শক্তি সব সময় মানুষের খাওয়া ও পরার তত্ত্বাবধান করে চলেছে। ফেলে দেয়া বীজ থেকে একটি জীবন্ত উদ্ভিদের জন্ম দেয়ার জন্য আমাদের প্রভু তাঁর নানাবিধ প্রতিনিধিকে কার্যে নিয়োজিত রেখেছেন। এই বীজ থেকে যথা সময়ে যেন সর্বোত্তম ফসল উৎপন্ন হতে পারে সে জন্য তিনি সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছেন। গীতসংহিতার এই অপূর্ব গীতটি লক্ষ করুন: COLBen 64.3

"তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করিতেছ,

উহাতে জল সেচন করিতেছ,

উহা অতিশয় ধনাঢ্য করিতেছ;

ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ;

এইরূপে ভূমি প্রস্তুত করিয়া তুমি

মনুষ্যদের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক।

তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত করিয়া থাক,

তাহার আলি সকল সমান করিয়া থাক,

তুমি বৃষ্টি দ্বারা তাহা কোমল করিয়া থাক,

তাহার অঙ্কুরকে আশীর্বাদ করিয়া থাক।

তুমি আপন মঙ্গলভাবের বৎসরকে মুকুট পরাইয়া থাক,

তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে।” COLBen 65.1

গীতসংহিতা ৬৫:৯-১১

এই পার্থিব জগত ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। প্রকৃতির সমস্ত বিধানগুলো স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নির্দেশ মত চলছে। সব কিছুই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে ও সে অনুসারেই কাজ করে। মেঘ ও সূর্য কিরণ, শিশির ও বৃষ্টি, বাতাস ও ঝড়, সব কিছুই ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানের অধীনে রয়েছে এবং এগুলো তাঁর বাধ্যতায় চলে। ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতার কারণেই শস্যের বীজ ফেটে গিয়ে তার শিকড় মাটির গভীরে ছড়িয়ে পড়ে, “প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য,” মার্ক ৪:২৮। এগুলোকে ঈশ্বর নিরূপিত সময়ে বৃদ্ধি দান করবেন, কারণ এগুলো তাঁর কাজে বিরোধিতা সৃষ্টি করেনি। তাহলে যে মানুষকে ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তাকে এত বুদ্ধি বিবেচনা ও কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন, সে কি করে তাঁর এই সকল দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং তাঁর ইচ্ছার অবাধ্য হয়? সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েও আমরাই আমাদের পৃথিবীতে কি অযৌক্তিক কাজটি করছি? COLBen 65.2

মানুষের টিকে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাতে ঈশ্বরীয় ও মানবীয় উভয় দিক থেকে নিজ নিজ ভূমিকা দেখা যায়। বীজ বপনের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না মানুষ তার হাত ব্যবহার করে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনভাবেই ফসল সংগ্রহের কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু সূর্যের আলো ও বৃষ্টি, শিশির ও মেঘের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ফসলের পরিচর্যার যে মাধ্যম তৈরি করে রেখেছেন, সেগুলো ব্যতীত কখনোই ফসল বৃদ্ধি পেতে পারে না। প্রতিটি ব্যবসায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায়। এভাবেই তা জড়িয়ে রয়েছে আত্মিক পরিসীমায়, চরিত্রের গঠনে ও প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয় কার্যক্রম। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে এবং আমাদের এই দায়িত্বগুলোর সমন্বয় সাধন করতে হলে আমাদের ঈশ্বরীয় শক্তি অর্জন করতে হবে, নতুবা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। COLBen 66.1

মানুষ যখন আধ্যাত্মিক বা জাগতিকভাবে কোন কিছু সম্পাদন করে, তখন তার অন্তরে এই চিন্তা ধারণ করা প্রয়োজন যে, সে তার সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় সেটি করতে সক্ষম হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতা অনুধাবন করার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ এখন তার নিজের উপরে অনেক বেশি আস্থা রাখে, তার নিজ উদ্ভাবনের উপরে অনেক বেশি নির্ভর করে। ঈশ্বরের শক্তি ও কর্তৃত্বের উপরে খুব কমই এখন আমরা নির্ভর করি। “আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী,” ১ করি ৩:৯। আমাদের মানবীয় সত্তার অংশটি চরমভাবে দুর্বল; কিন্তু যদি তা খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সত্বার সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে সে খ্রীষ্টের শক্তি ও কর্তৃত্বের বলে আমরা সব কিছু করতে পারে। বীজ থেকে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করা শিশু প্রশিক্ষণের একটি বিষয়ভিত্তিক পাঠ। এখানে “প্রমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য।” যিনি এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তিনিই এই ক্ষুদ্র বীজের জন্ম দিয়েছেন, সেটিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানে পূর্ণ করেছেন এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে বৃদ্ধি লাভের সক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা তাঁর নিজ জীবনে বাস্তব হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় স্বভাবে এই তৃণের মত বৃদ্ধি লাভের জন্য ঈশ্বরীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। আর তিনি চান যেন সমস্ত যুবকদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটে। যদিও তিনি ছিলেন স্বর্গের মহারাজ, গৌরবের রাজা, তথাপি তিনি বৈথলেহমে এক ক্ষুদ্র শিশু হয়ে জন্ম নিলেন, এবং পুরো শৈশবটি তিনি শুধুমাত্র তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে একটি সাধারণ মানব শিশুর মতই বেড়ে উঠেছেন। শৈশবে তিনি একজন বাধ্য শিশুর মত কাজ করেছেন। তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মত নয়, বরং একজন শিশুর মত জ্ঞান নিয়ে কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন। তিনি তাঁর পিতা মাতাকে সম্মান বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের বাধ্য থেকে তাদের ইচ্ছানুসারে একজন শিশুর সাধ্যানুসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে তিনি ছিলেন নিখুঁত, তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু পাপবিহীন ও অনুগ্রহে পূর্ণ। পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর শৈশব সম্পর্কে বলা হয়েছে, “পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে

ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।” অপরদিকে তাঁর তারুণ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, “পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন,” লূক ২:১০, ৫২। COLBen 66.2

এখানে পিতা মাতা ও শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হবে এমনভাবে যুবকদের মানসিকতা তৈরি করা যেন তারা তাদের জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে গিয়ে তাদের বয়সের সাথে মানানসই স্বভাবগত সৌন্দর্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, ঠিক যেভাবে উদ্যানে তৃণ বিকশিত হয়। COLBen 67.1

সেই সমস্ত শিশুই সবচেয়ে আকর্ষণীয়, যারা স্বভাবগতভাবে স্বাভাবিক এবং অনাক্রান্ত সাদাসিধা। তাদেরকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের সামনে তাদের পাকা পাকা কথাগুলো বারবার আওড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের চেহারা, তাদের কথা, বা তাদের কাজের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে অসার পার্থিবতার প্রতি উৎসাহিত করা উচিত নয়। তাদেরকে কখনোই দামী বা লোক দেখানো জমকালো পোশাক পরানো উচিত নয়। এতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় গর্ব এবং তাদের বন্ধুদের অন্তরে ঈর্ষার উদ্ভব ঘটে। COLBen 68.1

ছোট ছোট শিশুদেরকে শিশুসুলভ সারল্য নিয়ে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। তাদেরকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিয়ে সেগুলোতে অভ্যস্ত করে তুলা উচিত, কাজগুলো যেন তাদের বয়সের উপযোগী, আনন্দপূর্ণ এবং এই কাজের অভিজ্ঞতা যেন তাদের পরবর্তী জীবনের জন্য সুফলজনক হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তের অঙ্কুর হচ্ছে শৈশব এবং এই অঙ্কুরের নিজস্ব একটি সৌন্দর্য রয়েছে। শিশুদেরকে জোর করে পরিপক্ক করে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। বরং তাদেরকে যত দিন সম্ভব শৈশবের এই সজীবতা ও অনুগ্রহের মাঝে ধরে রাখা আবশ্যক। COLBen 68.2

শৈশবে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে ছোট শিশুরা হয়তো খ্রীষ্টান হয়ে উঠবে। এই গুণগুলোই ঈশ্বর তাদের মধ্যে দেখতে চান। তাদেরকে আত্মিকতার শিক্ষা দিতে হবে; শিশুরা যেন তাদের চরিত্রে খ্রীষ্টকে ফুটিয়ে তুলতে পারে সেজন্য পিতা মাতার সুযোগ দেয়া উচিত। COLBen 68.3

প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিধান, সব সময় নির্ভুলভাবে আবর্তিত হতে থাকে। ফসল কর্তনের কাজ প্রকাশ করে যে, বীজ বপনের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। অলস কার্যকারী তার কাজের মধ্য দিয়েই দোষী সাব্যস্ত হয়। তার ফসল তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আত্মিকতার ক্ষেত্রেও তাই: প্রত্যেক কার্যকারীর বিশ্বস্ততা তার কাজের ফলাফল দিয়ে

পরিমাপ করা হবে। তার কাজে সে বিশ্বস্ত নাকি অলস ছিল, সেটা তার ফসলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। এভাবেই অনন্তকালের জন্য তার গন্তব্য নির্ধারিত হবে। COLBen 68.4

প্রত্যেকটি বপনকৃত বীজ একই রকম ফসল দেবে। মানব জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আমাদের প্রত্যেককে সহানুভূতি, দয়া, ও ভালবাসার বীজ বপন করতে হবে; কারণ আমরা যা বুনব সেটাই কাটব। স্বার্থপরতা, আত্মপ্রেম, ও আত্ম-অহমিকা দ্বারা চালিত প্রত্যেকটি কাজ ঠিক একই ধরনের ফল বয়ে নিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য বাঁচে সে মাংসে বীজ বপন করছে এবং সে ধ্বংসই কাটবে। COLBen 68.5

ঈশ্বর কোন মানুষকে বিনষ্ট করেন না। যে কোন মানুষ যদি বিনষ্ট হয় তাহলে সে আসলে নিজেই নিজেকে বিনষ্ট করেছে। যে সমস্ত লোকেরা তাদের বিবেককে দমিয়ে রাখে তারা অবিশ্বাসের বীজ বপন করছে এবং তা তৈরি করবে বিনাশের ফল। ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রম সতর্কবাণী উপেক্ষা করার কারণে প্রাচীন মিসরের ফরৌণ কঠিন মনের বীজ বপন করেছিল এবং ফলে সে কঠিন সাজা পেয়েছিল। ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে দিয়ে অবিশ্বাস করাননি। অবিশ্বাসের বীজ বপন করলে তা একই ফল উৎপন্ন করে। এভাবেই ফরৌণের অন্তর ক্রমেই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এর পরিবর্তন ঘটে যখন সে তার বিধ্বস্ত দেশের দিকে এবং তার নিজের ও মিসরের সমস্ত পরিবারের মৃত প্রমজাত সন্তানের তাকানো ও তার সমস্ত সৈন্য বাহিনী, ঘোড়া ও রথ সমুদ্রে সলিল সমাধি ঘটেছিল। তার জীবন এই ভয়ঙ্কর সত্যটিকে প্রকাশ করে: "কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে," গালা ৬:৭। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে এ কথা অনুধাবন করতে পারত, তাহলে তারা যে বীজ বুনছে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকত। COLBen 69.1

বপন করা বীজ ফসল উৎপাদন করে এবং সেই ফসল আবারও বীজ হিসেবে বপন করা হয়, এতে ফসল আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিধান অবধারিতভাবে সত্য। আমাদের প্রত্যেকটি কথা ও প্রত্যেকটি কাজ একেকটি বীজ, যা অবশ্যই সে অনুসারে ফল ধারণ করবে। সুচিন্তিতভাবে করা দয়ার কাজ, বা বাধ্যতা, কিংবা আত্ম সংযমের কাজ অন্যদের মধ্যেও সেই একই কাজ করার উদ্দীপনা তৈরি করবে এবং এভাবে তাদের মধ্য দিয়ে অন্যরাও এই একই কাজ করার জন্য উদ্দীপ্ত হবে। সে কারণে ঈর্ষা, প্রতিহিংসা বা অসহিষ্ণুতার প্রত্যেকটি কাজ হচ্ছে সেই সমস্ত বীজ যা অঙ্কুরিত হলে বেরিয়ে আসে "তিক্ততার মূল" (ইব্রীয় ১২:১৫), যা অনেককে এক সাথে বিনষ্ট করে। এবং এই "অনেক" বিষাক্রান্ত লোক কত সংখ্যক হতে পারে এভাবেই সৃষ্টির শুরু থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত ভাল ও মন্দ বীজ এক সাথে বপন করা হচ্ছে ও তা বেড়ে উঠছে। COLBen 69.2

বীজবাপকের দৃষ্টান্তে আত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রভু বলেছেন, "ধন্য তোমরা, যাহারা সমস্ত জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন কর, যাহারা গরু ও গর্দভকে চরিতে দেও," যিশাইয় ৩২:২০। "কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে," ২ করিন্থীয় ৯:৬। সমস্ত জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন করার অর্থ হচ্ছে অনবরত ঈশ্বরের অনুগ্রহ সহভাগ করতে থাকা। এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের আহ্বানের কারণে কিংবা মানুষের অভাব মোচনে আমাদের দান করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। দান করার মধ্য দিয়ে কেউ দরিদ্র হয়ে পড়ে না। "যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে।" বীজ বপনকারী তার বীজগুলো ছড়িয়ে দেয় বলেই সে তা আরও বহুগুণে ফিরে পায়। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ দান বিশ্বস্ততার সাথে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটে। দান করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর তাদেরকে এমন এক স্বচ্ছলতার প্রতিজ্ঞা দেন যেন তারা সব সময় এই দান দিয়ে যেতে পারে। "দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা যাইবে," লূক ৬:৩৮। COLBen 70.1

বীজ বপন ও ফসল কাটার দৃষ্টান্তে আরও গভীর নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। যখন আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত জাগতিক আশীর্বাদের বিষয়গুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেব, তখন সেই মানুষগুলোর প্রতি আমাদের ভালবাসা ও সহানুভূতির কারণে তাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার মনোভাব সৃষ্টি হবে। তাদের অন্তরের ভূমি আত্মিক সত্যের বীজ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। যিনি বীজ বপনকারীর কাছে সমস্ত বীজ দিয়ে থাকেন তিনি সেই বীজগুলোকে অঙ্কুরিত করবেন এবং তা অনন্ত জীবনের ফল ধারণ করবে। COLBen 70.2

জমিতে বীজ ছিটানোর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তাঁর নিজেকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "গমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে তাহার একটিমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে," যোহন ১২:২৪। সে কারণে খ্রীষ্টের মৃত্যু নিজেদেরকেই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ফলদান করবে। উদ্ভিদের জগত যে বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়, সে অনুসারে খ্রীষ্টের মৃত্যু জীবনের সূচনা করেছে। COLBen 71.1

যারা খ্রীষ্টের সাথে একত্রে তাঁর সহকর্মী হয়ে ফল ধারণ করতে চাইবে, তাদের প্রমে ভূপাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সবাইকে প্রয়োজনের জন্য অবশ্যই ভূমিতে জীবন দান করতে হবে। আত্মপ্রেম ও স্বার্থপরতা বর্জন করতে হবে। কিন্তু আত্মোৎসর্গের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অনন্ত জীবনের জন্য সুরক্ষিত রাখা। ভূমিতে বপনকৃত বীজ ফল উৎপাদন করে

এবং এই ফল উৎপাদনের জন্যই বীজ বপন করা হয়েছে। এভাবেই ফসল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কৃষক তার বীজ ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। মানব জীবনও ঠিক তাই। দান করার মাঝেই নিহিত রয়েছে জীবন। যে জীবন ঈশ্বর ও মানুষের সেবার নিঃস্বার্থে বিলিয়ে দেয়া হয়, সেই জীবন রক্ষা পাবে। যারা খ্রীষ্টের জন্য এই জগতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে তাদের জন্য অনন্ত জীবন প্রস্তুত করা হয়েছে। COLBen 71.2

নতুন একটি জীবনের সূচনা ঘটানোর জন্যই বীজ মৃত্যুবরণ করে; এর মধ্য দিয়ে আমরা পুনরুত্থানের শিক্ষা পাই। যারা যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তারা সবাই আবারও স্বর্গের এদন উদ্যানে বসতি করবে। যে মানব দেহ মৃত্যুর পর কবরে পচে বিনষ্ট হয় তার সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছেন, "ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়; দুর্বলতায় বপন করা যায়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়," ১ করিন্থীয় ১৫:৪২, ৪৩। COLBen 71.3

জীবন্ত প্রকৃতি থেকে নেয়া বীজ বপনকারী ও বীজের দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায় এমন অনেক শিক্ষার মধ্য হতে এখানে কয়েকটি শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। বাবা মা ও শিক্ষকেরা যখন এই শিক্ষাগুলো দেয়ার চেষ্টা করবেন, তখন তাদেরকে হাতে কলমে কাজ করতে হবে। শিশুদের ভূমি প্রস্তুত করার ও বীজ বপন করতে দিতে হবে। যখন তারা কাজগুলো করবে, তখন বাবা মা বা শিক্ষকেরা উদ্যানরূপ অন্তর, এবং সেখানে বপনকৃত ভাল ও খারাপ বীজের ব্যাখ্যা দিতে পারেন; এবং যেমন বাগানগুলো প্রাকৃতিক বীজগুলোর জন্য প্রস্তুত করা হয়, তদ্রুপ তাদের হৃদয়গুলো সত্যের বীজগুলোর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। যেমন ভূমিতে বীজ ফেলা হয়, তদ্রুপ তারা শিশুদেরকে খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন; এবং যখন সেই বীজ অঙ্কুরিত হবে, তখন তারা শিশুদেরকে পুনরুত্থানের শিক্ষা দিতে পারেন। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যখন সেই তৃণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে, তখনও প্রাকৃতিক ও আত্মিক বীজ বপনের এই সুসমন্বিত শিক্ষা চলমান থাকবে। COLBen 71.4

যুবকদেরকেও একইভাবে শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদেরকে জমি চাষ করা শেখাতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সাথে লাগোয়া আবাদি জমি থাকে। এ ধরনের জমিকে স্বয়ং ঈশ্বরের শিক্ষাদানের শ্রেণীকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃতির সমস্ত উপাদানকে ঈশ্বরের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যা তাঁর সন্তানেরা অধ্যয়ন করবে এবং যেখান থেকে তারা ঐশ্বরিক ও জাগতিক জ্ঞান লাভ করবে। COLBen 72.1

জমি চাষ করা, মাটি সমান করা, ও আগাছা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে একটি চলমান শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলবে। কেউই ভূমি চাষ করার পর তাতে বীজ না বুনে ফেলে রাখবে না। বীজ বপনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করতে হলে তাতে প্রয়োজন একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম। মানব হৃদয়ে আত্মার কাজও ঠিক একই রকম হয়ে থাকে। যারা জমি চাষ করার

মধ্য দিয়ে সুফল লাভ করবে, তাদের অবশ্যই নিজ অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তখন তারা পবিত্র আত্মার নম্রকারী ও পরিবর্তন সাধনকারী প্রভাবের কারণে তাদের ভগ্ন ও চূর্ণ হৃদয়ের অনাবাদী জমি খুঁজে পাবে। যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করা না হবে, সে পর্যন্ত সেই ভূমিতে ফসল কাটতে পারবে না। অন্তরের ভূমিও ঠিক তেমন। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য অন্তরের ফল প্রস্ফূটিত হওয়ার আগে তা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে তোলার জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার কার্য সাধন করতে হবে। COLBen 72.2

যদি মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অন্তর চালিত হয় তাহলে ভূমি তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ফসল উৎপাদন করবে না। প্রতিদিন ঈশ্বরীয় আত্মার দ্বারা এই অন্তরকে পরিচালনা দান করতে হবে। গভীরভাবে ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে অন্তরের এই ভূমি চাষ করতে হবে। অন্তরে রোপিত বীজ থেকে যে সমস্ত আগাছা সমস্ত পুষ্টি কেড়ে নেয়, সে সমস্ত আগাছা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। ফলবিহীন আশায় পরিপূর্ণ অন্তরকে ফলে পূর্ণ করে তুলতে হলে চাই আন্তরিক ও একাগ্র পরিচর্যা। COLBen 72.3

প্রকৃতি থেকে আত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে যারা এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তরকে প্রস্তুত করে তুলবে, তাদের অন্তরেই প্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। ভূমি চাষ করার সময় কার্যকারী জানে না যে কী সম্পদ তার জন্য সামনে অপেক্ষা করছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনা অবজ্ঞা করা তার জন্য অনুচিত হবে। বস্তুত মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ তার নিজের জীবনের জন্য শিক্ষা লাভ করে। এটি তার প্রশিক্ষণের একটি অংশ। জমি চাষ করা আত্মার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হবে। COLBen 73.1

যিনি বীজ হতে অঙ্কুরোদগম ঘটান, যিনি দিনে ও রাতে তার যত্ন নেন, যিনি তাকে বেড়ে ওঠার শক্তি দেন, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গের রাজা, এবং তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন ও তাদের জন্য চিন্তা করেন। জাগতিক বীজবাপক যেমন আমাদের জাগতিক জীবন রক্ষার জন্য বীজ বপন করেন, তেমনি স্বর্গীয় বীজবাপক আমাদের অন্তরে এমন বীজ বপন করেন অনন্ত জীবনের ফল ধারণ করবে। COLBen 73.2

Chapter 8 - তাড়ীর তুল্য

মথি ১৩:৩৩; লূক ১৩:২০, ২১ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

অনেক শিক্ষিত ও প্রভাবশালী মানুষ গালীলের ভাববাদীর কথা শুনতে তাঁর কাছে এসেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই সাগর পারে খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগত জনতার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রক্ষেপণ করছিলেন। এই বিশাল জনারণ্যে সব ধরনের শ্রেণী ও পেশার মানুষ সমাগত হয়েছিল। সেখানে গরীব, অশিক্ষিত, সম্বলহীন ভিখারী, মুখে অপরাধবোধের ছাপ পড়া দস্যু, পঙ্গু, অসহায়, ব্যবসায়ী, এবং অলস মানুষ, উঁচু ও নিচু, ধনী ও দরিদ্র সব ধরনের মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে খ্রীষ্টের মুখের কথা শুনছিল। সুশীল ব্যক্তিরা এই মিশ্র জন সমাগমের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেদের মধ্যে এ কথা বলাবলি করছিল, ঈশ্বরের রাজ্য কি এদের মত লোকদেরকে দিয়ে তৈরি হবে? তখন ত্রাণকর্তা যীশু আরেকটি দৃষ্টান্ত বললেন: COLBen 74.1

"স্বর্গ-রাজ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মাণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল।" COLBen 74.2

যিহূদীদের মধ্যে তাড়ী অনেক সময় পাপের প্রতীক হিসেবে ধরা হত। নিস্তারপর্বের সময় লোকেরা তাদের ঘর থেকে সমস্ত তাড়ী বের করে ফেলে দিত। এটি ছিল তাদের অন্তর থেকে পাপ দূর করে দেয়ার প্রতীক। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা ফরীশীদের তাড়ী হইতে সাবধান থাক, তাহা কপটতা," লূক ১২:১। প্রেরিত পৌল "হিংসা ও দুষ্টতার তাড়ী" সম্পর্কে বলেছেন, ১ করিন্থীয় ৫:৮। কিন্তু যীশুর এই দৃষ্টান্তে তাড়ীকে তুলনা করা হয়েছে স্বর্গরাজ্যের সাথে। এটি নির্দেশ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জীবন দানকারী ও সৃষ্টিকারী শক্তিকে। COLBen 74.3

কিন্তু মানুষ তার নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে না। এই পরিবর্তন যে শক্তিতে ঘটে তার উপরে তার কোন ক্ষমতা নেই। তাড়ী এমন একটি উপাদান যা ভেতর থেকে পুরো জিনিসটির পরিবর্তন সাধন করে। এ কারণে খাবারের মধ্যে সেই পরিবর্তনটি আনার আগে তাড়ী মেশাতে হয়। ঠিক সেভাবেই একজন পাপীকে ঈশ্বরের গৌরবময় রাজ্যের উপযোগী হতে হলে আগে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে হবে। এই পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি ও শিক্ষা একটি পাপীয় শিশুকে স্বর্গের জন্য উপযুক্ত নিষ্পাপ একটি শিশুতে পরিণত করতে ব্যর্থ হবে। নবায়ণকারী লাভের শক্তি অবশ্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে হবে। এই শক্তি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার লাভ করা যায়। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র যে কেউ পরিত্রাণ পেতে হলে তাকে অবশ্যই এই কার্যকারী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। COLBen 75.1

তাড়ী যখন খাবারে মেশানো হয়, তখন ভেতর থেকে কাজ করে ও তা পরে বাইরে প্রকাশ পায়। কাজেই একইভাবে অন্তরের নতুনীকরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানুষের জীবন রূপান্তর করে থাকে। ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে গেলে কেবল বাহ্যিক পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের বাজে অভ্যাসগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোকে সংশোধন করে নিজেদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে থাকেন এবং তারা আশা করেন এই প্রক্রিয়ায় তারা উপযুক্ত খ্রীষ্টান হতে পারবেন। কিন্তু তারা আসলে গোড়াতেই ভুল করেছেন। পরিবর্তনের প্রম ধাপটি শুরু হয় আমাদের অন্তর থেকে। COLBen 75.2

“ধন্য তাহারা, যাহারা আচরণে সিদ্ধ, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা-পথে চলে। ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁহার সাক্ষ্যকলাপ পালন করে; যাহারা সর্বান্তঃকরণে তাঁহার অন্বেষণ করে। আবার তাহারা অন্যায় করে না, তাহারা তাঁহার সকল পথে গমন করে। তুমি আপন নির্দেশমালা আদেশ করিয়াছ, যেন আমরা যত্নপূর্বক তাহা পালন করি। আহা! আমার পথ সকল সুস্থির হউক, যেন আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করি।” গীতসংহিতা ১১৯:১-৫।

বিশ্বাসে জীবন ধারণ করা এবং আত্মায় সত্যকে লালন করা দুটো আলাদা বিষয়। সত্য সম্পর্কে নেহায়েত জ্ঞান কেবল যথেষ্ট নয়। আমরা হয়তো সত্যকে লালন করতে পারি, কিন্তু তাতে করে আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তিত নাও হতে পারে। অবশ্যই অন্তরকে পরিবর্তিত হতে হবে এবং পবিত্রীকৃত হতে হবে। COLBen 76.1

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচনা করে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চাইবে-সে কখনোই তাঁর বাধ্যতার অধীন আনন্দের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না সে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে না। মানবীয় প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাওয়ার কারণে ঈশ্বরের কোন আদেশ যখন মানুষের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে, তখন আমরা হয়তো বুঝতে পারি যে, সেই দায়বদ্ধতার জীবন কোন খ্রীষ্টিয় জীবন নয়। প্রকৃত বাধ্যতার অর্থ হচ্ছে জাগতিক সমস্ত নিয়ম নীতির উর্ধ্বে থেকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা। এই বাধ্যতা আসে ধার্মিকতার প্রতি ভালবাসা থেকে, ঈশ্বরের বিধানের প্রতি ভালবাসা থেকে। সমস্ত ধার্মিকতার মূল উপাদান হচ্ছে আমাদের ত্রাণকর্তার প্রতি আনুগত্য। এটা আমাদেরকে সঠিক কাজটি করতে পরিচালনা দান করবে। কারণ এটাই ন্যায্য যা ঈশ্বরের কাছে প্রীতিজনক। COLBen 76.2

নীকদীমকে বলা যীশুর কথাগুলোর মধ্যে পবিত্র আত্মার দ্বারা অন্তরের পরিবর্তন সংক্রান্ত মহান সত্যটির পরিচয় পাওয়া যায়: “সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন (উপর হইতে) জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। . . . যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি COLBen 76.3

“অনন্তকালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত। তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী; তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছ, তাহা স্থির রহিয়াছে। . . . আমি তোমার নির্দেশমালা কখনও ভুলিয়া যাইব না, কারণ তদ্দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছ। . . . আমি সমস্ত সিদ্ধির অন্ত দেখিয়াছি; তোমার আজ্ঞা অতিশয় প্রশস্ত।” গীতসংহিতা ১১৯:৮৯-৯৬। যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ।” যোহন ৩:৩-৮।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে প্রেরিত পৌল বলেছেন, “কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ—এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন; উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান।” ইফিষীয় ২:৪-৮। COLBen 77.1

ময়দার ভেতরে লুকিয়ে থাকা তাড়ী অদৃশ্যভাবে পুরো ময়দার তালকে প্রক্রিয়াজাত করে ফেলে। একইভাবে ঈশ্বরীয় সত্যও গোপনে, নীরবে, দৃঢ়ভাবে আত্মাকে রূপান্তর করে তোলে। তা মানুষের স্বভাবগত প্রবণতাগুলোকে সংযত করে ও ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়। সেখানে জায়গা করে নেয় নতুন চিন্তা, নতুন অনুভূতি ও নতুন প্রেরণা। চরিত্রের একটি নতুন আদর্শ তার মাঝে স্থাপিত হয় Ñ খ্রীষ্টিয় জীবনের আদর্শ। তখন মন হয় পরিবর্তিত এবং তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটার ফলে কাজেও পরিবর্তন আসে। তাকে যে নতুন কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা দান করা হয় তা নয়, কিন্তু তার পূর্বের সমস্ত যোগ্যতা ও সক্ষমতাকে নতুনীকৃত COLBen 77.2

"যখন তোমার ধর্মময় শাসনকলাপ শিক্ষা করি, তখন আমি সরল চিত্তে তোমার স্তব করিব। আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিব; আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিও না।" গীতসংহিতা ১১৯:৭, ৮। ও পবিত্রীকৃত করে তোলা হয়। তার বিবেককে জাগ্রত করে তোলা হয়। আমাদের চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হয় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিচর্যা করার জন্য সক্ষম করে তোলে।

অনেক সময় এই প্রশ্নটি দেখা দেয় যে, যাদের কথায়, কাজে, আত্মায়, ও চরিত্রে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, এমন বহু সংখ্যক মানুষ কেন তবে এ কথা দাবী করে যে, তারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে? কেন এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা তাদের নিজস্ব লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বিপক্ষে কোন কিছু সহ্য করতে পারে না, যাদের মধ্যে মন্দ ক্রোধ দেখা যায় এবং যাদের মুখের কথা অত্যন্ত কর্কশ, অশ্রাব্য, ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ? তাদের জীবনেও দেখা যায় সেই একই ধরনের স্বার্থপরতা, নিজের প্রতি অন্ধ ভালবাসা, সেই একই ধরনের বদ মেজাজ ও কর্কশ আচরণ, যা দেখা যায় জগতের অধীনস্থ মানুষের মধ্যে। তাদের মধ্যে সেই একই ধরনের গর্ব ও ঔদ্ধত্য দেখা যায়, মানবীয় প্রবৃত্তির প্রতি ঝোঁক দেখা যায়, সেই একই ধরনের চারিত্রিক বৈকল্য দেখা যায়, যা দেখা যায় সত্যের পরিচয় না পাওয়া মানুষের মধ্যে। এর কারণ তাদের মন পরিবর্তিত হয়নি। তারা তাদের অন্তরে সত্যের তাড়ী ধারণ করেনি। সে কারণে তাদের অন্তরও পরিবর্তিত হওয়ার কোন সুযোগ পায়নি। মন্দতার প্রতি তাদের স্বভাবগত প্রবণতাগুলোর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়নি। তাদের জীবনে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অনুপস্থিতি এবং তাদের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য তাঁর ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস চরমভাবে প্রকাশ পায়। COLBen 78.1

"অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।" রোমীয় ১০:১৭। চরিত্রের রূপান্তরে এই শাস্ত্রাংশ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। খ্রীষ্ট এই প্রার্থনা করেছেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র COLBen 78.2

"সদাপ্রভু, তোমার বিধি-পথ আমাকে দেখাও, আর আমি শেষ পর্যন্ত তাহা পালন করিব। আমাকে বিবেচনা দেও, আমি তোমার ব্যবস্থা মানিব, সর্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিব। তোমার আজ্ঞা-পথে আমাকে গমন করাও, কারণ তাহাতেই আমার প্রীতি। . . . তোমার দাসের পক্ষে সফল কর তোমার বচন, যাহা তোমার প্রতি ভয় সম্বন্ধীয়। দূর কর আমার দুর্নাম, যাহার বিষয় আমি ভয় করি, কেননা তোমার শাসনকলাপ উত্তম।" গীতসংহিতা ১১৯:৩৩-৩৯। কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" যোহন ১৭:১৭। ঈশ্বরের বাক্য

অধ্যয়ন ও মান্য করা হলে তা অন্তরে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি অশুভ ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করে। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে পাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগ্রত করেন এবং অন্তরে উত্থিত হওয়া বিশ্বাস খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে, যা তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে রূপান্তরিত করে। তখনই কেবল ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আমাদেরকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা আমাদের ভেতর থেকে কাজ করে এবং সে সত্য আমাদেরকে ধারণ করতে দেয়া হয়েছে, তা নিজে থেকেই অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরের বাক্যের মাঝে নিহিত সত্য মানুষের সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে Ñ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আত্মার রূপান্তর। এই মহান আদর্শকে অনেক বেশি পবিত্র ও শুচি হিসেবে বিবেচনা করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ না ঘটানো অনুচিত হবে। এই সত্যের পরিধি স্বর্গ পর্যন্ত এবং তা অনন্তকাল স্থির থাকে। তথাপি এই সত্যের মূল লক্ষ্য মানবীয় অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করা, তা মানুষের জীবনের বড় ও ছোট সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। COLBen 79.1

অন্তরে ধারণ করার পর এই সত্যের তাড়ী সকল মানবীয় কামনাবাসনাকে প্রশমিত করে, চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মুখের কথা সুমিষ্ট করে। এই সত্য মনকে করে সঞ্জীবিত ও আত্মাকে করে উজ্জীবিত। অনুভূতি ও ভালবাসার সক্ষমতাকে তা আরও বাড়িয়ে তোলে। COLBen 79.2

এই আদর্শ যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, সেই ব্যক্তিকে এই পৃথিবী এক রহস্য হিসেবে বিবেচনা করে। স্বার্থপর ও অর্থলোলুপ মানুষ কেবল তার COLBen 79.3

“যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি, আমাকে তোমার আজ্ঞা-পথ ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দিও না। তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি। . . .আমি তোমার নির্দেশমালা ধ্যান করিব, তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিব। আমি তোমার বিধিকলাপে হর্ষিত হইব, তোমার বাক্য ভুলিয়া যাইব না।” গীতসংহিতা ১১৯:৯১৬। নিজের আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করার জন্য এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, সম্মান, ও বিলাসিতার পেছনে ছুটে বেড়ায়। সে তার কর্মফলের কারণে অনন্ত জীবন হারায়। কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তাদের জীবনে এই সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্যের বাহুল্য দেখা দেবে না। কারণ খ্রীষ্টের জন্য তাঁর অনুসারীরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন এবং নিজ স্বার্থকে অস্বীকার করেন, যেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্যুত আত্মাগণ আবার তাঁর সাথে

একত্রিত হতে পারে, এবং এই আশাহীন পৃথিবী যেন আশা খুঁজে পেতে পারে। এ ধরনের মানুষকে পৃথিবী বুঝতে পারে না; কারণ তার দৃষ্টিপথে আছে শুধুই অনন্ত জীবনের বাস্তবতা। খ্রীষ্টের ভালবাসা ও তার পরিত্রাণ দানকারী শক্তি তার অন্তরে নিহিত রয়েছে। এই ভালবাসা সমস্ত মানবীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও এই পৃথিবীর সমস্ত মন্দ শক্তিকে পরাহত করে।

সারা পৃথিবী জোড়া এই মানবীয় পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাঝে পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের বাক্য এক চমৎকার ভূমিকা পালন করেন। সত্যের তাড়ী কখনো বিপক্ষতার আত্মা, উচ্চাকাক্সক্ষার প্রতি মোহ, এবং নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাভিলাসকে প্রশ্রয় দেয় না। সত্যিকার স্বর্গজাত ভালবাসা কখনো স্বার্থপর ও পরিবর্তনশীল হয় না। তা কোন মানুষের প্রশংসার উপর নির্ভর করে না। যার অন্তরে সদাপ্রভুর ভালবাসা থাকে, তার ভেতর থেকে ঈশ্বরের প্রতি ও যাদের জন্য যীশু মৃত্যু বরণ করেছিলেন, সেই সকল মানুষের জন্য ভালবাসা অনবরত প্রবাহিত হতে থাকে। খ্রীষ্টের অনুসারীরা কখনো নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেন না। অন্যরা তাকে ভালবাসে ও সম্মান করে, কিংবা তার গুণের প্রশংসা করে বলে যে তিনিও তাদের ভালবাসেন তা নয়, বরং তারা খ্রীষ্টের ক্রীত অধিকার বলেই তিনি তাদের ভালবাসেন। যদি তার উদ্দেশ্য, কথা বা কাজ মানুষ ভুল বোঝে বা ভুল ব্যাখ্যা করে, তাহলে তিনি দুঃখার্ত হন না, বরং আরও দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি তার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তিনি দয়ালু ও মানুষের জন্য চিন্তা করেন, তিনি তার কথায় ও কাজে নম্র। তথাপি তিনি অত্যন্ত আশাবাদী এবং সব সময় তিনি ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসার উপরে নির্ভর করেন। COLBen 80.1

প্রেরিত আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, "কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, ''তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র"। ১ পিতর ১:১৫, ১৬। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ আমাদের আবেগ ও কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নম্রতা, ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ, এবং সহানুভূতিশীল বাক্যের মধ্য দিয়ে এর কাজ আমরা দেখতে পাব। আমাদের গৃহে একজন স্বর্গদূতের উপস্থিতি আমরা অনুভব করতে পারব। জীবন যেন এক সুমিষ্ট সুবাস ছড়াবে, যা ঈশ্বরের কাছে এক সুগন্ধি উৎসর্গ হয়ে উৎসারিত হবে। দয়া, নম্রতা, ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে ভালবাসা প্রকাশিত হয়। COLBen 80.2

মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসেন এবং তাঁর আদেশ মান্য করেন তাদের অন্তরে খ্রীষ্ট সব সময় অবস্থান করেন বলেই তাদের চেহারায় এক উজ্জ্বল আলো পরিলক্ষিত হয়। সেখানে প্রকাশ পায় ঈশ্বরীয় সত্য। তাদের অন্তরে স্বর্গের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও স্বভাবগত নম্রতা হয়ে দাঁড়ায় তাদের সহজাত আচরণ। COLBen 81.1

সত্যের তাড়ী একজন মানুষের সমগ্র সত্তার পরিবর্তন সাধন করে, তার সমস্ত ত্রুটি পরিশুদ্ধ করে, কর্কশকে মৃদু করে তোলে, স্বার্থপরকে করে দয়ালু। এই সত্যের মধ্য দিয়ে অপবিত্র মানুষ পরিষ্কৃত হয়, মেষশাবকের রক্তে ধৌত ও পবিত্র হয়। এর জীবন দানকারী শক্তির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ও আত্মায় একতাবদ্ধ হয়ে স্বর্গীয় জীবন যাপনের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। মানুষ তার মানবীয় স্বভাবের পাশাপাশি স্বর্গীয় সত্ত্বার অংশীদার হয়ে ওঠে। খ্রীষ্ট তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর চরিত্রের পূর্ণতা সাধন হয়। এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটার কারণে স্বর্গের দূতগণ আনন্দ সঙ্গীতে মগ্ন হন এবং পৃথিবীতে স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকৃত আত্মাদের দেখে ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট উল্লসিত হন। COLBen 81.2

"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক। আমি শপথ করিয়াছি, স্থির করিয়াছি, তোমার ধর্মময় শাসন সকল পালন করিব। . . . তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমি চিরতরে অধিকার করিয়াছি, কারণ সেই সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক। আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিতে মনকে লওয়াইয়াছি, চিরকালের জন্য, শেষ পর্যন্ত।" গীতসংহিতা ১১৯:১০৫-১১২।

Chapter 9 - গুপ্ত ধন

মথি ১৩:৪৪ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

"স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।" COLBen 82.1

প্রাচীন কালে মানুষ সাধারণত তাদের মূল্যবান বস্তু মাটির নিচে লুকিয়ে রাখত। সে সময় প্রায়শই চুরি ডাকাতি হত। আর যখনই সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হত, তখন যাদের অনেক বেশি সম্পদ তাদেরকে আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনেক বেশি পরিমাণে কর দিতে হত। তাছাড়া দেশে প্রায়শই পার্শ্ববর্তী দেশের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিত। এর ফলে ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ লুকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তারা মাটির নিচে পুঁতে রাখাকে অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে করতেন। কিন্তু অনেক সময় তারা এই লুকিয়ে রাখা জায়গাটা ভুলে যেতেন; সম্পদের মালিক হয়তো মারা যেতেন, কিংবা তাকে বন্দীত্ব বরণ করতে হত, যার ফলে সেই সম্পদের কাছ থেকে তাকে চিরতরে বিদায় নিতে হত। তাতে করে তিনি সারা জীবন যে ধনটি আগলে রেখেছিলেন সেটি পড়ে থাকত কোন গুপ্তধন সন্ধানকারীর জন্য। কাজেই যীশু খ্রীষ্টের সময়কালে পরিত্যক্ত ভূমিতে স্বর্ণের বা রৌপ্যের পুরোনো মুদ্রা ও অলঙ্কার খুঁজে পাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। COLBen 82.2

সে সময় জমির মালিকরা চাষ করার জন্য লোক ভাড়া করে নিয়ে আসত। গবাদি পশু দিয়ে জমি চাষ করানোর সময় লাঙ্গলের ফলায় লেগে অনেক ক্ষেত্রে এই লুকানো সম্পদ উঠে আসতো। তখন সেই কৃষক দেখতো যে, এই সম্পদ তার নাগালের মধ্যেই রয়েছে। সেই সম্পদ আবারও মাটির নিচে লুকিয়ে রেখে সে ফিরে গেল এবং তার বাড়িসহ যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে আসলো যেন সে গুপ্তধন সহ সেই জমি কিনতে পারে। তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা মনে করল যে, সে পাগল হয়ে গেছে। জমির দিকে তাকিয়ে তারা সেই পরিত্যক্ত ভূমির কোন মূল্য অনুধাবন করতে পারলো না। কিন্তু লোকটি জানে যে সে কী করছে। আর তাই যখন সে সেই জমির মালিকানা পেয়ে গেল, তখন সে জমির প্রত্যেকটি প্রান্ত তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখল যে, তার গুপ্তধন সুরক্ষিত আছে কি না। COLBen 82.3

এই দৃষ্টান্তে স্বর্গীয় ধনের মূল্য এবং তা সুরক্ষিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা আমাদের থাকা প্রয়োজন তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। জমিতে যে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিল, সে তা পাওয়ার জন্য তার স্থাবর ও অস্থাবর অন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল, যেন সে একান্তভাবে

ঐ গুপ্তধন অধিকার করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি স্বর্গীয় ধন অনুসন্ধান করেন তার কাছে এই খাঁটি গুপ্তধন অধিকার করার জন্য কোন পরিশ্রমই বেশি মনে হবে না এবং কোন ত্যাগস্বীকারই অনেক কষ্টসাধ্য মনে হবে না। COLBen 83.1

দৃষ্টান্তে গুপ্তধন লুকানোর স্থান হিসেবে যে ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে তা হল পবিত্র শাস্ত্র। আর সুসমাচার হচ্ছে সেই গুপ্তধন। ঈশ্বরের বাক্যের পরতে পরতে যে সোনা ছড়ানো রয়েছে, তেমনটা সারা পৃথিবী জুড়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। COLBen 83.2

Chapter 10 - কীভাবে এই ধন গুপ্ত রাখা হয়েছে

বলা হয়েছে যে, সুসমাচার গুপ্ত রয়েছে। যারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী বলে মনে করে, যারা অসার দর্শনের শিক্ষা দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে, তারা কখনোই পরিত্রাণের পরিকল্পনার সৌন্দর্য ও ক্ষমতা ও রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে না। অনেকেরই চোখ আছে, কিন্তু তারা দেখতে পায় না; তাদের কান আছে, কিন্তু শুনতে পায় না; তাদের বুদ্ধিমত্তা আছে, কিন্তু তারা গুপ্ত ধন খুঁজে পেতে আগ্রহী হয় না। COLBen 83.3

যে স্থানে গুপ্ত ধন লুকানো রয়েছে সেখান দিয়ে একজন মানুষ হেঁটে যেতে পারে। হয়তো তার চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে একটি গাছের নিচে বসে রয়েছে, কিন্তু সে জানে না ঐ গাছের গোড়ায় লুকানো রয়েছে গুপ্তধন। যিহূদীদের জীবনেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। যিহূদী জাতিকে এই স্বর্ণময় গুপ্তধন বিশ্বাস করে রাখতে দেয়া হয়েছিল। ঈশ্বর কর্তৃক আহ্বানকৃত যিহূদী জাতির মূল ভিত্তি ছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। পরিত্রাণের মহান সত্যকে বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতিকৃতির মাঝে আবৃত রাখা হয়েছিল। তথাপি যখন খ্রীষ্ট এলেন, তখন সমস্ত চিহ্ন তাঁকে নির্দেশ করলেও তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। তাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য ছিল; কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের হাতে যে প্রা ও ঐতিহ্য এবং মানুষ কর্তৃক পবিত্র শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা চলে এসেছে, তা তাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টের সত্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পবিত্র শাস্ত্রের আত্মিক ভাবধারা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত জ্ঞানের ধনাগার তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু তারা তা জানতো না। COLBen 83.4

ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে তাঁর সত্য লুকিয়ে রাখেন না। তারা তাদের নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে নিজেদের কাছে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য করে তোলে। খ্রীষ্টই যে স্বয়ং মশীহ্ এ বিষয়ে তিনি যিহূদীদেরকে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার মাঝে ছিল তাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন আনার আহ্বান। তারা দেখেছিল যে, তারা যদি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাহলে তাদের এত দিনের সমস্ত সুখভোগ, বিলাসিতা, তাদের স্বার্থপর ও ঈশ্বরবিহীন অপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। অপরিবর্তিত ও অনন্ত সত্যকে ধারণ করতে হলে, এক বহুমূল্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর যে প্রমাণ দিয়েছেন, তা তারা গ্রহণ করেনি। তারা স্বীকার করেছে যে, তারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র বিশ্বাস করে, তথাপি তারা সেখানে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র ও তাঁর আগমন সম্পর্কে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তার সবই প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এই ভেবে ভয়ে ছিল যে, পাছে তারা মন পরিবর্তন করে এবং অনাচার ও ভোগ বিলাসিতায় ভরা এই জীবন তাদের ত্যাগ করতে হয়। সুসমাচারের ধন, সেই পথ, সত্য ও জীবন তাদের মধ্যেই উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তারা স্বর্গের সর্বোত্তম উপহার প্রত্যাখ্যান করেছে। COLBen 84.1

সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই, “অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়।” যোহন ১২:৪২। তারা বিশ্বাস করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তাঁকে স্বীকৃতি দেয়ার চেয়ে নিজেদের উচ্চাভিলাষী স্বার্থ উদ্ধারই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ্রীষ্টই যে তাদের জন্য স্বর্গীয় ধন সুরক্ষিত করতে পারেন এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিল না। তারা পার্থিব সম্পদের পেছনে ছুটছিল। আজকের দিনে মানুষ হন্যে হয়ে জাগতিক সম্পদের পেছনে ছুটতে থাকে। স্বার্থপরতা ও উচ্চাভিলাষী চিন্তায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ। পার্থিব সম্পদ, সম্মান বা ক্ষমতা লাভের জন্য তারা মানুষের তৈরি রীতিনীতি, প্রা ও বিধানকে ঈশ্বরীয় বিধান ও আদেশের উপরে স্থান দেয়। তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য গুপ্ত করা হয়েছে। COLBen 85.1

“প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।” ১ করিন্থীয় ২:১৪। COLBen 85.2

“কিন্তু আমাদের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচার-দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।” ২ করিন্থীয় ৪:৩, ৪। COLBen 85.3

এই ধনের মূল্য

COLBen 85

ত্রাণকর্তা দেখেছিলেন যে, মানুষ লোভের অতল গহ্বরে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে এবং তারা অনন্ত জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারছে না। তিনি এই ত্রুটি সংশোধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। আত্মাকে যে অশুভ শক্তি অবশ করে রেখেছিল, তা থেকে তিনি তাদের মুক্ত করতে চাইলেন। তিনি তাঁর কণ্ঠ উচ্চকিত করে বলে উঠলেন, “মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিবে?” মথি ১৬:২৬। অধঃপতিত মানুষের সামনে তিনি উপস্থাপন করেছেন সেই মহত্তর জগতকে, যা তারা তাদের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে ফেলেছিল, যেন তারা আবার তাদের অনন্তকালীন গন্তব্যের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি তাদেরকে সামনে উন্মোচিত করেছিলেন অসীম সম্ভাবনার দ্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা ঈশ্বরের অবর্ণনীয় মহিমায় তাদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে সেই ধন দেখিয়েছিলেন। COLBen 85.4

এই ধনের মূল্য সোনা বা রূপার চেয়েও বেশি। পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ খনিতে যে সমস্ত ধন রত্ন পাওয়া যায় তার সাথে এর তুলনা চলে না। COLBen 86.1

"জলধি বলে, তাহা আমাতে নাই;

সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছে নাই।

তাহা উত্তম সুবর্ণ দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না,

তাহার মূল্য বলিয়া রৌপ্যও তৌল করা যায় না।

ওফীরের সুবর্ণ তাহার সমতুল্য নয়,

বহুমূল্য গোমেদক ও নীলকান্তমণিও নয়।

স্বর্ণ ও কাচ তাহার সমান হইতে পারে না,

তাহার পরিবর্তে কাঞ্চনের পাত্র দত্ত হইবে না।

তাহার কাছে প্রবাল ও স্ফটিকের নাম করা যায় না,

পদ্মরাগমণির মূল্য অপেক্ষাও প্রজ্ঞার মূল্য অধিক।" COLBen 86.2

ইয়োব ২৮:১৪-১৮।

এই সম্পদই আমরা পাই পবিত্র শাস্ত্র থেকে। বাইবেলই ঈশ্বরের মহা শিক্ষা সম্বলিত পুস্তক, তাঁর মত শিক্ষক। সমস্ত বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি নিহিত রয়েছে বাইবেলে। ঈশ্বরের বাক্য অন্বেষণ করলে সব ধরনের জ্ঞানের শাখা প্রশাখার সন্ধান মিলবে। সর্বোপরি এতে রয়েছে, সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান, পরিত্রাণের জ্ঞান। বাইবেল হচ্ছে খ্রীষ্টের সেই ধনের খনি, যা অন্বেষণ করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। COLBen 86.3

সত্যিকার উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন ও তার প্রতি অনুগত থাকার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের বাক্যকে সরিয়ে রেখে এমন সব পুস্তক পাঠ করা হয় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য ও স্বর্গের পথে চালিত করে না, তখন সেখানে শিক্ষার নামে প্রভুর নাম করা হয়। COLBen 86.4

প্রকৃতির মাঝে অপূর্ব সত্য নিহিত রয়েছে। এই পৃথিবী, সমুদ্র, ও আকাশ ঐশ্বরিক সত্যে পরিপূর্ণ। এরাই আমাদের শিক্ষক। প্রকৃতি আমাদেরকে তার সম্ভারের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞান ও চিরন্তন সত্যের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। কিন্তু পতিত মানুষ তা অনুধাবন করতে পারবে না। পাপ তার দৃষ্টিকে করে রাখে আচ্ছন্ন এবং সে এই জ্ঞান উপলব্ধি করলেও প্রকৃতিকে ঈশ্বরের উপরে স্থান দেয়। যারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের অন্তরে সঠিক শিক্ষা কখনো কাজ করে না। প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষাকে তারা এতটাই বিকৃত করে তোলে যে, তা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমাদের অন্তরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। COLBen 87.1

অনেকেই মনে করেন, ঐশ্বরিক শিক্ষকের জ্ঞানের চেয়ে মানবীয় জ্ঞান আরও অনেক উচ্চ এবং ঈশ্বরের শিক্ষা সম্বলিত পুস্তককে তারা প্রাচীন ও যুগের সাথে অনুপযোগী, অচল, ও অনাকর্ষণীয় বলে মনে করে। কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করবে তাদের মধ্যে এই মনোভাবটি দেখা দেবে না। তারা এই অমূল্য সম্পদকে চিহ্নিত করতে পারে এবং এই পৃথিবীতে তাদের যা কিছু আছে, তা বিক্রি করে দিয়ে তারা এই সম্পদ ক্রয় করার জন্য চেষ্টা করবে। জাগতিক ভাবে বিখ্যাত লেখকদের বই না পড়ে তারা সেই বাক্য পাঠ করেন, যা রচনা করেছেন নিখিল বিশ্বের সর্বোত্তম রচয়িতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন, যেন তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। COLBen 87.2

এই ধনকে অবজ্ঞা করার ফল

COLBen 87

শয়তান মানুষের অন্তরে কাজ করে এবং তাদেরকে এই চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের চেয়ে আরও চমৎকার জ্ঞান অর্জন করার রয়েছে। সে প্রবঞ্চনা করে আদম ও হবার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করেছিল এবং তাদেরকে অবাধ্য হতে শিখিয়েছিল। এদন বাগানে সে যে ধোঁকাবাজি করেছিল তা আজও এই পৃথিবীতে চলছে। বাক্যের শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার সাথে এই জগতের বিভিন্ন মতাদর্শ মিশিয়ে দিচ্ছেন এবং তা যুবকদের অন্তরে রোপণ করছেন, ফলে যুবক যুবতীরা ঈশ্বরের বিধান ও তাঁর প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিচ্ছে ও তাদের মনে অবিশ্বাস জন্মাচ্ছে। তারা জানেও না যে, তারা এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কতটা ক্ষতি সাধন করছে। তারা অল্পও অনুধাবন করে, তাদের এই কাজের ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। COLBen 87.3

আজকের দিনে একজন শিক্ষার্থী হয়তো তার স্কুল ও কলেজে সবচেয়ে ভালো ফল লাভ করে প্রত্যেকটি শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে। সে জ্ঞান অর্জনের জন্য তার সমস্ত মেধা ও শক্তি

ব্যয় করতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞান যতক্ষণ না ঐশ্বরিক জ্ঞান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান অর্জন তার কোন কাজে আসছে না, বরং সে ধীরে ধীরে নিজেকে বিনষ্ট করে ফেলছে। বাজে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট করে ফেলছে। সে তার নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। সে তার জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারছেন। সে তার মন ও দেহের উপরে অযাচিত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সে কখনো সুখ পায় না; কারণ সে ক্রমাগতভাবে ঐশ্বরিক আদর্শের চর্চা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তার মানবীয় অভ্যাসগুলো তার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। তার এত বছরের সাধনা ধ্বংসের পথে উপনীত হয়েছে, কারণ সে আসলে নিজেকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। সে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার করেছে এবং তার দেহ রূপ মন্দিরকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। সে তার এই জীবন এবং তার আসন্ন অনন্ত জীবনকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। পার্থিব জ্ঞান লাভ করার মধ্য দিয়ে সে ধন অর্জন করবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু বাইবেলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে এমন ধন হারিয়েছে, তা পৃথিবীর সমস্ত ধন দিয়েও কেনা যায় না। COLBen 88.1

গুপ্ত ধনের অন্বেষণ

COLBen 88

ঈশ্বরের বাক্যই হওয়া উচিত আমাদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। আমাদের সন্তানদেরকে এর সত্যে শিক্ষা দান করতে হবে। এটি এক অফুরন্ত ধন; কিন্তু মানুষ এই ধন ভাণ্ডার খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ যখন সেটি তাদের নাগালের মধ্যে থাকে, তখন তারা তা অন্বেষণ করে না। অনেকেই এই সত্যের বিকল্প কোন কিছু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তারা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে খুশি হয় এবং ভাবে যে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। তারা অন্যান্য শিক্ষা ও বাণী শুনে থাকে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে গুপ্ত ধন খুঁজে বের করার জন্য একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে অন্বেষণ করে না। কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও উদ্ভাবন শুধু যে অনির্ভরযোগ্য তাই শুধু নয়, সেই সাথে তা বিপজ্জনকও বটে। কারণ তা মানুষকে এমন এক স্থানে বসায়, যে স্থানটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের অধিকার। এগুলো মানুষের বলা কথাকে এমন স্থানে নিয়ে বসায়, যেখানে থাকার কথা শুধুমাত্র সেই বাক্যের স্থান, যে বাক্য "সদাপ্রভু কহেন"। COLBen 88.2

খ্রীষ্টই সেই সত্য। তাঁর বাক্য সকল সত্য এবং তাঁর বাক্যের গভীরে এক নিগূঢ় অর্থ রয়েছে যা বাইরে থেকে অনুধাবন করা যায় না। খ্রীষ্টের সমস্ত বাণীর এক অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে যা আমরা বাহ্যিক ভাবে অনুধাবন করতে পারি না। যে সমস্ত মানুষের মন পবিত্র আত্মার দ্বারা উজ্জীবিত হয়, তারা এই বাণীর মূল্য অনুধাবন করতে পারে। যদিও বা এই সত্য

বাণী লুক্কায়িত থাকে, তথাপি তারা সত্যের মূল্যবান এই রত্ন ঠিকই খুঁজে বের করতে পারে। COLBen 89.1

মানবীয় তত্ত্বকথা এবং আদর্শ থেকে আমরা কখনো ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবন করতে পারবনা। যারা মনে করে, তারা দর্শন শাস্ত্র বোঝে তারা ভাবে যে, ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ উদ্ধার করার জন্য এবং মণ্ডলীতে ভ্রান্ত মতবাদের প্রবেশ রুদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে আসাটা জরুরি। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যাই বরং মানুষকে নিয়ে আসে ভুল ব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত মতবাদের কাছে। মানুষ এই ব্যাখ্যা ও মতাদর্শকে বাক্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তারা যে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছিল তা প্রায়শই আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। COLBen 89.2

পুরোহিত ও ফরীশীরা মনে করেছিল যে, ঈশ্বরের বাক্যের উপরে তাদের মন গড়া নিজস্ব ব্যাখ্যা বসিয়ে তারা খুব মহান কোন কাজ করছিল। কিন্তু যীশু তাদের সম্পর্কে বলেছেন, “ইহাই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম?” মার্ক ১২:২৪। তিনি তাদেরকে “মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র” বলে শিক্ষা দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন, মার্ক ৭:৭। যদিও তারা ছিল ঈশ্বরের বাণীর শিক্ষক, যদিও তাদের দায়িত্ব ছিল তাঁর বাক্য, তথাপি তারা সেই বাক্য অনুসারে কাজ করত না। শয়তান তাদের চোখে আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছিল যেন তারা এর সত্যিকার রূপ দেখতে না পায়। COLBen 89.3

আজকের দিনে এটাই অনেকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক মণ্ডলীই এই পাপে দোষীকৃত হয়েছে। আজকের দিনের অনেক মানুষ যিহূদী ধর্ম শিক্ষকদের মত সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে যা আমাদেরকে এক বিপদ থেকে মহা বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ঐশ্বরিক বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করছে এবং স্বর্গীয় সত্য সম্পর্কে করা তাদের এই ভ্রান্ত মতাদর্শের কারণে মানুষের অন্তরে ও মনে সৃষ্টি হচ্ছে জটিলতা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা। COLBen 90.1

পবিত্র শাস্ত্র কোন মানবীয় রীতি নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গির টিমটিমে আলোর নিচে এনে পড়ার প্রয়োজন নেই। টর্চ জ্বালিয়ে সূর্য দেখার চেষ্টা করা যেমন বোকামি, তেমনি মানবীয় রীতি নীতি বা কল্পনার ভিত্তিতে পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটাও চরম বোকামি। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য পড়ার ও তার গৌরব আরও প্রকাশ করার জন্য পার্থিব দর্শনের আলোর প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের বাক্য নিজেই এক অত্যুজ্জ্বল আলো, যা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ কওে, এবং এর পাশে এসে দাঁড়ালে অন্য সব আলো ম্লান হয়ে যায়। COLBen 90.2

কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র আরও একাগ্র ভাবে অধ্যয়ন করার ও খুব নিখুঁত ভাবে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। সত্য সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে তা মানুষের ঐশ্বরিক জ্ঞান আরও বৃদ্ধি করে। একাগ্রতা, ধৈর্য, ও অধ্যবসায় না থাকলে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। যদি মানুষ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই তার জন্য ইচ্ছা থাকতে হবে এবং সাফল্য লাভের জন্য বিশ্বাস সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই একই ভাবে পরিশ্রম ছাড়া আমরা কখনোই আত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব না। যারা সত্যের ধন ভাণ্ডার আবিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করবে তাদের অবশ্যই এমন ভাবে তা অনুসন্ধান করতে হবে, যেভাবে খনি থেকে মূল্যবান রত্ন উত্তোলন করার জন্য অনুসন্ধান করা হয়। হতাশ বা সন্দেহপূর্ণ মন নিয়ে করা কাজ কখনো সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না। যুবক ও বৃদ্ধ প্রত্যেকের জন্যই ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা শুধু যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে প্রত্যেককে তা আন্তরিকতার সহিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং এতে নিহিত ধন খুঁজে পাওয়ার জন্য একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা ও অন্বেষণ করতে হবে। যারা এভাবে এই ধনের অন্বেষণ করবে তাদেরকে খ্রীষ্ট বাক্যের উপলব্ধি দান করবেন। COLBen 90.3

আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করছে পবিত্র শাস্ত্রের মৌলিক সত্য সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর। এটাই ঈশ্ব রের ইচ্ছা যে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি। অনুসন্ধান কর, ও তোমরা ক্ষুধিত অন্তর নিয়ে বাইবেল অনুসন্ধান কর। খনিতে শ্রমিকরা যেমন মাটির গভীরে খুঁড়ে খুঁড়ে স্বর্ণের আকর খুঁজে বের করে, তেমনি ঈশ্বরের বাক্যের আবিস্কার কর। ঈশ্বরের সাথে তোমরা সম্পর্ক কি এবং তোমার জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা কী তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই এই অভিযান বন্ধ কর। খ্রীষ্ট ঘোষণা করেছেন, "আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমানি¡ত হন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।" যোহন ১৪:১৩, ১৪। COLBen 91.1

যার ভেতরে ধার্মিকতা ও তালন্ত রয়েছে, তিনি চিরন্তন বাস্তবতার রূপ দেখতে পান, কিন্তু কখনো কখনো তা বুঝতে ব্যর্থ হন, কারণ যা দেখা দেয় তা আবৃত করে রাখে সেই মহিমাকে, যা দেখা যায় না। যিনি ঈশ্বরের গুপ্ত ধন খুঁজে পাওয়ায় সাফল্য অর্জন করতে চান, তাকে অবশ্যই এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে আরও উচ্চতর কোন কিছুর প্রতি নিজ লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তার সমস্ত ভাল লাগা এবং সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে এই অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। COLBen 91.2

পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়, এমন অনেক জ্ঞানের দরজা আমাদের অবাধ্যতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যতা। মানুষের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং জেদের স্বার্থে পবিত্র শাস্ত্র কখনো ব্যবহার করা যায় না। যারা নম্রতার

সঙ্গে ঈশ্বরীয় সত্যের জ্ঞান লাভ করতে চায় ও তা মান্য করতে চায় কেবল তারাই পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ অনুধাবন করতে পারে। COLBen 91.3

আপনি কি জিজ্ঞেস করেছেন পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি কী করব? আপনাকে অবশ্যই আগের জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা, মতামত, আপনার কল্পনা প্রসূত আদর্শ ও ধারণা ত্যাগ করে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসতে হবে। যদি আপনি আপনার নিজস্ব চিন্তা ধারার ভিত্তিতে পবিত্র শাস্ত্রকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি কখনোই সত্যে পৌঁছাতে পারবেন না। প্রভু যা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করুন। এভাবে অনুসন্ধান করতে করতে দেখবেন যে, আপনার নিজস্ব ধ্যান ধারণার সাথে বাক্যের সত্যের আদৌ'কোন মিল নেই। কিন্তু তখন আপনার চিন্তার সাথে মিল রাখার জন্য বাক্যের অর্থ ভুল ভাবে গ্রহণ করবেন। বরং বাক্যে ঠিক যে শিক্ষাটি দেয়া হয়েছে সেটিই গ্রহণ করুন। আপনার অন্তর ও মন খুলে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের আশ্চর্য বিষয়গুলো আবিষ্কার করুন। COLBen 91.4

এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে অন্তর এই স্বর্গীয় ধন ভাণ্ডারে প্রবেশের অনুমোদন পেয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে আমাদের অনুশোচনা এবং চরিত্রের রূপান্তর। বিশ্বাস ধারণ করার অর্থ হচ্ছে সুসমাচার ধন খুঁজে পাওয়া এবং এর সমস্ত বাধ্য বাধকতার প্রতি অনুগত হওয়া। COLBen 92.1

"নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।" যোহন ৩:৩। সে হয়তো অনেক বিষয়ে ধারণা করতে পারে এবং কল্পনা করতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে না দেখলে সে কখনো এই ধন দেখতে পায় না। এই অপরিমেয় ধন যেন আমাদের জন্য গচ্ছিত রাখা সম্ভব হয় এ জন্যই খ্রীষ্ট তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ না করলে পাপের ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয়, কিংবা হারিয়ে যাওয়া আত্মার জন্য কোন ধন লাভও সম্ভব নয়। COLBen 92.2

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যস্থিত সত্য চিহ্নিত করার জন্য পবিত্র আত্মার আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে। যে পর্যন্ত না সূর্য সমস্ত অন্ধকার সরিয়ে তার আলোক রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে, সে পর্যন্ত প্রকৃতির চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করা সম্ভব হয় না। সেভাবে ধার্মিকতার সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোক রশ্মি যে পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যস্থিত ধন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। COLBen 92.3

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অপরিসীম ভালবাসা নিয়ে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনিই ঐশ্বরিক বিষয়গুলো উন্মোচন করে দেন, যেন খ্রীষ্টের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এমন

প্রত্যেকটি আত্মা তা উপলব্ধি করতে পারে। যে সত্যের উপরে মানুষের আত্মার পরিত্রাণ নির্ভর করে তা তাঁর শক্তিতে মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। তিনি মানুষের জীবনের পথ এতটা সরল করে তোলেন যে, সেখানে আর কোন ভ্রান্তি থাকে না। যখন আমরা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করব, তখন আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন যেন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার আলো বাক্যের উপরে পতিত হয়, যেন আমরা এর অন্তর্নিহিত ধন যথাযথভাবে দেখতে পারি ও অনুধাবন করতে পারি। COLBen 92.4

অন্বেষণের পুরস্কার

COLBen 93

কেউ যেন মনে না করে যে, তাদের অর্জন করার মত কোন জ্ঞান আর অবশিষ্ট নেই। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের মাত্রা পরিমাপ করা যায়; কিন্তু আমরা আমাদের সবচেয়ে উঁচু, সবচে েয় গভীর, ও সবচেয়ে প্রশস্ত কল্পনার দ্বারাও ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে পেতে পারি না। ঈশ্বরকে খুঁজতে গেলে আমরা এমন এক অসীমতা দেখতে পাব, যা আমরা কখনোই অনুধাবন করতে পারব না। আমরা কেবল স্বর্গীয় মহিমা এবং তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কিছুটা বিচ্ছুরণ দেখেছি। আমরা প্রকৃতপক্ষে যেন খনির উপরিভাগে ভূপৃষ্ঠেই অনুসন্ধান চালিয়ে গেছি, যার নিচে নিহিত রয়েছে স্বর্ণালী গুপ্ত ধন। যে তা খুঁড়ে বের করবে, সেই ধন তারই হবে। আমরা যত বেশি এই খনি খনন করতে থাকব, তত বেশি আমরা আরও বেশি করে এই গৌরবময় গুপ্ত ধন লাভ করতে থাকব। সঠিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় জ্ঞান হয়ে ওঠে মানবীয় জ্ঞান। COLBen 93.1

পুরস্কৃত না হয়ে কেউ খ্রীষ্টের আত্মা সহকারে পবিত্র শাস্ত্রে অনুসন্ধান করতে পারে না। যখন মানুষ একটি ছোট শিশুর মত শিক্ষা লাভের জন্য ইচ্ছুক হয়, যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে, তখন সে তাঁর বাক্যের সত্য খুঁজে পাবে। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাধ্য হয়, তাহলে সে তার জীবনের জন্য ঈশ্বরীয় পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তখন স্বর্গীয় রাজ্যের দুয়ার খুলে যাবে এবং সে স্বর্গের সমস্ত গৌরব ও মহিমায় অভিযান করতে পারবে। মানব জাতি এখন যেমন আছে, সে তুলনায় সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কারণ সত্যের খনি খননের মধ্য দিয়ে মানুষ মহত্তর হয়ে ওঠে। পরিত্রাণের রহস্য, খ্রীষ্টের মানব দেহ ধারণ, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত মূলক মৃত্যু, এ সব কিছু আমাদের মনের ভেতরে অসার হয়ে উঠবে না। আমরা যে শুধু তা বুঝতে পারব তা নয়, বরং সেই সাথে তা আমাদের জীবনের জন্য প্রচ-ভাবে প্রয়োজনীয় বলে দেখা দেবে। COLBen 93.2

পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় খ্রীষ্ট এই জগতকে এমন এক শিক্ষা দান করেছেন যা আমাদের অন্তরে ও আত্মায় খোদাই করে রাখা প্রয়োজন। "আর ইহাই অনন্ত

জীবন যে,” যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বললেন, “তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।” যোহন ১৭:৩। এটিই সত্যিকারের শিক্ষা। এটি আমাদের শক্তি দেয়। ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিত পুত্র খ্রীষ্টের কার্যকরী জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে। এটি মানুষকে তার নিজের মাংসিক স্বভাবের উপরে কর্তৃত্ব দেয়, তার সমস্ত মানবীয় স্বভাব ও প্রবণতাকে দমন করে তার মনের উচ্চ ক্ষমতার কর্তৃত্বের অধীনের নিয়ে আসে। এই শক্তি যার কাছে থাকে সে ঈশ্বরের পুত্র এবং স্বর্গের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে। এই শক্তি তাকে অসীম ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের চিন্তা ও মননের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করে তোলে এবং তার সামনে উন্মুক্ত হয় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপার সৌন্দর্য মণ্ডিত ধনরাজি। এই জ্ঞানই আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করে লাভ করব। যারা সেই জ্ঞান লাভ করবে তাদের প্রত্যেকের আত্মা এই বিশাল ধনরাজি খুঁজে পাবে। COLBen 94.1

“হাঁ, যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর, যদি বুদ্ধির জন্য উচ্চৈঃস্বরে মিনতি কর; যদি রৌপ্যের ন্যায় তাহার অনে¡ষণ কর, গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর; তবে সদাপ্রভুর ভয় বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।” হিতোপদেশ ২:৩-৫। COLBen 94.2

Chapter 11 - মুক্তা

মথি ১৩:৪৫, ৪৬ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

পরিত্রাণকারী ভালোবাসার আশীর্বাদকে আমাদের মুক্তিদাতা একটি মূল্যবান মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি এক বণিকের দৃষ্টান্তের বণিক মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাটি দিয়েছেন, যে ভালো মানের মুক্তা খুঁজে বেড়াত। "আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক বণিকের তুল্য, যে উত্তম উত্তম মুক্তা অন্বেষণ করিতেছিল, সে একটি মহামূল্য মুক্তা দেখিতে পাইয়া গিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল।" খ্রীষ্ট স্বয়ং এক মহা মূল্যবান মুক্তা। তাঁর মাঝেই একীভূত হয়েছে তাঁর পিতার সকল মহিমা এবং তাঁর পরিপূর্ণতা। তিনিই তাঁর পিতার মহিমার উজ্জ্বলতা এবং তিনিই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ ত্রিত্বের পূর্ণতা সাধনকারী। ঈশ্বরের সমস্ত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি পাতা তাঁর আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে। খ্রীষ্টের ধার্মিকতা এক বিশুদ্ধ সাদা মুক্তার মত, যেথায় কোন খুঁত নেই, কোন ত্রুটি নেই। মানুষের কোন কাজ ঈশ্বরের এই অমূল্য উপহারকে আরও উন্নত করতে পারবে না। এই রত্নে কোন খাদ নেই। খ্রীষ্টের মধ্যে "জ্ঞানের ও বিদ্যার সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে।" কলসীয় ২:৩। তিনি "হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান Ñ ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।" ১ করিন্থীয় ১:৩০। মানুষের আত্মার প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন যা কিছু এই বিশাল জগতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তা নিহিত রয়েছে খ্রীষ্টের মাঝে। আমাদের ত্রাণকর্তা এমন এক মহা মূল্যবান মুক্তা যাঁর সাথে আর কোন কিছুর তুলনা করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। COLBen 95.1

খ্রীষ্ট "নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না।" যোহন ১:১১। ঈশ্বরের জ্যোতি এই জগতে দ্বীপ্তি দিল এবং "অন্ধকার তাহা গ্রহণ করিল না।" যোহন ১:৫। কিন্তু সকলেই যে ঈশ্বরের এই উপহার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তা নয়। দৃষ্টান্তের বণিকটি এমন এক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা একাগ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এই পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞান, ও পরজাতীয় ধর্মের মাঝে অনুসন্ধান করে তাদের আত্মার ধন সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যিহূদীদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যারা তাদের জীবনে অনুপস্থিত সেই সত্যের অনুসন্ধান করছি। আনুষ্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ ধর্মকর্মে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁরা সত্যিকার আত্মিক ও সমৃদ্ধি দানকারী ধর্মের খোঁজে পথে নেমেছিলেন। খ্রীষ্টের মনোনীত শিষ্যেরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। আর কর্ণীলিয় ও ইথিয়পীয় নপুংসক ছিলেন পূর্বে উল্লিখিত শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা স্বর্গ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি পাওয়ার জন্য আশা করছিলেন ও প্রার্থনা করছিলেন। যখন খ্রীষ্ট তাদের কাছে তা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন। COLBen 95.2

এই দৃষ্টান্তে মুক্তাটিকে কোন উপহার হিসেবে দেখানো হয় নি। বণিকের কাছে যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে সে ঐ মুক্তাটি ক্রয় করেছিল। অনেকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেন, কারণ খ্রীষ্টকে সুসমাচারে এক মহা মূল্য উপহার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এক উপহার বটে, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের কাছে, যারা নিজেদেরকে অর্থাৎ তাদের আত্মা, দেহ, ও অন্তর শুধুমাত্র তাঁর জন্য গচ্ছিত রেখেছে। আমাদের নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করে; এখন জীবন ধারণ করতে হবে যেখানে তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা এবং তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করার মানসিকতা রয়েছে। আমরা এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি হিসেবে জীবন ধারণ করছি, আমাদের যে দক্ষতা ও মেধা রয়েছে, তা একান্তভাবে প্রভুর, যা তাঁর উপাসনা ও পরিচর্যার্থে ব্যয় করতে হবে। যখন আমরা এভাবে আমাদের নিজেদেরকে উপহার হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করব, তখন স্বর্গের সমস্ত ধন রাজি সহকারে তিনি নিজেকে আমাদের কাছে উপহার হিসেবে প্রদান করবেন। আমরা সেই মহা মূল্যবান মুক্তা অর্জন করতে পারব। COLBen 96.1

পরিত্রাণ এক বিনামূল্যে দত্ত উপহার, এবং তথাপি তা ক্রয় বিক্রয় করা হয়। যে বাজারে ঐশ্বরিক দয়ার ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হয়, সেখানে এই মহা মূল্যবান মুক্তা কোন অর্থ ও মূল্য ব্যতীত উপস্থাপন করা হয়। এই বাজারে প্রত্যেকেই স্বর্গের মঙ্গলজনক দ্রব্য আহরণ করতে পারে। সত্যের ধনরাশি প্রত্যেকের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে। প্রভু ঘোষণা দিয়েছেন, “দেখ, আমি তোমার সম্মুখে এক খোলা দ্বার রাখিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।” এই দ্বারের সামনে তলোয়ার হাতে নিয়ে কোন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে না। দরজা থেকে ও দরজার ওপার থেকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, এসো। পরিত্রাতার কণ্ঠ আন্তরিকতা ও ভালবাসা সহকারে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে: “আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই; তুমি আমার কাছে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করÑ অগিড়ব দ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, যেন ধনবান হও।” প্রকাশিত বাক্য ৩:৮, ১৮। COLBen 96.2

খ্রীষ্টের সুসমাচার একটি আশীর্বাদ, যেন সকলে পায়। যারা সবচেয়ে দরিদ্র, তারও পরিত্রাণ ক্রয় করার মত ধনশালী। কারণ কোন পার্থিব ধন দিয়ে এই পরিত্রাণ ক্রয় করা যায় না। একমাত্র স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা এবং আমাদের নিজেদের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আমরা তা পেতে পারি। জাগতিক শিক্ষা, এমন কি সবচেয়ে উচ্চ স্তরের শিক্ষাও মানুষকে ঈশ্বরের কাছাকাছি আনতে পারে না। ফরীশীরা তাদের প্রত্যেকটি জাগতিক ও আত্মিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করত। তারা বলত, “আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করিয়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই।” কিন্তু তথাপি তারাই ছিল সবচেয়ে “দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ।” প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭। খ্রীষ্ট তাদেরকে মহা মূল্যবান মুক্তা দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এবং তিনি তাদেরকে

বলেছেন, "করগ্রাহী ও বেশ্যারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।" মথি ২১:৩১। COLBen 97.1

আমরা পরিত্রাণ অর্জন করতে পারি না, কিন্তু এমন অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে আমাদের তা অনুসন্ধান করতে হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে হলেও আমরা তা গ্রহণ করব। COLBen 97.2

আমরা মহা মূল্যবান এই মুক্তা অন্বেষণ করব, কিন্তু কোন পার্থিব বাজারে বা পার্থিব কোন পদ্ধতিতে নয়। যে দাম আমাদের দিতে হবে তা কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য নয়, কারণ এই মুক্তা ঈশ্বরের। এ কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে যে, জাগতিক যোগ্যতা বা গুণ আমাদেরকে এই পরিত্রাণ জয় করতে সাহায্য করবে। ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা দাবী করবেন। তিনি আপনাকে সমস্ত পাপ কাজ থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাবেন। "যে জয় করে," খ্রীষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, "তাহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব, যেমন আমি নিজে জয় করিয়াছি, এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি।" প্রকাশিত বাক্য ৩:২১। COLBen 97.3

এমন অনেকে আছে যারা সব সময় স্বর্গীয় এই মুক্তা খুঁজতে থাকে। কিন্তু তারা তাদের মন্দ অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে না। তারা নিজ আমিত্বকে দূর করে না, যা থাকলে খ্রীষ্ট অন্তরে বাস করতে পারেন না। এই কারণে তারা সেই মহা মূল্যবান মুক্তা খুঁজে পায় না। তারা তাদের মন্দ অভিলাষ এবং জাগতিক সুখভোগের প্রতি তাদের মোহ ত্যাগ করতে পারে না। তারা ক্রুশ তুলে নিয়ে আত্মত্যাগ ও আত্ম সংযমের পথ ধরে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পারে না। তারা আংশিক খ্রীষ্টিয়ান বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি খ্রীষ্টিয়ান হতে পারে না। এ কারণে তারা স্বর্গরাজ্যের কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করতে পারে না। তারা আংশিক উদ্ধার পায়, কিন্তু পুরোপুরিভাবে উদ্ধার পায় না, অর্থাৎ তারা কিছুটা নয় বরং পুরোপুরি বিনষ্ট হয়। COLBen 98.1

উত্তম মুক্তার খোঁজ করা বণিকের এই দৃষ্টান্তটির দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে: এটি শুধুমাত্র স্বর্গ রাজ্যের অন্বেষণ করতে থাকা মানুষের কথা বলে না, বরং সেই সাথে খ্রীষ্টকেও তা উপস্থাপন করে, যিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার খুঁজছেন। খ্রীষ্ট হলেন স্বর্গীয় বণিক, যিনি উত্তম মুক্তা খুঁজছেন। তিনি হারানো মানবতার মাঝে সেই মহা মূল্যবান মুক্তা দেখতে পেলেন। কলুষিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মানব জাতির মধ্যে তিনি পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। যে অন্তর শয়তানের সাথে দ্বন্দ্বের যুদ্ধ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এবং যে অন্তর ভালবাসার শক্তিতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, সেই সকল অন্তর ত্রাণকর্তার কাছে, যে সমস্ত অন্তর এখনো অধঃপতিত হয় নি, সে আত্মাগুলোর চেয়ে অধিক প্রিয়। ঈশ্বর মানবতার

দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু মন্দ ও মূল্যহীন একটি জাতি হিসেবে নয়। তিনি মানব জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, যাদেরকে খ্রীষ্টের উদ্ধারকারী ভালবাসার মধ্য দিয়ে জয় করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীর সমস্ত ধন রাজি সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলো এনে এই মুক্তা কিনতে চাইলেন। আর শেষ পর্যন্ত যীশু সেই মুক্তা তাঁর হাতে পেলেন এবং সেটি তাঁর মুকুটে স্থান দিলেন। "আর সেই দিন তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে আপন প্রজারূপ মেষপালের ন্যায় নিস্তার করিবেন, বস্তুতঃ তাহারা মুকুটস্থমণির ন্যায় তাঁহার দেশের উপরে চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট হইবে।।" সখরিয় ৯:১৬। "আর তাহারা আমারই হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে।" মালাখি ৩:১৭। COLBen 98.2

কিন্তু আমাদের মূল্যবান মুক্তা হিসেবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং এই স্বর্গীয় ধন অধিকার করার জন্য আমাদের সুযোগ হচ্ছে সেই আদর্শ, যার উপরে ভিত্তি করে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। পবিত্র আত্মা মানুষের কাছে এই উত্তম মুক্তার মূল্যের কথা জ্ঞাত করেন। পবিত্র আত্মার শক্তির কাল হচ্ছে সেই সময় যখন এক বিশেষ অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই স্বর্গীয় উপহার খুঁজে পাব এবং অধিকার করতে পারব। খ্রীষ্টের সময়ে অনেকেই সুসমাচার শ্রবণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর মিথ্যা শিক্ষার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ছিল এবং তারা বুঝতে পারে নি যে, গালীল থেকে আগত এই বিনম্র শিক্ষা দাতাকেই ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে স্বগৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটেছিল। খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহনকারীরা পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তার মহিমা ও ক্ষমতার স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। খ্রীষ্টের শত্রুদের কারণে যাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাদের অন্তরে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রভা বিস্তার করল। তারা এখন দেখতে পেল "তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপ মোচন দান করেন।" প্রেরিত ৫:৩১। তারা দেখতে পেলেন যে, তিনি স্বর্গীয় এক প্রভায় পরিম-িত হয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে সেই মহা মূল্যবান সম্পদ, যা তিনি তাদের সকলকে দান করবেন, যারা তাদের পাপের পথ থেকে মন ফিরিয়ে তাঁর অনুসারী হয়েছে ও বিশ্বাসে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। প্রেরিতগণ যখন পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষেক লাভ করে পিতার এক জাত পুত্রের মহিমা ও গৌরব ঘোষণা করছিলেন, তখন তিন হাজার লোক এক সাথে মন ফিরিয়ে বিশ্বাস করল। তারা নিজেদেরকে পাপী ও কলুষিত মানুষ হিসেবে দেখতে পেয়েছিল, খ্রীষ্টকেই তাদের একমাত্র বন্ধু এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখতে পেয়েছিল। খ্রীষ্ট উত্থিত হলেন, খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হলেন সেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিনি এখন মানুষের মাঝে অবস্থান করছেন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত বিশ্বাসীরা তাঁকে সেই ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পেয়েছিল, যিনি অপমান, দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, এবং সব শেষে মৃত্যু বরণ করেছেন, যেন মানুষ বিনষ্ট না হয় বরং

অনন্ত জীবন পায়। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যে প্রত্যাদেশ এখানে প্রকাশ করেছেন তা বহু মানুষকে তাঁর মহিমা ও কর্তৃত্ব অনুধাবন করতে অনুভূতি জাগিয়েছে। আর তারা তাদের হাত বিশ্বাসে উঁচু করে দিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠেছে, "আমি বিশ্বাস করি।" COLBen 99.1

তখন পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তার আনন্দের সুসমাচার এই পৃথিবী নিবাসী সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অভিযাত্রা শুরু হল। মণ্ডলীতে চার দিক থেকে মন পরিবর্তনকারী বিশ্বাসীরা দলে দলে এসে উপস্থিত হতে লাগল। পুরাতন বিশ্বাসীরা নতুন করে বিশ্বাসে স্থির হল। পাপীরা মহা মূল্যবান মুক্তার খোঁজ করতে এসে খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত হল। সেই ভবিষ্যদ্বাণী তখন পরিপূর্ণতা অর্জন করল, দুর্বলেরা হয়ে উঠল "দায়ূদের মত," আর দায়ূদের গৃহ হয়ে উঠল "সদাপ্রভুর দূতের মত।" সখরিয় ১২:৮। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান তার ভাইয়ের মধ্যে স্বর্গীয় ভালবাসার স্পর্শ পেল। বিশ্বাসীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টের চরিত্র তাদের নিজেদের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা এবং তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো। "আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল। তাহাদের এক জনও আপন স¤পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের সকল বিষয় সাধারণে থাকিত। আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।" প্রেরিত ৪:৩২, ৩৩। "আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।" প্রেরিত ২:৪৭। খ্রীষ্টের আত্মা সমগ্র মণ্ডলীকে উজ্জীবিত করেছিলেন; কারণ তারা সকলে সেই মহা মূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়েছিল। COLBen 100.1

এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটা প্রয়োজন এবং তা প্রচণ্ড ক্ষমতার সাথে সাধিত হবে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ ছিল সেই প্রথম বর্ষণ, কিন্তু পরবর্তী বর্ষণ হবে আরও ব্যাপক ও অপরিমেয়। পবিত্র আত্মা আমাদের চাহিদার ও অভাবের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। পবিত্র আত্মার শক্তির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আবারও আমাদের কাছে স্বমহিমায় ও পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে চান। মানুষ তখন এই অমূল্য মুক্তার মূল্য অনুধাবন করতে পারবে এবং প্রেরিত পৌলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও বলে উঠবে, "কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সেই সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম। আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি।" ফিলিপীয় ৩:৭, ৮। COLBen 100.2

Chapter 12 - জাল

মথি ১৩:৪৭-৫০ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

“স্বর্গ-রাজ্য এমন এক টানা জালের তুল্য, যাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্বপ্রকার মাছ সংগ্রহ করিল। জালটা পরিপূর্ণ হইলে লোকে কূলে টানিয়া তুলিল, আর বসিয়া বসিয়া ভালগুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল, এবং মন্দগুলি ফেলিয়া দিল। এইরূপ যুগান্তে হইবে; দূতগণ আসিয়া ধার্মিকদের মধ্য হইতে দুষ্টদিগকে পৃক করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।” COLBen 102.1

জাল ফেলার অর্থ হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করা। এতে করে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার মানুষ মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। যখন সুসমাচারের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন হবে, তখন তাদেরকে পৃক করার মধ্য দিয়ে বিচারের কাজ শুরু হবে। খ্রীষ্ট দেখেছিলেন কী করে ভণ্ডদের উপস্থিতির কারণে মণ্ডলীতে সত্যের পথ সম্পর্কে মন্দ কথা ছড়ানো হচ্ছিল। ভণ্ড শিক্ষকদের অনৈতিক জীবন যাপনের কারণে জগত সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান ও অবজ্ঞা করবে। এমনকি খ্রীষ্টানরাও তাদের বিশ্বাসে হোঁচট খাবে, যখন তারা দেখবে বহু মানুষ খ্রীষ্টের আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়েও তাঁর নাম ধারণ করছে। এই সমস্ত পাপীরা মণ্ডলীতে অবস্থান করার কারণে লোকেরা অনিবার্যভাবে ভাববে যে, ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই কারণে খ্রীষ্ট ভবিষ্যতের উপর থেকে সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সকলের কাছে এই কথা ঘোষণা করছেন যে, অবস্থান নয়, বরং চরিত্রই মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করে দেবে। COLBen 102.2

শ্যামাঘাস ও জালের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, খুব শীঘ্রই সমস্ত মন্দ লোকেরা ঈশ্বরের দিকে ফিরবে এখন অবাধ সময় নেই। গম ও শ্যামাঘাসকে ফসল তোলার আগ পর্যন্ত এক সাথে বাড়তে দেয়া হবে। বাছাই করার জন্য ভালো ও খারাপ মাছ এক সাথে তীরে নিয়ে আসা হবে। COLBen 103.1

আবারও এই দৃষ্টান্ত এই শিক্ষাও দেয় যে, বিচারের পর আর কোন সুযোগ দেয়া হবে না। সুসমাচারের কাজ শেষ হয়ে গেলে পরপরই ভালো ও মন্দের এই পৃক করার কাজটি করা হবে এবং প্রত্যেকের নিয়তি নির্ধারণ করা হবে। COLBen 103.2

ঈশ্বর চান না একটি মানুষও বিনষ্ট হোক। “প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতেই আমার সন্তোষ। তোমরা ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির; কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে?” যিহিস্কেল ৩৩:১১। বিচারের আগ পর্যন্ত এই সময়ে

তাঁর পবিত্র আত্মা মানুষকে সব সময় অনন্ত জীবন উপহার হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেবে না তারাই শুধু ধ্বংস হওয়ার জন্য পেছনে পড়ে থাকবে। ঈশ্বর ঘোষণা দিয়েছেন যে, এই নিখিল বিশ্বের জন্য মহা হুমকি হওয়ার কারণে পাপকে চিরতরে বিনাশ করা হবে। যারা যারা পাপের সাথে নিজেদের জীবনকে যুক্ত করে রাখবে তারা COLBen 103.3

সকলেই এই ধ্বংসযজ্ঞে পড়ে চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। COLBen 103.4

Chapter 13 - নূতন ও পুরাতন দ্রব্য

মথি ১৩:৫১, ৫২ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট যখন লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করছিলেন, সে সময় তিনি একই সঙ্গে তাঁর শিষ্যদেরকে ভবিষ্যতে তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিলেন। তাঁর সমস্ত নির্দেশনাতে তাঁদের জন্য শিক্ষা নিহিত ছিল। জালের দৃষ্টান্তটি বলার পর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি এই সকল বুঝিয়াছ?" শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "হাঁ, প্রভু।" এরপর আরেকটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদেরকে বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁরা যে সত্যকে ধারণ করেছেন সেই সত্যের প্রতি তাঁদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বললেন, "এই জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত প্রত্যেক অধ্যাপক এমন গৃহকর্তার তুল্য, যে আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির করে।" COLBen 104.1

গৃহকর্তা যে সম্পদ অর্জন করেন তা তিনি তা নিজের কাছে সঞ্চয় করে রাখেন না। তিনি তা অন্যদেরকে ধার দেন। আর এতে করে সেই সম্পদ পরিমাণে আরও বৃদ্ধি পায়। গৃহকর্তার কাছে নতুন ও পুরাতন উভয় প্রকার মূল্যবান বস্তু রয়েছে। এই ভাবধারায় খ্রীষ্ট এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাঁর শিষ্যদেরকে যে সত্য ধারণ করতে দেয়া হয়েছে, সেটি তাঁদের এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। সত্যের জ্ঞান যত আমরা ছড়িয়ে দেব, তত তা পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। COLBen 104.2

যারা তাদের অন্তরে সুসমাচারের বার্তা গ্রহণ করবে, তাদের প্রত্যেককে তা অন্যের কাছে করতে হবে। খ্রীষ্টের স্বর্গজাত ভালবাসা অবশ্যই অন্যের প্রতি প্রকাশ করতে হবে। যারা খ্রীষ্টকে ধারণ করেছে তাদেরকে অবশ্যই পদে পদে পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করতে হবে। তাতে করে তারা ঈশ্বরকে ও তাঁর প্রেরিত পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জানার জন্য তাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা, পবিত্র শাস্ত্রে তাদের সমস্ত অনুসন্ধান, তাদের প্রার্থনা, তাদের আত্মার মর্মযাতনা, এবং তাদের প্রতি খ্রীষ্টের অনুপম বাক্য "তোমার পাপ ক্ষমা করা হইল," তারা জীবন দ্বারা অনুভব করতে পারবে। এই বিষয়গুলো গুপ্ত রাখা কোন মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। যারা খ্রীষ্টের ভালবাসায় পূর্ণ তারা কখনোই তা গুপ্ত রাখবেন না। প্রভু যেমন তাদেরকে এই চিরন্তন সত্যের ধারক হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তেমনি তাদেরও আকাঙক্ষা হবে অন্যদের কাছে ঠিক এই একই আশীর্বাদ পৌঁছে দেয়া। ঈশ্বরের অনুগ্রহের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কথা তারা যত বেশি করে মানুষকে বলবেন, তত বেশি করে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তাদের প্রতি বর্ষিত হবে। সরলতা ও নিঃশর্ত আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে হতে হবে একান্তভাবে শিশুর মত। পবিত্রতার জন্য তাদের আত্মা আকাঙক্ষী হবে এবং আরও বেশি করে সত্য ও অনুগ্রহের ঐশ্বর্য তাদের কাছে উন্মোচন করা হবে, যেন তারা তা জগতের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। COLBen 104.3

সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য - তাঁর লিখিত বাক্য, প্রকৃতির গ্রন্থএবং মানব জীবনে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থ। এই গ্রন্থএক বিরাট ধনাগার, যেখান থেকে খ্রীষ্টের কর্মীদের যা প্রয়োজন তা উত্তোলন করতে হবে। সত্যের অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে তাদের ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে হবে, মানবীয় বুদ্ধিমত্তার উপরে নয়। এই জগতের দৃষ্টিতে যে মানুষটি সবচেয়ে জ্ঞানী, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবচেয়ে মূর্খ। যারা যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে তাদের প্রত্যেকে তিনি নিজ উপায়ে তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞান দান করবেন। COLBen 105.1

খ্রীষ্টের একজন অনুসারী যদি তাঁর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা পালন করে, তাহলে প্রকৃতির জগতে এমন কোন বিজ্ঞান নেই যার কারণে সে সেই বাক্য অনুধাবন ও আয়ত্ব করতে পারবে না। একমাত্র তার ইচ্ছাই তাকে খ্রীষ্টের বাক্যের আরও কাছে নিয়ে আসতে পারে এবং এই ইচ্ছা দ্বারাই সে এই বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার, যেখানে খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আসতেই হবে। আমরা যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করি, যদি আমরা দেখি ভূমি চাষাবাদের মধ্যে, বা গাছের বৃদ্ধির মাঝে, বা পৃথিবী ও সমুদ্র ও আকাশের সমস্ত আশ্চর্যের মধ্যে কী অদ্ভুত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তাহলে আমরা এই সত্যকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আবিষ্কার করতে পারব। আর সেই সাথে মানুষের সাথে ঈশ্বরের গমনাগমনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত রহস্য, মানব জীবনে প্রকাশিত হওয়া ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার - এর সবই ঈশ্বরীয় সত্যের এই ধন ভাণ্ডার, তথা পবিত্র বাক্যে আমরা পাই। COLBen 105.2

ঈশ্বরের লিখিত বাক্য পতিত মানব জাতির কাছে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সবচেয়ে বোধগম্য উপায়ে প্রকাশ করে। এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের সেই ধনের ভাণ্ডার, যা মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় কখনো খুঁজে পেতে পারে না। COLBen 106.1

ঈশ্বরের বাক্যে যেমন রয়েছে পুরাতন নিয়ম তেমনি রয়েছে নতুন নিয়ম। একটিকে ছাড়া আরেকটি কোনভাবেই পরিপূর্ণ হতে পারে না। খ্রীষ্ট এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের নিহিত সত্যগুলো নুতন নিয়মে নিহিত সত্যগুলোর মতই সমান মূল্যবান। খ্রীষ্ট যেমন সৃষ্টির শুরুতে মানুষের জন্য ত্রাণকর্তা ছিলেন, তিনি এখনও আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত। ঐশ্বরিক সত্ত্বার উপরে মানবীয় বেশ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতরণ করার পূর্বেই তিনি তাঁর সুসমাচারের বার্তা দান করেছিলেন, আদম, শেথ, হনোক, মথূশেলহ, এবং নোহকে। কনান দেশে অব্রাহাম এবং সদোম নগরীতে লোট এই বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিশ্বস্ত বার্তাবাহকেরা ঘোষণা করেছেন তাঁর বার্তা, যিনি আসছেন। যিহূদী সংস্কৃতির সমস্ত রীতিনীতি ও ঐতিহ্য স্বয়ং খ্রীষ্ট স্থাপন করেছেন। তিনিই ছিলেন তাদের উৎসর্গ ও বলিদানের সমস্ত পদ্ধতির ভিত্তি, তাদের সকল

ধর্মীয় কর্মকা-ের প্রতিরূপ। যিহূদী জাতি, বলি উৎসর্গের সময় যে রক্ত সেচন করত, তা নির্দেশ করে ঈশ্বরের মেষশাবকের রক্ত সেচনকে। সমস্ত প্রাগত বলি উৎসর্গ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। COLBen 106.2

পূর্বপুরুষদের কাছে খ্রীষ্ট নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন বলি উৎসর্গের প্রতীকী আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরীয় বিধানের মধ্য দিয়ে, এবং ভাববাদিদের ভাববাণীর মধ্য দিয়ে, যা প্রকাশ পেয়েছে পুরাতন নিয়মের ঐশ্বর্যের মাঝে। খ্রীষ্ট তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে, এবং পবিত্র আত্মার ঘোষণায় নতুন নিয়মের ঐশ্বর্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন। আমাদের ত্রাণকর্তা পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই তাঁর পিতা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন। COLBen 106.3

ভাববাদিরা আগেই খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, যার সাক্ষ্য বহন করাই ছিল প্রেরিতদের কাজ। খ্রীষ্টের নম্রতা, তাঁর পবিত্রতা ও অপঙ্কিলতা, তাঁর অতুলনীয় ভালবাসা ছিল তাদের সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু। সুসমাচারকে পরিপূর্ণভাবে প্রচার করার জন্য শুধুমাত্র ত্রাণকর্তার জীবন ও তাঁর শিক্ষাগুলোকে প্রচার করাই যথেষ্ট ছিল না, বরং সেই সাথে পুরাতন নিয়মের ভাববাদিরা তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করেছিলেন, এবং যেভাবে উৎসর্গের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতীক চিত্রিত করা হয়েছে তা উপস্থাপন করাও ছিল অপরিহার্য। COLBen 107.1

খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষায় সেই প্রাচীন সত্যকে তুলে ধরেছিলেন যার প্রণেতা ছিলেন তিনি নিজে, যে সত্যের কথা তিনি মনোনীত পূর্বপুরুষদের মধ্য দিয়ে ও ভাববাদিদের মধ্য দিয়ে বলেছেন। কিন্তু এখন তিনি এই সত্যের উপরে এক নতুন আলো প্রক্ষেপণ করছেন। এর অর্থ এখন কত না ভিন্নভাবে আমাদের সামনে এসে দেখা দিচ্ছে! তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে যেন আলোর বন্যা ও আত্মিকতা এসে আছড়ে পড়ছে। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা শিষ্যদের অন্তরে প্রজ্ঞার আলো জ্বালবেন, এবং ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল তাদের কাছে উন্মোচিত থাকবে। তারা এই বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্যকে এক নতুন সৌন্দর্যে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। COLBen 107.2

এদন উদ্যানে প্রথমবার পরিত্রাণের বাক্য উচ্চারিত হওয়ার পর থেকে খ্রীষ্টের জীবন, তাঁর চরিত্র, ও মধ্যস্থতামূলক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের অন্তরের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। তথাপি যে অন্তরে পবিত্র আত্মা আলো ছড়িয়েছে তা আবারও নতুন করে খ্রীষ্টকে এক নতুন দৃষ্টিতে ও নতুন ভঙ্গিতে দেখতে শিখেছে। পরিত্রাণের অন্তর্নিহিত সত্য প্রতিনিয়ত বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ করতে সমর্থ। অনেক প্রাচীন হলেও এই সত্য সব সময় নতুন। সত্যের অনুসন্ধানকারীর জন্য তা প্রকাশ করে এক মহা গৌরব এবং এক অসীম ক্ষমতা। COLBen 107.3

প্রতিটি যুগেই সত্য এক নতুন সমৃদ্ধি অর্জন করে, ঈশ্বরের লোকদের কাছে প্রতিটি প্রজন্মে তাঁর প্রদত্ত বার্তা। পুরাতন সত্য সব সময়ই অপরিহার্য; নতুন সত্য পুরাতনটি থেকে পৃক ও স্বতন্ত্র নয়; বরং তা পুরাতন সত্যটিকেই আরও প্রস্ফুটিত করে। যদি আমরা পুরাতন সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পারি তবেই আমরা নতুন সত্যটিকে আত্মস্থকরতে পারব। যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের সত্য উন্মোচন করতে চাইলেন, তিনি এভাবে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন: "পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।" লূক ২৪:২৭। কিন্তু ঈশ্বরীয় আলো বিচ্ছুরিত না হলে পুরাতন এই সত্য উন্মোচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি নতুন সত্যটিকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে আসলে পুরাতনটিকেই আত্মস্থকরতে পারেনি। তার কাছে এসে এই সত্য তার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তা হয়ে পড়ে এক অসার বস্তু। COLBen 107.4

এমন অনেক মানুষ আছে যারা পুরাতন নিয়মের সত্যকে বিশ্বাস করে বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তা থেকে শিক্ষাও দেয়, অথচ তারা নতুন নিয়মের সত্যকে অস্বীকার করে। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর মধ্য দিয়ে তারা বোঝায় যে, পুরাতন নিয়মের ও ভাববাদিদের কথা তারা বিশ্বাস করছে না। খ্রীষ্ট বলেছেন, "যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন।" যোহন ৫:৪৬। এ কারণে পুরাতন নিয়ম থেকে তারা যে শিক্ষা দেয় তাতে আদৌ' কোন সত্যিকারের ঐশ্বরিক শক্তি নেই। COLBen 108.1

যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করে বলে স্বীকার করে ও তা থেকে শিক্ষা দেয় তাদের অনেকের মধ্যেও এই একই ধরনের ভুল দেখা যায়। তারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রকে দূরে সরিয়ে রাখে, যার সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, "তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।" যোহন ৫:৩৯। পুরাতন নিয়ম অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তারা আসলে নতুন নিয়মকেই অস্বীকার করছে; কারণ দুটোই একটি পূর্ণাঙ্গ এককের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুসমাচার ব্যতীত কোন মানুষ ঈশ্বরের বিধানকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। আবার ঈশ্বরের বিধান ব্যতীত সুসমাচারকেও উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সুসমাচারের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ঈশ্বরীয় বিধান। অপরদিকে ঈশ্বরীয় বিধানকে ব্যাখ্যা করে নতুন নিয়মের সুসমাচার। বিধান হচ্ছে শেকড়, আর সুসমাচার হচ্ছে তার ফল। COLBen 108.2

পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের উপরে আলোকপাত করে এবং নতুন নিয়মও একইভাবে পুরাতন নিয়মের উপরে আলোকপাত করে। উভয়েই খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবের প্রত্যাদেশ। দুটোই সেই সত্যকে উপস্থাপন করে যা একাগ্র অনুসন্ধানকারীর কাছে ক্রমাগতভাবে আরও নতুন ও গভীরতর অর্থ প্রকাশ করতে থাকে। COLBen 109.1

খ্রীষ্টেতে ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সত্যের কোন পরিসীমা নেই। পবিত্র শাস্ত্র থেকে যে শিক্ষা নিতে চায়, তার কাছে ঈশ্বরের বাক্য হল এমন এক ঝর্ণাধারা, যার গভীরতা ও প্রশস্ততা পরিমাপ করতে গেলে হাবুডুবু খেতে হয়। এই জীবনে আমরা অনুধাবন করতে পারব না যে, আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধের জন্য ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্রকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি যে ভালবাসা প্রকাশ করলেন তার গভীরতা কতটুকু। এই পৃথিবীতে আমাদের ত্রাণকর্তার মুক্তি দানকারী কাজ চিরকালের জন্য এমন একটি কাজ হয়ে থাকবে যা আমাদেরকে চিন্তার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এই রহস্যের গভীরতা পরিমাপ করার জন্য মানুষ তার মেধার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গেলেও তা ভেদ করতে পারবে না, বরং সে হয়ে পড়বে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সবচেয়ে একাগ্র ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তিটিও এই রহস্য ভেদ করতে গেলে সামনে দেখতে পাবে কেবল সীমাহীন, কূলকিনারা বিহীন এক সমুদ্র। COLBen 109.2

যীশুতে যে সত্য নিহিত রয়েছে তা অনুভব করা যায়, কিন্তু তা কখনো বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ও গভীরতা আমাদের জ্ঞানের অতীত নয়। আমরা আমাদের কল্পনার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যেতে পারি। কিন্তু তারপরও আমরা শুধু আবছাভাবে তাঁর ভালবাসার আদলটা অনুভব করতে পারব, কিন্তু তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারব না, তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। কারণ স্বর্গ যেমন খ্রীষ্টের ভালবাসাও তেমনি উচু। সেই ভালবাসাই পৃথিবীতে সমস্ত মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। COLBen 109.3

তথাপি স্বর্গীয় এই দয়া আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি ও তা অনুভব করতে পারি। একমাত্র নম্র ও বিশ্বস্ত আত্মার প্রতি এই দয়া বর্ষিত হয়। আমাদের জন্য খ্রীষ্টের আত্মত্যাগকে যে ভাবে আংশিক বুঝব তেমনি ঈশ্বরের দয়া ও করুণাকেও আমাদের একইভাবে মহিমান্বিত করা প্রয়োজন। অন্তরের বিনম্রতায় যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের অনুসন্ধান করব, তখন আমাদের সামনে পরিত্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব উন্মোচিত হবে যেন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যত তা দেখব ততই আমাদের সামনে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যতই আমরা তা আয়ত্ব করার চেষ্টা করব ততই এর উচ্চতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। COLBen 109.4

খ্রীষ্টের জীবনের সাথে আমাদের জীবনকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ফেলতে হবে; আমাদের অনবরত তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, তাঁর প্রত্যেকটি অনুভূতির ও চিন্তার সহভাগী হতে হবে; তিনি যেমন স্বর্গ থেকে জীবন্ত রুটি হয়ে আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমাদেরও তেমনটি হতে হবে; তিনি আমাদের জন্য এক চিরসতেজ ঝর্ণাধারা, এক অসীম ধন ভাণ্ডার যা কখনো শূন্য হয় না। আমরা যদি প্রভুকে আমাদের সামনে রাখি

এবং আমাদের এই অন্তর দিয়ে শুধু তাঁকেই প্রশংসা এবং ধন্যবাদ দিই তাহলে আমরা আমাদের ধর্মীয় জীবনে সব সময়ই সঞ্জীবিত থাকতে সক্ষম হব। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা হতে হবে একজন বন্ধুর সাথে করা কথোপকথনের মত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে তাঁর নিগূঢ় রহস্যের কথা প্রকাশ করবেন। তখন আমরা যীশুর উপস্থিতির সুমিষ্ট আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করব। হনোকের সাথে যেমন ঈশ্বর স্বয়ং গমনাগমন করতেন, তেমনি আমাদের সাথেও প্রভু নিজে কথা বলতে আসবেন, এবং তখন আমাদের অন্তর হয়ে উঠবে আরও পরিশুদ্ধ। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরীয় সত্য যখন এভাবে দেখা দেয়, তখন সেই ব্যক্তির জীবনে এক অভূতপূর্ব সরলতা, নম্রতা, মৃদুতা, ও অন্তরের শান্ত ভাব প্রতীয়মান হয়, যা তার সংস্পর্শে আসা সমস্ত মানুষের কাছে এ কথাই প্রকাশ করে যে, সেই ব্যক্তিটি যীশুর স্পর্শ লাভ করেছে, এবং তাঁর কাছ থেকেই এই সকল সদগুণ লাভ করেছে। COLBen 110.1

যাদের মধ্যে এই সকল সদগুণ রয়েছে, তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম এক অপরিহার্য, অপ্রতিরোধ্য, জীবন্ত, কার্যকারী, ও আত্মিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। অনন্ত জীবনের সজীবতা, শক্তি, ও আনন্দময়তা তাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। যে অন্তর ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করে তা এমন কোন জলাশয় নয় যে, প্রচণ্ডদাবদাহে তার জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, কিংবা কোন ভাঙ্গা জলাধার নয়, যে তা থেকে সমস্ত জল চুঁইয়ে পড়ে যাবে। এই অন্তর পর্বতের দেহ ভেদ করে নির্গত হওয়া ঝর্ণাধারার মত, যার জলস্রোতের কোন শেষ নেই, যার শীতল ও চঞ্চল জলধারা পাথরে পাথরে লেগে ছলকে ওঠে, যা পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিকের তৃষ্ণা মেটায়। COLBen 110.2

সত্যের শিক্ষা দানকারী প্রত্যেক শিক্ষককে এই অভিজ্ঞতা দান করে সেই গুণ ও যোগ্যতা, যা তাকে খ্রীষ্টের একজন প্রতিনিধি করে তোলে। খ্রীষ্টের শিক্ষা দানের আত্মা তাকে জীবনের সমস্ত কাজে ও প্রার্থনায় শক্তি এবং দিক নির্দেশনা দেবে। খ্রীষ্টের জন্য তিনি যে সাক্ষ্য দেন তা মোটেও সঙ্কীর্ণ, নির্জীব কোন সাক্ষ্য নয়। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী কখনো একই বিষয় নিয়ে বার বার শিক্ষা দেন না। পবিত্র আত্মার আলো সার্বক্ষণিক ভাবে তার উপরে অবস্থান করার কারণে তার অন্তর থাকে উন্মুক্ত। COLBen 111.1

খ্রীষ্ট বলেছেন, "যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।" . . . যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে থাকি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে; পিতৃপুরুষেরা যেমন খাইয়াছিল, এবং মরিয়াছিল, সেইরূপ নয়; এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে। . . . আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি

তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন।” যোহন ৬:৫৪-৬৩। COLBen 111.2

যখন আমরা খ্রীষ্টের মাংস ভোজন করি ও তাঁর রক্ত পান করি, তখন পরিচর্যা কাজের মধ্যে অনন্ত জীবনের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের দেহ ভোজন ও রক্ত পান কোন মধ্যযুগীয় বা একঘেয়ে ব্যাপার নয়। এই পরিচর্যা কাজ আমাদের মনকে শান্ত করে ও খ্রীষ্টের প্রতি আরও বেশি অনুরক্ত করে তোলে। এতে করে পুরাতন সত্য উপস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাতে পবিত্র আত্মার নতুন আলো প্রক্ষেপিত হয়। সত্যের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, এক নতুন সজীবতা, ও এক নতুন শক্তি তা থেকে নির্গত হয়। যারা এ ধরনের পরিচর্যার স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারা পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছেন এবং এক নতুন জীবন লাভের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বরের ভালবাসার আগুন তাদের জীবনে জ্বলে উঠবে। তাদের দৃষ্টি ও চিন্তার পরিধি এই সত্যের সৌন্দর্য ও মহিমার কারণে আরও প্রশস্ত হয়ে উঠবে। COLBen 111.3

শিশুদের ও যুবকদের যারা শিক্ষা দান করে, তাদের প্রত্যেকে বিশ্বস্ত গৃহকর্তার। যদি তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে তাঁর ধন ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করেন, তাহলে তিনি সব সময় তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন সৌন্দর্য ও নতুন সত্য আনয়ন করবেন। যখন শিক্ষক প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করবে, তখন খ্রীষ্টের আত্মা তার উপরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বর তাদের ও অন্যান্যদের অন্তরে কাজ করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের মন ও অন্তরকে সুমিষ্ট আশা ও সাহস যোগান এবং বাইবেলের বিভিন্ন অংশ কল্পনার শক্তিতে মনে করিয়ে দেন, প্রত্যেক যুবককে তার শিক্ষা দানের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত করে দেবেন। COLBen 112.1

স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দের ধারাকে উৎসাহ ব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা প্রত্যেকে শিক্ষককে দিতে হবে, যারা শিক্ষকের সাথে সংযুক্ত তারা আশীর্বাদযুক্ত হয়ে শক্তিশালী জল প্রবাহের মতো হয়। বাইবেল কখনোই শিক্ষার্থীদের কাছে কোন একঘেঁয়ে পাঠ্যবই হয়ে ওঠে না। একজন জ্ঞানী শিক্ষকের অধীনে থাকলে বাক্য আরও বেশি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনের জন্য এমন এক খাদ্য, যা কখনো পুরানো হয় না। এর সৌন্দর্য ও সজীবতা শিশু ও যুবকদের আকর্ষণ করবে। এ যেন পৃথিবীর আকাশে উদিত হওয়া সূর্য, যার চিরন্তন উজ্জ্বলতা ও উষ্ণতা কখনো হ্রাস পায় না। COLBen 112.2

ঈশ্বরের পবিত্র ও শিক্ষা দানকারী আত্মা তাঁর বাক্যের মাঝে নিহিত রয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটি পাতা থেকে এক নতুন ও মহামূল্য আলো বিচ্ছুরিত হয়। সেই আলোতে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরের সত্য এবং তাঁর বাক্য ও বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দকে তা করে তোলে

আরও উজ্জ্বল ও যথোপযুক্ত, ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আত্মার সাথে কথোপকথন করেন। COLBen 112.3

পবিত্র আত্মা যুবকদের সাথে কথা বলতে এবং ঈশ্বরের বাক্যের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তাদের কাছে উন্মোচন করতে ভালবাসেন যেন তারা তা আবিষ্কার করতে পারে। মহান শিক্ষাদাতা খ্রীষ্ট যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা আত্মায় অনুভব করতে ও তাতে পরিচালিত হতে পবিত্র আত্মা শক্তি যোগান। এভাবেই সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সক্ষমতা অন্তরের ভেতরে তৈরি হয়। COLBen 113.1

সত্যের বাক্যের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় এবং তা এমন নিগূঢ় ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে যা আমরা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করি নি। অন্তর ও চরিত্রকে পরিবর্তিত করার এক অপূর্ব ক্ষমতা আছে বাক্যের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের। বাক্যের অনুপ্রেরণার কারণে অন্তরে স্বর্গীয় ভালবাসার আলো পতিত হয়। COLBen 113.2

বাইবেল যত বেশি অধ্যয়ন করা হবে, তত এর প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়বে। একজন শিক্ষার্থী বাক্যের যে অংশেই দৃষ্টি দিক না কেন, সেখানেই ঈশ্বরের অপরিসীম জ্ঞান ও ভালবাসা সে খুঁজে পাবে। যিহূদীদের সংস্কৃতির তাৎপর্য এখনও আমরা পুরোপুরিভাবে বুঝে উঠতে পারি নি। যিহূদীদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিভিন্ন চিহ্নের মাঝে ঈশ্বরীয় সত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিহিত রয়েছে। এর রহস্য উন্মোচন করার চাবি হচ্ছে সুসমাচার। পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এই সত্যকে অনুধাবন করা সম্ভব। এই চমৎকার বিষয় সম্পর্কে জানা ও বোঝা আমাদের জন্য এক অভূতপূর্ব সুযোগ। আমাদেরকে ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে। মানুষের কাছে প্রকাশিত হওয়া সত্য সম্পর্কে জানার জন্য স্বর্গদূতেরা আকাঙ্ক্ষা করেন। তারা ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ঈশ্বরের বাক্যে অনুসন্ধান করেন এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রশস্ততা, উচ্চতা, ও গভীরতা আরও বেশি করে লাভ করার জন্য প্রার্থনা করেন, যা একমাত্র প্রভু যীশুই তাদেরকে দিতে পারেন। COLBen 113.3

আমরা যত এই পৃথিবীর শেষকালের সন্নিকটে আসব, শেষ কাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ততই আমাদের আরও বেশি করে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন দেখা দেবে। নতুন নিয়মের শেষ পুস্তকটি ঈশ্বরীয় সত্যে পরিপূর্ণ, যা আমাদের উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। শয়তান অনেকেরই মনকে অন্ধ করে রেখেছে, যাতে করে তারা কোনভাবে প্রকাশিত বাক্যকে তাদের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে গ্রহণ না করে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যাকারী যোহনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে, শেষ কালের দিনগুলোতে কী কী ঘটবে। যোহন বলেছেন, "ধন্য সে, যে এই ভাববাণীর বাক্য সকল উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে, ও

ধন্য তাহারা, যাহারা শ্রবণ করে, এবং ইহাতে লিখিত কথা সকল পালন করে; কেননা কাল সন্নিকট।” প্রকাশিত বাক্য ১:৩। COLBen 113.4

যীশু বলেছেন, “আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।” যোহন ১৭:৩। তাহলে কেন আমরা এই জ্ঞানের মূল্য বুঝতে পারি না? কেন তাহলে আমাদের অন্তরে এই গৌরবময় সত্য জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে না, আমাদের ঠোঁটে ভেসে ওঠে না, এবং আমাদের সমস্ত সত্তায় তা ভাস্বর হয়ে ওঠে না? COLBen 114.1

তাঁর বাক্য প্রদানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের অপরিহার্য সমস্ত সত্য আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন। কোটি কোটি মানুষ এই জীবন জলের কূপ থেকে জল পান করেছে, তথাপি এর মজুদ কখনো শেষ হবে না। কোটি কোটি মানুষ সদাপ্রভুকে তাদের জীবনে স্থান দিয়েছে এবং তাঁর পরিচয় পাওয়ার কারণে তারাও তাঁরই বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব বিশিষ্ট হয়েছে। যখন তারা বলেন যে খ্রীষ্টের চরিত্র কেমন, খ্রীষ্ট তাদের জন্য কী করেছেন, এবং তারা খ্রীষ্টের সাথে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ, তখন তাদের ভেতরে পবিত্র আত্মা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই অনুসন্ধানকারীদের অধ্যয়নের কারণে এই মহান ও পবিত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ফুরিয়ে যাবে তা নয়। আরও কোটি কোটি মানুষ পরিত্রাণের রহস্য অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত হলেও এই জ্ঞান কখনো ফুরোবার নয়। খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র ও তাঁর পরিচর্যা কাজ নিয়ে অধ্যয়ন করা হলে আবিষ্কৃত সত্যের প্রতিটি পরতে পরতে পবিত্র আত্মা সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করবেন। প্রত্যেকবার নতুন COLBen 114.2

করে অনুসন্ধান করা হলে, আরও নতুন ও আকর্ষণীয় কোন বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে। ঐশ্বরিক এই জ্ঞান অশেষ। খ্রীষ্টের মানব দেহে মূর্তিমান হওয়া, মানুষের পাপের মূল্য পরিশোধের জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ, এবং মধ্যস্থতাকারী কাজ নিয়ে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে একজন অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী এই জ্ঞান তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হবে অনন্তকাল ধরে। স্বর্গপানে চেয়ে সে আপন মনে বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠবে, “ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব কত না মহান।” COLBen 114.3

অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে আমরা যে জ্ঞান লাভ করব তা আমরা এখনই এই জীবনেই লাভ করতে পারি, যদি আমরা আমাদের উপলব্ধির পরিসীমাকে উন্মুক্ত করে দিই। অনন্ত কাল জুড়ে পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়, মন, ও জিহ্বায় কেবল ধ্বনিত হবে পরিত্রাণের মহা গৌরব। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে যে সত্য উন্মোচন করেছিলেন তা গ্রহণ করার মত বিশ্বাস তাদের ছিল না। কিন্তু যারা পরিত্রাণ লাভ করবে তারা সেই সত্য যুগযুগ ধরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতা ও গৌরবের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে আবির্ভূত

হবে। অনন্ত কাল ধরে বিশ্বস্ত গৃহকর্তা তার ধন ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দ্রব্য বের করবেন। COLBen 115.1

Chapter 14 - দেয়ার জন্য যাচ্ঞা করা

লূক ১১:১-১৩ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট ক্রমাগতভাবে পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করছিলেন, যেন তিনি তা আবার আমাদেরকে দিতে পারেন। "আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ," খ্রীষ্ট বলেছেন, "তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।" যোহন ১৪:২৪। "যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।" মথি ২০:২৮। তাঁর নিজের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্যই তিনি নিজ জীবন নির্বাহ করেছেন, চিন্তা করেছেন, ও প্রার্থনা করেছেন। অবিশ্রান্ত ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার পর তিনি প্রতি সকালে মানুষের জন্য ঈশ্বরের স্বর্গীয় আলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতি দিন তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন। দিনের আলো ফোটার আগেই সদাপ্রভু তাঁকে নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন এবং তাঁর আত্মা ও তাঁর কণ্ঠকে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করেছেন, যেন তিনিও একইভাবে অন্যদেরকে আশীর্বাদ যুক্ত করতে পারেন। তিনি মুখ দিয়ে যত কথা বলতেন, তা ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বলতেন। দুঃখী, পীড়িত, ও পাপী মানুষদের প্রতি তিনি যত কথা বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ছিল ঈশ্বরের মুখঃনিসৃত বাক্য। "প্রভু সদাপ্রভু আমাকে শিক্ষাগ্রাহীদের জিহ্বা দিয়াছেন," তিনি বলেছেন, "যেন আমি বুঝিতে পারি, কিরূপে ক্লান্ত লোককে বাক্য দ্বারা সুস্থির করিতে হয়; তিনি প্রভাতে প্রভাতে জাগরিত করেন, আমার কর্ণ জাগরিত করেন, যেন আমি শিক্ষাগ্রাহীদের ন্যায় শুনিতে পাই।" যিশাইয় ৫০:৪। COLBen 116.1

যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর প্রার্থনার কারণে এবং ঈশ্বরের সাথে তাঁর কথোপকথনের অভ্যাসের কারণে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। একদিন তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে অল্প কিছু সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে প্রার্থনায় রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সম্ভবত তিনি প্রার্থনায় এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, শিষ্যরা কাছে আসলেও তিনি তাদের উপস্থিতি টের পেলেন না। এতে শিষ্যদের হৃদয় প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। তাঁর প্রার্থনা শেষ হলে পর শিষ্যরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন, "প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন।" COLBen 117.1

এর উত্তরে খ্রীষ্ট আমাদের প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন, যেভাবে তিনি তা পর্বতে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন। এরপর তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত বলার মধ্য দিয়ে একটি শিক্ষা দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাত্রে তাহার নিকটে গিয়া বলে, 'বন্ধু আমাকে তিনখানা রুটি ধার দেও, কেননা আমার এক বন্ধু পথে যাইতে যাইতে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে

রাখিবার আমার কিছুই নাই; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, 'আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দ্বার বদ্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে দিতে পারি না?' আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধু বলিয়া উঠিয়া তাহা না দেয়, তথাপি উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার যত প্রয়োজন, তাহা দিবে।" COLBen 117.2

এখানে খ্রীষ্ট রুটি ধার চাওয়া ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে যিনি আরেকজনকে দান করবেন। আগে তাকে সেই রুটি হাতে পেতে হবে, তা না হলে তিনি তার কাছে আগত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত বন্ধুটির প্রয়োজন মেটাতে পারবেন না। যদিও তার প্রতিবেশী কোন ঝামেলা পোহাতে চান না, তথাপি তিনি আবেদনকারীর কথায় না করবেন না। আবেদনকারী যে করেই হোক তার বন্ধুর ক্ষুধা নিবারণ করবে। শেষ পর্যন্ত আবেদনকারীর ধৈর্যের পুরস্কার মিলল, তার যা প্রয়োজন তা তিনি পেলেন। COLBen 117.3

শিষ্যদেরও ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে হবে। পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো এবং স্বর্গ থেকে খাবার দানের উপর শিক্ষার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পালনীয় দায়িত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। মানুষের কাছে জীবন খাদ্য পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। যিনি তাদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন তিনি প্রাশয়ই দেখেছেন যে, কত ভাবে তাদের বিশ্বাস প্রলোভনের মুখে পড়েছে। কখনো কখনো তারা অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন এবং মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। জীবন খাদ্যের জন্য ক্ষুধিত সমস্ত আত্মা তাদের কাছে আসত এবং এতে করে তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব এবং অসহায় বলে মনে করতেন। তাদের অবশ্যই নিজেদের আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তারা কিছুই মানুষকে দিতে পারবেন না। কিন্তু একটি আত্মাকেও খাদ্য যোগান না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের ছিল না। খ্রীষ্ট তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই জীবন খাদ্যের উৎস কী। যে লোকটির কাছে তার বন্ধু খাবার চাইতে এসেছিল, তখন মাঝ রাত হলেও তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন নি। তার নিজের কোন কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি সেই রাতেই উঠে খাবারের খোঁজে বের হলেন এবং তার প্রতিবেশী তাকে সেই খাবার না দেয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন ও চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। তাহলে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা যখন ক্ষুধিতদের খাদ্য দেয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করবেন, যাদেরকে তিনিই স্বয়ং এই কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাদেরকে কি তিনি সেই প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন না? COLBen 117.4

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের স্বার্থপর প্রতিবেশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে উপস্থাপন করা হয় নি। এখানে তুলনা করার জন্য নয়, বরং বৈপরীত্য প্রকাশের জন্যই দৃষ্টান্তটি বলা হয়েছে। একজন স্বার্থপর মানুষ শুধু তখনই এ ধরনের আবেদনে সাড়া দেবে, যখন সে দেখবে

কাজটি না করা পর্যন্ত তাকে বিশ্রামের সময় কেবল বিরক্তই করা হবে। কিন্তু এর বিপরীতে ঈশ্বর দান করে আনন্দিত হন। তিনি সহানুভূতিতে পূর্ণ এবং যারা বিশ্বাস করে তাঁর কাছে আসবে, তাদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তিনি সব সময় আকাঙক্ষা করেন। তিনি আমাদেরকে সেটাই দেন যা আমরা পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদেরকে দিতে পারব এবং এভাবেই আমরা তাঁর মত হয়ে উঠব। COLBen 118.1

খ্রীষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে, এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" COLBen 119.1

ত্রাণকর্তা আরও বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে? কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্তে সাপ দিবে? কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থপিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।" COLBen 119.2

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করার জন্য খ্রীষ্ট আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে এক নতুন নামে ডাকি, যে নামের সাথে মানব হৃদয়ের সুগভীর ভালবাসা জড়িত। তিনি এই মহান সুযোগ দিয়েছেন, যেন আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করি। তাঁকে এই নামে ডাকার অর্থ হচ্ছে তাঁর প্রতি আমাদের অপরিমেয় ভালবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশ করা এবং আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও তাঁর সাথে আমাদের সুমধুর সম্পর্ককে স্বীকার করা। আমরা যখন তাঁর কাছে কোন কিছু চাই বা প্রার্থনা করি, তখন তা তাঁর কানে সঙ্গীতের ধ্বনি হয়ে বাজে। ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করাটাকে যেন আমরা সহজ ভাবে গ্রহণ করি, সে কারণে যীশু বার বার এই নামটি তাঁর কথায় উল্লেখ করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন আমরা এই সম্বোধনে সাবলীল হয়ে উঠি। COLBen 119.3

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সন্তান হিসেবে গণ্য করেন। তিনি আমাদেরকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে আলাদা করে তাঁর নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন; যেন আমরা তাঁর রাজকীয় পরিবারের সদস্য হতে পারি, স্বর্গের রাজার পুত্র ও কন্যা হয়ে উঠতে পারি। জাগতিক পিতার প্রতি একটি শিশু যেভাবে নির্ভর করে ও বিশ্বাস করে, তার চেয়েও গভীর ও শক্তিশালী বিশ্বাস ও আস্থা ঈশ্বরের উপরে স্থাপনের জন্য আমাদেরকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন। বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসেন, কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা যে কোন মানবীয় ভালবাসার চেয়ে অনেক গুণে দীর্ঘ, প্রশস্ত, ও গভীর। এটা পরিমাপ করা যায় না। জাগতিক পিতা মাতারা যদি জানেন যে তাদের সন্তানদের জন্য কিভাবে ভাল উপহার দেয়া যায়, তাহলে

স্বর্গে আমাদের যে পিতা রয়েছেন, তিনি কি তাঁর সন্তানদের যাচ্ঞা অনুসারে তাদেরকে পবিত্র আত্মা দান করবেন না? COLBen 119.4

প্রার্থনা সম্পর্কে খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলোকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রার্থনায় একটি ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের অবস্থান রয়েছে। খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত রূপায়নের মধ্য দিয়ে আমরা তা উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করি। তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, প্রার্থনার আত্মা প্রকৃত অর্থে কেমন হতে পারে। আমাদের চাওয়াগুলো ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায় ও ধৈর্য ধারণের প্রয়োজনীয়তা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সেই সাথে তিনি আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করেছেন যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনতে চান ও তার উত্তর দিতে চান। COLBen 120.1

আমাদের প্রার্থনায় কখনো স্বার্থপরতার স্থান থাকবে না, আমরা কেবল নিজেদের লাভের জন্য প্রার্থনা করতে পারি না। অন্যদেরকে দিতে পারি এমন বস্তু আমাদের চাইতে হবে। খ্রীষ্টের জীবনের আদর্শই যেন আমাদের জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে। "আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র করি," খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বলেছেন, "যেন তাহারাও সত্যই পবিত্রীকৃত হয়।" যোহন ১৭:১৯। খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের আদেশ পালনের প্রতি যে একাগ্রতা, যে ভক্তি, যে আত্মত্যাগ, যে আনুগত্য দেখা গিয়েছিল, ঠিক সেগুলোই যেন তাঁর পরিচর্যাকারীদের মধ্যে দেখা যায়। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন ধারণের লক্ষ্য নেহায়েত নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি বা নিজেদের প্রয়োজন মেটানো ও সন্তুষ্ট করা নয়; পাপীদের জীবন দানের জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করাই হওয়া উচিত আমাদের প্রার্থনার বিষয়। আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচ্ঞা করা উচিত যেন আমরা অন্যদেরকেও আশীর্বাদ করতে পারি। দান করার মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রহণের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। যারা আমাদের চারপাশে বসবাস করে তাদের সাথে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য সহভাগিতা করার কথা না ভেবে আমরা কখনো তা ঈশ্বরের কাছ থেকে চাইতে পারি না। COLBen 120.2

দৃষ্টান্তে যে লোকটি প্রতিবেশীর কাছে খাবার চাইতে এসেছিল তাকে বার বার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছিল, কিন্তু সে তার লক্ষ্য থেকে সরে আসে নি। কাজেই আমাদের প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় আমরা হয়তো তাৎক্ষণিক ভাবে উত্তর পাব না; কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা কখনো প্রার্থনা করা থেকে বিরত না থাকি। প্রার্থনার কারণে ঈশ্বরের কাজে কোন ধরনের পরিবর্তন আসে না, কিন্তু প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হই। যখন আমরা কোন বিষয়ে ঈশ্বরকে প্রার্থনায় অনুরোধ করি, তখন তিনি দেখতে পান সেটি আমাদের অন্তরে অনুসন্ধান করা ও পাপের জন্য মন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কি না। এ কারণে তিনি আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন, তিনি আমাদেরকে কষ্ট

ভোগ করতে দেন, যাতে করে আমরা দেখি যে আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্র আত্মার কাজকে কোন বিষয়টি বাধা দিচ্ছে। COLBen 121.1

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। আর প্রার্থনা কখনোই আমাদের দায়িত্বের পরিপূরক হতে পারে না। "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর," যীশু বলেছেন, "তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।" "যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব।" যোহন ১৪:১৫, ২১। যারা ঈশ্বরের কাছে তাদের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা দাবী করে, তারা নিজেরাই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করে, তাহলে তারা যিহোবাকেই অপমানিত করে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা দাবী করার জন্য খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে, কিন্তু তারা সেই কাজগুলো করে না, যেগুলো করলে খ্রীষ্টের উপরে তাদের বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ পাবে। COLBen 121.2

অনেকেই আছে যারা পিতার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্তগুলো লঙ্ঘন করে। আমরা যখন ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে চাইব তখন অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসের কাজগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তাহলে আমরা প্রভুর কাছে এমন এক দায়ে আবদ্ধ হই, যা আমাদের অপরিহার্য শর্ত পালন না করার দায় থেকে মুক্ত করতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিই এবং তাঁকে সেগুলো পরিপূর্ণ করতে বলি, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা তার নামকেই অপমান করি। COLBen 121.3

প্রতিজ্ঞাটি ছিল যে, "তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।" যোহন ১৫:৭। অন্য দিকে সাধু যোহন এই ঘোষণা দিয়েছেন: "আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি। যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁহার অন্তরে সত্য নাই। কিন্তু যে তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাতে আছি।" ১ যোহন ২:৩-৫। COLBen 122.1

শিষ্যদের প্রতি যীশুর শেষ আদেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল, "আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর।" যোহন ১৩:৩৪। আমরা কি এই আদেশ পালন করছি, না কি আমরা কেবলই আমাদের চরিত্রের খ্রীষ্ট বিহীন বৈশিষ্ট্যগুলোকে ক্রমেই আরও বেশি করে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি? যদি আমরা কোন ভাবে অন্য

কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের ভুল স্বীকার করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসা এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচ্ঞা করার জন্য এটি অন্যতম একটি পূর্বশর্ত। COLBen 122.2

যারা প্রার্থনায় প্রভুর অন্বেষণ করে তাদের কাছে আরেকটি বিষয় প্রায়শই অবহেলিত হয়। আপনি কি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন? ভাববাদী মালাখির মধ্য দিয়ে প্রভু এই ঘোষণা দিয়েছেন, “তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়াবধি তোমরা আমার বিধি-কলাপ হইতে সরিয়া পড়িয়াছ, সেই সকল পালন কর নাই। আমার কাছে ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে ফিরিব? মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? দশমাংশে ও উপহারে।” মালাখি ৩:৭, ৮। COLBen 122.3

সমস্ত প্রকার আশীর্বাদ দানকারী হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের যা কিছু আছে তার কিছু অংশ চাইতে পারেন। সুসমাচার প্রচারের কাজকে বেগবান করার জন্য এটি তাঁর অন্যতম একটি পরিকল্পনা। আর অন্য দিকে ঈশ্বরের কাছে এই অংশটুকু ফিরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর দেয়া উপহারের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কিন্তু যে সম্পদ ঈশ্বরের নিজের সেটি তাঁকে না দিয়ে যদি আমরা নিজেদের কাছে ধরে রাখি, তাহলে কি করে আমরা তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে পারি? যদি আমরা পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ হই, তাহলে ঈশ্বর কি করে আমাদেরকে স্বর্গীয় বস্তু দিয়ে বিশ্বাস করবেন? হয়তো এখানেই প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার রহস্য নিহিত। COLBen 123.1

কিন্তু প্রভু তাঁর মহা দয়ার গুণে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত, তিনি বলেন “তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর . . . আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। আর আমি তোমাদের নিমিত্ত গ্রাসককে ভর্ৎসনা করিব, সে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করিবে না, এবং ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার ফল অকালে ঝরিবে না . . . আর সর্ব জাতি তোমাদিগকে ধন্য বলিবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।” মালাখি ৩:১০-১২। COLBen 123.2

কাজেই ঈশ্বরের আরও অনেক অপরিহার্য শর্ত ও নিরূপিত দায়িত্বের মধ্যে এটিও একটি। তাঁর প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দানের মূলে রয়েছে আমাদের বাধ্যতা। যারা তাঁর কাজে সহযোগিতা করবে তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ স্বর্গ রয়েছে। তারা সকলে

তাঁর বাধ্য হয়ে জীবন ধারণ করবে তারা নিশ্চিন্তে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা দাবী করতে পারে। COLBen 123.3

কিন্তু আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি এক সুদৃঢ় এবং অটল নির্ভরতা প্রদর্শন করতে হবে। অনেক সময় তিনি আমাদের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করার জন্য কিংবা আমাদের আকাঙ্ক্ষার শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য প্রার্থনার উত্তর দিতে দেরি করেন। তাঁর বাক্য অনুসারে যদি আমরা প্রার্থনা করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁর করা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং এমন একাগ্রতা নিয়ে তাঁর কাছে আমাদের আবেদন রাখতে হবে যেন তা প্রত্যাখ্যান না হয়। COLBen 123.4

ঈশ্বর বলেন নি যে, তোমরা একবার চাও এবং তোমরা তা পাবে।তিনি আমাদেরকে যাচ্ঞা করতে বলেছেন। আমাদেরকে প্রার্থনায় দীর্ঘসহিষ্ণু হতে হবে। একাগ্রতা ও ধৈর্যের সাথে যাচ্ঞা করার কারণে আমাদের মধ্যে আরও বেশি করে ভক্তি জাগ্রত হয় এবং সেই বস্তুর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি করে বৃদ্ধি পায়। লাসারের কবরের সামনে যীশু মার্থাকে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে?" যোহন ১১:৪০। COLBen 124.1

কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস জীবন্ত নয়। এ কারণে তারা ঈশ্বরের ক্ষমতার পূর্ণ রূপ দেখতে পায় না। তাদের অবিশ্বাসের কারণেই তাদের দুর্বলতা দেখা দেয়। ঈশ্বর তাদের জন্য যে কাজ করতে পারেন তার চেয়ে বরং তাদের নিজেদের কাজের উপরেই তাদের আস্থা বেশি। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। তারা নিজেরা পরিকল্পনা করে ও চিন্তা ভাবনা করে, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরের উপরে তাদের প্রকৃত বিশ্বস্ত খুবই কম। তারা মনে করে তাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেটা কেবল সেই মুহূর্তটুকুর জন্যই। তাদের নিজেদের প্রয়োজন, কিংবা সেই বস্তুটি দান করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা প্রভুর কাছে তাদের প্রার্থনায় অধ্যবসায় থাকে না। COLBen 124.2

মাঝ রাতে বন্ধুর জন্য রুটি যোগাড় করতে প্রতিবেশীর দরজায় এসে কড়া নাড়ছিল যে লোকটি, ঠিক তার মত একাগ্রতা ও অধ্যবসায় থাকতে হবে আমাদের মধ্যে। আমরা যত বেশি ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রভুর কাছে যাচ্ঞা করব, তত বেশি করে আমরা খ্রীষ্টের সাথে আমাদের আত্মিক মিলনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের বিশ্বাস যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে আমাদের উপরে বর্ষিত আশীর্বাদও বৃদ্ধি পাবে না। COLBen 124.3

আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রার্থনা করা এবং বিশ্বাস করা। প্রার্থনার সময়ও সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রার্থনা শ্রবণকারী ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।

এই কথা অন্তরে ধারণ করতে হবে যে, "আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী।" ১ করিন্থীয় ৩:৯। প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা বলতে ও কাজ করতে হবে। ঈশ্বরের পরীক্ষাই বলে দেবে যে, আপনার বিশ্বাস খাঁটি ছিল কি না, না কি আপনার করা প্রার্থনাগুলো কেবলই লোক দেখানো অসার ছিল। COLBen 124.4

যখন আপনি কোন জটিলতায় পড়বেন বা কোন সমস্যা আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন কোন মতেই মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে যাবেন না। সমস্ত কিছু দিয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করুন। আমাদের সমস্যাগুলো অন্যদের কাছে প্রকাশ করলে আমরা কেবল আরও বেশি করে দুর্বল হয়ে পড়ব এবং তাতে করে তারাও কোন নতুন শক্তি পাবে না। এতে করে আমাদের আত্মিক অক্ষমতার বোঝা তাদের উপরেও পতিত হবে, যা থেকে তারা নিজেরা মুক্ত হতে পারবে না। আমরা সমস্যায় পড়লে ভ্রান্ত ও দুর্বল মানুষের কাছে সাহায্য পেতে যাই, যেখানে পবিত্র ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত আছেন। COLBen 125.1

জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের ঈশ্বর রয়েছেন। যে গুণগুলো নিকটবর্তীই বা যা থাকবে সেগুলোই আপনাকে সাফল্য এনে দেয় নি। একমাত্র সদাপ্রভুর যা করার সামর্থ আছেন, সে কারণেই আপনি সাফল্য লাভ করেছেন। মানুষ যা করতে পারে তার উপরে নির্ভর না করে, বরং ঈশ্বর প্রত্যেকটি বিশ্বাসী আত্মার প্রতি কী করতে পারেন, তার উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে। তিনি চান যেন আমরা বিশ্বাসে তাঁর উপরে নির্ভর করি। তিনি চান যেন আমরা তাঁর কাছ থেকে মহান কোন ঘটনা প্রত্যাশা করি। তিনি চান যেন আমরা জাগতিক বিষয়ে উপলব্ধির পাশাপাশি আত্মিক বিষয়েও তাঁর কাছ থেকে উপলব্ধি লাভ করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে প্রখর করে তুলতে পারেন। তিনি আমাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা দান করতে পারেন। কাজে আপনার মেধা তাঁর কাজে খাটান, ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা যাচ্ঞা করুন, এবং তা তিনি আপনাকে প্রজ্ঞা দেবেন। COLBen 125.2

খ্রীষ্টের বাণী আপনার নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচনা করুন। ইতোমধ্যেই কি তিনি আপনাকে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানান নি? কখনো নিরাশ ও নিরুৎসাহিত ভঙ্গিতে কথা বলবেন না। যদি আপনি তা করেন তাহলে আপনি আরও বেশি করে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। শুধুমাত্র বাহ্যিক অবস্থান দেখে বিচার করা এবং কোন সমস্যা বা চাপের মুখে পড়লে অভিযোগ করার মাধ্যমে আপনি আপনার দুর্বল ও ক্ষীণ বিশ্বাসের পরিচয় দেন। এমন ভাবে কথা বলুন ও এমন কাজ করুন যাতে আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর সম্পদে ঐশ্বর্যশালী, তিনি এই জগতের মালিক। বিশ্বাসে স্বর্গপানে মুখ তুলুন। যাঁর কাছে আলো, ক্ষমতা, ও কার্যকারিতা রয়েছে সেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি দিন। COLBen 125.3

খাঁটি বিশ্বাসে রয়েছে এমন আদর্শগত দৃঢ়তা ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা যা সময় বা ক্লান্তির কারণে কখনো বিচ্যুত হয় না। "তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, যুবকেরা স্খলিত, স্খলিত হয়; কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তরোত্তর নূতন শক্তি পাইবে; তাহারা ঈগল পক্ষীর ন্যায় পক্ষসহকারে ঊর্ধ্বে উঠিবে; তাহারা দৌড়াইলে শ্রান্ত হইবে না; তাহারা গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না।" যিশাইয় ৪০:৩০, ৩১। COLBen 126.1

এমন অনেকে রয়েছে যারা অন্যদেরকে সাহায্য করতে চান, কিন্তু তারা অনুভব করেন যে, তাদের দেয়ার মত কোন আত্মিক শক্তি বা আলো অবশিষ্ট নেই। তারা অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে তাদের আবেদন পেশ করুক। পবিত্র আত্মার কাছে যাচ্ঞা করুন। ঈশ্বর মানুষের কাছে যত প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার সবই তিনি পূরণ করবেন। আপনার বাইবেলটি হাতে নিয়ে বলুন, তুমি যেমন বলেছিলে ঠিক তেমনটাই আমি করেছি। আমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" COLBen 126.2

আমাদের কোন মতেই শুধু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করলে চলবে না, বরং আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় প্রার্থনা করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত এই কথায় আসলে কী বোঝানো হয়েছে: "আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।" রোমীয় ৮:২৬। এ ধরনের প্রার্থনার উত্তর দান করে ঈশ্বর সব সময়ই আনন্দিত হন। যখন আমরা একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতার সাথে খ্রীষ্টের নাম নিয়ে প্রার্থনা করি তখন তা ঈশ্বরকে এমন ভাবে আন্দোলিত করে যে, তিনি তখন "আমাদের সমস্ত যাচ্ঞা ও চিন্তার অতীত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন।" ইফিষীয় ৩:২০। COLBen 126.3

যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে," মার্ক ১১:২৪। "আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন," যোহন ১৪:১৩। যীশুর প্রিয় শিষ্য যোহন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় খুব সহজভাবে এবং নিশ্চয়তা নিয়ে এই কথা বলেছেন: "আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি সেই সকল পাইয়াছি," ১ যোহন ৫:১৪, ১৫। এর পর যীশুর নামে পিতার

কাছে আপনার প্রার্থনা তুলে ধরুন। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষা করবেন। COLBen 127.1

সিংহাসনের চারপাশে জুড়ে থাকা রংধনুটি আমাদের এই আশ্বাস দেয় যে, ঈশ্বর খাঁটি ও সত্য, তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না, কিংবা তিনি কখনো তাঁর কথার বরখেলাপ করেন না। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং আমাদের শাস্তি প্রাপ্য রয়েছে; তথাপি তিনি নিজে আমাদের ঠোঁটে এই অপূর্ব বাক্য দান করেছেন, "তুমি আপন নামের অনুরোধে আমাদিগকে ঘৃণা করিও না, তোমার প্রতাপের সিংহাসন অনাদরের পাত্র করিও না; আমাদের সহিত তোমার নিয়ম স্মরণ কর, ভঙ্গ করিও না।" যিরমিয় ১৪:২১। যখন আমরা তাঁর কাছে এসে আমাদের অযোগ্যতা স্বীকার করব এবং আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইব, তখন তিনি আমাদের কান্না শুনবেন। তাঁর বাক্য যখন আমাদের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন আমার তাঁর সিংহাসনের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে। COLBen 127.2

হারোণ ছিলেন খ্রীষ্টের প্রতীক। হারোণের মতই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট পবিত্র স্থানে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে তাঁর সমস্ত লোকদের নাম ধারণ করে রেখেছেন। আমাদের মহান মহা যাজক আমাদেরকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছেন ও আমাদেরকে ধারণ করতে বলেছেন, তার সবগুলোই তাঁর স্মরণে আছে। তিনি তাঁর শপথ ও নিয়মের কথা কখনো ভোলেন না। COLBen 127.3

যারা যারা তাঁর অন্বেষণ করবে, তারা সকলে তাঁকে খুঁজে পাবে। যারা দরজায় এসে আঘাত করবে, তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কখনো এই অজুহাত দেখানো হবে না: আমাকে বিরক্ত কোরো না; দরজা বন্ধ আছে; এখন আমি ওটা খুলতে পারব না। একজন মানুষকেও কখনো এই কথা বলা হবে না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। যারা মাঝ রাতে উঠে এসে ক্ষুধার্ত লোকদের জন্য খাবার ভিক্ষা চাইতে আসবে, তাদেরকে কখনো ব্যর্থ হতে দেয়া হবে না। COLBen 128.1

এই দৃষ্টান্তে যিনি অচেনা পথিকের জন্য খাবার চাইতে এসেছিলেন, তিনি তার "যত প্রয়োজন" তত পরিমাণে খাবার পেয়েছিলেন। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে এই পরিমাণে দান করেন, তখন আমাদের কী পরিমাণে অন্যদেরকে দান করা উচিত? "খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে," ইফিষীয় ৪:৭। একজন মানুষ তার সহমানবের প্রতি কী ধরনের আচরণ করে তা দেখার জন্য স্বর্গদূতেরা গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। যখন তারা দেখেন কোন একজন মানুষ খ্রীষ্টের মত সহানুভূতি ও দয়ার মনোভাব খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্যুত অন্য কোন একজন মানুষের জন্য প্রকাশ করছেন, তখন তারা সেই মানুষটির পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাকে সেই কথাগুলো মনে করিয়ে দেন, যা তার জন্য আত্মার খাদ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কাজেই "আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত

প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।” ফিলিপীয় ৪:১৯। মানুষের কাছে আপনি যে সাক্ষ্য বহন করবেন তার যথার্থতা ও বাস্তবতার কারণে যীশু তাঁর নিজ শক্তিতে সেই সাক্ষ্যকে জীবন্ত ও ক্ষমতাশালী করে তুলবেন। সদাপ্রভুর বাক্য আপনার মুখে সত্য ও ন্যায় হয়ে প্রকাশ পাবে। COLBen 128.2

অন্যদের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যতটা সম্ভব, গোপন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা উচিত। কারণ এর জন্য আত্মাকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন হয়। মানুষের সাথে এ নিয়ে কথা বলার আগে খ্রীষ্টের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলুন। মানুষের পরিচর্যা করতে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার জন্য নিজেকে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত করুন। COLBen 128.3

জীবন্ত ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা আপনার হৃদয়ে জাগ্রত করুন। যীশু খ্রীষ্টের জীবন আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, মানবীয় সত্তা যদি স্বর্গীয় সত্তার সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে তা কী অভূতপূর্ব কাজ সাধন করতে পারে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু লাভ করেছেন তা আমরাও পেতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে চাইতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। যাকোবের মত ধৈর্যপূর্বক বিশ্বাস নিয়ে, এলিয়ের অটল দীর্ঘসহিষ্ণুতা নিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তার পরিপূর্ণতা দাবী করতে হবে। COLBen 129.1

আপনার অন্তর ঈশ্বরের গৌরবময় পরিকল্পনা দ্বারা অধিকৃত হোক। আপনার জীবন যীশুর জীবনের সাথে অদৃশ্য সূতা দ্বারা গ্রথিত হোক। যিনি অন্ধকারে আলো ছড়াবার জন্য দ্বীপ্তিকে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি আপনার অন্তরেও আলো ছড়াতে চান। যীশু খ্রীষ্টের অবয়ব ধারণকারী ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার জ্ঞনের আলো তিনি আপনাকে দান করে চান। পবিত্র আত্মা ঈশ্বীয় সমস্ত বিষয় আপনার কাছে উন্মোচিত করনে ও আপনাকে জ্ঞাত করবেন, আপনি সেই জ্ঞানকে এক জীবন্ত শক্তিরূপে আপনার বাধ্যগত অন্তরে ধারণ করুন। খ্রীষ্ট আপনাকে অনন্ত জীবনের পথে দিক নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি পর্দা সরিয়ে ফেলে ঈশ্বরের মহিমা নিজ চোখে দেখতে পাবেন এবং তাঁর প্রাচুর্যের কথা আপনি মানুষকে বলতে পারবেন, যিনি আমাদের সাথে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা করার জন্যই আমাদের মাঝে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। COLBen 129.2

Chapter 15 - দুজন উপাসক

লূক ১৮:৯-১৪ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

"যাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখিত, মনে করিত যে, তাহারাই ধার্মিক, এবং অন্য সকলকে হেয় জ্ঞান করিত," অর্থাৎ ফরীশী ও করগ্রাহীদের বিষয়ে খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তটি বলেছেন। ফরীশী নিজেকে পাপী ও অপরাধী মনে করত বলে যে উপাসনালয়ে গিয়ে প্রার্থনা করত তা নয়, বরং সে নিজেকে অনেক ধার্মিক বলে মনে করত এবং সে নিজেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য বলে ভাবত। তার প্রার্থনাকে সে তার নিজ যোগ্যতার প্রমাণ বলে ভাবত, যার কারণে সে ঈশ্বরের কাছে প্রশংসিত হবে বলে ভেবেছিল। একই সাথে সে মানুষের কাছে নিজেকে অত্যন্ত ধার্মিক বলে জাহির করছিল। সেই একই সাথে মানুষ ও ঈশ্বরের কাছ থেকে আনুকূল্য পাওয়ার আশা করছিল। তার এই প্রার্থনার মূলে ছিল নিজের স্বার্থ চিন্তা। COLBen 130.1

সে পুরো প্রার্থনা জুড়ে শুধু নিজের গুণগানই গেয়ে গেছে। সে মনে মনে নিজের ভালো জিনিসগুলো নিয়ে ভেবেছে, সোজা হেঁটে উপাসনালয়ের ভেতরে চলে গেছে, এবং প্রার্থনার মধ্যে নিজের প্রশংসা সূচক কথাই আউড়ে গেছে। নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করতে সে যেন মনে মনে বলে উঠেছিল, "স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র" (যিশাইয় ৬৫:৫) এবং সে দাঁড়িয়ে "নিজের সাথে নিজে" প্রার্থনা করেছিল। এই প্রার্থনায় সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল এবং সে ভেবেছিল ঈশ্বর ও মানুষের চোখে সে মহা ধার্মিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। COLBen 130.2

"হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে," সেই ফরীশী প্রার্থনায় বলছিল, "আমি অন্য সকল লোকের- উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের- মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি।" সে ঈশ্বরীয় চরিত্রের পবিত্রতা অনুসারে নিজের চরিত্রকে বিচার করে নি, বরং সে অন্য মানুষের চরিত্রের সাথে নিজের চরিত্রকে তুলনা করেছে। তার মন ঈশ্বরের দিক থেকে সরে গিয়ে মানুষের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। এটাই তার আত্ম সন্তুষ্টির মূল রহস্য। সে তার ভালো ভালো কাজের কথা বলে যেতে লাগল: "আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি।" ধর্ম ফরীশীর আত্মাকে স্পর্শ করে নি। সে চরিত্রের ঈশ্বরীয় বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ করে নি, ভালবাসা ও দয়ায় পূর্ণ অন্তর কামনা করে নি। সে এমন এক ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট যা কেবল বাহ্যিক দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করে। তার ধার্মিকতা কেবল তার কাছেই সীমাবদ্ধ - তার নিজ কাজের ফল - এবং সে নিজেকেমানবীয় মান অনুসারে বিচার করেছে। COLBen 130.3

যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করবে সে অবশ্যই অন্যকে অবজ্ঞা করবে। ফরীশী যেমন নিজেকে অন্য লোকদের সাথে তুলনা করে বিচার করেছে, তেমনি সে অন্যদেরকে তার নিজের সাথে তুলনা করে বিচার করেছে। তাদের ধার্মিকতা অনুসারে সে নিজের ধার্মিকতাকে বিচার করেছে এবং তারা যত বেশি খারাপ সে নিজে তত বেশি নিজেকে ধার্মিক বলে প্রকাশ করতে চেয়েছে। তার আত্ম—ধার্মিকতার কারণে সে অন্যদেরকে অপবাদ দেয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে। "অন্য লোকদেরকে" সে ঈশ্বরের বিধান অমান্যকারী হিসেবে অপবাদ দিয়েছে। এভাবে সে তার নিজের মধ্যে শয়তানের কর্তৃত্ব প্রকাশ করেছে, যে ভাইদেরকে অপবাদ দেয়। এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে তার পক্ষে ঈশ্বরের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রার্থনা শেষ করে সে তার যে বাসগৃহে ফিরে গেছে, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। COLBen 131.1

করগ্রাহী লোকটি অন্যান্য উপাসনাকারীদের সাথে ধর্মধামে গিয়েছিল, কিন্তু সে নিজেকে অন্যান্য লোকদের সাথে উপাসনায় মিলিত হওয়ার জন্য অযোগ্য বলে মনে করেছিল। সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, সে "স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত" করতে লাগল নিজের প্রতি তীব্র অসন্তোষ আর ঘৃণার কারণে। সে অনুভব করেছিল যে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে। এমন কি যারা তার আশেপাশে ছিল তাদের কাছ থেকে সে কোন ধরনের সমবেদনাও আশা করে নি, কারণ প্রত্যেকেই তার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাচ্ছিল। সে জানত যে ঈশ্বরের সামনে নিজের প্রশংসা করার মত কোন কিছুই তার জীবনে নেই। আর তাই সে প্রচণ্ডবিষণœতায় আক্রান্ত হয়ে এই বলে কেঁদে উঠল, "হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর।" সে নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করে নি। প্রচণ্ডঅপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন সে একান্তভাবে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত রয়েছে। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্ষমা ও শান্তি পাওয়া, তার একমাত্র চাওয়া ছিল ঈশ্বরের করুণা। আর সে তখনই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল। "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি," যীশু বললেন, "এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়।" COLBen 131.2

ফরীশী ও করগ্রাহী দুটি বৃহত্তর শ্রেণীকে নির্দেশ করে যাদের ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছে উপাসনায় আগত মানুষদেরকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম দুই প্রতিনিধিকে আমরা দেখি দুটি শিশুর মাঝে, যারা এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করেছিল। কয়িন নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করেছিল এবং সে ঈশ্বরের কাছে শুধু ধন্যবাদের উৎসর্গ নিয়ে এসেছিল। সে কোন পাপ স্বীকারের উৎসর্গ করে নি এবং তার যে ঈশ্বরের দয়ার প্রয়োজন রয়েছে তা মনে করে নি। কিন্তু হেবল রক্ত সহকারে উৎসর্গ করতে এসেছিল, যা ঈশ্বরের মেষশাবককে নির্দেশ করে। সে নিজেকে একজন পাপী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং নিজের পাপ স্বীকার করেছিল। তার একমাত্র আশা ছিল ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা। সদাপ্রভু তার উৎসর্গ

গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কয়িন এবং তার উৎসর্গ, প্রভু গ্রহণ করেন নি। ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রথমে যা প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরের ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের দীনতা ও পাপের স্বীকারোক্তি। "ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই," মথি ৫:৩। COLBen 132.1

ফরীশী ও করগ্রাহী যে দুটি শ্রেণীকে উপস্থাপন করেছে, তাদের উভয়ের জন্যই প্রেরিত পিতরের জীবন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের শুরুর দিকে পিতর নিজেকে অনেক শক্তিশালী বলে ভাবতেন। ফরীশীদের মত তাঁরও নিজের সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তিনি অন্য লোকদের মত নন। যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার আগে তাঁর শিষ্যদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছিলেন, "তোমরা সকলে বিঘ্ন পাইবে," তখন পিতর প্রচণ্ডআত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "যদিও সকলে বিঘ্ন পায়, তথাপি আমি পাইব না।" মার্ক ১৪:২৭, ২৯। পিতর তাঁর নিজের আসন্ন বিপদ বুঝতে পারেন নি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি নিজেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই যখন সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত হল, তখন তিনি অভিশাপ দিয়ে ও শপথ করে তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করলেন। COLBen 132.2

মোরগ ডেকে ওঠার শব্দে যখন যীশুর বলা কথাগুলো তাঁর মনে পড়ে গেল, তখন তিনি এই মাত্র যে ভুলটি করেছেন তা বুঝতে পেরে, একাধারে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হলেন এবং ঘুরে প্রভুর দিকে তাকালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে যীশুও পিতরের দিকে তাকালেন এবং সেই মর্মাহত দৃষ্টির সাথে মিশে ছিল পিতরের জন্য সহানুভূতি ও ভালবাসা, যা পিতর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন। পিতর উঠে বাইরে চলে গেলেন এবং প্রচণ্ড কাঁদলেন। যীশুর সেই দৃষ্টি তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছিল। পিতর সে সময় তাঁর জীবনের চরম এক ক্রান্তি লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত তিক্ততার সাথে তিনি তাঁর পাপের জন্য অনুশোচনা করলেন। পাপ স্বীকার ও অনুশোচনা করার দিক থেকে তিনি ছিলেন ঐ করগ্রাহীর মত এবং করগ্রাহীর মত করেই তিনিও দয়া লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টের সেই দৃষ্টিই তাঁকে পাপের ক্ষমা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। COLBen 133.1

পিতর সে সময় তাঁর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর কখনো তিনি এ ধরনের অহঙ্কার সূচক কথা উচ্চারণ করেন নি। COLBen 133.2

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুনরুত্থানের পর পিতরকে তিন বার পরীক্ষা করেছিলেন। "হে যোহনের পুত্র শিমোন," যীশু বললেন, "ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম কর?" পিতর এখন আর নিজেকে তাঁর অন্য ভাইদের চেয়ে উপরে স্থান দিলেন না। তিনি যীশুর কাছে তাঁর মনের কথাটিই বললেন, যিনি তাঁর মন আগে থেকেই জানতেন। "হাঁ, প্রভু;" পিতর

বললেন, "আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি।" যোহন ২১:১৫, ১৭। এর পর তিনি ক্সপ্রিরিতিক দায়িত্ব লাভ করলেন। এর আগে তাঁকে যে দায়িত্বে অভিষেক দেয়া হয়েছিল তার তুলনায় এই দায়িত্ব অনেকগুণ ব্যাপক ও আরও বেশি গুরুতর। খ্রীষ্ট তাঁকে মেষদের ও মেষশাবকদের চরানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যাদের জন্য খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতরকে প্রদান করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট পিতরকে ক্ষমা করার ও তাঁকে নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিলেন। যিনি এক সময় অশান্ত, অহঙ্কারী, ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী শিষ্য ছিলেন, তিনি এখন হয়ে উঠলেন শান্ত ও সংযমী। পরবর্তীতে তিনি তাঁর প্রভুকে আত্মত্যাগ ও আত্যোৎসর্গের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের অংশীদার হয়েছিলেন এবং যখন খ্রীষ্ট তাঁর গৌরবের সিংহাসনে আরোহণ করবেন, তখন পিতরও তাঁর গৌরবের অংশীদার হবেন। COLBen 133.3

যে মন্দতা পিতরের পতন ঘটিয়েছিল এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা থেকে ফরীশীকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সেই একই মন্দতা আজ হাজার হাজার মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। গর্ব ও আত্মনির্ভরতার মত এমন আর কোন কিছু নেই যা ঈশ্বরের কাছে বিঘ্নজনক কিংবা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। সকল প্রকার পাপের মধ্যে এই পাপটি থেকে মুক্ত হওয়ার আশা সবচেয়ে কম, অর্থাৎ এই পাপের ক্ষমা লাভ করা মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন। COLBen 134.1

পিতর হঠাৎ করেই পাপে পতিত হন নি, বরং ক্রমাগত ভাবে একটু একটু করে তিনি পতনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস তাঁকে এই কথা ভাবতে বাধ্য করেছেন, যে তিনি তাঁর পাপ অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছেন, আর অন্য দিকে তিনি ক্রমাগতভাবে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রভুকেই অস্বীকার করে বসলেন। আমরা কখনোই নিশ্চিন্তে নিজেদের উপরে নির্ভর করতে পারি না এবং ভাবতে পারি না যে, আমরা প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত আছি। COLBen 134.2

যারা খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার করে তাদের মন পরিবর্তন যতই আন্তরিক হোক না কেন, তাদের কখনোই এ কথা বলা বা মনে করা উচিত নয় যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। এতে করে তাদের অন্তর ভুল পথে পরিচালিত হয়। প্রত্যেকেরই উচিত আশা ও বিশ্বাস অন্তরে লালন করতে শেখা। যখন আমরা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে উৎসর্গ করি এবং নিশ্চিত ভাবে এ কথা জানি যে, তিনি আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন, তখনও কিন্তু আমরা প্রলোভনের আওতা থেকে দূরে নই। ঈশ্বরের বাক্য এ কথা ঘোষণা করে, "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে।" ১ করিন্থীয়

১০:১২। আমাদের সুরক্ষা কেবল মাত্র নিজেদের উপরে অবিশ্বাস এবং খ্রীষ্টের উপরে নির্ভরতার মধ্যেই নিহিত। COLBen 134.3

পিতরের নিজ চরিত্রের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন ছিল এবং খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁর শক্তি ও অনুগ্রহ লাভ করা প্রয়োজন ছিল। প্রভু তাঁকে পরীক্ষা থেকে রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। পিতর যদি খ্রীষ্টের সাবধান বাণী গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তাহলে তিনি তখনই প্রার্থনা করতেন যেন তিনি পরীক্ষায় না পড়েন। তিনি ভয়ে ও কাঁপা কাঁপা পায়ে হাঁটতেন, পাছে তিনি হোঁচট খান। সর্বোপরি তিনি ঐশ্বরিক সহায়তা লাভ করতেন, যেন শয়তান তাঁর উপরে বিজয় লাভ করতে না পারে। COLBen 135.1

নিজের উপরে অতিরিক্ত নির্ভর করার কারণে পিতরের পতন ঘটেছিল। আর অনুশোচনা ও নিজেকে নম্র করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি আবারও উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। পিতরের এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাঠ করলে প্রত্যেক পাপী মানুষ আশা ও উৎসাহ খুঁজে পাবে। যদিও পিতর মহা পাপ করেছিলেন, তথাপি তাঁকে প্রভু ত্যাগ করেন নি। খ্রীষ্টের এই বাণী তাঁর অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল, “আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়।” লূক ২২:৩২। তাঁর তিক্ত অনুশোচনা ও মর্মযাতনার মধ্যে এই প্রার্থনা এবং ভালবাসা ও করুণা মেশানো খ্রীষ্টের সেই চাহনির স্মৃতি যেন তাঁর নতুন আশা যুগিয়েছিল। পুনরুত্থিত হওয়ার পর খ্রীষ্ট পিতরকে স্মরণ করেছিলেন এবং স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে সেই নারীদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন, “তোমরা যাও, তাঁহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে বল, তিনি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন; যেমন তিনি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।” মার্ক ১৬:৭। পাপের ক্ষমা দানকারী ত্রাণকর্তা পিতরের অনুশোচনা গ্রাহ্য করেছিলেন। COLBen 135.2

যে সহানুভূতি ও দয়ার মনোভাব পিতরকে মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল এবং তাঁকে প্রলোভন থেকে উদ্ধার করেছিল, তা আজও সেই সমস্ত আত্মাকে স্পর্শ করে, যারা প্রলোভনের সম্মুখবর্তী হচ্ছে। শয়তান তার বিশেষ ছল চাতুরি খাটিয়ে মানুষকে পাপে পতিত করে এবং এর পর তাকে ত্যাগ করে অসহায় ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। আর সেই মানুষটি তখন তার পাপের জন্য ক্ষমা চাইতেও আতঙ্ক বোধ করে। কিন্তু কেন আমরা ভয় করব, যেখানে আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেছেন, “সে বরং আমার পরাক্রমের শরণ লউক, আমার সহিত মিলন করুক, আমার সহিত মিলনই করুক”? যিশাইয় ২৭:৫। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বিধান স্থাপিত হয়েছে আমাদের নিজ নিজ দুর্বলতা থেকে উঠে আসার জন্য। ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটি উৎসাহ ব্যঞ্জক বাণী আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আসার আহ্বান জানায়। COLBen 136.1

ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা পুনরুদ্ধার করার জন্যই খ্রীষ্ট আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবন দানের মধ্য দিয়ে মানুষকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন। "এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন," ইব্রীয় ৭:২৫। খ্রীষ্ট তাঁর নিষ্পাপ জীবন, তাঁর বাধ্যতা, কালভেরীর ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের হারিয়ে যাওয়া জাতিকে আবার উদ্ধার করেছেন। আর এখন আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়ক শুধু পাপ থেকে মন ফেরানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানাতে আসেন নি, বরং তিনি একজন বিজয়ী বীর হয়ে তাঁর অধিকার দাবী করতে এসেছেন। তাঁর উৎসর্গ সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী হয়ে তাঁর নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁর নির্দোষ চরিত্র ও সদগুণ, তাঁর প্রার্থনা ও স্বীকারোক্তি, এবং তাঁর লোকদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ প্রশংসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ধার্মিকতার সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে তা ঈশ্বরের কাছে এক সুগন্ধি উৎসর্গ হয়ে উপনীত হয়েছে। এই উৎসর্গ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য এবং এই ক্ষমা সকল মানুষের সমস্ত পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করে। COLBen 136.2

খ্রীষ্ট নিজেকে আমাদের পরিবর্তে ও আমাদের নিশ্চয়তা হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তিনি একজন মানুষকেও পেছনে ফেলে যান নি। তিনি জানতেন যে, মানুষ খুব শীঘ্রই অনন্তকালীন ধ্বংসের পথে ধাবিত হতে চলেছে, যা তিনি কখনো হতে দেবেন না। আর এ কারণেই তিনি মানুষের মৃত্যুর বদলে তাঁর নিজের মৃত্যুর পথ বেছে নিলেন। তিনি জানতেন যে, একজন মানুষও তার নিজ প্রচেষ্টা বা যোগ্যতায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, তাই তিনি তাঁর দয়া ও সহানুভূতির মন নিয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন। COLBen 137.1

তিনি যখনই কোন দুর্বল মানুষকে দেখবেন, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সবল না করে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন না। তিনি তাঁর নিজ মৃত্যু সাধনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিকতাকে এমন স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছেন যেন তা স্খলিত না হয়, যেন তাঁর শক্তি সব সময় আমাদের সাথে সাথে থাকে। আমরা তাঁর পায়ের কাছে আমাদের সমস্ত পাপ ও অপরাধ এনে উপস্থিত করতে পারি; কারণ তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন ও তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। তাঁর চাহনি ও তাঁর কথা আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের চরিত্র তাঁর ইচ্ছা অনুসারে পরিবর্তিত করবেন। COLBen 137.2

শয়তান তার সমস্ত শক্তি দিয়েও সেই আত্মাকে কখনো জয় করতে পারবে না, যে খ্রীষ্টের উপরে তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। "তিনি ক্লান্ত ব্যক্তিকে শক্তি দেন, ও শক্তিহীন লোকের বল বৃদ্ধি করেন।" যিশাইয় ৪০:২৯। COLBen 137.3

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।" সদাপ্রভু বলেছেন, "কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার কর যে, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়াছ, ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান কর নাই।" "আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব।" ১ যোহন ১:৯; যিরমিয় ৩:১৩; যিহিস্কেল ৩৬:২৫। COLBen 137.4

কিন্তু আমাদের অবশ্যই নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, যে জ্ঞানের কারণে আমরা ক্ষমা ও শান্তি পাওয়ার আগে আমাদের নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারব। দৃষ্টান্তে উল্লিখিত ফরীশী নিজেকে পাপী বলে মনে করত না। পবিত্র আত্মা তার অন্তরে কাজ করতে পারেন নি। সে তার নিজের ধার্মিকতা নিয়ে এত বেশি অহঙ্কারী ছিল এবং সেই অহঙ্কারকে সে তার আত্মার চারপাশে এমন এক দুর্ভেদ্য বর্ম বানিয়ে রেখেছিল যে, ঈশ্বরের ও স্বর্গদূতদের সমস্ত বাহিনীর শক্তি তা ভেদ করতে পারে নি। যে ব্যক্তি নিজেই নিজের পাপ চিহ্নিত করতে পারে, তাকেই খ্রীষ্ট রক্ষা করতে পারেন। তিনি এসেছেন "দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য।" লূক ৪:১৮। "সুস্থলোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে।" লূক ৫:৩১। আমাদের অবশ্যই নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে, নতুবা আমরা নিজেদের জীবনের জন্য খ্রীষ্টের সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করতে পারব না। আমাদের অবশ্যই নিজেদের বিপদ ভালো করে বুঝতে হবে, নতুবা আমরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য বিপদ থেকে পালাতে পারব না। আমাদের অবশ্যই নিজ নিজ আঘাতের বেদনা অনুভব করতে হবে, নতুবা আমরা সুস্থহওয়ার প্রয়োজন অনুভব করতে পারব না। COLBen 138.1

প্রভু বলেছেন, "তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করিয়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু জান না যে, তুমিই দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই; তুমি আমার কাছে এই সকল দ্রব্য ক্রয় কর - অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, যেন ধনবান হও; শুক্ল বস্ত্র, যেন বস্ত্র পরিহিত হও, আর তোমার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশিত না হয়; চক্ষুতে লেপনীয় অঞ্জন, যেন দেখিতে পাও।" প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭, ১৮। বিশ্বাস হচ্ছে আগুনে পুড়ে খাঁটি হওয়া সোনার মত, যা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে। একমাত্র এই ভালবাসাই আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম করতে পারে। আমরা সক্রিয় হতে পারি, আমরা অনেক কাজ করতে পারি; কিন্তু যে ভালবাসা খ্রীষ্টের অন্তরে অবস্থান

করে, সেই ভালবাসা ব্যতীত আমরা কোনভাবেই ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিবারের সদস্য বলে পরিগণিত হতে পারি না। COLBen 138.2

কোন মানুষই নিজে থেকে তার ভুলগুলো বুঝতে পারে না। "অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে?" যিরমিয় ১৭:৯। ঠোঁট আত্মার দৈন্যতার কথা বললেও অন্তর তা অস্বীকার করতে পারে। ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা আত্মার দৈন্যতার কথা বলি, তখন আমাদের অন্তর হয়তো নিজ নম্রতা ও ধার্মিকতাকে উঁচু করে দেখার প্রবণতায় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কেবল মাত্র একটি উপায়েই আমরা নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টকে দর্শন করতে হবে। তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে মানুষ নিজ ধার্মিকতাকে অনেক বেশি উঁচু করে দেখা শুরু করে। যখন আমরা তাঁর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করব, তখন আমরা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও দৈন্যতা দেখতে পাব, এবং আমাদের যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলোও প্রকৃত অবস্থানে দেখতে পাব। আমরা দেখব যে, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি এবং আশাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছি, নিজেদের ধার্মিকতার আবরণে নিজেদেরকে জড়িয়ে আমরা শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছি, অন্যান্য পাপী মানুষের মত করে। আমরা দেখতে পাব যে, যদি আমাদের এ থেকে উদ্ধার পেতে হয় তাহলে নিজেদের কোন ভালো কাজের জোরে COLBen 139.1

বা যোগ্যতায় আমরা তা থেকে উদ্ধার পেতে পারি না, একমাত্র ঈশ্বরের অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি। করগ্রাহী লোকটির প্রার্থনা ঈশ্বর শ্রবণ করেছিলেন, কারণ তার প্রার্থনায় সর্বময় ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছিল। করগ্রাহীটি নিজেকে নিয়ে কেবল লজ্জিত ছিল। যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে তাদের প্রত্যেককে এই মন নিয়েই ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। কেবল মাত্র বিশ্বাস - যে বিশ্বাস নিজের উপরে সব ধরনের নির্ভরতা ত্যাগ করে - সেই বিশ্বাসের উপরে ভর করেই প্রত্যেক দীনহীন ও পাপী মানুষকে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে হবে। COLBen 139.2

বাহ্যিক কোন কিছু দেখে বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি করা যায় না। কোন মানুষই তার আমিত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে পারে না। আমরা কেবল খ্রীষ্টের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ করতে পারি। সে সময় আমাদের আত্মার বক্তব্য হবে ঠিক এমন: প্রভু, আমার হৃদয় তুমি গ্রহণ কর; কারণ আমি তা দিতে পারি না। এই হৃদয় তোমারই অধিকার। তুমিই তা পরিশুদ্ধ কর, কারণ আমি তা তোমার জন্য পবিত্র রাখতে পারি নি। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমার দুর্বল ও খ্রীষ্টবিহীন সত্তাকে উদ্ধার কর। আমাকে পরিবর্তিত কর, তোমার মত করে সাজাও, আমাকে এক খাঁটি ও পবিত্র

স্থানে উপনীত কর, যেখানে তোমার তীব্র ভালবাসার প্রবাহ আমার আত্মার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হতে থাকবে। COLBen 139.3

নিজ সত্তার এই পুনর্গঠন শুধু যে খ্রীষ্টিয় জীবনের শুরুতেই সাধন করতে হবে তা নয়। স্বর্গের পথে প্রতিটি পদক্ষেপেই আমাদেরকে নতুনীকৃত হতে হবে। আমাদের সমস্ত ভাল কাজ নির্ভর করছে এমন এক শক্তির উপরে যা আমাদের মধ্যে অবস্থান করে না, যা আসে বাইরে থেকে। এ কারণে ঈশ্বরের সম্মুখে নিজ আত্মা সমর্পণ করার পূর্বে আমাদের ক্রমাগত ভাবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের পাপ স্বীকার এবং নিজেদেরকে নম্র করার প্রয়োজন রয়েছে। কেবল মাত্র সার্বক্ষণিক ক্রমাগত ভাবে নিজেকে পরিবর্তন করা ও খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করার মধ্য দিয়েই আমরা নিরাপদে পথ চলতে পারি। COLBen 140.1

যত বেশি আমরা যীশুর কাছাকাছি আসব তত স্পষ্ট করে আমরা তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারব। যত বেশি আমরা আমাদের পাপের পাপময়তার কথা চিন্তা করব, তত বেশি করে আমরা নিজেদেরকে উঁচু করা থেকে বিরত থাকতে পারব। ঈশ্বরের চোখে যারা পবিত্র মানুষ হিসেবে বিবেচিত হন, তারা নিজেদেরকে ভাল বলে জাহির করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকেন। প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি স্বর্গীয় আলো ও শক্তিতে দারুনভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। কিন্তু পিতর কখনোই তাঁর অধঃপতনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যান নি। তাঁর পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। তথাপি তিনি খুব ভালো করে জানতেন যে, তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার কারণে তিনি যা হারিয়েছিলেন, তা একমাত্র খ্রীষ্টের অনুগ্রহণ তাঁকে আবারও ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি তাঁর নিজের ভেতরে এমন কোন কিছুই খুঁজে পান নি যার জন্য গৌরব করা যায়। COLBen 140.2

প্রেরিত বা ভাববাদীদের কেউই কখনো এই দাবী করেন নি যে, তাঁরা নিষ্পাপ। যে সকল মানুষ ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করেছেন, যারা জেনে শুনে কোন অন্যায় বা পাপ করার বদলে বরং নিজের জীবন ত্যাগ করার মত সঙ্কল্প রাখতেন, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় আলো ও ক্ষমতা দান করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ স্বভাবের পাপময়তার কথা স্বীকার করেছেন। তারা নিজেদের রক্ত মাংসের উপরে কখনো বিশ্বাস করেন নি, তারা কখনো নিজেদের ধার্মিক বলে দাবী করেন নি, বরং তারা সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীষ্টের ধার্মিকতার উপরে নির্ভর করেছেন। যারা খ্রীষ্টকে দর্শন করবে তাদের প্রত্যেকের জীবনেও ঠিক এমনটি হওয়া উচিত। COLBen 141.1

খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি ধাপে আমাদের অনুশোচনা আরও গভীরতর হবে। যাদেরকে প্রভু ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি তাঁর নিজের লোক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, "তখন তোমরা আপনাদের মন্দ আচরণ ও

অসৎক্রিয়া সকল স্মরণ করিবে, এবং আপনাদের অপরাধ ও জঘন্য কার্য প্রযুক্ত আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিবে।” যিহিস্কেল ৩৬:৩১। আবারও তিনি বলেছেন, “বাস্তবিক আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব; তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু; অভিপ্রায় এই, আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জনা করিব, তখন তুমি যেন তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হও, ও নিজ অপমান প্রযুক্ত আর কখনও মুখ না খুল, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।” যিহিস্কেল ১৬:৬২, ৬৩। তখন আর আমাদের ঠোঁট নিজেদের গর্বের ও অহঙ্কারের কথা উচ্চারণ করবে না। তখন আমরা বুঝতে পারব যে, একমাত্র খ্রীষ্টের উপরেই আমাদের জীবন নির্ভর করছে। আমরা প্রেরিত পৌলের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে পারি, “যেহেতু আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই বাস করে না।” রোমীয় ৭:১৮। “কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাঁহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত।” গালাতীয় ৬:১৪। COLBen 141.2

এই অভিজ্ঞতার সাথে খুব সুন্দর সঙ্গতি রয়েছে এই আদেশটির, “অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর।” ফিলিপীয় ২:১২, ১৩। ঈশ্বর আপনাকে এই ভয় দেন না যে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে অসমর্থ হবেন, বা তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণ করতে ব্যর্থ হবেন, কিংবা তাঁর সহানুভূতি ও দয়া হ্রাস পাবে। আমাদের বরং এই ভয় করা উচিত যে, পাছে আমরা আর খ্রীষ্টের ইচ্ছার অধীন না থাকি, পাছে আমাদের চরিত্রের বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। “ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী।” এই ভেবে ভয় করুন যে, পাছে আপনার আত্মা ও মহান কার্য সাধনকারীর মধ্যে আপনার আমিত্ব এসে স্থান করে নেয়। ভয় করুন, পাছে আপনি আপনার নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করতে শুরু করেন, পাছে আপনি খ্রীষ্টের হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেন এবং তাঁর উপস্থিতি ব্যতিরেকে এই জীবনের পথ চলতে চেষ্টা করেন। COLBen 142.1

আমাদের গর্ব ও আত্ম অহঙ্কারকে উৎসাহিত করে এমন সমস্ত কিছুকে আমাদের অবশ্যই দমন করা প্রয়োজন; এ কারণে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যেন আমরা কাউকে তোষামোদ না করি, এবং নিজেদের প্রতি অন্যদের করা কোন তোষামোদি বা প্রশংসা গ্রহণ না করি। তোষামোদি করা শয়তানের কাজ। সে এক দিকে যেমন তোষামোদি করায় পটু, তেমনি অন্য দিকে সে অভিযোগ করতেও ওস্তাদ। এভাবেই সে আমাদের আত্মা বিনষ্ট করে দেয়ার চেষ্টায় রত থাকে। যে সমস্ত মানুষ অন্য মানুষের গৌরব প্রশংসা করে তাদেরকে শয়তান তার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। খ্রীষ্টের প্রত্যেক কার্য সাধনকারী তাদের

দিক থেকে প্রশংসা সূচক সমস্ত কথা দূরে সরিয়ে দিক। দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাক আমিত্ব। কেবল খ্রীষ্টকেই উচ্চীকৃত করা হোক। "যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন," তাঁর প্রতিই প্রতিটি মানুষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করুক, এবং প্রত্যেক অন্তর থেকে তাঁর প্রতিই প্রশংসা নির্গত হোক। প্রকাশিত বাক্য ১:৫। যে জীবনে সদাপ্রভুর প্রতি ভয় নিহিত রয়েছে তা কোন দুঃখ ও গ্লানির জীবন নয়। বরং আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের অনুপস্থিতিই আমাদেরকে দুঃখার্ত করে তোলে এবং জীবনকে করে তোলে গ্লানি ও দুর্দশাগ্রস্ত। যা

দের ভেতরে রয়েছে আত্মঅহঙ্কার ও নিজের প্রতি প্রচণ্ডভালবাসা, তারা খ্রীষ্টের সাথে জীবন ধারণ করা ও তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যে হৃদয় সেই পাথরের উপরে পতিত হয় নি, সেই হৃদয় তার নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে গর্ব করে। মানুষ তার নিজের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে চায়। মানুষ চায় এমন এক পথ ধরে হাঁটতে যা তার নিজের সফলতার কথা বলবে। নিজের প্রতি ভালবাসা, জনপ্রিয়তার ও প্রশংসা পাওয়ার মোহ তাদের অন্তর থেকে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টকে পৃক করে দেয়, এবং খ্রীষ্টবিহীন তাদের অন্তর হয়ে পড়ে বিষণœতা ও দুঃখে ঘেরা। কিন্তু যে আত্মায় খ্রীষ্ট বসতি করেন তা সব সময় আনন্দিত থাকে। কারণ যারা যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের সর্ব প্রধান অর্থ হচ্ছে আনন্দ। COLBen 142.2

"কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকাল-নিবাসী, যাঁহার নাম ''পবিত্র", তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্ধ্বলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্র আত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি, যেন নম্রদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি।" যিশাইয় ৫৭:১৫। COLBen 143.1

যখন মোশি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা যখন পাথর স্বরূপ খ্রীষ্টের আড়ালে নিজেদের আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাদেরকে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হাত দিয়ে আগলে ধরেন, এবং তখন আমরা শুনব সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর নিজ দাসদেরকে কী কথা বলেছেন। ঠিক যেমন মোশির কাছে সদাপ্রভু নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের কাছেও নিজেকে প্রকাশ করবেন: "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী।" যাত্রা ৩৪:৬, ৭। COLBen 143.2

আমাদের পরিত্রাণের কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে এমন কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব যা উপলব্ধি করা মানুষের আসলেই বেশ কঠিন বিষয়। "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য

প্রস্তুত করিয়াছেন।” ১ করিন্থীয় ২:৯। পাপী মানুষ যখন খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তাঁর কাছে আনীত হয়, ক্রুশের কাছে উপনীত হয়, এবং নিজেকে ক্রুশের সাথে একাত্ম করে দেয়, তখনই এক নতুন সত্তার সৃষ্টি হয়। তাকে এক নতুন হৃদয় দেয়া হয়। সে খ্রীষ্ট যীশুর সাথে এক নতুন মানুষে পরিণত হয়। তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য আর কোন কিছুর তখন আর প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ঈশ্বর “যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করেন,” রোমীয় ৩:২৬। আর তিনি “যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্মিক গণিতও করিলেন,” রোমীয় ৮:৩০। পাপের শাস্তি হিসেবে মানুষকে যেমন মহা লজ্জা ও পতনের সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি পরিত্রাণের ভালবাসার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় আরও মহা সম্মান ও উচ্চীকৃত অবস্থান। মানুষ যখন ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তির আদলে নিজেকে পরিবর্তিত করে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, তখন তাকে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা প্রদান করা যায়, যা তাকে দাঁড় করায় সেই স্বর্গদূতদের চেয়েও উচ্চ এক অবস্থানে, যারা কখনো অধঃপতিত হয় নি। COLBen 143.3

“যে ব্যক্তি মনুষ্যের অবজ্ঞাত, প্রজাবৃন্দের ঘৃণাস্পদ ও কর্তৃত্বকারীদের দাস, তাহাকে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা ও তাহার পবিত্রতম, এই কথা কহেন, তোমাকে দেখিলে রাজারা উঠিয়া দাঁড়াইবে, অধ্যক্ষেরা প্রণিপাত করিবে; সদাপ্রভুর নিমিত্তই করিবে, তিনি তো বিশ্বসনীয়; ইস্রায়েলের পবিত্রতমের নিমিত্ত করিবে, তিনি তো তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।” যিশাইয় ৪৯:৭। COLBen 144.1

“কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।” COLBen 144.2

Chapter 16 - "ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না?"

লূক ১৮:১-৮ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে বলছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে যে সমস্ত দুর্দশা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সেগুলো বলছিলেন। সেই সময়ের কাছে বিশেষ যোগসূত্র রেখে তিনি এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, "তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।" COLBen 145.1

"কোন নগরে এক বিচারকর্তা ছিল," খ্রীষ্ট বললেন, "সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, মনুষ্যকেও মানিত না। আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিত, অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন! বিচারকর্তা কিছুকাল পর্যন্ত সম্মত হইল না; কিন্তু পরে মনে মনে কহিল, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না, তথাপি এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে এ সর্বদা আসিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলে। পরে প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলে। তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাঁহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন।" COLBen 145.2

এখানে যে বিচারকর্তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার ন্যায় অন্যায় নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না, বা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতিও তার কোন দয়া ছিল না। যে বিধবাটি তার কাছে বিচার চাইতে এসেছিল সে বার বার তার কাছে আসছিল। যে পর্যন্ত না বিচারকর্তা বিরক্ত হয়ে বিচার করতে সম্মত হল, সে পর্যন্ত সেই বিধবাটি বার বার তার আর্জি নিয়ে আসতেই থাকল। বিচারকর্তা জানতো যে, বিধবাটির দাবী ছিল ন্যায্য এবং সে সঙ্গে সঙ্গেই তার বিচার নিষ্পত্তি করে দিতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। সে তার সর্বময় ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিল এবং বিধবাটি বার বার তার কাছে এসে বিচার চাওয়াতে সে বেশ সন্তুষ্টই হয়েছিল। কিন্তু বিধবা মহিলাটি বিচার চাইতে চাইতে নিরুৎসাহিত হয় নি কিংবা বিচার চাওয়া থামিয়েও দেয় নি। বিচারকর্তা যতই উদাসীন এবং কঠিন হৃদয়ের হোক না কেন, বিধবাটি তার বিচার নিয়ে বার বারই আসতে লাগল, যে পর্যন্ত না বিচারকর্তা এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে সম্মত হল। "যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না," বিচারকর্তা মনে মনে বলল, "তথাপি এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে এ সর্বদা আসিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলে।" সে তার নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য, মানুষের

চোখে তার একচোখা ও পক্ষপাতদুষ্টতার জন্য দোষীকৃত হওয়ার ভয়ে বিধবা মহিলাটির বিচার নিষ্পত্তি করতে রাজি হল। COLBen 145.3

"পরে প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলে। তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাঁহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন।" এখানে খ্রীষ্ট সেই অন্যায্য বিচারকর্তা ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনেছেন। বিচারকর্তা কেবল তার ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কারণে, অর্থাৎ বিধবা তার কাছে বার বার বিচার চেয়ে যে বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিচার করতে রাজি হয়েছিল। সে বিধবা মহিলাটির জন্য কোন ধরনের দয়া বা সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করে নি; তার দুঃখ দুর্দশা বিচারকর্তার মনে কোন ভাবান্তর ঘটায় নি। যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে তাদের প্রতি তাঁর আচরণ কত না বিপরীত, এই বিচারকর্তার আচরণের তুলনায়। যারা তাদের অভাব ও দুর্দশা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও প্রার্থনা নিয়ে আসে, তাদের প্রতি তিনি অপরিমেয় দয়া ও করুণা বর্ষণ করেন। COLBen 146.1

বিচারকর্তার কাছে যে মহিলাটি এসেছিল তার স্বামী মারা গিয়েছিল। দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ এই বিধবা মহিলার নিজ সম্পদ উদ্ধারের জন্য আর কোন সহায় ছিল না। একই ভাবে মানুষও পাপে পতিত হয়ে ঈশ্বরের সাথে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলে। তার নিজে থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন আশা থাকে না। কিন্তু খ্রীষ্টেতে আমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে উপনীত হতে পারি। যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হিসেবে মনোনীত করেন তারা তাঁর খুব প্রিয়। তাদেরকে তিনি অন্ধকারের অমানিশা থেকে তাঁর স্বর্গীয় আলোতে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা তাঁর গৌরব প্রশংসা করে, যেন তারা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে তাঁর আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। বিচার চাইতে আসা বিধবার উপকার করার জন্য অধার্মিক বিচারকর্তার কোন বিশেষ আগ্রহ ছিল না; তথাপি সে বার বার বিধবার বিচার চাইতে আসার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং বিধবা মহিলাটিকে তার বিপক্ষদের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু তাঁর সন্তানদেরকে ঈশ্বর যে ভালবাসা দেন তার কোন সীমা নেই। তাঁর কাছে এই জগতের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে তাঁর মণ্ডলী। COLBen 147.1

"কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ; যাকোবই তাঁহার রিক্ অধিকার। তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর দেশে, পশুগর্জনময় ঘোর মরুভূমিতে; তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন- তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।" দ্বি.বি. ৩২:৯, ১০। "কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন; প্রতাপের পরে তিনি আমাকে সেই জাতিগণের কাছে পাঠাইলেন, যাহারা তোমাদিগকে লুট করিয়াছে; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে।" সখরিয় ২:৮। COLBen 147.2

বিধবার আর্জি ছিল "অন্যায়ের প্রতিকার করুন" - "আমার জন্য ন্যায় বিচার করুন" - "আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন"। এই আবেদন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সন্তানদের প্রার্থনাকে উপস্থাপন করে। শয়তান হচ্ছে ঈশ্বরের মনোনীত সন্তানদের সবচেয়ে বড় বিপক্ষ। সে হচ্ছে "ভ্রাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী," যে দিন রাত ঈশ্বরের সামনে মানুষের সম্পর্কে অভিযোগ করেই চলেছে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১০)। ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য ও দোষারোপ করার জন্য, তাদেরকে প্রবঞ্চিত করার জন্য ও বিনষ্ট করার জন্য সব সময় কাজ করে চলেছে। এই দৃষ্টান্তে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, কীভাবে শয়তান ও তার বাহিনীর হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। COLBen 147.3

শয়তান কীভাবে ঈশ্বরের মনোনীতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং যীশু খ্রীষ্ট কীভাবে তাঁর লোকদের বিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেন তা সখরিয়ের ভাববাণীর মধ্য দিয়ে বার্তা দেয়া হয়েছে। ভাববাদী সখরিয় বলেছেন, "পরে তিনি আমাকে যিহোশূয় মহাযাজককে দেখাইলেন; ইনি সদাপ্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবার জন্য শয়তান [বিপক্ষ] তাঁহার দক্ষিণে দাঁড়াইয়াছিল। তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; হাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্‌ধৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ স্বরূপ নয়? তখন যিহোশূয় মলিন বস্ত্র পরিহিত হইয়াই দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।" সখরিয় ৩:১- ৩। COLBen 148.1

ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরকে এখানে বিচারে আনীত অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যিহোশূয় এখানে মহা পুরোহিত হয়ে তাঁর লোকদের জন্য আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে এসেছেন, যারা চরম দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। যখন তিনি ঈশ্বরের সামনে তাঁর আবেদন উপস্থাপন করছেন সে সময় তার বিপক্ষ হিসেবে শয়তান ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঈশ্বরের সন্তানদের নামে অভিযোগ করছিল এবং তাদেরকে যতটা সম্ভব ক্ষমার অযোগ্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছিল। সে ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের মন্দ কাজ ও ভুল ত্রুটিগুলোকে উপস্থাপন করছিল। সে তাদের ব্যর্থতা ও বিচ্যুতিগুলোর কথা বলছিল এই আশা করে যে, খ্রীষ্টের চোখে সে তাদেরকে এমন মানুষ হিসেবে পরিণত করতে পারবে যাদেরকে খ্রীষ্ট তাঁর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আর প্রদান করবেন না। ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধি হিসেবে আগত যিহোশূয় স্বয়ং অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে নোংরা পোশাক পরে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। লোকদের পাপ সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শয়তান তার আত্মায় এমন এক অপরাধবোধ তৈরি করেছিল যে, তিনি নিজেকে অসহায় বলে মনে করছিলেন। তথাপি সেখানে তিনি একজন

আবেদনকারী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শয়তানও তাঁকে সব দিক থেকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। COLBen 148.2

অভিযোগকারী হিসেবে শয়তানের কাজ শুরু হয়েছে স্বর্গ থেকেই। মানুষের পাপে পতনের সময় থেকেই পৃথিবীতে সে এই কাজ করে যাচ্ছে এবং যত বেশি আমরা পৃথিবীর শেষ কালের দিকে এগিয়ে যাব তত বেশি তার এই অভিযোগ ও দোষারোপ করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সে দেখতে পাচ্ছে যে তার সময় ফুরিয়ে আসছে, কাজেই সে আরও একাগ্রতার সাথে মানুষকে প্রবঞ্চিত করার ও তাদেরকে বিনষ্ট করার জন্য তৎপর হয়ে উঠছে। একজন মানুষ যখন এই পৃথিবীতে বাস করে তার শত দুর্বলতা ও পাপময়তা থাকা সত্ত্বেও যিহোবার বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তখন তা দেখে শয়তান ক্রুদ্ধ হয়। মানুষের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা দেখে সে খুশি হয় এবং প্রত্যেকটি আত্মার জন্য সে বিশেষ ভাবে ষড়যন্ত্র করে যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃক করে চিরতরে বিনষ্ট করে দিতে পারে। যারা এই পৃথিবীতে সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন, তাদেরকে এবং সেই সাথে স্বয়ং ঈশ্বরকে শয়তান অভিযুক্ত করতে চায় ও দোষারোপ করতে চায়। COLBen 149.1

ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ শয়তানের শত্রুতাকে জাগিয়ে তোলে। যখনই ঈশ্বর মানুষের জন্য কাজ করেন, তখনই শয়তান তার ভ্রষ্ট দূতদের নিয়ে সেই কাজ বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা খ্রীষ্টকে তাদের শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকের প্রতি শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে মন্দতাকে জাগিয়ে তোলা। যখন সে এই কাজে সফল হয়, তখন সে সমস্ত অভিযোগের তীর ছুড়ে দেয় প্রলোভনের শিকার হওয়া মানুষটির দিকে। সে তাদের নোংরা পোশাকের দিকে ও তাদের ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। সে তাদের দুর্বলতা ও ভুলগুলো, তাদের অকৃতজ্ঞতা, খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়াকে প্রকাশ করে, যা তাদের ত্রাণকর্তার জন্য অবমাননাকর। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্য দিয়ে সে এটাই বোঝাতে চায় যে, তাদেরকে বিনষ্ট করার জন্য সে যা কিছু করেছে তা ছিল ন্যায্য। সে পাপী মানুষের অন্তরে এ ধরনের চিন্তার সঞ্চার করে যে, তার আর কোন আশা নেই, তার হাতে পাপের যে দাগ লেগেছে তা আর কোন কিছু দিয়েই পরিষ্কার করা যাবে না। এভাবে শয়তান মানুষের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করে, যেন সে শয়তানের প্রলোভনে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্যুত হয়। COLBen 149.2

সদাপ্রভুর মনোনীত লোকেরা নিজের যোগ্যতায় শয়তানের এই আক্রমণের জবাব দিতে পারে না। নিজেদের ক্ষমতার উপর ভরসা করার চিন্তা করলে তাদের কেবল হতাশই হতে হবে। কিন্তু তাদের আবেদন করতে হবে স্বর্গের মহান মধ্যস্থতাকারীর কাছে। তারা

ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের কাছে তাদের প্রার্থনা উপস্থাপন করবে। ঈশ্বর "যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করেন।" রোমীয় ৩:২৬। শয়তানের অভিযোগ বন্ধ করার জন্য এবং তার সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সন্তানদেরকে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করতে হবে। "অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন!" এই বলে তাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে। তখন খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর শক্তিতে শয়তানকে নীরব করবেন। COLBen 150.1

"তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; হাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্‌ধৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ স্বরূপ নয়?" শয়তান যখন ঈশ্বরের লোকদেরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চায়, তখন খ্রীষ্ট তাকে বাধা দেন। যদিও তারা পাপ করেছে, তথাপি খ্রীষ্ট তাদের পাপের ভার তুলে নিয়ে তাঁর নিজ আত্মায় ধারণ করেছেন। তিনি ইস্রায়েল জাতিকে আগুনের ভেতর থেকে অর্ধদগ্ধ কাঠ টেনে বের করার মত করে উদ্ধার করেছেন। তিনি তাঁর মানবীয় স্বভাবের দিক থেকে মানুষের সাথে সংযুক্ত, অপর দিকে ঐশ্বরিক স্বভাবের দিক থেকে তিনিই স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তিনি বিনষ্টপ্রায় আত্মার জন্য সহায়তা দান করবেন। শয়তানের সমস্ত বিপক্ষতাকে ভর্ৎসনা করা হবে। COLBen 150.2

"তখন যিহোশূয় মলিন বস্ত্রপরিহিত হইয়াই দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন: তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, ইঁহার গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত করিব। তখন আমি কহিলাম, ইঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দিতে আজ্ঞা হউক। তখন তাঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দেওয়া হইল; এবং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করান হইল।" তখন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে স্বর্গদূত যিহোশূয়কে যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করলেন, কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধি: "তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার বাটীর বিচার করিবে, এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হইবে, আর এই যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিবার অধিকার দিব।" যিহোশূয়কে এমন কি ঈশ্বরের চারপাশে দণ্ডায়মান স্বর্গদূতদের মধ্যে গমনাগমন করার অধিকারও দেয়া হয়েছিল (সখরিয় ৩:৩-৭)। COLBen 150.3

ঈশ্বরের লোকদের অনেক খুঁত ও ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্ট তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা এই লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। তাদেরকে পরিবর্তিত করে তোলার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তিনি তাদের নোংরা পোশাক দূর করে দিয়ে তাদেরকে পরিষ্কার ও শুদ্ধ পোশাক

পরান। তাঁর লোকেরা যদি মন পরিবর্তন করে ও অনুতপ্ত হয়, তাহলে তিনি আবারও তাদেরকে ধার্মিকতার পোশাক পরিহিত করেন এবং স্বর্গের জীবন পুস্তকে তাদের নামে ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি সমগ্র নিখিল বিশ্বের সামনে তাদেরকে তাঁর নিজের লোক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাদের বিপক্ষ শয়তানকে তিনি দোষারোপকারী ও প্রবঞ্চক হিসেবে সাব্যস্ত করেন। ঈশ্বর তাঁর নিজ মনোনীতদের জন্য সুবিচার করবেন। COLBen 151.1

"অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন!" - এই প্রার্থনায় শুধু যে শয়তানকে বিপক্ষ হিসেবে বোঝানো হয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে শয়তানের যে সমস্ত প্রতিনিধিরা ঈশ্বরের লোকদের বিভিন্ন কথা ও কাজের ভুল ব্যাখ্যা করে, তাদেরকে প্রলোভিত করে এবং বিনষ্ট করে, তাদেরকেও বোঝানো হয়েছে। যারা ঈশ্বরের আদেশ মান্য করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাদের বিপক্ষরা অধঃস্থানে অবস্থানকারী এক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই বিপক্ষরা প্রতিটি ধাপে খ্রীষ্টের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, যা মানুষ কখনো অনুধাবন করতে পারে না। খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাদের প্রভুর মত এই পৃথিবীতে যখনই পথ চলার চেষ্টা করবেন তখনই প্রলোভন তাদের পিছু নেয়া শুরু করবে। COLBen 151.2

পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগের পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সে সময় মানুষের মধ্যে যে লোভ ও অন্যায় অপরাধ দেখা দেবে সে সম্পর্কে যাকোব তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে, সেই সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে, ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট-ভক্ষিত হইয়াছে; তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে; আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন-সঞ্চয় করিয়াছ। দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়াছে, তাহারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার চিৎকার করিতেছে, এবং সেই শস্যচ্ছেদকদের আর্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও বিলাসিতা করিয়াছ, তোমরা হত্যার দিনে আপন আপন হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ। তোমরা ধার্মিককে দোষী করিয়াছ, এবং বধ করিয়াছ; তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন নাই।" যাকোব ৫:১-৬। এই বর্ণনা আজকের দিনের চিত্রই প্রকাশ করে। এক শ্রেণীর কতিপয় মানুষ সব ধরনের উপায়ে শোষণ ও অনাচারের মধ্য দিয়ে তাদের পার্থিব সম্পদ অর্জন করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে, যেখানে পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ধুঁকে ধুঁকে মরছে, ক্ষুধিত মানবতার কান্নার রোল ঈশ্বরের কান পর্যন্ত এসে পৌঁছাচ্ছে। COLBen 152.1

"আর বিচার পশ্চাতে হটিয়া পড়িয়াছে, এবং ধার্মিকতা দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বস্তুতঃ চকে সত্য উছোট খাইয়া পড়িয়াছে, ও সরলতা প্রবেশ করিতে পায় না। সত্য হারাইয়া গিয়াছে,

দুষ্কর্মত্যাগী লোক লুণ্ঠিত হইতেছে।” যিশাইয় ৫৯:১৪, ১৫। পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ধারণের কালে এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অনুগত ছিলেন; তিনি সমস্ত মানবীয় রীতিনীতি ও প্রাকে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র ঈশ্বরের আজ্ঞা ও বিধান পালন করেছিলেন, যেখানে মানুষ ঈশ্বরের বিধানকে সরিয়ে দিয়ে তাদের নিজস্ব মতাদর্শ ও রীতি নীতিকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। আর এ কারণে খ্রীষ্টকে ঘৃণিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছিল। এই ইতিহাসের বার বারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মানুষ তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও আইন কানুনকে ঈশ্বরের বিধানের উপরে বসিয়েছে এবং যারা ঈশ্বরের বিধান পালনে নিষ্ঠা দেখিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ভর্ৎসনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কারণে খ্রীষ্টকে বিশ্রামবার ভঙ্গকারী এবং ঈশ্বরের নিন্দাকারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাঁকে ভূতে পাওয়া বলা হয়েছে এবং তাঁকে বেলসবূবের লোক বলা হয়েছে। একই ভাবে তাঁর শিষ্যদেরও দোষারোপ করা হয়েছে ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এভাবেই শয়তান তাদেরকে পাপের পথে ধাবিত করার আশা করে এবং ঈশ্বরের অমর্যাদা করতে চেষ্টা করে। COLBen 152.2

দৃষ্টান্তে যে বিচারকর্তা ঈশ্বরকে ভয় করত না, মানুষেরও পরোয়া করত না, তার চরিত্রটি দিয়ে খ্রীষ্ট প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর সময়কালীন বিচার ব্যবস্থার কথা; বিশেষ করে যখন তাঁকে বন্দী করা হবে ও বিচারে নিয়ে আসা হবে। তিনি চেয়েছেন যেন সকল যুগে তাঁর লোকেরা বুঝতে পারে যে, বিপক্ষের শাসন চলাকালীন যুগে এই পৃথিবীর বিচারকর্তাদের উপরে আসলে কতটা নির্ভর করা যায়। অনেক সময় এমন লোকদেরকে বিচারকর্তা হিসেবে মনোনীত করা হয় যারা ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের দিক নির্দেশনা ও পাথেয় হিসেবে বিবেচনা করে না, বরং নিজেদের খেয়াল খুশি মত ও মানুষের কথার উপর নির্ভর করে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে। COLBen 153.1

অধার্মিক বিচারকর্তার দৃষ্টান্তে খ্রীষ্ট দেখিয়েছেন যে, আমাদের কী করা উচিত। “তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাহার কাছে রোদন করে?” আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বা নিজেকে উদ্ধার করার জন্য কিছুই করেন নি। তিনি পুরো বিষয়টি ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। কাজেই তাঁর অনুসারীদেরও অবশ্যই কাউকে দোষারোপ বা অভিযুক্ত করা উচিত হবে না এবং উদ্ধার পাবার জন্য নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করা উচিত হবে না। COLBen 153.2

যখন এমন পরীক্ষা আসে যা আমাদের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা অতীত, তখন আমাদের কোন ভাবেই বিচলিত হওয়া যাবে না। যতই আমাদের প্রতি অন্যায্য আচরণ করা হোক না কেন, নিজেদের ভেতরের ক্রোধ সম্বরণ করতে হবে। পাল্টা আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে আমরা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করি। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে সেই বিশ্বাসকে

আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করি এবং পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিই। আমাদের পাশে একজন সাক্ষী রয়েছেন, একজন স্বর্গীয় বার্তাবাহক রয়েছেন, যিনি আমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষা গড়ে তোলেন। তিনি আমাদেরকে ধার্মিকতার সূর্যের অতি উজ্জ্বল রশ্মি দ্বারা রক্ষা করবেন। শয়তান এই বাধা পার হতে পারে না। এই পবিত্র আলোক রশ্মির বর্ম শয়তান ভেদ করতে পারে না। COLBen 154.1

পৃথিবী যেখানে এতটা বেশি মন্দতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, সেখানে আমাদের নিজেদের এই ধারণা মোটেও পোষণ করা উচিত নয় যে, আমাদের কোন সমস্যা নেই। বরং এই সমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার জন্যই আমাদের উচিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হওয়া। অসীম জ্ঞানের অধিকারী যিনি, তাঁর কাছ থেকেই আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। COLBen 154.2

প্রভু বলেছেন, "আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।" গীত ৫০:১৫। তিনি তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত জটিলতা ও প্রয়োজনগুলো উপস্থাপন করতে বলেছেন এবং আমাদের যে সকল বিষয়ে ঐশ্বরিক সহায়তা প্রয়োজন সেগুলো প্রকাশ করতে বলেছেন। তিনি আমাদেরকে সব সময় প্রার্থনা করতে বলেছেন। যখনই কোন সমস্যায় পড়ব তখনই আমাদের উচিত হবে তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে আমাদের আবেদন উপস্থাপন করা। একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতার সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করি। যখন আমরা অনুভব করব, যে আমাদের কোন কিছুর অভাব রয়েছে, তখনই আমরা একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করব এবং আমাদের স্বর্গস্থপিতা আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। COLBen 154.3

যারা তাদের বিশ্বাসের কারণে লাঞ্ছনা বা নির্যাতনের শিকার হন তারা অনেক সময় এই চিন্তা করার জন্য প্রলুব্ধ হন যে, ঈশ্বর তাদেরকে ত্যাগ করেছেন। মানুষের চোখে তারা হয়ে দাঁড়ান সংখ্যালঘু। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত দিক থেকে তাদের শত্রুরা তাদের উপরে বিজয় লাভ করতে থাকে। কিন্তু তাদের কখনোই নিজেদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত হবে না। যিনি তাদের জন্য ক্রুশে দুঃখভোগ করেছেন এবং যিনি তাদের সমস্ত যাতনা ও বাথ্যা সকল সহ্য করেছেন, তিনি কখনো তাদেরকে ভুলে যাবেন না। COLBen 154.4

ঈশ্বরের সন্তানদেরকে কখনোই একাকী ও অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া হবে না। প্রার্থনা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাহুকে সক্রিয় করে তোলে। প্রার্থনার দ্বারা বিশ্বাসীরা "নানা রাজ্য পরাজিত করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বদ্ধ করিলেন, অগ্নির তেজ নির্বাপিত করিলেন" - খ্রীষ্টের প্রতি নিজেদের বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য যারা আগুনে পুড়ে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের বিষয়ে এখানে

বলা হয়েছে - "খড়্গের মুখ এড়াইলেন, দুর্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্যজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন।" ইব্রীয় ১১:৩৩, ৩৪। COLBen 155.1

যদি আমরা আমাদের জীবন ঈশ্বরের সেবা কাজের জন্য উৎসর্গ করি, তাহলে আমাদের জন্য তিনি যে স্থান নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আর কোন অবস্থানে আমরা যেতে পারব না। আমাদের পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আমাদের জীবনকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য একজন পথ নির্দেশক আমাদের সাথে রয়েছেন; আমাদের জীবনে যত জটিলতাই থাকুক না কেন আমাদের একজন পরামর্শ দাতা রয়েছেন; আমাদের যত দুঃখ, অপূর্ণতা বা একাকীত্বই থাকুক না কেন, আমাদের একজন সমবেদনাপূর্ণ বন্ধু রয়েছেন। যদি আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা কোন ভুল করে বসি, তাহলে খ্রীষ্ট কখনোই আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। তিনি সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।" যোহন ১৪:৬। "কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন।" গীত ৭২:১২। COLBen 155.2

প্রভু ঘোষণা করেছেন যে, যারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে চায়, যারা বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর সেবা করতে চায়, তাদের দ্বারা তিনি সম্মানিত হবেন। "যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে, কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভরতা।" যিশাইয় ২৬:৩। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাহু আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রভু বলছেন, তুমি এগিয়ে চল, আমি তোমার সহায় হব। তোমরা আমাদের নামের গৌরবের জন্যই যাচ্ঞা করেছ এবং তোমরা তা পাবে। যারা তোমাদের ব্যর্থতা দেখতে পায় তাদের সামনে আমি তোমাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হব। তারা আমার বাক্যের গৌরবময় বিজয় দেখতে পাবে। "আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই সকলই পাইবে।" মথি ২১:২২। COLBen 155.3

যারা পীড়িত ও অন্যায্য আচরণের শিকার, তারা ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করুক। যাদের অন্তর ইস্পাতের ন্যায় কঠিন তাদের কাছ থেকে সরে আসুন এবং আপনার যাচ্ঞার বিষয় আপনার সৃষ্টিকর্তাকে জানান। যে কেউ প্রভুর কাছে দুঃখার্ত অন্তর নিয়ে যাচ্ঞা করতে এসেছে সে কখনো তাঁর কাছ থেকে ফিরে যায় নি। আন্তরিক ভাবে করা কোন প্রার্থনা কখনো প্রভু প্রত্যাখ্যান করেন না। স্বর্গীয় সঙ্গীতের ধ্বনির মাঝেও ঈশ্বর ঠিকই সবচেয়ে দুর্বল মানুষটির কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। আমরা আমাদের অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মুখ ফুটে বলব, আমরা প্রতিটি পদে পদে চলার সময় প্রার্থনা করব, এবং আমাদের কথা নিখিল বিশ্বের অধিকর্তার সিংহাসনের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। তা যে কোন মানুষের কানের অশ্রবণযোগ্য হবে, কিন্তু তাই বলে নীরবতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করা তাদের শোভা যায় না, কিংবা তারা পৃথিবীতে যে সমস্ত কাজে লিপ্ত আছে তার মধ্য দিয়ে তারা চিরতরে হারিয়ে যাবে, সেটাও হয় না। কোন কিছুই আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে নিবারণ করতে পারে না। তা রাস্তা

ছাড়িয়ে ঘরের উঠোনে চলে আসে, তা সমস্ত বিরাট জনসমাগমের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের উপরে স্থান নেয়, এবং সবশেষে তা স্বর্গীয় পিতার বিচারালয়ে অবস্থান পায়। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি এবং এ কারণেই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করা হবে। COLBen 156.1

আপনারা যারা নিজেদেরকে অযোগ্য বলে মনে করেন, তারা নিজেদের ঈশ্বরকে বলার জন্য দ্বিধা করবেন না। তিনি যখন খ্রীষ্টকে এই জগতের পাপের জন্য দান করেছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেকটি আত্মার অবস্থা জেনে গিয়েছিলেন, এবং প্রত্যেকের জন্যই মুক্তি সাধন করেছিলেন। "যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দান করিবেন না?" রোমীয় ৮:৩২। আমাদের উৎসাহ ও বল লাভের জন্য তিনি কি তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ বাক্যের পরিপূর্ণতা সাধন করবেন না? COLBen 156.2

শয়তানের অধীনতা থেকে উদ্ধার করার চেয়ে খ্রীষ্টের সবচেয়ে বড় চাওয়া আর নেই। কিন্তু শয়তানের ক্ষমতার অধীন থেকে মুক্ত হওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই তার ক্ষমতাকে জয় করতে হবে। প্রভু আমাদের জন্য পরীক্ষার অনুমোদন দিয়েছেন যেন আমরা সমস্ত জাগতিকতা, স্বার্থপরতা, কলুষতা, ও খ্রীষ্টের স্বভাব বহির্ভূত আচরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করি। তিনি আমাদের আত্মাকে মুক্ত করার জন্য অতল সমুদ্রের মত দুঃখভোগের শিকার হয়েছেন, যেন আমরা যীশু খ্রীষ্টকে এবং যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারি। কারণ এতে করে আমরা সমস্ত প্রকার পাপময় কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারব এবং সত্যিকার পবিত্র, পরিষ্কৃত, ও আনন্দিত চিত্তে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারব। অনেক সময় আমরা স্বার্থপরতায় পূর্ণ অন্তর নিয়ে পরীক্ষায় প্রবেশ করি। কিন্তু যদি আমরা অত্যন্ত গুরুতর পরীক্ষার সময়েও ধৈর্য ধারণ করি তাহলে আমাদের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক চরিত্র প্রকাশিত হবে। যখন আমাদের দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে, তখন "তিনি দীপ্তির ন্যায় তোমার ধর্ম, মধ্যাহ্নের ন্যায় তোমার বিচার প্রকাশ করিবেন।" গীতসংহিতা ৩৭:৬। COLBen 157.1

প্রভু তাঁর লোকদের প্রার্থনা অবজ্ঞা করবেন এমন কোন ভয় নেই। ভয় সেই সমস্ত প্রলোভন এবং পরীক্ষাতে, যেগুলো তারা প্রার্থনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেললে তাদের জীবনে দেখা দেবে এবং তাতে তারা প্রার্থনায় একাগ্র তা হারিয়ে ফেলে। COLBen 157.2

আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট সূর-ক্সফনিকীয় নারীটির প্রতি স্বর্গীয় দয়া ও করুণা প্রকাশ করেছিলেন। মহিলাটির দুঃখ দুর্দশা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে এই নিশ্চয়তা দিতে চেয়েছিলেন যে, তার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে একটি শিক্ষা দিতে চাইলেন। আর প্রথমে কিছু সময়ের জন্য আপাতদৃষ্টিতে তিনি সেই নারীর অন্তরের যন্ত্রণাদায়ক কান্না শুনছিলেন না। যখন সেই নারী তার বিশ্বাস প্রকাশ করল, তখন

খ্রীষ্ট তার প্রতি প্রশংসা সূচক কথা বললেন এবং সে যে আশীর্বাদ চেয়েছিল তা দান করে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। শিষ্যরা এই শিক্ষা কখনো ভোলেন নি এবং ধৈর্য পূর্বক প্রার্থনা করার নিদর্শন হিসেবে এই ঘটনাটি পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। COLBen 157.3

স্বয়ং খ্রীষ্ট সেই মায়ের অন্তরে ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা স্থাপন করেছিলেন যা কখনো নির্বাপিত হওয়ার নয়। খ্রীষ্ট নিজেই বিচার চাইতে আসা বিধবাকে বিচারকর্তার সামনে বার বার আসার জন্য সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় দান করেছিলেন। খ্রীষ্টই বহু শতাব্দী পূর্বে যব্বোক নদীর তীরে সেই রহস্যময় মল্ল যুদ্ধে যাকোবকে এই একই দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করেছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অন্তরে যে বিশ্বাস স্থাপন করে তা কখনো ব্যর্থ হয় না। COLBen 158.1

যিনি স্বর্গীয় ধর্মধামে বাস করেন, তিনি ধার্মিকতার সাথে বিচার করেন। তিনি তাঁর সিংহাসনের চারপাশে অবস্থানকারী দূতগণের বাহিনীকে দেখার চেয়ে তাঁর মনোনীত লোকদেরকে দেখে আরও বেশি আনন্দিত হন, যারা এই পাপময় পৃথিবীতে প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই পৃথিবীর প্রতি সমগ্র নিখিল বিশ্বের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে, কারণ খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য এক মহা মূল্য প্রদান করেছেন। COLBen 158.2

এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা তাঁর নিজ গুণে পৃথিবীকে স্বর্গের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, কারণ প্রভু যাদেরকে উদ্ধার করেছেন তারা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। অব্রাহাম ও মোশীর সময়ে যেমন স্বর্গীয় সত্ত্বাগণ এই পৃথিবীতে বিচরণ করতেন, তেমনি এখনও এই পৃথিবীতে তাঁদের পদচারণা রয়েছে। আমাদের মহানগরীগুলোর অবিশ্রান্ত ব্যস্ততার মধ্যে, জনতার ভিড়ের মধ্যে, যেখানে প্রতি দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেখানে কঠোর ও কর্কশ বাস্তবতা ব্যতীত আর কোন কিছুর অবকাশ নেই - সেখানেও স্বর্গ ও তার পবিত্র বাসিন্দাদের দৃষ্টি সব সময় বিরাজমান রয়েছে। মানব জাতির প্রত্যেকটি কথা ও কাজ স্বর্গের অদৃশ্য সত্ত্বাগণ প্রতি নিয়ত লক্ষ করছেন। ব্যবসায় বা বিনোদনের জন্য যেখানে মানুষ জমায়েত হয়, যখন মানুষ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একত্রিত হয়, সেখানে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যত সমাগত শ্রোতা পরিলক্ষিত হয়, অদৃশ্য ভাবে প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি শ্রোতার উপস্থিতি সেখানে থাকে। অনেক সময় স্বর্গীয় এই সত্ত্বাগণ নিজেদেরকে এই পর্দার আড়াল থেকে বের করে নিয়ে আসেন, যে পর্দার কারণে আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে দেখতে পাই না, যেন আমরা এই ব্যস্ত পৃথিবীর কর্ম চাঞ্চল্য থেকে কিছুটা সময়ের জন্য মুখ তুলে তাকাই এবং আমাদের চারপাশে ঈশ্বরের যে অদৃশ্য উপস্থিতির সাক্ষ্য সব সময় অবস্থান করছে তা যেন আমরা চোখে দেখতে পাই। COLBen 158.3

এই পৃথিবীতে অদৃশ্য আগন্তুক স্বর্গদূতদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের আরও ভাল করে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ঐশ্বরিক আলো ও শক্তির স্বর্গীয় বাহিনী সেই সমস্ত নম্র ও

মৃদু স্বভাবের মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হন, যারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর উপরে নির্ভর করে। করূব ও সরাফ এবং অন্যান্য যে সকল স্বর্গদূতেরা শক্তিমত্তায় তুলনাহীন, যারা দশ সহস্র অযুতের দশ হাজার গুণ শক্তিশালী, তাঁরা প্রভুর ডান পাশে দণ্ডায়মান থাকেন। "উঁহারা সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, উঁহারা কি তাহাদের পরিচর্যার জন্য প্রেরিত নহেন?" ইব্রীয় ১:১৪। COLBen 159.1

এই সকল স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে মনুষ্য সন্তানদের সমস্ত কথা ও কাজের সঠিক ও বিশ্বস্ত হিসেব লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি যারা অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়, শয়তানের সেই সমস্ত কার্যকারীদের নাম স্বর্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। COLBen 159.2

"তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাঁহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন।" COLBen 159.3

"অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, যাহা মহাপুরস্কারযুক্ত। কেননা ধৈর্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও। কারণ ''আর অতি অল্পকাল বাকী আছে, যিনি আসিতেছেন, তিনি আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না।" ইব্রীয় ১০:৩৫-৩৭। "অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষক ভূমির বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করে এবং যত দিন তাহা প্রথম ও শেষ বর্ষা না পায়, ততদিন তাহার বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু থাকে। তোমরাও দীর্ঘসহিষ্ণু থাক, আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।" যাকোব ৫:৭,৮। COLBen 159.4

ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা তুলনাহীন। পাপী মানুষের প্রতি দয়া ও করুণার কারণে ঈশ্বর তাঁর বিচারে বিলম্ব করেন। কিন্তু "ধর্মশীলতা ও বিচার তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তিমূল," গীতসংহিতা ৯৭:২। "সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান, এবং তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; ঘূর্ণবায়ু ও ঝড় সদাপ্রভুর পথ, মেঘ তাঁহার পদধূলি," নহূম ১:৩। COLBen 160.1

এই জগত ঈশ্বরের বিধান অমান্য করতে করতে অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতার জন্য মানুষ তাঁর কর্তৃত্বকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। মানুষ একে অপরের উপরে শোষণ ও নিপীড়নে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং তাঁর সৃষ্টি জগতের উপরে আঘাত হানছে। তারা বলে, "ঈশ্বর কি রূপে জানিবেন? পরাৎপরের কি

জ্ঞান আছে?” গীতসংহিতা ৭৩:১১। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে যা তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। তাদের জন্য নিরূপিত সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। খুব শীঘ্র তারা সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে চলেছে। এমন কি এখনও তারা দীর্ঘসহিষ্ণু ঈশ্বরের ধৈর্যের বাধ, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের সীমারেখা প্রায় শেষ করার পর্যায়ে চলে এসেছে। প্রভু তাঁর সম্মান রক্ষা করার জন্য, তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য, এবং অধার্মিকতাকে সমূলে বিনাশ করার জন্য উদ্যোগ নেবেন। COLBen 160.2

নোহের সময়ে মানুষ ঈশ্বরের আইন অমান্য করতে করতে এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির স্মৃতি জগত থেকে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনৈতিকতা এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, প্রভু এই পৃথিবীতে মহা বন্যা পাঠিয়েছিলেন, এর দুষ্ট অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। COLBen 160.3

যুগে যুগে প্রভু তাঁর কাজের ধারা মানুষকে জ্ঞাত করেছেন। যখন কোন একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তিনি সেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এবং শয়তানের সমস্ত পরিকল্পনা ও কাজ বন্ধ করেছেন। বিভিন্ন জাতি, পরিবার, ও ব্যক্তির সাথে তিনি এ ধরণের সমস্যার মুখে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযোগ সাধন করেছেন, যেন তাঁর উপস্থিতি সহজে চিহ্নিত করা যায়। এর পর তিনি পুরো পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন যে, ইস্রায়েলের এমন এক ঈশ্বর আছেন, যিনি তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হতে দেন না এবং তিনি তাঁর নিজ মনোনীত লোকদেরকে রক্ষা করেন। COLBen 160.4

অধার্মিকতা প্রলুব্ধ এই যুগে আমাদের এ কথা ভাল করে জেনে রাখা ভাল যে, খুব শীঘ্র ভয়ঙ্কর এক সময় আসছে। যখন এই সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে, যখন তাঁর মনোনীত লোকেরা তাঁরই সৃষ্ট অন্য মানুষের হাতে শোষিত ও নিপীড়িত হতে থাকবে, তখনই ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করবেন। COLBen 161.1

সেই সময় খুব কাছে এসে গেছে, যখন ঈশ্বর বলবেন, “হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কর, তোমার দ্বার সকল রুদ্ধ কর; অল্পক্ষণ মাত্র লুক্কায়িত থাক, যে পর্যন্ত ক্রোধ অতীত না হয়। কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থান হইতে নির্গমন করিতেছেন, পৃথিবী-নিবাসীদের অপরাধের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত; পৃথিবী আপনার উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করিবে, আপনার নিহতদিগকে আর আচ্ছাদিত রাখিবে না।” যিশাইয় ২৬:২০, ২১। যে সমস্ত মানুষ নিজেকে তথাকথিত খ্রীষ্টান বলে দাবী করে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো দরিদ্রদের উপরে অত্যাচার করতে পারে ও তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারে; হয়তো তারা বিধবা ও অনাথদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে; হয়তো ঈশ্বরের লোকদের অন্তরে অধিকার স্থাপন করতে না পেরে তাদের শয়তান সুলভ ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু এই সব কিছুর জন্য ঈশ্বর তাদেরকে বিচারে দাঁড় করাবেন। “কেননা যে ব্যক্তি দয়া করে নাই, বিচার

তাহার প্রতি নির্দয়; দয়াই বিচারজয়ী হইয়া শ্লাঘা করে” (যাকোব ২:১৩)। সমগ্র বিশ্বের বিচারকর্তার সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে তাদের আর খুব বেশি দেরি নেই। ঈশ্বরের সৃষ্ট ও মনোনীত মানুষদের দেহ ও আত্মার প্রতি তারা যে পীড়ন ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে, তার জন্য তাদেরকে জবাব দিতেই হবে। তারা হয়তো এখন ঈশ্বরের লোকদের উপরে মিথ্যা অভিযোগ আনবে, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর কাজ করার জন্য এই পৃথিবীতে নিযুক্ত করেছেন তাদেরকে হয়তো তারা ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে ও তাদের নামে দোষারোপ করবে। তারা এখন ঈশ্বরের মনোনীত মানুষদেরকে কারারুদ্ধ করবে, শেকলে বেঁধে রাখবে, নির্বাসনে দেবে, কিংবা হত্যা করবে। কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যে কোন একজনের আর্তনাদ, কিংবা এক ফোঁটা মাত্র চোখের জলের কারণে এই সকল দুষ্কৃতিকারীদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য দ্বিগুণ কর্মফল দেবেন। অধার্মিক মণ্ডলীর নিদর্শন বাবিল সম্পর্কে তিনি তাঁর বিচার কাজ সাধনকারীদেরকে বলেছেন, “কেননা উহার পাপ আকাশ পর্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর; আর তাহার ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দেও; সে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পেয় প্রস্তুত কর।” প্রকাশিত বাক্য ১৮:৫, ৬। COLBen 161.2

ভারত থেকে, আফ্রিকা থেকে, চীন থেকে, সাগরের বুকে জেগে থাকা দ্বীপসমূহ থেকে, তথাকথিত সমস্ত খ্রীষ্টান দেশ থেকে মানবাত্মার হাহাকার ও কান্নার রোল ঈশ্বরের কাছে উঠে এসেছে। এই কান্নার জবাব খুব শীঘ্রই দেয়া হবে। ঈশ্বর এই পৃথিবীকে তার সমস্ত নৈতিক কলুষতা থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু নোহের সময়কার মত বন্যার মধ্য দিয়ে নয়, বরং তিনি এবার এমন এক আগুনের সমুদ্র নিয়ে আসবেন যা কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় নির্বাপণ করা সম্ভব হবে না। COLBen 162.1

“তৎকালে যে মহান অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে।” দানিয়েল ১২:১। COLBen 162.2

ছাদের চিলেকোঠা থেকে, ছাউনি ঘর থেকে, ভূগর্ভস্থকক্ষ থেকে, বিচার মঞ্চ থেকে, পর্বত ও মরুভূমি থেকে, পাহাড়ের অভ্যন্তরের গুহা ও সমুদ্রের গিরিখাদ থেকে খ্রীষ্ট তাঁর নিজ সন্তানদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন। এই পৃথিবীতে তারা নিঃস্ব, দরিদ্র, ও পীড়িত অবস্থায় জীবন ধারণ করেছে। শয়তানের দাসত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে আসতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে কোটি কোটি মানুষকে লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে কবরস্থ হতে হয়েছে।

মানবীয় বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তানদেরকে সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এমন এক দিন আসছে যখন “ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্তা” হবেন (গীতসংহিতা ৫০:৬)। তখন পৃথিবীতে যত বিচার ঘটেছে তার রায় পাল্টে যাবে। তখন ঈশ্বর “সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন।” যিশাইয় ২৫:৮। তাদের প্রত্যেককে সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করতে দেয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য ৬:১১)। “আর তাহাদিগকে বলা যাইবে, ‘পবিত্র প্রজা’, ‘সদাপ্রভুর মুক্ত লোক’।” যিশাইয় ৬২:১২। COLBen 162.3

ঈশ্বরের সন্তানদেরকে যে ক্রুশই বহন করতে বলা হোক না কেন, তাদেরকে যে ক্ষতিই স্বীকার করতে বলা হোক না কেন, তারা যত দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতনই সহ্য করুক না কেন, এমন কি তারা যদি তাদের এই পার্থিব জীবনও হারিয়ে ফেলে, তথাপি তাদের সমস্ত ক্ষতি ঈশ্বর নিজে পূরণ করে দেবেন। ঈশ্বরের সন্তানেরা “তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে।” প্রকাশিত বাক্য ২২:৪। COLBen 163.1

Chapter 17 - "এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে"

লূক ১৫:১-১০ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

যেভাবে "করগ্রাহী ও পাপীরা" খ্রীষ্টের কাছে আসছিল, তাতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা তাদের অসন্তোষের মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল। "এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে," তারা বলল, "ও তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করে।" COLBen 164.1

এই দোষারোপের দ্বারা তারা পরোক্ষ ভাবে বলতে চাইল যে, খ্রীষ্ট পাপী ও দুষ্টদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পছন্দ করেন, এবং তাদের মন্দ কাজে উদাসীন অংশ নেন। ধর্ম গুরুরা যীশুর বিষয়ে নিরাশ হয়েছিল। এটি কেন হবে যে, যে ব্যক্তি নিজেকে এত উন্নত চরিত্রের বলে দাবী করেন তিনি কেন তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন না এবং তাদের শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না? কেন তিনি এত সহজ সরল ভাবে সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাজ করেন? যদি তিনি একজন ভাববাদী হতেন তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতেন এবং তিনি তাদের মত করগ্রাহী ও পাপীদের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতেন। সমাজের এই সব অভিভাবকদের এটি রাগান্বিত করেছিল কারণ তার সঙ্গে তারা প্রতি নিয়ত তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছিল, যার জীবনের পবিত্রতা, শ্রদ্ধা ও ভয় জাগায়, তিনি তাদের দোষারোপ করছেন; এবং প্রকাশ্যে তিনি সমাজ চ্যুত মানুষদের সঙ্গে মেলামেলা করছেন, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি সুলভ আচরণ করছেন। তারা তাঁর নিয়ম ও পদ্ধতি অনুমোদন করে নি। তারা নিজেদের শিক্ষিত, মার্জিত, পরিষ্কৃত, এবং অন্যদের চেয়ে তাদের ধার্মিকতা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। কিন্তু খ্রীষ্টের উদাহরণ তাদের স্বার্থপরতাকে প্রকাশ করেছিল। COLBen 164.2

এটি তাদের আরও রাগান্বিত করেছিল যে, যিনি কেবল ধর্ম গুরুদের দোষারোপ ও নিন্দা করেছেন; তারা সমাজ গৃহে সেই যীশুর কাছে লোকদের সমবেত হতে দেখে নি, এবং তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে মুগ্ধ হতেও দেখে নি, তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব হল যে, করগ্রাহী এবং পাপীরা যীশুর প্রতি এভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে? COLBen 165.1

তারা জানে না যে, তারা যে সব কথা বলেছে তার মধ্যে ঘৃণা সূচক ভাব রয়েছে। "এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে।" যে সমস্ত প্রাণ যীশুর কাছে আসত তারা যীশুর উপস্থিতিতে উপলব্ধি করত যে, বাস্তবিক পাপের গহ্বর থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য একজন এসেছেন। ফরীশীরা তাদের কেবল ঘৃণা আর দোষারোপ করত। কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তাদের সাদরে গ্রহণ করতেন, যারা পিতার গৃহ থেকে বস্তুত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু পিতার হৃদয় থেকে বিস্মৃত হয় নি। আর তাদের ভীষণ দুঃখ এবং পাপ তাদের প্রতি আরও বেশি তাঁর করুণার সৃষ্টি করেছিল। তারা তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক দূরে চলে যাওয়ার ফলে তাদের

ত্রাণ করার জন্য আরও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগেছিল এবং আরও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। COLBen 165.2

এই সব কিছুই ইস্রায়েলের ধর্ম শিক্ষকরা পবিত্র গুটানো পুস্তক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত, যা তারা রক্ষাকারী, পালনকারী, এবং এর ব্যাখ্যাকারী বলে গর্ববোধ করত। দায়ূদ কি লেখেন নি - যে দায়ূদ মারাত্মক পাপে পতিত হয়েছিলেন, "আমি হারানো মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, নিজ দাসের অন্বেষণ কর"? গীতসংহিতা ১১৯:১৭৬। মীখা কি এই কথা বলে পাপীদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার কথা প্রকাশ করেন নি, "কে তোমার তুল্য ঈশ্বর, অপরাধ ক্ষমাকারী ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্মের প্রতি উপেক্ষাকারী। তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত।" মীখা ৭:১৮। COLBen 165.3

হারানো মেষ

COLBen 166

খ্রীষ্ট এই সময় তাঁর শ্রোতাদের পবিত্র শাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেন নি। তিনি তাদের কাছে তাদের নিজ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন। যর্দনের পূর্ব দিকে পাহাড়ের উপর সুদূর বিস্তৃত সমতল গোচারণ ভূমি ছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশুর জন্য ঘাসের প্রাচুর্য ছিল। গিরিখাতের মধ্য দিয়ে এবং গাছপালায় পূর্ণ পাহাড়ের উপরে পড়ে বেড়ানোর সময় অনেক মেষ হারিয়ে যেত। তবে মেষপালকেরা অনেক যত্নে হারিয়ে যাওয়া মেষগুলো খোঁজ করে এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। যে সমস্ত লোক যীশুর চারপাশে সমবেত ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মেষ পালক এবং অনেকে মেষ পাল কিংবা অন্য পশু পালের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। আর তাই সকলেই তাঁর ব্যাখ্যা সহজে বুঝতে পেরেছিল: "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি- যাহার এক শত মেষ আছে, ও সেই সকলের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়- নিরানব্বইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না, আর যে পর্যন্ত সেই হারানোটি না পায়, সেই পর্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিতে যায় না?" COLBen 166.1

যীশু বলেছিলেন, এই সকল প্রাণ, যাদের তোমরা তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করছ, তারা ঈশ্বরের সম্পত্তি। সৃষ্টির দ্বারা এবং উদ্ধার করার দ্বারা তারা তাঁর হয়েছে এবং তাঁর দৃষ্টিতে এরা মূল্যবান। যেভাবে মেষ পালক মেষদের ভালবাসে এবং একটি হারিয়ে গেলে সেটি না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেয় না, ঠিক তেমনি অনন্ত অসীম ঈশ্বর সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত প্রতিটি প্রাণকে ভালবাসেন। মানুষ তাঁর ভালবাসার দাবীকে অস্বীকার করতে পারে, তারা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, তারা অন্য মালিককে বেছে নিতে পারে; তবুও তারা ঈশ্বরের এবং যা তাঁর নিজের তা তিনি আবার ফিরে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকেন। তিনি বলেছেন, "পালক আপন ছিন্নভিন্ন মেষগণের মধ্যে থাকিবার দিনে যেমন আপন পাল

খুঁজিয়া বাহির করে, তেমনি আমি আপন মেষগণকে খুঁজিয়া বাহির করিব, এবং যে সকল স্থানে তাহারা মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিবসে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব।” যিহিস্কেল ৩৪:১২। COLBen 166.2

এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে দেখতে পাই যে, একটি মেষকে — সংখ্যার দিক থেকে মনে হবে এটি খুবই সামান্য, সেই মেষটিকে খুঁজে আনবার জন্য মেষ পালক বের হয়েছে। তেমনি যদি কেবল একটি প্রাণ হারিয়ে যায়, তবে খ্রীষ্ট ঐ একটি প্রাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেন। COLBen 167.1

যে মেষ মেষপাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই মেষটি সমস্ত জীবের মধ্যে সবচেয়ে অসহায়। এই মেষটিকে অবশ্যই মেষপালকের খুঁজে বের করে আনতে হবে, কারণ ঐ হারিয়ে যাওয়া মেষটি ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে না। একই ভাবে যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপথে গেছে; সে ঐ হারানো মেষের মতই অসহায়, এবং স্বর্গীয় ভালবাসা দিয়ে তাকে মুক্ত করার জন্য তার কাছে না আসা পর্যন্ত সে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে না। COLBen 167.2

মেষ পালক, যে কখনো মেষ পালের প্রতি অযত্ন কিংবা অবহেলা করে নি, সব সময় লক্ষ রেখেছে ও নিরাপদ খোঁয়াড়ে রেখেছে, সে পাল থেকে একটি মেষ হারিয়ে গেছে বলে সে বলবে না, “আমার এখন নিরানব্বইটা মেষ আছে, যে একটি মেষ হারিয়ে গেছে সেটি খুঁজে বের করা আমার জন্য ব্যয় সাপেক্ষ, এবং খুবই কষ্টকর হবে। মেষটি নিজেই ফিরে আসুক এবং আমি মেষের খোঁয়াড়ের দরজা খোলা রাখব যেন মেষটি ভিতরে ঢুকতে পারে।” না! যে মুহূর্তে মেষ হারিয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে মেষ পালক উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তায় পতিত হয়। সে বার বার তার মেষপালের মেষের সংখ্যা গণনা করতে থাকে। যখন সে নিশ্চিত হয় যে, একটি মেষ হারিয়ে গেছে। সে নিরানব্বইটি মেষ খোঁয়াড়ের মধ্যে রেখে হারিয়ে যাওয়া মেষটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। গাঢ় অন্ধকার ও নিস্তব্ধ রাতে বিপদ সঙ্কুলপ পথে, মেষ পালকের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তাও আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং অন্বেষণে তাঁর আন্তরিকতা আর একাগ্রতা আরো দৃঢ় হতে থাকে। হারানো মেষটি খুঁজে পেতে যত রকম চেষ্টা করা যেতে পারে সব চেষ্টাই সে করে। COLBen 167.3

সে হঠাৎ করে দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক শুনে স্বস্তি বোধ করে। সেই শব্দ অনুসরণ করে সে এগিয়ে যায়, সে উঁচু খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে, সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাড়া স্থানের একেবারে কিনারায় চলে যায়। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে সে মেষটির চিৎকার শুনতে পায়, যে চিৎকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল, তা শুনে মেষ পালক বুঝতে পারে যে, মেষটি মারা যাচ্ছে। অবশেষে সে তার প্রচেষ্টার পুরস্কার পেল, যা হারিয়ে গিয়েছিল, সে তা ফিরে পেল। যদিও মেষটির জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল, তবুও সে মেষটিকে

কোন তিরস্কার করল না। সে বেত দিয়ে মেরে তাকে তাড়িয়ে দিল না। সে ঘরে আনবার জন্য মেষটি হাঁটিয়ে নিয়ে এল না। ভীত ও কম্পিত এই জীবটিকে সে মহা আনন্দের সঙ্গে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিল। মেষটির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেছে কি না বা আঘাত পেয়েছে কি না, এই ভেবে সে তাকে দু হাতের মধ্যে পরম বন্ধুর মত খুব কোমল ভাবে জড়িয়ে ধরল, যাতে তার নিজ হৃদয়ের উষ্ণতায় মেষটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে। সে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হল, কারণ তার প্রচেষ্টা বৃথা যায় নি। সে আবার মেষটিকে মেষদের খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। COLBen 167.4

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাদের কল্পনায় কোন দুঃখার্ত বিষন্ন মেষ পালকের চিত্র তুলে ধরেন নি, যিনি মেষ ফিরিয়ে না এনেই ফিরে এসেছেন। এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে ব্যর্থতা সম্পর্কে কোন কথা খ্রীষ্ট বলেন নি, কিন্তু সফলতার এবং ফিরে পাওয়ার আনন্দের কথা বলেছেন। এখানেই ঐশ্বরিক নিশ্চয়তা রয়েছে যে, ঈশ্বরের খোঁয়াড় থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি মেষও উপেক্ষিত নয়। উদ্ধার না করে একটি মেষকেও পরিত্যাগ করা হবে না। প্রত্যেককেই উদ্ধারের জন্য মুক্তিপন দেয়া হয়েছে, খ্রীষ্ট পাপের গহ্বর থেকে এবং পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন। COLBen 168.1

হতাশাগ্রস্ত প্রাণকে সাহস কর, যদিও তুমি মন্দ কাজ করেছ। এটি মনে করবেন না যে, ঈশ্বর "বোধ হয়" তাঁর আদেশ লঙঘন করার জন্য তা ক্ষমা করে দেবেন না এবং আপনাকে তাঁর সান্নিধ্যে আসার অনুমতি দেবেন না। ঈশ্বর প্রথমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। যখন আপনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তিনি সামনে এগিয়ে এসে আপনাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করেন। নিরানব্বইটা মাঠে রেখে যা হারিয়ে গেছে তা মেষ পালকের সহানুভূতিশীল অন্তর দিয়ে খোঁজার জন্য মরুভূমি ও পর্বতে বের হয়ে যাবেন। যে মানুষ ক্ষত বিক্ষত ও আহত, যে মৃত্যু পথযাত্রী, তিনি তাকে তাঁর ভালবাসার দুই বাহু দিয়ে বেষ্টন করে রাখবেন, এবং আনন্দিত হৃদয়ে নিরাপদ মেষ পালের মধ্যে বয়ে নিয়ে আসবেন। COLBen 168.2

যিহুদীরা এই শিক্ষা পেয়েছিল যে, ঈশ্বরের ভালবাসা পাবার আগে পাপীকে, প্রথমে অনুতাপ করতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে অনুতাপ হল এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে স্বর্গের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এটি ছিল সেই চিন্তা, যার দ্বারা চালিত হয়ে ফরীশীরা বিস্ময়ে এবং সক্রোধে চিৎকার করে বলেছিল, "এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে।" তাদের ধারণা অনুযায়ী, যারা অনুতাপ করে নি তাদের কাউকে তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসার জন্য অনুমতি দিতে পারেন না। কিন্তু হারানো মেষের দৃষ্টান্ত মূলক গল্পের মধ্য দিয়ে যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে আসে না, কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আসে। "বুঝে এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এমন কেহই নাই, সকলেই বিপথে গিয়াছে।" রোমীয় ৩:১১, ১২। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসতে

পারেন, এই অভিপ্রায়ে আমরা অনুতাপ করব না। কিন্তু তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাদের ভালবেসেছেন যেন আমরা অনুতাপ করতে পারি। COLBen 169.1

যে মেষটি হারিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে যখন সেই মেষটিকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, তখন মেষপালক তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আনন্দের সুমধুর গান গেয়েছিল। সে তার বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের ডেকে বলল, "আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা পাইয়াছি।" একই ভাবে মহান মেষ পালকের মাধ্যমে যখন বিপথগামী কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীর ধন্যবাদ ও প্রশংসা এক হয়ে যায়। COLBen 169.2

"তদ্রুপ এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে; যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যক, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।" খ্রীষ্ট বলেছেন, 'তোমরা ফরীশীরা নিজেদের স্বর্গের অনুগ্রহ প্রাপ্ত বলে মনে করে থাক। তোমরা মনে কর যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের ধার্মিকতাকে সুনিশ্চিত করেছ। তাহলে এখন জেনে রাখ, যদি তোমাদের অনুতাপের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার কাজ তোমাদের জন্য নয়। এই সব দরিদ্র লোকেরা, যারা তাদের নিঃস্বতা এবং পাপের জীবন বুঝতে পেরেছে, বাস্তবিক আমি তাদের মুক্ত করার জন্যই এই জগতে এসেছি। এই হারানোদের, যাদের তোমরা অবজ্ঞা করছ, তাদের প্রতি স্বর্গের দূতগণের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। যখন তাদের মধ্যে কোন একজন আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, তখন তোমরা অভিযোগ কর, এবং উপহাস কর। কিন্তু জেনে রেখো, স্বর্গের দূতগণ উর্ধ্ব থেকে তখন বিজয়ের আনন্দ ধ্বনি করতে থাকে। COLBen 169.3

রব্বিদের একটি উক্তি ছিল যে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি পাপ করেছে, সে যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন স্বর্গে আনন্দ হয়। কিন্তু যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের কাছে ধ্বংসের কাজ হল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কাজ। যে কাজের মধ্যে স্বর্গের আনন্দ নিহিত আছে তা হল, যাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের মধ্যে তাঁর নিজ প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করা। COLBen 170.1

যখন কেউ তার জীবনের পাপের কথা ভেবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে চায়, সে তখন সমালোচনা এবং উপহাসের সম্মুখীন হয়। অনেক লোক আছে যারা তার অনুতাপ খাঁটি কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তারা ফিস ফিস করে বলে, "তার কোন স্থিরতা নেই; আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, সে বাস্তবিক অনুতাপ করার জন্য এগিয়ে আসবে।" যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে কেবল অভিযোগ করে, তারা বস্তুত ঈশ্বরের কাজ করে না, কিন্তু শয়তানের কাজ করে। এভাবে সমালোচনার মধ্য দিয়ে কেউ কেউ মনে করে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে নিরুৎসাহিত করতে পেরেছে এবং ঈশ্বরের কাছে আশা নিয়ে উপস্থিত

হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে তাকে ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। অনুতাপকারী পাপীকে এই বিষয়টি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে দিতে হবে যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে হারিয়ে গেছে, সে যদি কখনো ফিরে আসে, তাহলে স্বর্গে আনন্দ হয়। তাকে ঈশ্বরের ভালবাসার মধ্যে অবস্থান করতে দিতে হবে এবং ফরীশীদের উপহাস অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসের দ্বারা যেন কোন নিরুৎসাহের ও আশাভঙ্গের কোন ঘটনা না ঘটে। COLBen 170.2

ধর্মগুরুরা মনে করেছিল যে, খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি করগ্রাহী এবং পাপীদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু এর অর্থ সুদূর প্রসারী। হারানো মেষের দৃষ্টান্তটির দ্বারা খ্রীষ্ট কেবল একক কোন পাপীর ব্যাপারে উল্লেখ করেন নি, কিন্তু একটি জগত যা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে, তার কথা বলেছেন। ঈশ্বরের বিশাল সাম্রাজ্য, যার উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করে আছেন এবং পরিচালনা করছেন, তার মধ্যে এই পৃথিবী কেবল একটা অণুর মত। তবুও এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর একটি হারানো মেষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিরানব্বইটা মেষের চেয়ে আরও বেশি মূল্যবান, যারা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। খ্রীষ্ট, যিনি স্বর্গের প্রাসাদের প্রেমপাত্র অধিপতি ছিলেন, তিনি তাঁর উচ্চ অবস্থান থেকে নিজেকে অবনত করলেন, পিতার যে মহিমা তাঁর সঙ্গে ছিল, তা তিনি জগতের হারিয়ে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করার জন্য বর্জন করলেন। তিনি পাপহীন সুউচ্চ স্বর্গ ছেড়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন, "আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ" এবং "আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হওয়ার জন্য" (যিশাইয় ৫৩:৫)। ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে তাঁর পুত্রকে দান করেছেন, যেন তিনি হারিয়ে যাওয়া মেষের ফিরে পাওয়ার আনন্দ লাভ করতে পারেন। COLBen 170.3

"দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটে। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই।" ১ যোহন ৩:১। আর খ্রীষ্ট বলেছেন, "তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রুপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।" যোহন ১৭:১৮। "খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী।" কলসীয় ১:২৪। খ্রীষ্ট যাদের উদ্ধার করেছেন তাদের প্রত্যেককে তাঁর নামে যারা হারিয়ে গেছে, তাদের রক্ষা করার কাজের জন্য ডেকেছেন। ইস্রায়েল জাতি এই কাজ উপেক্ষা করেছিল। এই বর্তমান কালে যারা নিজেদের খ্রীষ্টের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে, তারাও কি এই কাজ উপেক্ষা করছে না? COLBen 171.1

যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপথে গেছে, পাঠক তাদের মধ্যে কত জনকে আপনি খুঁজে বের করে ঈশ্বরের পালের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন? যখন আপনি তাদের কাছ থেকে ফিরে এসেছেন তখন কে এই কথা ভেবেছে যে, এটি অনিশ্চিত এবং অনাকর্ষণীয় বিষয়? আপনি কি উপলব্ধি করতে পারছেন যে, আপনি যাদের উপেক্ষা করেছেন খ্রীষ্ট সেই মানুষদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন? প্রথমে যখন আপনি তাদের কাছ থেকে ফিরে এসেছিলেন,

তখন হয়তো তাদের আপনার করুণার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক সমবেত উপাসনায় অনেক প্রাণ সেখানে উপস্থিত থাকে যারা সান্ত্বনা এবং শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাদের উদাসীন জীবন যাপনকে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তারা পবিত্র আত্মার প্রভাবের বাইরে নয়। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের হয়তো খ্রীষ্টের জন্য জয় করা সম্ভব ছিল। COLBen 171.2

যদি হারিয়ে যাওয়া মেষকে পালের মধ্যে ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই ভাবে বিপথে চালিত হতে থাকবে। এমন অনেকে আছে যারা তাদের দিকে রক্ষা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়ার অভাবে বিনাশের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই বিপথে গমনকারীরা হয়তো কষ্টকর এবং হতাশা জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে; কিন্তু তারা যদি একই সুযোগ লাভ করত যা অন্যরা পেয়েছে, তাহলে তারা তাদের জীবনে আরও বেশি করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারত এবং উপকার সাধনের জন্য আরও মহৎ গুণ লাভ করত। এই সব বিপথে গমনকারীদের জন্য স্বর্গদূতগণ সহানুভূতি বোধ করেন। যখন মানুষের চোখ শুষ্ক থাকে এবং হৃদয় দয়া লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়, তখন স্বর্গদূতগণ দুঃখ প্রকাশ করে কাঁদেন। COLBen 172.1

হায়! যারা প্রলোভিত হয়েছে ও বিপথে গমন করছে, তাদের জন্য গভীর এবং হৃদয় স্পর্শী সহানুভূতির কত না অভাব! হায়! আরও বেশি করে খ্রীষ্টের উৎসাহের জন্য নিজেকে আরও কতই না ছোট করতে হবে, নিজেকে অস্বীকার করতে হবে! COLBen 172.2

ফরীশীরা বুঝতে পেরেছিল যে, খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের তিরস্কার করেছেন। তাঁর কাজের জন্য তাদের সমালোচনা গ্রহণ করে নেবার পরিবর্তে তিনি করগ্রাহী ও পাপীদের উপেক্ষা করার জন্য তাদের তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি সরাসরি এই কাজ করেন নি, পাছে তাঁর বিরদ্ধে তাদের অন্তর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বর যে প্রকৃত কাজ তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন অথচ তারা তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। তারা প্রকৃত মেষ পালক হলে, এই নেতারা, ইস্রায়েলের মধ্যে মেষ পালকদের কাজ করতে পারত। তারা খ্রীষ্টের দয়া ও ভালবাসা প্রকাশ করত এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর কাজ করত। এই কাজ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তারা যে অনুগ্রহশীল বলে তারা যে দাবী করে আসছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হল। এখনও অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের তিরস্কারকে উপেক্ষা করে। তথাপি এমন অনেকে আছে যারা তাঁর কথায় নিজের দোষ উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর এদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল এবং তারা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে হারানো মেষের দৃষ্টান্তে বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী প্রকৃত কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। COLBen 172.3

হারানো রৌপ্য সিকি

COLBen 173

হারানো মেষের দৃষ্টান্ত বলার পর খ্রীষ্ট আরেকটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বললেন, “কোন স্ত্রীলোক, যাহার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারাইয়া ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া যে পর্যন্ত তাহা না পায়, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখে না?” COLBen 173.1

প্রাচ্যে দরিদ্র লোকদের ঘরগুলো সাধারণত এক কক্ষ বিশিষ্ট হত। ঘরগুলো প্রায়ই জানালাবিহীন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত। কক্ষগুলো কদাচিৎ ঝাড়— দেয়া হত এবং একটি মুদ্রা মেঝেতে পড়ে গেলে অতি দ্রুত তা ধুলা এবং ময়লায় ঢাকা পড়ে যেত। এই কারণে মুদ্রাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য কেবল রাতের বেলায় নয়, কিন্তু দিনেও প্রদীপ জ্বালাতে হত, এবং খুব ভালো করে ঝাড়— দিতে হত। COLBen 173.2

স্ত্রীরা তাদের বিবাহের পণ হিসেবে বেশ কিছু মুদ্রা পেত, যা তারা অতি আদরের সম্পত্তি হিসেবে সাবধানে রক্ষা করত, যাতে পরে তার নিজ কন্যার কাছে সে তা হস্তান্তর করতে পারে। এই মুদ্রাগুলোর মধ্যে একটি মুদ্রা হারিয়ে গেলে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলে মনে করা হত এবং এটি যদি পাওয়া যেত তাহলে তা মহা আনন্দের কারণ হত, যা তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিবেশী মহিলাদের কাছে জানানো হত। COLBen 173.3

“আর পাইলে পর,” খ্রীষ্ট বললেন, “সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। তদ্রুপ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।” COLBen 173.4

এই দৃষ্টান্তটি পূর্বে বর্ণিত দৃষ্টান্তের মত। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কোন কিছু হারিয়ে গেলে তা যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান করলে আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে এবং এই ফিরে পাওয়া খুব আনন্দের বিষয় হবে। হারানো মেষ জানতো যে সে হারিয়ে গেছে। মেষ পালক ও মেষ পাল থেকে সে দূরে সরে গেছে এবং সে নিজে আর ফিরে আসতে পারবে না। এই দৃষ্টান্তটি তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা উপলব্ধি করে যে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও যে হতাশার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, এবং খুব অবমাননাকর এবং পীড়াদায়ক পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে। হারানো মুদ্রা বা হারানো সিকি তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা অন্যায় ভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং পাপ করেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কোন উপলব্ধি নেই। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাদের জীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও

বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু তারা এই ব্যাপারে অচেতন এবং উদাসীন। এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে, যারা ঈশ্বরের দাবীর প্রতি উদাসীন তারাও তাঁর দয়াপূর্ণ ভালবাসা পেতে পারে। তাদের খোঁজা হবে যেন তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। COLBen 173.5

মেষটি পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এটি মরুভূমি কিংবা পাহাড়ের উপরে হারিয়ে গিয়েছিল। রূপার সিকিটি ঘরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এটি হাতের কাছেই ছিল। তবুও এই হারানো সিকিটি পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছিল। COLBen 174.1

এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে পরিবারের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। পরিবারে এর সদস্যদের জীবন সম্পর্কে প্রায়ই অনেক বড় অসাবধানতা দেখা যায়। তাদের সদস্যদের মধ্যে কোন একজন হয়তো ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিপথে চলে গেছে। কিন্তু এর জন্য কত সামান্যই না দুশ্চিন্তা করা হয়, পাছে ঈশ্বরের দেয়া দানের ঐ একজনের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। COLBen 174.2

"আমার প্রজারা হারান মেষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পালকগণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, নানা পর্বতে পথহারা করিয়া ফেলিয়াছে; উহারা পর্বত হইতে উপপর্বতে গমন করিয়াছে, আপনাদের শয়নস্থান ভুলিয়া গিয়াছে।" যিরমিয় ৫০:৬। "আমি হারানো মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; নিজ দাসের অন্বেষণ কর; কেননা আমি তোমার আজ্ঞাকলাপ ভুলিয়া যাই নাই।" গীতসংহিতা ১১৯:১৭৬।

সিকিটি যদিও ধুলা ও ময়লার মধ্যে পড়ে ছিল, তবুও সেটি তখনও একটি রূপার সিকিই ছিল। এর মালিক সিকিটি খুঁজছিল কারণ এটির মূল্য ছিল। একই ভাবে প্রত্যেকটি প্রাণ পাপের মধ্যে যতই নিমজ্জিত হোক না কেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে মূল্যবান হিসেবে গণ্য। এই সিকিতে রাজার ছবি খোদাই করা থাকার কারণে এটি রাজার প্রতিমূর্তি এবং ক্ষমতা বহন করছিল। একই ভাবে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার মাঝে ঈশ্বর তাঁর নিজের সদৃশ ও প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন। আর যদিও এখন পাপের প্রভাবের মধ্য দিয়ে অকার্যকর এবং অনুজ্জ্বল অবস্থায় রয়েছে, তবুও প্রত্যেক মানুষের উপর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ছাপ থেকে যায়। ঈশ্বর সেই প্রাণগুলো ফিরে পেতে চান এবং তাদের উপর নিজ ধার্মিকতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ফিরিয়ে আনতে চান। COLBen 175.1

দৃষ্টান্ত মূলক গল্পের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী লোকটি তার হারিয়ে যাওয়া সিকিটি খোঁজার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছিল। সে প্রদীপ জ্বালিয়েছিল এবং ঘর ঝাড়—

দিয়েছিল। সিকিটি খোঁজার জন্য ঘরের যে জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সব কিছুই সে সরিয়ে ফেলেছিল। যদিও একটি মাত্র সিকি হারিয়ে গিয়েছিল, তবুও তা না পাওয়া পর্যন্ত খোঁজ করা থেকে সে বিরত হয় নি। একই ভাবে যদি পরিবারের কোন সদস্য হারিয়ে যায় তাহলে ঈশ্বর তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যত রকম উপায় আছে, সবই ব্যবহার করেন। সর্বোপরি অন্যদের পরিশ্রমী হতে হবে এবং সতর্কতার সাথে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অভ্যস্ত জীবন ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। দেখতে হবে সেখানে কোন ভুল আছে কি না, পরিচালনায় কোন অন্যায় আছে কি না, যার দ্বারা ঐ মানুষটির অনুতাপ শূন্যতাকে নিশ্চিত করে। COLBen 175.2

যদি পরিবারের মধ্যে একজন সন্তান তার পাপপূর্ণ অবস্থার মধ্যে অচেতন থাকে, তাহলে পিতামাতার নিশ্চিন্তে থাকা উচিত নয়। তাদের প্রদীপ জ্বালতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করতে হবে, এবং এর আলোর দ্বারা বাড়ির সমস্ত কিছু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, দেখতে হবে কেন তাদের সন্তান হারিয়ে গেছে। পিতা মাতাকে তাদের নিজ হৃদয় অন্বেষণ করে দেখতে হবে। তাদের অভ্যাস এবং নিত্য দিনকার কাজগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সন্তানেরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং তাঁর সম্পদ ও সম্পত্তি আমাদের পরিচালনার জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। COLBen 175.3

বাবা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা দীর্ঘ সময় বিদেশী কোন মিশনের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ঘরের বাইরে খ্রীষ্টিয় কাজে খুব তৎপর রয়েছে। অথচ দেখা যায় যে, তার নিজের সন্তান ত্রাণকর্তা ও তাঁর প্রেমের সঙ্গে অপরিচিত। খ্রীষ্টের জন্য তাদের সন্তানদের আত্মা জয়ের কাজটি অনেক পিতা মাতা মণ্ডলীর পালক কিংবা শাব্বাথ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার উপরে ন্যাস্ত করেন। কিন্তু এই কাজের ফলে তারা ঈশ্বরের দেয়া তাদের নিজেদের দায়কে অবহেলা ও উপেক্ষা করে। প্রকৃত খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার মাধ্যমে পিতা মাতা ঈশ্বরের কাছে প্রতিদান দিতে পারে। COLBen 176.1

এটি এমন একটি কাজ যা ধৈর্যশীল পরিশ্রম দাবি করে, জীবনব্যাপী অধ্যবসায়, এবং রক্ষা করার প্রচেষ্টাকেও দাবি করে। এই দায়িত্বে অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ হিসেবে প্রমাণ করব। এই অবহেলার জন্য কোন প্রকার অজুহাত ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হবে না। COLBen 176.2

কিন্তু যারা অবহেলার জন্য দোষী তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। স্ত্রীলোকটি, যার সিকি হারিয়ে গিয়েছিল, সে সেটি না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজেছিল। ঠিক সেই ভাবে ভালবাসায়, বিশ্বাসে, ও প্রার্থনায় পিতা মাতাকে তাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে, যে

পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের কাছে এসে বলতে পারে, “এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাহাদিগকে সদাপ্রভু আমাকে দিয়াছেন।” যিশাইয় ৮:১৮। COLBen 176.3

“কিন্তু যীশু তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন, বলিলেন, শিশুগণকে আমার নিকটে আসিতে দেও, উহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে কেহ শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।” লূক ১৮:১৬, ১৭।

এটি হল প্রকৃত গৃহ প্রচারের কাজ, এবং এটি যারা করে তাদের জন্য যেমন উপকারী, তেমনি যাদের জন্য এই কাজ করা হয় তাদেরও উপকার হয়। গৃহের পরিমণ্ডলের জন্য আমাদের বিশ্বস্ত আগ্রহের দ্বারা আমরা প্রভুর পরিবারের সদস্যদের জন্য কাজ করতে নিজেদের যোগ্য করতে সক্ষম হব, যারা খ্রীষ্টের অনুগত, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বাস করতে পারব। খ্রীষ্টেতে আমাদের ভাইদের ও বোনদের প্রতি একই রকম আগ্রহ ও মনোভাব দেখাতে হবে যাতে আমাদের নিজেদের পরিবারের একজনের মত তারাও আমাদের আপনজন হতে পারে। COLBen 177.1

ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন যেন অন্যদের যারা এখনো সুসমাচার পায়নি তাদের অব্যাহত সাহায্য করার জন্য সব কিছুতে আমরা উপযুক্ত হই। আমাদের সহানুভূতি প্রসারিত হলে এবং আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেলে আমরা সর্বত্র করবার জন্য কাজ খুঁজে পাব। ঈশ্বরের বৃহৎ মানব পরিবার এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে, এর একজন সদস্যও যেন অবহেলার জন্য উপেক্ষিত না হয়। COLBen 177.2

আমরা যেখানেই থাকব, সেখানেই রূপার সিকি আমাদের অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। আমরা কি এই হারিয়ে যাওয়া সিকি খুজছি? দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে এমন সব লোকদের সাক্ষাৎ ঘটে যাদের ধর্মীয় বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য কি আমরা কখনো আগ্রহ দেখাই? আমরা কি খ্রীষ্টকে তাদের কাছে পাপ ক্ষমাকারী মুক্তিদাতা রূপে তুলে ধরি? খ্রীষ্টের ভালবাসা দিয়ে আমাদের হৃদয়ের উষ্ণতায় কি আমরা তাদের কাছে তাঁর অনুপম ভালবাসার কথা বলেছি? যদি আমরা তা না করি তাহলে যখন আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাদের সঙ্গে দাঁড়াব, তখন আমরা কি করে ঐ সকল হারিয়ে যাওয়া - চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া প্রাণগুলোর সম্মুখীন হব? COLBen 177.3

একটি প্রাণের মূল্য কে নিরূপণ করতে পারে? আপনি কি এর মূল্য জানেন? তাহলে গেৎশিমানী বাগানে যান, সেখানে খুব ভাল করে লক্ষ করুন, যখন খ্রীষ্ট তীব্র মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছিলেন, তখন কীভাবে তাঁর ঘাম রক্তে ঘনীভূত হয়ে বড় বড় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল। ক্রুশের উপরে মুক্তিদাতার দিকে তাকিয়ে দেখুন। হতাশার সেই চিৎকার শুনুন: "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" মার্ক ১৫:৩৪। তাঁর ক্ষত বিক্ষত মাথার দিকে তাকান, বর্শা দ্বারা বিদ্ধ কুক্ষিদেশের দিকে দেখুন, ক্ষত হওয়া পা দুটো ভালো করে দেখুন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট এই সমস্ত কষ্ট আর এই যন্ত্রণা বহন করেছেন। আমাদের পাপের জন্য স্বয়ং স্বর্গ যাতনা ভোগ করেছে। ক্রুশের পাদদেশে এসে স্মরণ করতে হবে যে, একজন পাপীর জন্যও তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। আপনি এখন একটি প্রাণের মূল্য নিরূপণ করতে পারবেন। COLBen 177.4

যদি আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে আপনি তাঁর মত মানুষের খুব কাছাকাছি যেতে পারবেন। খ্রীষ্ট যে গভীর ভালবাসা আপনার জন্য অনুভব করেন, সেই একই ভালবাসা আপনি অন্যদের জন্য অনুভব করতে পারবেন। তখন আপনি তাদের সহজে জয় করতে পারবেন। তাদের তাড়িয়ে দেবেন না, তাদের আকর্ষণ করবে না, তিরস্কার করবেন না কিংবা অবজ্ঞা করবেন না, যাদের জন্য খ্রীষ্ট নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাউকে ঈশ্বরের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না, যদি খ্রীষ্ট তাদের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রচেষ্টা না করতেন; এটি হল ব্যক্তিগত কাজ, যার মাধ্যমে আপনি মানুষকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। যখন আপনি দেখতে পাবেন, কেউ মৃত্যু পথযাত্রী, তখন আপনি উদাসীন এবং উদ্বেগহীন ভাবে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাদের পাপ যত বেশি এবং তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা যত গভীর হবে, তাদের উদ্ধার করার জন্য আপনাকে তার চেয়েও বেশি আন্তরিকতা ও দয়ার মনোভাব নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। যারা দুঃখভোগ করছে, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছে, যারা অপরাধের বোঝা বহন করতে গিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা, এবং তাদের প্রয়োজন আপনাকে সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আপনার হৃদয় থেকে যেন তাদের জন্য সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশিত হয় এবং আপনি তাদের কাছে যান, তাদের দিকে আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার বিশ্বাস এবং ভালবাসার দুই বাহুর মধ্যে রেখে তাদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসুন। আপনি তাদের উপর লক্ষ রাখুন এবং তাদের উৎসাহ ও সাহস প্রদান করুন। আপনার সহানুভূতি এবং আপনার আত্মবিশ্বাস তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে নিজেদের বিচ্যুত করতে তাদের জন্য কঠিন হবে। COLBen 178.1

এই কাজে স্বর্গের সমস্ত দূতগণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন। যারা হারানো আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছে স্বর্গের সমস্ত সম্পদ দিয়ে তাদের সাহায্য করা হবে, যেন তারা এই কাজে সফল হয়। যারা অসতর্ক, উদাসীন, এবং যারা অত্যন্ত কঠিন

হৃদয়ের মানুষ, তাদের লাভ করার জন্য স্বর্গদূতগণ আপনাকে সাহায্য করবেন। আর যখন কেউ ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তখন স্বর্গে আনন্দ নয়। সরাফ ও করূবগণ তাদের স্বর্ণময় বীণা বাজিয়ে মানব সন্তানদের প্রতি ঈশ্বর ও মেষশাবকের দয়া এবং সদয় বিবেচনার জন্য তাঁদের গৌরব ও প্রশংসা করে গান গাইতে থাকে। COLBen 179.1

Chapter 18 - “হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল”

লূক ১৫:১১-৩২ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

হারানো মেষ, হারানো সিকি, এবং হারানো পুত্রের উপমা দ্বারা যারা ভুল করে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে তাদের প্রতি ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তিনি কিন্তু তাদের দুঃখ কষ্ট এবং দুর্দশার সময় তাদের ছেড়ে চলে যান না। যারা শত্রুর প্রতারণাপূর্ণ প্রলোভনে পড়ে, তাদের সকলের প্রতি তিনি দয়াতে পূর্ণ এবং তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। COLBen 180.1

হারানো পুত্রের দৃষ্টান্তে তাদের প্রতি প্রভুর আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, যারা একবার পিতার ভালবাসা জানতে পেরেছে, কিন্তু প্রলোভনকারীকে তার ইচ্ছানুযায়ী তাদের বন্দীত্বে নিতে অনুমতি প্রদান করেছে। COLBen 180.2

“এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে তাহা আমাকে দেও। তাহাতে তিনি তাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া দূর দেশে চলিয়া গেল।” COLBen 180.3

ছোট ছেলে তার পিতার গৃহের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাস করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে ভাবল এখানে তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। তার প্রতি পিতার ভালবাসা এবং যত্নশীলতাকে সে ভুল বুঝল, আর এই জন্য সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সে তার পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে না। COLBen 180.4

এই যুবকটি তার পিতার প্রতি বাধ্য থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারল না। তবুও সে তার পিতার সম্পত্তির অংশ অতি সহজে ঐ সময়েই পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে কেবল বর্তমান সময়ের কথা ভেবে আনন্দ উপভোগ করতে চাইল। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা করল না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার সম্পত্তির মধ্য থেকে তার নিজের অংশটি সে বুঝে নিল এবং সমস্ত সম্পত্তি একত্র করে দূর দেশে চলে গেল।” COLBen 180.5

সে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে সে দূর দেশে চলে গেল। প্রচুর টাকা পয়সা ও ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা তোষামোদকারীদের ভীড়ে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল। সেখানে এমন কেউ ছিল না যে তাকে এই কথা বলবে, ‘তুমি এই সব কাজ করো না, কারণ এই সব কাজ তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দেবে বা তাকে

এই কথা বলবে 'তুমি এই কাজ গুলো করো কারন এই কাজগুলো সঠিক।' তার যে খারাপ বন্ধুগুলো তাকে পাপের একেবারে গভীরে টেনে নিয়ে গেল। আর এই ভাবে সে সম্পূর্ণ মন্দ উপায়ে তার সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলল। COLBen 181.1

পবিত্র বাইবেলে, 'যারা নিজেকে বিজ্ঞ বলে মনে করে তাদের বিষয়ে বলে, "আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে" (রোমীয় ১:২২) । আর এটাই দৃষ্টান্তের হলো যুবকটির প্রতি উপদেশ। যে সম্পদ সে তার পিতার কাছ থেকে স্বার্থপরের মত দাবী করে নিয়েছিল, সে সম্পদ সে বেশ্যাদের পেছনে সম্পূর্ণ ভাবে উড়িয়ে দিল। সে তার যৌবনের সম্পদ ধ্বংস করে ফেলল। জীবনের মহামূল্যবান বছরগুলো, বিচারবুদ্ধির শক্তি, যৌবনের উজ্জ্বল স্বপ্ন, আত্মিক আকাঙ্খা . . . সব কিছুই কামনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। COLBen 181.2

ঐ দেশে দূভিক্ষ দেখা দিল, এর ফলে যুবকটি ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়ল, সে নিরুপায় হয়ে ঐ দেশের একজন গৃহস্থের কাছে সাহায্য লাভের আশায় গেলে। লোকটি তাকে শুকর চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। একজন যিহুদীর পক্ষে এই পদে চাকুরী করা ছিল খুবই লজ্জাজনক ও দাসসুলভ কাজ। যে যুবকটি তার স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত দাম্ভিক ছিল এখন সে একজন ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। যে দাসত্ববন্ধনের চরম দূরবস্থার মধ্যে পড়ল "সে নিজের পাপের পাশে বদ্ধ হয়" (হিতোপদেশ ৫:২২)। যে সমস্ত জাঁকজমক বিষয় এবং তুচ্ছ চকমকে জিনিস তাকে প্রলোভিত করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সে বুঝতে পারল যে সে তার শেকলের ভারে নত হয়ে আছে জনশূন্য নির্জন জায়গায় এবং চারপাশে ছড়িয়ে ছিল শুকরের শুটি, আর ভূষি আর পশুদের খাবার। তার সুখের সময় যে সব বন্ধুরা তার সাথে সাথে থাকত এবং তার খরচে খাওয়া দাওয়া করত আর মদপান করত, তারা কেউই আর এই কষ্টের সময় প্রকৃত বন্ধুর মত তার পাশে এসে দাঁড়াল না। আর এখন কোথায় গেল তার জাকজঁমকপূর্ণ উদ্দম্য উচ্ছল্য আনন্দ? যখন তার বিবেক কাজ করছিল, তার বোধশক্তি নিক্রিয় হয়েছিল, সে তখন ভেবেছিল যে সে সুখী; কিন্তু এখন, তার সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করার পর নিঃস্ব অবস্থায় ক্ষুধায় অতৃপ্ত থাকা, অহংকার ভেঙ্গে যাওয়া, নৈতিক স্বভাব নমনীয় হওয়া, এবং তার নতুন অনুভূতি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, সে মৃত, পৃথিবীতে সেই সবচেয়ে দুদর্শাপন্ন মানুষ। COLBen 181.3

এখানে পাপীর অবস্থার চিত্র কি। যদিও তাঁর ভালবাসার আর্শীবাদ ঘিরে থাকে, কিন্তু পাপীর কাছে এটি কিছুই ছিল না, কারণ পাপীর মধ্যে থাকে অসংযমী ইন্দ্রিয় সুখ লাভের প্রতি আকাঙ্খা, পাপ কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করার প্রবণতা, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যাওয়া যায় ততদূর সরে যাওয়া। অকৃতজ্ঞ পুত্রের মত সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন ভাবে ভালো জিনিস দাবী করে, যে যেন সে ন্যায় ভাবে দাবি করছে। তিনি তাদের সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেন অথচ তারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করে না, ভালবাসার বিনিময়ে কোন কাজ করে না। কয়িনের মত সে প্রভুর সাহচর্য ছেড়ে নিজের আশ্রয়ের খোঁজে দূরে চলে গিয়েছিল। যে ভাবে অপব্যায়ী পুত্র 'দূর দেশে' ইতস্তত ঘুরে বেরিয়ে ছিল, তেমনি একজন পাপী সুখ এবং সৌভাগ্য লাভের আশায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে সরিয়ে নেয় (রোমীয় ১:২৮)। COLBen 182.1

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু কিছু বিষয় উপস্থিত হয়, যা তাকে আকর্ষণ করতে পারে। যে কেউ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে তাহলে তার প্রকৃত সম্পদ নষ্ট হবে। সে তার মহামূল্যবান বছরগুলো নষ্ট করল, তার আত্মা, হৃদয় ও মনের শক্তির অপব্যয় করল, এবং সে এমন কাজ করেছে যার ফলে সে চিরকালের জন্য নিঃস্ব হয়ে গেল। যে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের সেবা করে সে হল ধনের ক্রীতদাস। স্বর্গদূতের সাহচর্যের জন্য ঈশ্বর যে আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন, তা সেই উচ্চ অবস্থা থেকে নিচু পদের কাজের পরিচর্যার জন্য নেমে এসেছিল যা ছিল জাগতিক এবং অত্যন্ত খারাপ। এটাই হল আত্মপরিচর্যার পরিণতি। COLBen 182.2

যদি আপনি এই রকম জীবন বেছে নিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি যে জিনিসের জন্য টাকা খরচ করছেন প্রকৃত পক্ষে তা আপনার সুখাদ্য নয়, এবং যে বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করছেন তা আশা পূরণ করতে পারে না। সময় আসবে যখন আপনি আপনার অবনতির কথা উপলব্ধি করতে পারবেন। অনেক দূরের দেশে সম্পূর্ণ একাকী বাস করতে করতে আপনি আপনার হতভাগ্য অবস্থা বুঝতে পারবেন, আর তখন আপনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে জোরে কেঁদে উঠবেন, "দূভার্গ্য মনুষ্য আমি। এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?" রোমীয় ৭:২৪। এটি একটি শ্বাশত সত্যের উক্তি যা ভাববাদীর কথায় প্রকাশ পেয়েছে, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে নির্ভর করে, মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে ও যাহার অন্ত:করণ সদাপ্রভু হইতে সরিয়া যায় সে শাপগ্রস্থ। সে মরুভূমিস্থঝাউ গাছের সদৃশ্য হইবে, মঙ্গল আসিলে তাহার দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসী হীন লবণ ভূমিতে বাস করিবে।" যিরমিয় ১৭: ৫,৬। ঈশ্বর "তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিকগনের উপরে জল বর্ষান।" মথি ৫: ৪৫। কিন্তু সূর্যের আলো ও বৃষ্টির জল যাতে মানুষের উপর না পড়ে এই জন্য তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং তা বন্ধ করার ক্ষমতা মানুষের আছে। এই জন্য যখন ধার্মিকতার সূর্য আলো দান করবে এবং অনুগ্রহের বৃষ্টি সবার উপর উন্মুক্ত ভাবে নেমে আসবে, তখন হয়ত দেখা যাবে, আমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রান্তরের উন্মুক্ত স্থানে বাস করছি।" COLBen 183.1

যদি কেউ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরেও যায়, তবুও ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার হাত তার উপরে ধরে রাখেন এবং সে যেন তার পিতার বাড়িতে আবার ফিরে আসতে পারে এই জন্য তাকে উৎসাহিত করার কাজ তিনি চালিয়ে যেতে

থাকেন। অপব্যায়ী পুত্র তার দূর্দশাকে সে নিজেই ডেকে এনেছিল। শয়তান যে প্রতারণাপূর্ণ কাজ করে তাকে ভুলিয়ে ছিল, শয়তানের সেই কাজ ভেঙ্গে ছিল। সে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারল, যে তার বর্তমানের এই দূরবস্থা তা তার নিজের দোষের কারণেই হয়েছে, আর সে এই কথা বলল, "আমার পিতার কত মজুর আরও বেশি বেশি খাদ্য পাইতেছে, আর আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব।" অপব্যায়ী পুত্র তার এই অত্যন্ত দূর্দশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও আশাবাদী হয়ে উঠল, এবং তার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সে তার পিতার কাছে আবার ফিরে যাবে। এই ভালবাসা এমনই ছিল যে, সেই ভালবাসা তাকে তার নিজ বাড়িতে, পিতার কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা পাপী মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে সহায়তা করে। "ঈশ্বরের মধুর ভাব তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়," রোমীয় ২: ৪। সোনার শেকল, দয়া ও স্বর্গীয় ভালবাসার করুণা প্রত্যেক দুঃখী এবং দূর্দশাগ্রস্থমানুষকে চারপাশে ঘিরে রাখে। সদাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, "আমি তো চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম।" যিরমিয় ৩১:৩পদ। COLBen 183.2

অপব্যায়ী পুত্র দৃঢ় ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, যে সে তার পাপ স্বীকার করবে। সে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তার পিতার কাছে যাবে এবং সে এই কথা বলবে যে, "পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি। আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।" কিন্তু সে তাঁর পিতার ভালবাসাকে কতটুকু কলঙ্কিত করেছে তা বুঝাবার জন্য সে এই কথা যুক্ত করল, "তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ।" COLBen 184.1

যুবকটি শুকরপাল, শুকর পালকের কাজ এবং শুকরের শুটি পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল, এবং সে তাঁর মুখ বাড়ির দিকে রাখল। প্রচণ্ডদুর্বলতায় কাঁপতে কাঁপতে এবং অনাহারের কারণে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থায় সে তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে টলতে টলতে তার বাড়ির দিকে যেতে লাগল। সে তার শত ছিন্ন পরনের কাপড় আড়াল করার জন্য কোন আচ্ছাদন ব্যবহার করল না। কিন্তু তার এই দারিদ্রতার ছেঁড়া পোষাক এবং দুরবস্থা অহংকারকে জয় করল। সে চাকর হয়ে থাকবার জন্য তার ছেঁড়া থলে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, যে সে শিশুকালে লালিত পালিত হয়েছিল। এই অবিবেচক যুবকটি যেভাবে সামান্য আনন্দ লাভের আশায় পিতার বাড়ির দরজা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বস্তুত অত্যন্ত দুঃখ ভোগের জন্যই সে পিতার হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যখন সে তার দুষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে নাচে গানে এবং পানাহারে মত্ত ছিল, তখন সে তার বাড়ির কথা একবারও মনে করে নি। আর এখন সে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এবং অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল। কিন্তু সে জানত না যে কেউ একজন তার ফিরে আসার অপেক্ষায় পথের পানে অপেক্ষা করে চেয়ে আছে। যখন সে অনেক দূরে অবস্থান করছিল তখনও পিতা যেন তার দূরবস্থা দেখতে পেয়েছিল। এটা ছিল ভালবাসার গভীর দৃষ্টি। পাপের মধ্যে

ডুবে থাকা বছরগুলো পিতার ভালবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি এবং পিতার দৃষ্টি থেকে সে হারিয়ে যায় নি। তিনি, "করুণাবিষ্ট হইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন।" তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। তিনি তাঁর পুত্রের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য তিরস্কার করলেন না, এবং তার ছেঁড়া নেকড়ার মত কাপড় দেখে তাকে ঘৃণা করলেন না। তিনি তাঁর ভালবাসার প্রশস্ত বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে রাখলেন। তিনি তার গায়ের জীর্ণ কাপড় খুলে অত্যন্ত দামী পোশাক পরিয়ে দিলেন। অথচ এই ছেলেটি তার পিতার সম্পদ অপব্যয় করেছিল। আর যুবকটি অনুতাপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এবং বলল, "পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি। আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।" পিতা তাকে ভালবাসায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। সে যেভাবে চাকরের মত থাকতে চেয়েছিল পিতা তা হতে দেননি। সে ছিল একজন পুত্র, যে সবচেয়ে সম্মান পাবার যোগ্য ছিল; এবং যাকে সম্মান করার ও সেবা করার জন্য পুরুষ এবং মহিলারা অপেক্ষা করছিল। COLBen 184.2

পিতা তাঁর চাকরদের বললেন, "শীঘ্র করিয়া সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দাও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও, ও পায়ে পাদুকা পরাও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার ও আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি। কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল এখন পাওয়া গেল। তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।" COLBen 185.1

এই অপব্যয়ী পুত্র তার অস্থির তারুণ্যের সময় তার পিতাকে একজন কঠিন এবং নির্দয় মানুষ হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু এখন সেই পিতার প্রতি তার ধারণার কতই না পরিবর্তন ঘটেছে! এই ভাবে যারা শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত এবং প্রতারিত হয় তাদের কাছে মনে হবে ঈশ্বর অত্যন্ত কঠোর এবং তিনি অসঙ্গত দাবি করেন। তারা ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি কেবল তিরস্কারকারী এবং দোষারোপকারী ঈশ্বর। ক্ষমা লাভের সুযোগ থাকলেও পাপী মানুষ যাতে ক্ষমা পায় এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করতে তিনি অনিচ্ছুক থাকেন। তাদের ধারণা ঈশ্বরের আইন মানুষের সুখকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই আইনকে তারা মনে করে কষ্টকর জোয়াল, যা থেকে মুক্ত হতে পারলে তারা সুখী হতে পারবে। খ্রীষ্টের ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দিকে যদি তারা তাকায় তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, তিনি করুণায় পরিপূর্ণ। তিনি তাদের কাছে নিজেকে অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর হিসেবে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তিনি সেই উপমার পিতার মত যিনি তার অনুতাপকারী পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। পাপীরা গীতরচকের সাথে চিৎকার করে বলুক, "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন," গীতসংহিতা ১০৩:১৩। COLBen 185.2

এই উপদেশমূলক গল্পে অপব্যয়ী পুত্রের পাপপূর্ণ কাজের জন্য তাকে কোনো তিরস্কার করা হয়নি এবং তার অপরাধের জন্য তাকে দোষারোপ করা হয়নি। অপব্যয়ী পুত্র উপলব্ধি করতে পারল যে, তার অতীতের সব কিছু ক্ষমা করা হয়েছে এবং ভুলে যাওয়া হয়েছে। আর তার অতীতের সব কিছু মুছে ফেলা হয়েছে। আর এই ভাবে ঈশ্বর পাপীদের বলছেন, "আমি তোমার অধর্ম কুজ্ঝটিকার ন্যায়, তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি," যিশাইয় ৪৪:২২। "কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না," যিরমিয় ৩১:৩৪। "দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহাদের প্রতি করুণা করিবেন, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি প্রচুর রূপে ক্ষমা করিবেন," যিশাইয় ৫০:২০। COLBen 186.1

"সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে ও সেই কালে ইস্রায়েলের অপরাধের অনুসন্ধান করা যাইবে, কিন্তু পাওয়া যাইবে না," যিরমিয় ৫০:২০। অনুতাপকারী পাপী মানুষকে গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বরের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কি নিশ্চয়তাই না আমরা এখানে দেখতে পাই! পাঠক, আপনি কি আপনার নিজের পথ বেছে নিয়েছেন? আপনি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আপনি কি আনন্দপূর্ণ খাওয়া দাওয়ার পাপের ফলের দিকে তাকিয়ে আছেন? আপনি দেখতে পাচ্ছেন তা আপনার মুখে ছাই হয়ে ফিরে এসেছে? আর এখন, আপনার সমস্ত সম্পদ, টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেছে, আপনার জীবনের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আপনার আশা শেষ হয়ে গেছে, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি সম্পূর্ণ একা এবং নির্জন স্থানে বসে আছেন? যে কণ্ঠস্বর দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চারিত হচ্ছে তা সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে শোনার জন্য আপনার অন্তর খুলে দেননি। "উঠ, প্রস্থান কর, এটাতো বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা অশুচিতা বিনাশ করিতেছে, আর সেই বিনাশ ভয়ানক," মীখা ২:১০। আপনি আপনার পিতার বাড়িতে ফিরে আসুন। তিনি আপনাকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করে বলছেন, "তুমি আমার দিকে ফির," যিশাইয় ৪৪:২২। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার জীবনে উত্তম অবস্থা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য শয়তানের কোন পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। COLBen 186.2

আপনি ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত আপনার শত্রুর কোন পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। যদি আপনি আপনার বিপক্ষের কথা শোনেন তাহলে আপনি কখনোই ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবেন না। যখন শয়তান আপনার জীর্ণ শত ছিন্ন পোশাককে ইঙ্গিত করে ব্যঙ্গোক্তি করবে, ঠিক তখন প্রভু যীশুর প্রতিজ্ঞা আর একবার উচ্চারিত হবে, "যে আমার কাছে আসিবে তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না," যোহন ৬:৩৭। আপনার শত্রুদের এই কথা বলুন যে, প্রভু যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আপনাকে শুচি করেছে। দায়ূদের প্রার্থনাকে আপনার নিজের প্রার্থনা বলে উচ্চারণ করুন, "এসোব দ্বারা আমাকে

পাপ মুক্ত কর, তাহাতে আমি শুচি হইব, আমাকে ধৌত কর, তাহাতে আমি হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব;" গীতসংহিতা ৫১:৭। COLBen 187.1

উঠুন এবং আপনার পিতার কাছে যান। আপনার পিতা অনেক দূরে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। যদি আপনি তাঁর দিকে অনুতপ্ত হৃদয়ে মাত্র একটি পদক্ষেপ রাখেন, তাহলে তিনি দ্রুত এসে অসীম ভালবাসায় আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। অনুতপ্ত হৃদয়ের কান্না শোনার জন্য তাঁর কান সব সময় খোলা আছে, হৃদয় থেকে যা বের হয়ে আসে, তা যিনি সর্ব প্রথম বুঝতে পারেন তিনি হলেন ঈশ্বর। আমাদের মধ্যে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে কখনোই প্রার্থনা উৎসর্গ করা যাবে না। চাপা কষ্ট প্রকাশ করতে না পারলে আমরা অশ্রু বিসর্জন করতে পারব না। আমাদের কষ্টগুলো ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের সযত্নে কষ্ট থেকে মুক্ত করে লালন পালন করবেন। ঈশ্বরের আত্মা এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এমনকি প্রার্থনা উচ্চারিত হওয়ার আগেই অথবা হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্খা তিনি জানতে পারেন। যে কাজ মানুষের অন্তরে কাজ করে, সেই অনুগ্রহ প্রভু যীশুর কাছ থেকে আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয়, অনুগ্রহ করার জন্য। COLBen 187.2

আপনার স্বর্গীয় ঈশ্বর পাপের কারণে কলুষিত হওয়া পোশাক আপনার দেহ থেকে খুলে ফেলবেন। সখরিয় ভাববাদীর চমৎকার দৃষ্টান্তমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, মহা যাজক যিহোশূয় পাপী মানুষের প্রতীক হিসেবে মলিন পোশাকে ঈশ্বরের দূতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এই কথা বললেন, "ইহার গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল।" পরে তিনি তাঁকে বললেন, "দেখ আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত করিব . . . তখন তাঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দেওয়া হইল এবং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করানো হইল," সখরিয় ৩:৪, ৫। এই ভাবে ঈশ্বর আপনাকেও পরিত্রাণের পোষাক পরাবেন এবং আপনাকে "ধার্মিকতার পরিচ্ছদে" আচ্ছাদিত করবেন, যিশাইয় ৬১:১০। "তোমরা কি বাথান মধ্যে শয়ন করিবে, রৌপ্যমণ্ডিত কপোতের পক্ষবৎ হইবে, যাহার পালক হরিৎ সুবর্ণমণ্ডিত," গীতসংহিতা ৬৮:১৩। COLBen 188.1

তিনি আপনাকে তাঁর ভোজন কক্ষে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর ভালবাসার পতাকা আপনার উপরে অবস্থান করবে। "যদি তুমি আমার পথে চল," তিনি ঘোষণা করছেন, "আর যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিবার অধিকার দিব" — এমনকি যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের মধ্যেও যাতায়াত করবে (সখরিয় ৩:৭)। COLBen 188.2

"বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনি তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ করিবেন," যিশাইয় ৬২:৫। "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী, সেই বীর তোমার পরিত্রাণ করিবেন, তিনি প্রেমভরে মৌনী হইবেন, আনন্দ গান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন," সফনিয় ৩:১৭। আর পিতার আনন্দের গানের মধ্য দিয়ে স্বর্গ এবং পৃথিবী সম্মিলিত হবে: "কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল। হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।" পরিত্রাণ সম্পর্কে বলা এই উপদেশমূলক গল্পের আনন্দ অনুষ্ঠানের গানে কোন শ্রুতিকটু সুর ছিল না এবং কোন বেসুরো কণ্ঠ ছিল না। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট ভিন্ন একটি দিক তুলে ধরলেন। যখন অপব্যয়ী পুত্র বাড়িতে ফিরে এসেছিল, ঐ সময় বড় ছেলে "ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পৌছিল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সকল কী?' সে তাহাকে কহিল, 'তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থপাইয়াছেন। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না।" বড় ভাই পিতার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের জন্য দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহভাগী হয়নি এবং তার জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করেনি। গৃহত্যাগী বিপথগামী ভাই ঘরে ফিরে আসার জন্য পিতা আনন্দ অনুষ্ঠান করেছে বলে সে এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি। আনন্দ অনুষ্ঠানের শব্দে সে খুশি না হয়ে বরং উত্তেজিত হয়ে উঠল। একজন চাকরের কাছে জিজ্ঞেস করে সে বাড়িতে অনুষ্ঠিত উৎসবের কারণ জানতে পারল। চাকরের উত্তর তার মনে হিংসা জাগিয়ে তুলল। সে কিছুতেই তার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে স্বাগতম জানাবার জন্য ভিতরে যাবে না। তার বিপথগামী ভাইয়ের জন্য উৎসব আয়োজন করার কারণে সে মনে করল যে এতে তাকে অপমান করা হয়েছে। COLBen 189.1

যখন সে পিতার কাছে তার আপত্তির কথা জানাল, তখন তার অহঙ্কার এবং বিদ্বেষপূর্ণ স্বভাব প্রকাশ পেল। পিতার বাড়িতে থাকার সময় তার কাজের জন্য সে কোন প্রতিদান নেয়নি। এর সঙ্গে সম্প্রতি যে পুত্র ফিরে এসেছে, তার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে তার তুলনা করে সে দেখাল। যে সমস্ত কাজ সে নিজে করেছে তা ছিল চাকরের মত, যা একজন পুত্রের চেয়েও বেশি। যখন সে পিতার সান্নিধ্যে ছিল, তখন স্থায়ী আনন্দের মধ্যে থাকার বিষয়টি সে উপলব্ধি করেছিল। আর তখন সে শান্ত ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে ভবিষ্যতে সব কিছু তারই হবে। তার কথার মধ্য দিয়ে সে দেখাতে চাইল যে তার ছোট ভাই অতীতে পাপ কাজের আনন্দের মধ্যে ছিল। যদি এখন এই ভাই পিতার উপহারের ভাগ নেয়, তাহলে বড় ভাই মনে করলো যে তার সঙ্গে অবিচার করা হবে। তার ভাইয়ের জন্য যে সব কাজ তার পিতা করেছেন তা দেখে সে হিংসায় পূর্ণ হল। সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করল যে, যদি সে পিতার জায়গায় থাকত তবে সে কিছুতেই তার অপব্যয়ী ভাইকে গ্রহণ করে নিত না। সে কোন মতেই তাকে ভাই বলে স্বীকার করত না। কিন্তু পিতা তাকে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "বৎস।" COLBen 189.2

তবুও পিতা তার সঙ্গে কোমল আচরণ করলেন।"বৎস," তিনি বললেন, "তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার সকলই তোমার।" যে বছরগুলো তোমার ভাই বাড়ির বাইরে ছিল তখন কি তুমি আমার সঙ্গে থাকার সুযোগ পাওনি? COLBen 190.1

তার সন্তানদের সুখের জন্য সেবাকারীরা সব কিছুই অবাধে করবে। পুত্রের উপহার কিংবা পুরস্কার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন প্রয়োজন পড়ে না। "আর যাহা যাহা আমার সকলই তোমার।" আমি যে তোমাকে ভালবাসি তা বুঝতে চেষ্টা কর এবং আমার দেয়া বিনামূল্যের দান গ্রহণ কর। COLBen 190.2

একটি সন্তান এক সময় তার পরিবার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু পিতার ভালবাসা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর এখন সে আবার ফিরে এসেছে এবং আনন্দের জোয়ারে তার সমস্ত মন্দ চিন্তা ভেসে দূরে চলে গেল। "তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।" COLBen 190.3

বড় ভাই কি তার নিজের অকৃতজ্ঞতার মনোভাবকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল? যে ভাই খারাপভাবে জীবন কাটিয়েছিল কিন্তু এখনও জীবিত আছে এবং ফিরে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কি সে এগিয়ে গিয়েছিল? বড় ভাই কি তার হিংসাপূর্ণ মনোভাব আর হৃদয়ের কঠিনতার জন্য অনুতাপ করেছিল? এই বিষয়ে প্রভু যীশু তাঁর উপদেশপূর্ণ গল্পে কিছু বলেননি। যীশু তাঁর গল্প অসমাপ্ত রেখেছেন বলেই মনে হবে।কিন্তু যারা শ্রোতা ছিল তারা এই উপদেশমূলক গল্পের পরিণাম কী হবে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল। COLBen 190.4

বড় ছেলের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সময় যে সব যিহূদীরা অনুতাপ করেনি তাদের চিত্র ফুটে উঠেছে, এবং সেই সব ফরীশীদের চিত্র ফুটে উঠেছে, যারা সব সময় লোকদের কর আদায়কারী এবং পাপীদের মত মনে করে ঘৃণা করত। তারা নিজেদের দোষী বলে মনে করতো না। তারা কখনোই একথা ভাবত না যে, তারা বড় বড় অন্যায় করছে। তারা নিজেদের ধার্মিক বলেই মনে করত। খ্রীষ্ট এই সব তুচ্ছ অভিযোগকারীদের তাদের নিজেদের আচরণের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। উপদেশমূলক গল্পে উল্লিখিত বড় ছেলের মত, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছিল। তারা ঈশ্বরের গৃহের অধিকারী বলে দাবী করত, কিন্তু তারা ছিল বেতনভুক্ত লোক। তারা কাজ করত বটে, কিন্তু তা ভালবাসায় নয়, বরং পুরস্কারের আশায়। তাদের চোখে ঈশ্বর ছিলেন বলপূর্বক আদায়কারী প্রভু এবং কড়া তত্ত্বাবধায়ক। তারা দেখতে পেল যে, খ্রীষ্ট করগ্রাহী এবং পাপীদের তাঁর অনুগ্রহের দান বিনামূল্যে গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন - যে দান সম্পর্কে যিহূদী যাজকরা মনে করত তা কেবল কঠোর পরিশ্রম আর কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় - আর এই কারণে তারা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অপব্যয়ী পুত্রের ফিরে আসার ফলে পিতার অন্তর

আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু কেবল তাদের অন্তরের হিংসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। COLBen 191.1

উপদেশমূলক গল্পে বড় ছেলের আচরণের জন্য পিতার প্রতিবাদ হল ফরীশীদের প্রতি স্বর্গের কোমল অনুযোগ। "যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার" - এটি পারিশ্রমিক নয়, কিন্তু এটি দান। অপব্যয়ী পুত্রের মত আমরাও পিতার ভালবাসার অসীম এবং অমূল্য দান গ্রহণ করতে পারি। COLBen 191.2

আত্মধার্মিকতা যে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের মনে কেবল ভুল ধারণা সৃষ্টি করে তাই নয়, বরং সেই সাথে তা ভাইদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে এবং এতে লোকেরা ভাইদের কাজের সমালোচনায় মুখর হয়। বড় ছেলে তার স্বার্থপরতা এবং হিংসার মনোভাব নিয়ে তার ভাইয়ের প্রতিটি কাজের তীব্র সমালোচনা করার জন্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের কথা উল্লেখ করে তাকে দোষারোপ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। সে তার ভাইয়ের ভুলগুলো একটি একটি করে বের করার চেষ্টা করল এবং সে তার কাজকেই অন্যায় বলে উল্লেখ করল। এই ভাবে সে তার ক্ষমাহীনতার মনোভাব দিয়ে নিজের কথাগুলো সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করল। বর্তমানের অনেকে আছেন যারা একই রকম আচরণ করছেন। কোন কোন মানুষ আছেন যারা পরীক্ষার সম্মুখীন হলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এর প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী এবং অভিযোগকারী হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে দাবী করতে পারে, কিন্তু তারা শয়তানের আত্মার সাহায্যে নিজেদের চালিত করে। তাদের ভাইদের প্রতি তাদের আচরণের দ্বারা তারা নিজেদের এমন অবস্থানে নিয়ে যান যেখানে ঈশ্বর তাঁর ধৈর্য্যরে আলো দিতে অসমর্থ। COLBen 191.3

অনেকে এই প্রশ্ন অবিরতভাবে করে থাকেন, "'আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইব, ঊর্ধ্বস্থঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইব? আমি কি হোমবলি লইয়া, একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে লইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব? সহস্র সহস্র মেষে ও অযুত অযুত তৈলপ্রবাহে কি সদাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্মের নিমিত্ত কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব? আমার প্রাণের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব?' হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" মীখা ৬:৬-৮। COLBen 192.1

এটি এমনই কাজ যা ঈশ্বর পছন্দ করেন, "দুষ্টতার গাঁট সকল খুলিয়া দেওয়া, জোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া . . . তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা," যিশাইয় ৫৮:৬,৭। আপনি যখন দেখবেন পাপীদের মত আপনি নিজে কেবল ঈশ্বরের ভালবাসার দানের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছেন, তখন যেন

আপনি যারা পাপের কারণে কষ্ট ভোগ করছে তাদের জন্য দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আপনার মনের হিংসা এবং অন্যকে দোষারোপের চিন্তার জন্য যেন আপনার পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং অনুতাপ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যখন আপনার হৃদয় থেকে স্বার্থপরতার বরফ গলে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করতে পারবেন এবং হারানো আত্মার পরিত্রাণের কারণে ঈশ্বরের আনন্দের সহভাগী হতে পারবেন। COLBen 192.2

এটি সত্য যে আপনি ঈশ্বরের সন্তান বলে দাবী করেন; কিন্তু যদি এই দাবী প্রকৃতপক্ষে সত্য হয়, আর তা হল, "তোমার ভাই, যে মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।" সে তোমার সাথে নিবিড় বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছে, কারণ ঈশ্বর তাকে তাঁর একজন সন্তান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করি তাহলে আমরা দেখব যে, আমরা পরিবারের মধ্যে কেবলই একজন বেতনজীবী লোক, ঈশ্বরের পরিবারের সন্তান নই। COLBen 193.1

হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের কাছে অভিনন্দন জানাবার জন্য যদি আমরা না যাই, তারপরও কিন্তু আনন্দ অনুষ্ঠান থেমে যাবে না, তা চলতে থাকবে। পিতার পাশে থাকার জন্য এবং পিতার কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আমাদের স্থানে অন্য কাউকে অধিষ্ঠিত করা হবে। যে যত বেশি ক্ষমা করবে, সে তত বেশি ভালবাসে বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু অজ্ঞতা ও অন্ধতার থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। কারণ "যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম," ১ যোহন ৪:৮। COLBen 193.2

Chapter 19 - "এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন"

লূক ১৩:১-৯ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট তার শিক্ষার মধ্যে বিচারের সতর্ক বার্তার সাথে সাথে দয়ার আহবানকেও যুক্ত করেছেন। "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন," লূক ৯:৫৬। "কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়," যোহন ৩:১৭। ফলহীন দৃষ্টান্ত মূলক গল্পের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার এবং বিচারের বিষয়টি তাঁর দয়ায় বিশেষ কাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। COLBen 194.1

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের বিষয়ে লোকদের সতর্ক করা হচ্ছিল এবং তাদের অজ্ঞতা আর উদাসীনতার জন্য তীব্রভাবে তিরস্কার করা হচ্ছিল। আকাশের চিহ্ন যা আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যায়, এটি তারা খুব সহজেই বুঝতে পারে; কিন্তু সময়ের চিহ্ন যা তার কাজকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু লোকেরা স্বর্গের জন্য যেভাবে প্রস্তুত হয়েছিল, তার চেয়ে তারা ভাবছিল যে একমাত্র তারাই স্বর্গের অধিকারী; আর তিরস্কারের যে বার্তা দেয়া হয়েছিল তা অন্য লোকদের জন্য দেয়া হয়েছিল। যে রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে, সে ঘটনা সম্পর্কে শ্রোতারা যীশুকে খুলে বলল। যিহুদার শাসনকর্তা পন্তীয় পীলাতের কিছু আচরণ লোকদের ভীষণ অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। ঐ সময় যিরুশালেমে ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, আর পীলাত এই বিশৃঙ্খল অবস্থা কঠোর হস্তে দমন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নিয়েছেন। একটি অনুষ্ঠানে তার সৈন্যরা হঠাৎ মন্দিরের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করে বসে এবং গালীলীয় তীর্থযাত্রীদের বলি উৎসর্গের অবস্থায় গলা কেটে হত্যা করে, এবং যিহূদীরা মনে করেছিল যে, পাপের শাস্তি হিসেবে এরকম দুঃখ জনক ঘটনা তাদের উপর ঘটেছিল, আর যারা এই হিংস্র হত্যাকা-ের কথাগুলো এভাবে বলেছিল তারা কিন্তু মনে মনে এই ঘটনার জন্য সন্তুষ্ট ছিল। ঐ গালীলীয়দের চেয়ে তাদের ধার্মিকতা আরো ভালো, এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তারা এভাবে কথাগুলো বলেছিল, এবং তারা এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে তাদের এই ধার্মিকতার জন্য তারা ঐ গালীলীয়দের চেয়ে আরো বেশি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের যোগ্য। তারা এই প্রত্যাশা করেছিল যে, যীশু ঐ গালীলীয়দের উদ্দেশ্যে নিন্দাসূচক কিংবা দোষারোপমূলক কোন কথা বলবেন, যারা সন্দেহ তীব্রভাবে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল। COLBen 194.2

খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাদের প্রভুর কাছ থেকে তার মতামত না শোনা পর্যন্ত তাদের নিজেদের কোন ধারণা প্রকাশ করতে সাহস পেল না। যীশু খ্রীষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে অন্য লোকদের স্বভাবের

জন্য প্রতি শাস্তির বিষয় উল্লেখ করলেন এবং তাদের বিচার করার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী তিনি উত্তর দিলেন, তবুও তারা চাইছিল যেন প্রভু যীশু প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দেন যে ঐ গালীলীয়রা অন্য সকলের চেয়ে অধিক পাপী ছিল। প্রভু যীশুর উত্তর উদ্যোক্তাদের ভীষণভাবে অবাক করে দিয়েছিলো। COLBen 195.1

জনতার দিকে ফিরে ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু বললেন, "তোমরা কি মনে করিতেছ, সেই গালীলীয়দের এই রূপ দুর্গতি হইয়াছে বলিয়া অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক পাপী ছিল? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং যদি তোমরা মন না ফিরাও তোমরা সকলে তদ্রুপ বিনষ্ট হইবে।" তারা যেন তাদের হৃদয়কে নম্র করে এই উদ্দেশ্যে তিনি এই চমকপ্রদ কথাগুলো বলেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে। রাগের প্রচন্ডতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, যা শীঘ্র সবার উপরে বিষ্ফোরিত হবে, যারা যীশুর কাছে আশ্রয় খুঁজে পাবে না। COLBen 195.2

যীশু এমনভাবে তার শিষ্য এবং জনতার সাথে কথা বললেন যেন তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত সামনের দিকে তাকালেন, তিনি দেখতে পেলেন যিরূশালেম সৈন্যদের দ্বারা অবরূদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বিদেশী সৈন্যদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, যারা মনোনীত শহরের বিরুদ্ধে দৃপ্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি দেখতে পেলেন সৈন্যদের অবরোধের ফলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে। গালীলীয়দের মত অনেক যিহুদীদের মন্দিরের প্রাঙ্গনে হত্যা করা হয়েছিল, ঠিক যেমনিভাবে বলি উৎসর্গ করা হয়। আলাদাভাবে এরকম ভয়ঙ্কর আক্রমনের ঘটনার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর একটি জাতির কাছে এই সতর্ক বার্তা দিয়েছেন যে তারা একই রকম ভাবে দোষী। "বরং যদি মন না ফিরাও", যীশু বললেন, "তোমরা সকলেই তদ্রুপ বিনষ্ট হইবে"। পরীক্ষার অল্পদিনগুলো তাদের জন্য বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। যা তাদেরকে শান্তি দিতে পারে সে বিষয়টি জানবার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় ছিল। COLBen 195.3

"কোন ব্যক্তির, "তিনি বলতে লাগলেন," আঙুরক্ষেতে তার একটা ডুমুর গাছ ছিল, আর তিনি এসে সেই গাছে ফলের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। তাতে তিনি আঙুর ক্ষেতের রক্ষককে বললেন, "দেখ আজ তিন বছর ধরে এসে এই ডুমুর গাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। তুমি এটা কেটে ফেল এটা কেন ভূমিও নষ্ট করবে"। যারা খ্রীষ্টের কথা শুনেছিল তারা কথার অর্থকে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে নি। দায়ূদ ইস্রায়েলের গানের মধ্যে মিশরের আঙ্গুর লতা বলে প্রকাশ করেছেন। যিশাইয় লিখেছেন, "ইস্রায়েল-কুল বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং যিহূদার লোকেরা তাহার রমনীয় চারা," যিশাইয় ৫:৭। মুক্তিদাতা যে জাতির কাছে এসেছিলেন তাদের তার বিশেষ পরিচর্যা আশীর্বাদের বেষ্টনের মধ্যে অবস্থানরত ঈশ্বরের আঙ্গুর ক্ষেতের মধ্যে রোপিত ডুমুর গাছের দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বর তার লোকদের প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন এবং COLBen 196.1

“আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি কহিলেন; কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার একটা ডুমুর গাছ রোপিত ছিল; আর তিনি আসিয়া সেই গাছে ফল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তাহাতে তিনি দ্রাক্ষা-পালককে কহিলেন, দেখ, আজ তিন বৎসর আসিয়া এই ডুমুর গাছে ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; ইহা কাটিয়া ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে। সে উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব, তাহার পরে উহাতে ফল ধরে ত ভালই, নয় ত ওটা কাটিয়া ফেলিবেন।” লূক ১৩:৬-৯ তাদের সামনে ছিল গৌরবময় সম্ভাবনা যা চমৎকার বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, “তাই তাহারা ধার্মিকতা বৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত ভূষণার্থকে উদ্যান বলিয়া আখ্যাত হইবে”, যিশাইয় ৬১:৩। মৃত্যুর পূর্বে যাকোব তার প্রিয় পুত্রকে স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন, “যোষেফ ফলবান তরু পল্লব জল প্রবাহের, পাশ্বস্থিত ফলবান তরু-পল্লব, তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে”। আর তিনি বললেন, “তোমার পিতার সেই ঈশ্বর”, “যিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন”, সর্বশক্তিমান, “যিনি তোমাকে আশীর্বাদ করিবেন, উপরিস্থআকাশ হইতে নিঃসৃত আশীর্বাদে। অধোবিস্তীর্ন জলধী হইতে নিঃসৃত আশীর্বাদে”, আদি ৪৯:২২, ২৫। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে এমনভাবে রোপন করেছেন যাতে উৎকৃষ্ট আঙ্গুরলতারূপে জীবনের মূলগুলোর মত। তিনি তার আঙ্গুর ক্ষেত তৈরি করেছেন,” অতি উর্বর এক গিরিশৃঙ্গে”। তিনি, “তাহার চারিদিকে খনন করিলেন, তাহার পাথরগুলো তুলিয়া ফেলিলেন, তথা উত্তম দ্রাক্ষালতা রোপন করিলেন, যিশাইয় ৫:১,২। “তিনি অপেক্ষা করিলেন যে, দ্রাক্ষাফল ধরিতে, কিন্তু ধরিল বুনো আঙ্গুর” যিশাইয় ৫:২। “প্রাচীন কালের যিহুদীদের চেয়ে খ্রীষ্টের সময়ের লোকেরা আরো উত্তম ভাবে ঈশ্বর ভক্তি দেখাতে পারে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের আত্মার মধুর আশীর্বাদে আরো বেশি অভাবগ্রস্ত রয়েছে। যোষেফ তার জীবনে যে সুগন্ধময় এবং চমৎকার চারিত্রিক বৈশিষ্টের মহামূল্যবান ফল দেখাতে পেরেছিলেন, যিহূদী জাতির মধ্যে সেই ফল প্রকাশ পায় নি।

ঈশ্বর তার সন্তানদের মধ্যে ফল দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে কোন ফল দেখতে পান নি। ইস্রায়েল জাতি ছিল ভূমির বাধাস্বরূপ। তারা ছিল জমির আগাছার মত। আঙ্গুর খেতে সব জায়গা এই আগাছায় পূর্ণ হয়েছিল অথচ এই জমি ফলপূর্ণ গাছে পূর্ণ থাকা উচিৎ ছিল। ঈশ্বর জগতকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন যিহূদিরা এটি জোরপূর্বক নিতে চেয়েছে। যিহুদীরা ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জাতির মধ্যে ভুলভাবে বর্ণনা করেছিল। তারা কেবল অকেজো ছিল, তাই নয়, কিন্তু তারা ফল উৎপাদনে সুস্পষ্টভাবে বাধাস্বরূপ। তাদের ধর্ম অত্যন্ত ভুলদিকে চালিত হচ্ছিল এবং মুক্তির পরিবর্তে নিজেদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়েছিল। COLBen 197.1

উপমায় আঙ্গুরক্ষেতের রক্ষক ঐ গাছের কোন ধ্বংসের কথা প্রথমে বলে নি। যদি গাছটি পরিচর্যার পরও ফলহীন থাকে তাহলে গাছটি কেটে ফেলতে হবে, বলে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু এই ডুমুর গাছের জন্য মালিকদের যে আগ্রহ এবং মনোযোগ রয়েছে তা সে জানত। এই গাছটি যদি বৃদ্ধি পেয়ে ফলদান করত, আর তা যদি তিনি দেখতে পেতেন তা হলে তিনি এত বেশি আনন্দিত হতেন যে অন্য কোন কিছুই তাকে এত বেশি আনন্দ দিতে পারত না। আঙ্গুর ক্ষেতের মালিকের ইচ্ছার প্রতি সাড়া দিয়ে সে বলল, “প্রভু এই বছর ওটা থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব তাহার পরে উহাতে ফল ধরে তো ভাল”। COLBen 198.1

আঙ্গুর ক্ষেতের মালি ফলহীন গাছটি বাতিল বলে গণ্য করতে চাইল না। সে ফলহীন গাছটির আরো বেশি পরিচর্যা করতে চাইল। সে গাছটির চারপাশে এমনভাবে পরিচর্যা করতে চাইল, যাতে গাছটিতে ফল আসে। গাছটির জন্য সে আরো মনোযাগী হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হল। COLBen 198.2

আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক এবং মালির ডুমুর গাছটির প্রতি একই রকম মনোভাব ছিল। তেমনি মনোনীত করা লোকদের প্রতি পিতা ও পুত্রের ভালবাসা একরকম ছিল। খ্রীষ্ট তার শ্রোতাদের কাছে যে কথা বলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাদের মন পরিবর্তনের সুযোগের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর তার ভালবাসা প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, আর এর উদ্দেশ্য ছিল, তারা ধার্মিকতার গাছ হতে পারে, যাতে তারা জগতের আশীর্বাদের জন্য ফল উৎপন্ন করে। COLBen 198.3

যীশু তার দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্যে মালির পরিচর্যাকারীদের কি ফল হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। ঠিক এই অবস্থায় তিনি তার গল্প শেষ করেছেন। যারা তার কথা শুনেছিল, তিনি সেই লোকদের উপর গল্পের ফলাফল কি হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দিলেন। তাদেরকে আতিœকভাবে সতর্ক করে দিলেন, “তাহার পরে যদি উহাতে ফল ধরে তো ভালই, নয়তো ওটা কাটিয়া ফেলিবেন”। যে অপরিবর্তনীয় কথা বলা হয়েছে তা তারা পালন করবে কি না এটি তাদের উপর নির্ভর করে। ক্রোধের দিন কাছে এসে গেছে। ভীষণ কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে ইস্রায়েল জাতি জীবনযাপন করছিল, আঙ্গুরক্ষেতের মালিক দয়াপূর্ণ ভাবে তাদেরকে ফলহীন গাছের বর্ণনা দিয়ে পূর্ব সতর্কবার্তা দিলেন। COLBen 198.4

প্রভু যীশু এই লোকদের যেভাবে সতর্ক করেছিলেন, ঠিক একইভাবে আমাদেরকেও সতর্ক করেছেন। হে অসতর্ক মানুষ, ঈশ্বরের আঙ্গুর ক্ষেতের তু‍িমও কি ফলহীন গাছ? খুব শীঘ্র তোমাকেও কি বিচারের বাণী শুনাতে হবে? ঈশ্বরের দেয়া দান লাভ করার জন্য তুমি আর কত দেরি করবে? ঈশ্বরের ভালবাসার কাছে ফিরে আসার জন্য তোমাকে আর কত পরিচর্যা করতে হবে, তিনি আর কত অপেক্ষা করবেন? তার আঙ্গুর ক্ষেতে তোমাকে রোপন

করা হয়েছে, বাগানের রক্ষক তোমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে এবং তোমার পরিচর্যা করেছে, তাহলে এবার ভেবে দেখ কি সুযোগ সুবিধাই না তুমি ভোগ করছ। সুসমাচারের প্রেমপূর্ণ বার্তা কতবার তোমার হৃদয়ে রোমাঞ্চিত করেছে। তুমি প্রভু যীশুকে গ্রহণ করেছ, তুমি মণ্ডলীর একজন বাহ্যিক সদস্য হয়েছ যে মণ্ডলী তার দেহ স্বরূপ। অথচ এর পরও তুমি মহা ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তৎপর হও নি। তার স্বভাবের মধুর অনুগ্রহ, "আত্মার ফল", তোমার জীবনে দেখা যায় নি। COLBen 199.1

ডুমুর গাছটি বৃষ্টির জল ও সূর্যের আলো গ্রহণ করেছিল এবং মালির পরিচর্যা পেয়েছিল। এই গাছটি মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করেছিল। তার ফলহীন ডালগুলো কেবল জমিকে অন্ধকার করে রেখেছিল। এই কারণে ফল উৎপাদন করে এমন গাছগুলো ওর ছায়ায় ফল উৎপন্ন করতে পারছিল না। ঈশ্বরের এই রকম দান তোমার উপর প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীতে কোন আশীর্বাদ তুমি ছড়িয়ে দেও নি। অন্যদের যে সুযোগ সুবিধা ছিল, তা তুমি জোর পূর্বক কেড়ে নিয়েছ। যা অন্যের প্রাপ্য ছিল তুমি তা কেবল নিজের মতই গ্রহণ করেছ। COLBen 199.2

তুমি খুব সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, যে তুমি জমির জঙ্গলস্বরূপ। তবুও ঈশ্বরের তার মহা দয়ার কারণে তোমাকে কেটে ফেলা হয় নি। তিনি তোমার দিকে নিরূৎসাহ হয়ে তাকান নি। তিনি তোমাকে অপ্রয়োজনীয় বলে দূরে সরিয়ে দেন নি বা তোমাকে ধ্বংস করে ফেলেন নি। বহু শতাব্দী আগে তিনি তোমার দিকে তাকিয়ে তিনি কাঁদছেন। COLBen 199.3

যে ভাবে ইস্রায়েল জাতির কথা ভেবে কেদেছিলেন, "হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব? হে ইস্রায়েল, কি রূপে তোমাকে আমি উদ্ধার করিব. . . আমি আপন প্রচণ্ডক্রোধ সফল করিব না। আমি ইফ্রয়িমের সর্বনাশ করিতে ফিরব না। কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি," হোশেয় ১১:৮,৯। প্রেমময় মুক্তিদাতা তোমার সম্পর্কে এ কথা বলেছেন, এই বছরও ওটা থাকতে দিন, আমি এর মূলের চারদিকে খুঁড়ে সার দিব। COLBen 200.1

ইস্রায়েল জাতির পরীক্ষার বর্ধিত সময়ে খ্রীষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে ভালবাসার মাধ্যমে তাদের পরামর্শ দান করেছিলেন। ক্রুশের উপর তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন, "পিত ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না" লূক ২৩:৩৪। তার স্বর্গারোহণের পর যিরুশালেমে প্রথম সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল। যেখানে পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল। পূনরূত্থিত মুক্তিদাতার পরাক্রমের দ্বারা সর্বপ্রথম মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে স্টিফান, "তাহার মুখ স্বর্গদূতের মুখের তুল্য" (প্রেরিত ৬:১৫) - তার সাক্ষ্য বহন করেছিলেন এবং নিজের জীবন সমর্পন করেছিলেন। স্বর্গ এর সব রকম দান করতে পারেন। খ্রীষ্ট বললেন "আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি এমন আর কি করিতে পারা যাইত," "যাহা আমি করি নাই"?

যীশাইয় ৫:৪। এই তোমার জন্য তোমার পরিচর্যা এবং পরিশ্রম কমে যায় নি, কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখনো তিনি বলেছেন, "আমি সদাপ্রভু তাহার রক্ষক, আমি নিমিষে তাহাতে জল সেচন করিব, কিছুতেই যেন তাহার হানি না করে, তার জন্য দিবারাত্র তাহা রক্ষা করিব।" যিশাইয় ২৭:৩। COLBen 200.2

"তাহার পরে উহাতে ফল ধরে তো ভালই, নয়তো ওটা"- যদি কেউ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা খুব দ্রুত তার জীবনে কার্যকর না করে তবে সে ঐশ্বরিক পরামর্শের প্রতি সাড়া দেবে না এবং তার হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। তখন যা ঘটবে তা এই বাক্যে বলা হয়েছে," ইহা কাটিয়া ফেল, ইহা কেন ভূমিও নষ্ট করে"? COLBen 200.3

আজকে তিনি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, "হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস. . . আমি তাহাদের বিপদ গমনের প্রতিকার করিব, আমি সেচ্ছায় তাহাদিগকে প্রেম করিব. . . আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব, সে শোষণ পুস্পের ন্যায় ফুটিবে আর লিবানোনের ন্যায় মূল বাধিবে. . .যাহারা তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে; শস্যবৎ সুখ্যাতি হইবে, দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে. . . আমা হইতে তোমার ফলপ্রাপ্তি"। হোশেয় ১৪:১-৮। COLBen 200.4

Chapter 20 - "রাজপথে রাজপথে ও গলিতে গলিতে যাও"

লূক ১৪:১, ১২-২৪ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

একজন ফরীশীর ঘরে এক ভোজে মুক্তিদাতা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি যে ভাবে গরীবদের কাছ থেকে পাওয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন, একইভাবে ধনীদের কাছ থেকে পাওয়া নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন, এবং তার রীতি অনুসারে কোন ঘটনা তার সামনে ঘটলে সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে তিনি তার শিক্ষা প্রদান করতেন। যিহুদিদের প্রতিটি জাতীয় এবং ধর্মীয় আনন্দ অনুষ্ঠান সমূহ পবিত্র পর্ব হিসেবে গণ্য করা হত। এটা তাদের কাছে ছিল অনন্ত জীবনের আশীর্বাদের প্রতীক। যখন যিহূদীরা অব্রাহাম, ইসহাক, এবং যাকোবের সঙ্গে বসে মহা ভোজ গ্রহণ করার অপেক্ষা করছিল তখন পরজাতিরা ভোজ বিহীন অবস্থায় ছিল এবং যা তাদের আনন্দ দিতে পারে এমন বিষয় লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ভাবে অপেক্ষা করছিল। সতর্ক করার জন্য খ্রীষ্ট, উপদেশ দেবার জন্য যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তা এখন মহাভোজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যা বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় জীবনের জন্য ঈশ্বর যিহূদীদের জন্যই রেখেছিলেন, তা তারা নিজেরাই বন্ধ করতে চাচ্ছিল। তারা পরজাতিদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া দেখাবার বিষয়টি মেনে নিতে পারে নি। এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট দেখাতে চেয়েছেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকার জন্য তার করুণাপূর্ণ আমন্ত্রণকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমন্ত্রণ তারা অবজ্ঞা করেছে তা এমন লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের তারা ঘৃণা করেছে, যাদের পোশাক তারা খুলে নিয়েছে, যেন তারা কুষ্ঠ রোগীর মত বর্জিত কোন মানুষ। COLBen 202.1

এই ফরীশী তার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তার ভোজের জন্য অতিথিদের মনোনীত করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাকে বললেন, "তুমি যখন মধ্যাহ্ন-ভোজ কিংবা রাত্রি-ভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বন্ধুগণকে বা তোমার ভ্রাতাদিগকে, বা তোমার জ্ঞাতিদিগকে কিংবা ধনী প্রতিবেশীগণকে ডাকিও না, কি জানি তাহারাও তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিবে, আর তুমি প্রতিদান পাইবে। কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও, তাহাতে ধন্য হইবে। কেননা তোমার প্রতিদান করিতে তাহার কিছু নাই, তাই ধার্মিকগণের পুনুরুত্থাণের সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবে।" COLBen 203.1

মোশির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যে উপদেশ দিয়েছিলেন, এখানে তার দুইবার উল্লেখ করলেন। তাদের ধর্মীয় পর্বের বিষয়ে ঈশ্বর তাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা, তোমার নগর দ্বারের মধ্যবর্তী এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে," দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২৯। ইস্রায়েল জাতিকে শিক্ষা দেবার মত তিনি ভোজে উপস্থিত লোকদের

একই রকম শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন, এইভাবে সারা বছর ধরে বিধাব, অনাথ, এবং গরীব লোকদের আতিথ্য করার মাধ্যমে অতিথিয়েতার প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। এই পর্বগুলোর পাঠ অনেক বিস্তৃত। যে আত্মিক আশীর্বাদ ইস্রায়েল জাতিকে দেয়া হয়েছিল তা কেবল তাদের একার জন্য ছিল না। COLBen 203.2

ঈশ্বর তাদের জীবনের রুটি দিয়েছিলেন যা তারা জগতের মাঝে টুকরো টুকরো করে দিতে পারত। COLBen 203.3

"অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস, যাহার রৌপ্য নাই, আইসুক; তোমরা আইস, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর, হ্যা, আইস, বিনা রৌপ্যেখাদ্য, বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। কেন অখাদ্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল করিতেছ, যাহাতে তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য স্ব স্ব শ্রমফল দিতেছ? শুন, আমার কথা শুন, উত্তম ভক্ষ্য ভোজন কর, পুষ্টিকর দ্রব্যে তোমাদের প্রাণ আপ্যায়িত হোক", যিশাইয় ৫৫:১, ২।

এই কাজ তারা পূর্ণ করে নি। তাদের স্বার্থপরতাকে উদ্দেশ্য করে খ্রীষ্ট নিন্দাসূচক কথাগুলো বলেছিলেন। ফরীশীদের যে কথাগুলো খ্রীষ্ট বলেছিলেন, তা ছিল তাদের কাছে বিরক্তিকর। আলোচনা অন্য দিকে ঘুড়িয়ে দেবার আশায় তাদের মধ্যে কোন একজন ভক্তির ভান করে চিৎকার করে বললো, "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করিবে।" এই লোকটি এমনভাবে দৃঢ় নিশ্চয়তায় কথা বলল, যেন সে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে একটি জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। তার আচরণ ছিল সেই লোকদের আচরণের মত যারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করে আনন্দ প্রকাশ করছে। অথচ এই লোকটি প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণের শর্ত মানতে রাজি ছিল না। তার মনোভাব ছিল সেই বিলিয়মের মত যিনি প্রার্থনার সময় বলেছিলেন, "ধার্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, তাহার শেষ গতি তুল্য আমার শেষ গতি হোক", গননা পুস্তক ২৩:১০। এই ফরীশী স্বর্গের জন্য তার নিজের যোগ্যতার বিষয়ে চিন্তা করে নি কিন্তু তিনি এই আশায় ছিলেন যে, স্বর্গে তিনি আনন্দ করতে পারবেন। তার মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভোজে উপস্থিত অতিথিদের তাদের ব্যবহারিক কর্তব্য থেকে তাদের মনকে ভোজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। সে ভেবেছিল যে, সে বর্তমান জীবনের চিন্তা থেকে তাদের অনেক দূরে পুরুত্থানের সময়ে সরিয়ে নিতে পেরেছে। COLBen 204.1

খ্রীষ্ট এই ভানকারীর হৃদয়ের চিন্তা বুঝতে পারলেন এবং তিনি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভোজে উপস্থিত লোকদের সামনে তাদের বর্তমান সুযোগের বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য

সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বুঝাতে চাইলেন যে ভবিষ্যতের পরম সুখ লাভের আশায় এই মুহূর্তে তাদের অবশ্যই কিছু করণীয় রয়েছে। COLBen 204.2

তিনি বললেন "কোন ব্যক্তি", "বড় এক ভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন"। পরে ভোজনের সময় তার একজন চাকরকে দিয়ে নিমন্ত্রিত অতিথীদের দ্বিতীয়বার এই বলে পাঠালেন, "আইস, এখন সকলেই প্রস্তুত"। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সবাই উপেক্ষা করল। তাহারা সকলেই একমত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথমজন তাহাকে কহিল, "আমি একখানি ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাই দেখিতে না গেলেই নয়, বিনতি করি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর একজন কহিল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনিলাম, তাহা পরীক্ষা করিতে যাইতেছি, বিনতি করি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর একজন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এই জন্য যাইতে পারিতেছি না।" COLBen 204.3

তাদের মধ্যে একজনও প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য ক্ষমা পায় নি। যে লোকটি বলেছিল, তার জমিটি দেখিতে না গেলে নয়," সেই জমিটি ইতিমধ্যে সে কিনেছে। জমি দেখার জন্য তার ব্যস্ততার দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে যা কিনেছে তার প্রতি সে গভীর ভাবে মনযোগ দিয়েছে। জমির মত বলদগুলোও একইভাবে কেনা হয়েছিল। বলদগুলোর পরীক্ষা করার যে কথা ক্রেতা বলেছিল, তাতে সে বোঝাতে চেয়েছে যে, তার কেনা বলদগুলোর জন্য সে যেন সন্তুষ্ট হতে পারে। তৃতীয় ক্ষমার জন্য এর চেয়ে আর বেশি কারণ ছিল না। বাস্তবিক, নিমন্ত্রিত কোন অতিথীর ভোজে উপস্থিত হওয়ার জন্য তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে নিষেধ করার কোন কারণ ছিল না। নব বিবাহিতা স্ত্রীর ভোজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন বাধা ছিল না। নব বিবাহিতা স্ত্রীও ভোজে তার মত সমভাবে সমাদৃত হবেন। কিন্তু আনন্দ উপভোগ করার জন্য লোকটির অন্য পরিকল্পনা ছিল। তার কাছে মনে হয়েছিল, যে ভোজে খাবার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই ভোজের আনন্দের চেয়ে সে আরো বেশি আনন্দ লাভ করতে পারবে, যে পরিকল্পনা সে করেছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল। তার নিজের ঘর ছাড়াও অন্য সমাজে গিয়ে আনন্দ লাভ করা যায়, এই বিষয়টি তার জানা প্রয়োজন ছিল। সে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করে নি। এমনকি ভোজে উপস্থিত না হয়ে খাবার জন্য সে ভদ্রভাবে যে প্রত্যাখ্যানের কথা বলেছিল, তাতে কোন ভনিতা ছিল না। "আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই", এই সত্য কথাটি আড়াল করার জন্য সে বলেছিল "যাইতে পারতেছি না।" তাদের ক্ষমা চাওয়ার সব বিষয়গুলো ছিল প্রতারণায় পূর্ণ। আর এই সব নিমন্ত্রিত অতিথিরা অন্য বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে মনযোগী হয়ে উঠেছিল। ভোজে উপস্থিত হতে অস্বীকার করে তারা নিমন্ত্রণকে মূলত অবজ্ঞা করেছিল এবং উদার মনোভাবের বন্ধুটি তাদের এই উপেক্ষার দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন। COLBen 205.1

মহাভোজের দ্বারা খ্রীষ্ট সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণের প্রস্তাবের বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। লোকদের কাছে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য এটা ছিল খ্রীষ্টের জন্য

সুন্দর সুযোগ। তিনি হলেন রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় পরিত্রাণের নদী। তিনি যে মহাভোজ প্রস্তুত করেছেন, ঈশ্বর তাদের জন্য স্বর্গেও মহত্তোম উপহার দিতে চেয়েছিলেন, সেই উপহার পরিমাপ করা যায় না। ঈশ্বরের ভালবাসা ব্যয়বহুল ভোজকে বোঝাচ্ছেন এবং এমন সম্পদ তিনি যোগান দিবেন যা গুণে শেষ করা যাবে না। “যদি কেহ এই খাদ্য খায়”, খ্রীষ্ট বলেন, “তবে সে অনন্ত কাল জীবিত থাকিবে”, যোহন ৬:৫১। COLBen 205.2

যথার্থভাবে সুসমাচারের ভোজের আমন্ত্রণকে গ্রহণ করতে হলে তাদের অবশ্যই জাগতিক স্বার্থকে ছোট করে দেখতে হবে এবং তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকবে, তা হল খ্রীষ্ট এবং তার ধার্মিকতাকে গ্রহণ করা। ঈশ্বর মানুষের জন্য সব কিছু দিয়েছেন এবং তিনি তার কাছে তাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে যেন সে এমন আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, যা সমস্ত জাগতিক এবং স্বার্থপর জনিত লাভ থেকে অনেক উর্ধ্বে। দুমনা হৃদয় ঈশ্বর গ্রহণ করতে পারেন না। যে হৃদয় জাগতিক বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আছে, সেই হৃদয় কখনো নিজেকে ঈশ্বরকে দিয়ে দিতে পারেন না। COLBen 206.1

এই শিক্ষা সব সময়ের জন্য। ঈশ্বরের মেষ শাবক যেখানেই যাবেন, সেখানেই আমাদের তাকে অনুসরণ করতে হবে। তার নির্দেশ আমাদের মনোনীত করতে হবে, তার সাহচর্য জগতের বন্ধুদের সাহায্য থেকে অনেক মূল্যবান। খ্রীষ্ট বলেন, “যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।” মথি ১০:৩৭। COLBen 206.2

পরিবারের লোকেরা একসঙ্গে বসে, যখন তাদের রুটি ভেঙ্গে আহার করত, তখন সেই সময় অনেকে খ্রীষ্টের কথার পুনর্বার উল্লেখ করে বলত, “ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করিবে।” কিন্তু খ্রীষ্ট COLBen 206.3

“আমিই জীবন খাদ্য। তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্ত কাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য।” যোহন ৬:৪৮-৫১। দেখিয়েছেন যে, সীমাহীন মূল্যে ভোজের জন্য যে টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে, তার জন্য অতিথি পাওয়া কত কঠিন। যারা তাঁর কথা শুনেছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা দয়ার নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করেছে। জাগতিক সম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য, এবং জাগতিক সুখ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে।

মাত্র একটি কথায়, এখানেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। ভোজের নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যমে মূলত তারা সুসমাচারের নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করার উপযুক্ত কারণকে গোপন করে থাকে। লোকেরা এই বলে ঘোষণা দেয় যে, সুসমাচারের দাবির প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়ে তারা জাগতিক ভাবে যা পাওয়ার জন্য প্রত্যাশা করে, তা ক্ষতিগ্রস্থকরতে দিতে পারে না। তারা চিরস্থায়ী জিনিসের চেয়ে তাদের অস্থায়ী স্বার্থকে আরও বেশি মূল্যবান বলে মনে করে। যে মহা আশীর্বাদ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করে তা তাদের স্রষ্টা এবং মুক্তিদাতার নিকট থেকে পৃক করতে বাধা দান করে। তারা তাদের জাগতিক লাভের বিষয়গুলো থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে রাজি ছিল না, তাই তারা দয়ার সংবাদদাতাকে বললো, "এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব।" প্রেরিত ২৪:২৫। অন্যরা আরও বেশি সমস্যার কথা উল্লেখ করে বললো যে, যদি তারা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তাদের সামাজিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থহবে। তারা এই কথা বললো যে, তারা তাদের আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত জনের সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তারা এই ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, তারা তাদের কাজে অত্যন্ত তৎপর রয়েছে, আর এই বিষয়টি এই উপদেশমূলক গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে। ভোজের কর্তা বুঝতে পারলেন যে, ভোজের নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি দেখিয়ে ক্ষমা চেয়েছে, এর মধ্য দিয়ে তারা তাকে অবজ্ঞা করেছে। COLBen 207.1

যে লোকটি বলেছিল, "আমি বিবাহ করিলাম, এই জন্য যাইতে পারিতেছি না," সে সামাজিক বন্ধনের বিষয় উপস্থাপন করেছিল। অনেকে আছেন যারা তাদের স্ত্রী এবং স্বামীকে ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য বাধা প্রদানকে সম্মতি দিয়ে থাকে। স্বামী বলল, "আমার স্ত্রীর এই বিষয়ে আপত্তি আছে। তাই আমি যদি এই আমন্ত্রণে সাড়া না দেই তাহলে আমার কোন দোষ হবে, বলে আমি মনে করি না। আমার স্ত্রীর প্রভাবের কারণে আমার পক্ষে এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।" স্ত্রী করুণায় অনুগ্রহের পূর্ণ আহবান শুনতে পেল," আইস, এখন সকলেই প্রস্তুত," আর সে বলল, 'বিনতি করি,' আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" আমার স্বামী নিমন্ত্রণে যেতে আপত্তি জানিয়েছেন, আমার স্বামী তার ব্যবসার চুক্তি করবার জন্য যাবেন। আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে। তাই আমি যেতে পারছি না।" ছেলে মেয়েদের মন প্রভাবিত হল। তারা প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে চাইল। কিন্তু তারা তাদের বাবা মাকে ভালবাসে। আর এই জন্য তারা সুসমাচারের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। ছেলে মেয়েরা মনে করে যে তারা সুসমাচারের ডাকে সাড়া দিতে অসমর্থ। এই জন্য তারাও বলে "বিনতি করি আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" COLBen 207.2

এরা সবাই মুক্তিদাতার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কারণ তারা ভয় পেয়েছিল, পাছে তারা পরিবারের পরিমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভেবেছিল যে, ঈশ্বরের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করলে তারা তাদের ঘরের শান্তি এবং উন্নতির বিষয়টি নিশ্চিত

করতে পারবে। কিন্তু এটি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। স্বার্থপরতার বীজ বুনলে স্বার্থপরতার ফসল কাটতে হবে। খ্রীষ্টের ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা মূলত মানব জাতির প্রতি প্রকৃত এবং অটল ভালবাসাকেই প্রত্যাখ্যান করে। তারা যে কেবল স্বর্গ হারায় তা নয়, যার জন্য স্বর্গ উৎসর্গ করেছে সেই প্রকৃত সুখ লাভে তারা ব্যর্থ হয়। COLBen 208.1

এই উপদেশমূলক গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, যিনি ভোজের আয়োজন করেছিলেন, তিনি তার বন্ধুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর নিমন্ত্রণের ব্যাপারে তার কি করা উচিৎ বুঝতে পারলেন। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তিনি তার চাকরকে বললেন,“শীঘ্র বাহির হইয়া নগরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এখানে আন।” COLBen 208.2

তারা গৃহকর্তার দয়ার দানকে অবজ্ঞা করেছিল, তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এমন লোকদের নিমন্ত্রণ করলেন, যারা ছিল নিঃস্ব, যাদের কোন জমি ছিল না, এবং কোন ঘর বাড়ি ছিল না। তিনি তাঁর ভোজে নিমন্ত্রণ জানালেন যারা ছিল ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র, এবং যারা তারা এই দয়াপূর্ণ ভোজের আয়োজনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে নেবে। খ্রীষ্ট বলেন “করগ্রাহী ও বেশ্যারা, তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।” মথি ২১”৩১। তথাপি যে সমস্ত মানুষকে লোকেরা ঘৃণায় এবং অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেই সব মানুষ মানবতার নমুনা হতে পারে। তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনযোগ এবং ভালবাসার কারণে তারা নিচে পরে থাকবে না কিংবা আর দুঃখী হয়ে থাকবে না। যারা হতাশগ্রস্থ, শ্রান্ত ক্লান্ত, এবং অত্যাচারিত, সেই সমস্ত মানুষের জন্য খ্রীষ্ট আকাঙ্খিত থাকেন যেন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি তাদের আলো, আনন্দ আর শান্তি দিতে চান, যা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা অত্যন্ত পাপ কাজে লিপ্ত সেই সমস্ত পাপীরা তার গভীর, আন্তরিক দয়া আর ভালবাসা গ্রহণ করতে আপত্তি করে। তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, যেন কোমলতার সাথে তাদের উপর আকাঙ্খা আকর্ষণ করতে পারেন। COLBen 208.3

যে চাকরটি দরিদ্র এবং অন্ধ লোকদের সংগ্রহ করে এনেছিল, সে তার মালিককে এ কথা বললো, “প্রভু, আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করা গেল, আর এখনো স্থান আছে। এখন প্রভু দাসকে কহিলেন, বাহির হইয়া রাজপথে রাজপথে ও গলিতে গলিতে যাও, এবং আসিবার জন্য লোকদিগকে পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার গৃহ পরিপূর্ণ হয়।” খ্রীষ্ট এখানে যিহুদী ধর্মের সীমার বাইরে পৃথিবীর রাজপথে রাজপথে এবং অজানা অচেনা স্থানে সুসমাচারের কাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন। COLBen 209.1

এই আদেশ পালন করে পৌল এবং বার্ণবা যিহূদীদের কাছে সাহসের সঙ্গে এ কথা বললেন,” প্রথমে তোমাদেরই নিকটে ঈশ্বরের বাক্য COLBen 209.2

"তাহারা তাহাকে কহিল, . . . আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে," তিনি ভোজনের জন্য তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন।" যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। কেননা ঈশ্বরের খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, ও জগতকে জীবনদান করে, . . . আমি সেই জীবন খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনো না"। যোহন ৬:৩০-৩৫। প্রচার করা যায়, ইহা আবশ্যক ছিল। তোমরা যখন তাহা ঠেলিয়া ফেলিতেছ, এবং আপনাদিগকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য বিবেচনা করিতেছ, তখন দেখ, আমরা পরজাতিগণের দিকে ফিরিতেছি। প্রভু আমাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তি স্বরূপ করিয়াছি, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ হও। ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহলাদিত হইল, ও প্রভুর বাক্যের গৌরব করিতে লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরুপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। "প্রেরিত ১৩:৪৬-৪৮।

খ্রীষ্টের শিষ্যদের দ্বারা সুসমাচারের বার্তা প্রচার ছিল পৃথিবীতে তার প্রথম আগমনের সময়ে ঘোষণা। তাকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পরিত্রাণের সুখবরের বার্তা পৌঁছে দেয়। তার লোকদের মুক্ত করার জন্য তার দ্বিতীয় আগমনের আগমন বার্তা এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বাস এবং বাধ্যতার জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে এবং সাধুদের আলোকিত জীবনের আদর্শ নিজ জীবনের অংশী করার দ্বারা মানুষ অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হবে, এই আশার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সময়ে লোকদের কাছে এই বার্তা দেয়া হয়েছে এবং এর সঙ্গে এই জগতে তার শীঘ্র দ্বিতীয় আগমন বার্তাও ঘোষণা করা হয়েছে, তার দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তিনি স্বয়ং যে সব চিহ্নের কথা বলেছিলেন, এবং ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে তার দ্বিতীয় আগমন খুব কাছে এসে গেছে। COLBen 210.1

যোহন প্রকাশিত বাক্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সুসমাচারের বার্তা প্রদান করেছেন। তিনি দেখতে পেলেন একজন দূত "আকাশের মধ্য পথে উড়িতেছেন, তাহার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী নিবাসীদিগকে, প্রত্যেক জাতির বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান। তিনি উচ্চরবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাহার বিচার সময় উপস্থিত।" প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬,৭। COLBen 210.2

বিচারের সতর্কীকরণের এই ভবিষ্যদ্বাণী এই বার্তাও সংযুক্ত করেছে যে, মনুষ্যপুত্রের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে স্বর্গের মেঘের মধ্য দিয়ে। বিচারের ঘোষণা হল, প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন যে সন্নিকট তা প্রচার করা। আর এই ঘোষণাকে বলা হয় চিরস্থায়ী সুসমাচার। COLBen 210.3

"আমি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্ল বর্ণ এবং তাহার মস্তকের কেশ বিশুদ্ধ মেষলোমের তুল্য; তাহার সিংহাসন অগ্নিশিখাময়, তাঁহার চক্র সকল জলন্ত অগ্নি। তাঁহার সম্মুখ হইতে নির্গত হইয়া বহিতেছিল, সহস্ররে সহস্র তাঁহার পরিচর্যা করিতেছিল . . . বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল, "দানিয়েল ৭:৯,১০। COLBen 211.1

এভাবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া, দ্বিতীয় আগমনের নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে প্রচার করা দেখায় যে, এটি সুসমাচারের বার্তার অপরিহার্য অংশ। COLBen 211.2

পবিত্র বাইবেলে এই কথা উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ কালে লোকেরা জাগতিক কাজে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকবে, আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকবে এবং টাকা পয়সা উপার্জন করার জন্য ব্যস্ত থাকবে। তারা শ্বাশত বাস্তবতা বুঝতে অসমর্থ হবে। খ্রীষ্ট বলেন, "বাস্তবিক নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্য পুত্রর আগমন তদ্রুপ হইবে। কারণ জল প্লাবনের সেই পূর্ববর্তী কালে জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিত হইত, এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তদ্রুপ মনুষ্য পুত্রের আগমন হইবে," মথি ২৪:৩৭-৩৯। COLBen 211.3

আজকেও একই রকম ঘটছে। মানুষ সব বিষয়ের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে, যার দ্বারা তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর তারা এমনভাবে সেই সব বিষয়ের দিকে মনযোগী হয়ে পড়েছে যে, যেন ঈশ্বর বলতে কেউ নেই, স্বর্গ বলতে কিছু নেই, এবং পরবর্তী কালের জীবন বলতে কিছু নেই। নোহের সময় পাপ কাজে ডুবে থাকা লোকদের কাছে বন্যার সতর্ক বার্তা দেয়া হয়েছিল এবং তাদের অনুতাপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ঠিক তেমনি যীশু খ্রীষ্টের শীঘ্র আগমনের সম্পর্কে প্রচারের উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন তাদের মন্দ কাজে ব্যাপৃত থাকা অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে। তাদের জাগিয়ে তোলা এবং সতর্ক করার উদ্দেশ্য হল, তারা যেন অনন্ত বাস্তবতা সম্পর্কে চেতনা লাভ করে আর প্রভুর টেবিলে আমন্ত্রণের প্রতি তারা মনযোগ দিতে পারে। COLBen 211.4

পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় সুসমাচারের "প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে," (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬)। শেষ সতর্ক বার্তা, এবং করুণার শেষ বার্তা সমস্ত জগতকে এর মহিমায় আলোকিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এটি জগতের সকল শ্রেণীর মানুষ, ধনী ও গরীব, উচ্চ ও নিচ, সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। "রাজপথে রাজপথে এবং গলিতে গলিতে," খ্রীষ্ট বলেছেন, "আসিবার জন্য লোকদিগকে পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার গৃহ পরিপূর্ণ হয়।" COLBen 212.1

সুসমাচারের অভাবে জগৎ ধ্বংস হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের দুর্ভিক্ষ চলছে। খুব লোভ আছে যারা মানবীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে না মিশিয়ে বাক্য প্রচার করে তাদের সংখ্যা খুব কম আছে। যদিও মানুষের হাতে এখন বাইবেল রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর তাদের জন্য আশীর্বাদ রেখেছে তারা তা গ্রহণ করছে না। প্রভু তার দাসদের ডেকে বলছেন যেন সে তার বার্তা লোকদের কাছে বয়ে নিয়ে যায়। যারা নিজেদের পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে অবশ্যই অনন্ত জীবনের বার্তা দিতে হবে। COLBen 212.2

রাজপথে রাজপথে ও গলিতে গলিতে যাওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তাদের সবাইকে কাজের জন্য পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন, যাদের তিনি তার নামে প্রচার করার জন্য ডেকেছেন। সমগ্র পৃথিবী হল খ্রীষ্টের প্রচারের ক্ষেত্র। প্রতিটি মানব পরিবার তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রভুর ইচ্ছা যেন তার অনুগ্রহের বার্তা ঘর থেকে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। COLBen 212.3

ব্যক্তিগত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বিশাল কাজ সম্পাদিত হতে পারে। এটি হল খ্রীষ্টের পদ্ধতি। তার কাজ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। মাত্র একজন শ্রোতা হলেও তার প্রতি তার গভীর মনযোগ দিয়ে থাকেন। এই এক শ্রোতার মানুষের মাধ্যমেই প্রায়শই তার সুসমাচারের বার্তা হাজার হাজার লোকের কাছে পৌঁছে ছিল। COLBen 212.4

লোকেরা আমাদের কাছে আসবে, আমরা যেন এই অপেক্ষায় না থাকি। তারা কোথায় আছে তা খুঁজে বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই বাইরে যেতে হবে। যখন পুলপিটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়, তখন কাজ কেবল আরম্ভ হয়। কিন্তু অগণিত লোক আছে, তারা কখনোই সুসমাচার সম্পর্কে জানতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে সুসমাচার বয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়। COLBen 212.5

যিহুদী জাতির লোকদের কাছে সর্বপ্রথম ভোজের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, এই লোকদের মানুষের মাঝে শিক্ষাদানকারী এবং নেতারূপে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, যাদের হাতে খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কিত ভবিষদ্বাণীর গুটানো বই ছিল, যাদের কাছে

তাঁর উদেশ্যের প্রতীক ছায়া স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। যাজক এবং লোকেরা যদি এই ডাকে মনযোগ দিত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের বার্তাবাহকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জগতে সুসমাচারের নিমন্ত্রণ জানাত। সত্য তাদের কাছে দেয়া হয়েছিল যেন তারা তা জানায়। যখন তারা নিমন্ত্রণের ডাক প্রত্যাখ্যান করল, তখন সেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হল দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, খোঁড়া, এবং অন্ধদের কাছে। করগ্রাহী এবং পাপীরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। যখন পরজাতির কাছে এই নিমন্ত্রণ পাঠান হল তখনও একই পরিকল্পনা কাজ করেছিল। প্রথমে এই বার্তা দেয়া হয়েছিল ‘রাজপথে - সেই সব লোকদের কাছে যারা জাগতিক কাজের মধ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল যারা লোকদের শিক্ষক এবং নেতাছিল। COLBen 213.1

প্রভুর বার্তাবাহকদের এই কথা স্মরণ রাখতে হবে। পালের মেষ পালকদের কাছে, শিক্ষকগণ স্বর্গীয় ভাবে নিযুক্ত, তাদের কাছে আসা বাক্যগুলো শ্রবণ করা উচিৎ। যারা সমাজের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল তাদের দয়া ও ভাতৃত্বের সহিত অন্বেষণ করা উচিত ছিল। মানুষের ব্যবসায়ী, অছির পরিষদের খুব উচ্চ অবস্থান, মানুষের উদ্ভাবণী শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অন্তদৃষ্টি, মেধাবী মানুষ, সুসমাচারের শিক্ষক, যাদের মন বিশেষ সত্যের প্রতি সাড়া দেয় নি, যা তাদের প্রথমেই এই ডাকে কর্ণপাত করা উচিৎ ছিল। অবশ্যই তাদেরকে এই নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। COLBen 213.2

সমৃদ্ধির জন্য একটি কাজ করতে হবে। স্বর্গের দান সকল যাদের বিশ্বাস করে অর্পণ করা হয়েছিল, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের জাগিয়ে তোলা উচিৎ। তাদের এই কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়া উচিৎ যে, জীবিত কিংবা মৃত প্রত্যেককেই তার কাছে হিসেব দিতে হবে। ধনবান, তোমার উচিত ঈশ্বরকে ভালবেসে এবং তাঁকে ভয় করে পরিশ্রম করা। ধন সম্পদের প্রতি খুব বেশি নির্ভর করলে, সে কখনও তার বিপদ উপলব্ধি করতে পারবে না। স্থায়ী মূল্য রয়েছে এমন জিনিসের প্রতি তার অন্তরের চোখকে আকর্ষিত করতে দেয়া উচিত। প্রকৃত দয়ার প্রভুত্বকে তার মেনে নেয়া উচিত, যা বলছে, “হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার জোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার জোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।” মথি ১১:২৮-৩০। COLBen 213.3

যারা এই জগতে তাদের শিক্ষা, ধন অথবা অন্যান্য পেশায় উচ্চ পদে নিয়োজিত আছে, আত্মার প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য তারা স্বয়ং কদাচিৎ উদ্যোগী হয়। অনেক খ্রীষ্টান কর্মী আছেন, যারা এই শ্রেণীর লোকদের তাদের কাছে গিয়ে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করেন। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। যদি আমরা কোন মানুষকে ডুবে যেতে দেখি, তাহলে আমাদের বসে থাকা উচিৎ হবে না এবং তার ধ্বংস হয়ে যেতে দেখব না যে, তিনি একজন আইনজীবি, ব্যবসায়ী কিংবা বিচারক। যদি আমরা কোন লোককে দ্রুতবেগে ছুটে যেতে দেখি যা তাকে

বিপদগ্রস্থকরতে পারে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না, তাদের পথ কিংবা পেশা যাই হোক না কেন। মানুষের আত্মাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখলে তাকে সতর্ক করতে দ্বিধা করা উচিত হবে না। COLBen 214.1

জাগতিক বিষয়ের প্রতি গভীর আসক্তি আছে বলে কাউকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। সমাজের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অনেক লোক আছেন, যাদের অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকে এবং নিষ্ফল অহংকারে তারা ডুবে আছেন। তারা শান্তির জন্য তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন বটে, কিন্তু সেই শান্তি তাদের মধ্যে নেই। সমাজের খুব উচুপদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত অনেক লোক আছেন যারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। অনেকেই সাহায্য লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি প্রভুর কার্যকারীরা দয়ার মনোভাব দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে যান, খ্রীষ্টের ভালবাসার স্পর্শে একটি হৃদয় কোমল হতে পারে। COLBen 214.2

সুসমাচারের বাণীর কৃতকার্যতা বাগ্মিতা, অলঙ্কারপূর্ণ সাক্ষ্য, কিংবা গভীর যুক্তির উপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে সুসমাচারের বাণীর সরলতার উপর এবং যে হৃদয় জীবন রুটির জন্য ক্ষুধার্ত থাকে সেই হৃদয় সহজেই সুসমাচারের বাণী গ্রহণ করতে পারে। “রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” - তা হল, আত্মার অভাব। মহাভোজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট সুসমাচারের মাধ্যমে আশীর্বাদ পেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। COLBen 214.3

হাজার হাজার লোক সবচেয়ে অত্যন্ত সহজ ও সরল পথে পৌঁছাতে পারে। সবচেয়ে জ্ঞানী, যাদেরকে মনে হবে জগতের মেধাবী পুরুষ ও মহিলা, তারা প্রায়শই ঈশ্বরকে ভালবাসে, এমন লোকদের সহজ সরল ভাষায় বলা বাক্য; এবং যারা সেই ভালবাসা সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে, তাদের কথাতেই তারা গভীর ভাবে আকর্ষিত হয়েছে। COLBen 215.1

প্রায়ই দেখা যায় যে অনেকে বাক্য ভালো ভাবে প্রস্তুত করেছে এবং অধ্যায়ন করেছে কিন্তু তার বাক্য দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়—কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র ও কন্যাগণ সহজ সরল ভাষায় বলা বাক্যে, বহুদিন যাবত খ্রীষ্ট ও তাঁর ভালবাসার বিরুদ্ধে বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার ক্ষমতা থাকে। COLBen 215.2

খ্রীষ্টের কার্যকারীদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, তারা শক্তিতে পরিশ্রম করতে পারে না। তার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নিজেকে নত করতে হবে। তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করতে হবে। তাহলে কাজ করবার জন্য ঈশ্বর তাকে সমস্ত শক্তি এবং সুবিধা দান করবেন। পবিত্র আত্মাকে তাকে দক্ষতা সম্পন্ন করতে ক্ষমতা দিয়েছেন। সাহায্যকারী স্বর্গদূতগণ তার পাশে থেকে তার অন্তরকে উজ্জীবিত করবেন। COLBen 215.3

যদি যিরুশালেমের নেতা এবং শিক্ষকরা খ্রীষ্টের আনা সত্যকে গ্রহণ করে নিত, তাহলে তাদের শহর কি অপূর্ব প্রচার কেন্দ্রই না হত। ধর্মীয় জীবনের পশ্চাৎপদ ইস্রায়েল জাতি তাহলে পরিবর্তিতে হতে পারত। প্রভুর জন্য এক বিশাল সৈন্য বাহিনী একত্রিত হত। আর কত দ্রুত জগতের সমস্ত জায়গায় সুসমাচারের বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারত। বর্তমানেও ঠিক একইভাবে, যদি লোকেরা প্রভাবিত হয় ও প্রয়োজনীয় কার্য ক্ষমতা থাকে তাহলে তারা জয়লাভ করতে পারবে। আর তখন তাদের মধ্য দিয়ে পতিত মানুষকে উপরে তুলে আনার মত কি অপূর্ব কাজই না তারা সম্পাদন করতে পারবে; এবং নিজ সমাজের বহিস্কৃত লোকদের একত্রিত করতে পারবে প্রভুর জন্য, এবং চার দিকে পরিত্রাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারবে। খুব দ্রুত নিমন্ত্রণ দিতে হবে এবং প্রভুর টেবিলের জন্য অতিথীদের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। COLBen 215.4

দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের উপেক্ষা করতে গিয়ে আমরা যেন কেবল মহান এবং বিশেষ গুণ বিশিষ্ট লোকদেরই নিমন্ত্রণ করার চিন্তা না করি। খ্রীষ্ট তার বার্তা বাহককে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা অলিতে গলিতে এবং অজানা জায়গায় যান এবং জগতের দরিদ্র ও হীনবস্থায় বাসকারী লোকদের আর বিনয়ী লোকদের কাছে যান। বৃহৎ শহরের প্রাঙ্গন এবং অলিতে গলিতে গ্রামের নিভৃত পথে, পরিবার ও ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবত অজানা জায়গায় অচেনা লোকদের - যারা মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অবস্থায় বাস করছে, এবং যারা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় রয়েছে তারা মনে করছে যে ঈশ্বর তাদের ভুলে গেছেন। এই সব লোকদের কাছে যেতে হবে। তারা বুঝতে পারছে না, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই কি করতে হবে, অনেকেই পাপের মধ্যে ডুবে আছে। অনেকেই দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। তারা দুঃখ কষ্ট, অভাব, নাস্তিকতা, নৈরাজ্যে, ও চাপে নিস্পষিত হচ্ছে। শরীরে এবং আত্মায় সব রকম রোগে যারা আক্রান্ত ছিল দীর্ঘকাল ধরে, তারা তাদের এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছিল। আর শয়তান তাদের মনকে কামনা এবং আমোদ প্রমোদের দিকে আকর্ষিত করেছিল, যা তাদের ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সে তাদের সদোমের আপেল খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল, যা তাদের মুখে ছাই হয়ে ফিরে আসত। তারা সেই সব জিনিসের জন্য টাকা খরচ করেছিল, যা রুটি ছিল না এবং তারা যে কারণে পরিশ্রম করত তা তাদের পরিতৃপ্ত করত না। COLBen 216.1

এই সব কষ্টের মধ্যে থাকা লোকদের, যাদের আমরা দেখতে পাই তাদের একজনকে রক্ষা করার জন্য হলেও খ্রীষ্টে আসতেন। তাদের কাছে তার নিমন্ত্রণ হল, "অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস, যাহার রৌপ্য নাই, আইসুক, তোমরা আইস, খাদ্য ক্রয় কর, হ্যা, আইস, বিনা রৌপ্যে খাদ্য, বিনামূল্যে দ্রক্ষারস এবং দুগ্ধ ক্রয় কর, . . .শুন, আমার কথা শুন, উত্তম দ্রব্য ভোজন কর, পুষ্টিকর দ্রব্যে তোমাদের প্রাণ আপ্যায়িত হোক।

কর্ণপাত কর, আমার নিকট আইস, শ্রবণ কর, তোমাদের প্রাণ, সজ্জীবিত হইবে; যিশাইয় ৫৫:১-৩।” COLBen 216.2

ঈশ্বর একটি বিশেষ আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা অচেনা, সমাজের উপেক্ষিত, পতিত, এবং দরিদ্র লোকদের প্রতি মনোযোগ দেই, যারা নৈতিক শান্তিতে দুর্বল। অনেকে আছেন যারা ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন অথচ তাদের হৃদয় আরাম এবং শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষী রয়েছে। তারা যদিও পাপের অত্যন্ত গভীরে ডুবে আছে তবুও তাদের পরিত্রাণের জন্য সম্ভাবনা রয়েছে। COLBen 217.1

খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলতে হবে। তিনি যেভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়েছেন, যারা কষ্ট ভোগ করেছেন তাদের কষ্ট লাঘব করে সান্তনা দিয়েছেন, অসুস্থদের সুস্থকরেছেন ঠিক তেমনি তার পরিচর্যাকারীদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। তাহলে তিনি তাদের সামনে তার রাজ্য সম্পর্কে মহা সত্য তুলে ধরবেন। এটি হল তার শিষ্যদের কাজ। যেভাবে আপনি দেহের কষ্ট দূর করেছেন, তেমনি করে আপনাকে আত্মার অভাব দূর করার জন্য পরিচর্যা করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আপনি উচ্চে উন্নীত ত্রাণকর্তার বিষয় তুলে ধরবেন, এবং তাদের কাছে মহান চিকিৎসকের ভালবাসার কথা বলবেন, একমাত্র যার আরোগ্যদানের ক্ষমতা রয়েছে। COLBen 217.2

ভুলপথে চলে গেছে এমন হতাশগ্রস্থদরিদ্রকে বলুন যে, তার হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদিও তারা বিপথে গেছে এবং তারা সঠিক চরিত্র গঠন করতে পারে নি, ঈশ্বর তাদের মুক্ত করতে পেরেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, একইভাবে পরিশ্রম করতে পেরেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের সমস্ত হতাশা এবং নিরাশার বিষয়গুলো তুলে নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছেন, শয়তান তাদের মধ্যে কাজ করেছিল বলে তারা হতাশাগ্রস্থহয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের অনুগ্রহের অধীনে এনেছেন। অবাধ্যতার ফলে ঈশ্বরের যে ক্রোধ নেমে আসে, তা থেকে মুক্ত হলে তিনি আনন্দিত হন। তাদেরকে বলুন আরোগ্য লাভের এবং পরিস্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রভুর টেবিলে তাদের জন্য জায়গা রয়েছে। তিনি তাদের স্বাগতম জানানোর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে আছেন। COLBen 217.3

যারা অজানা জায়গায় কিংবা অলিতে গলিতে যান, তারা অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের চরিত্রের লোকদের দেখতে পারেন, যাদের সুসমাচার শোনার প্রয়োজন আছে। অনেকে আছেন যারা প্রাপ্ত আলো অনুসারে উচ্চ মানের জীবন যাপন করছেন এবং কত উত্তমভাবে ঈশ্বরের সেবা করা যায় তা তারা ভালো জানেন। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে তাদের নিজেদের জন্য একটি মহৎ কাজ করার রয়েছে, এবং তাদের মত যারা আছেন তাদের জন্য একই কাজ ঈশ্বর করে থাকেন। ঈশ্বরের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাদের মনে আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু তারা বৃহৎ আলোর কেবল ক্ষীণ আলোই দেখতে পায়। তারা চোখের জলে

প্রার্থনা করে, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ দান করেন, যা দূর থেকে বিশ্বাস দ্বারা লাভ করা যায় বলে তারা মনে করেন। বড় বড় শহরে দুষ্টতার মধ্যে বসবাস করছে এমন অনেক আত্মার দেখা পাবেন। তারা অনেকে আছেন যারা খুব দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, এর কারণ হল যে জগতের দ্বারা তারা অনাদৃত হয়েছেন। অনেকে আছেন যাদেরকে পরিচর্যাকারী বা মণ্ডলীর কেউই জানেন না। কিন্তু বিনম্রতার মধ্যে, নিঃস্ব অবস্থায় তারা প্রভুর সাক্ষী হতে পারে। তাদের কাছে ছোট প্রদীপ থাকতে পারে এবং খ্রীষ্টীয় শিক্ষা লাভের সামান্য সুযোগ থাকতে পারে, কিন্তু উলঙ্গতা, ক্ষুধা এবং শীতের মধ্য দিয়েও তারা, অন্যদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরার সুযোগ খুঁজছে। ঈশ্বরের প্রাচুর্যপূর্ণ অনুগ্রহের ধনাধ্যক্ষদের এই সব লোকদের খুঁজে বের করতে হবে, তাদের বাড়ি পরিদর্শন করতে হবে, এবং পবিত্র আত্মার ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের পরিচর্যা করতে হবে। তাদের সঙ্গে বসে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে এবং পবিত্র আত্মা যেভাবে অনুপ্রাণিত করে, সে ভাবে সহজ সরল ভাষায় তাদের সাথে প্রার্থনা করতে হবে। খ্রীষ্ট তার পরিচর্যাকারীদের যে সংবাদ দেবেন তা হবে মানুষের জন্য স্বর্গের খাদ্য স্বরুপ। মহামূল্যবান আশীর্বাদ এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে, একটি পরিবার থেকে অন্য পরিবারে পৌঁছে যাবে। COLBen 217.4

উপদেশমূলক গল্পে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, "আসিবার জন্য লোকদের পীড়াপীড়ি কর," তা প্রায়ই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। এতে মনে হবে যে লোকদের জোরপূর্বক সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে নিমন্ত্রণের আরও বেশি প্রয়োজনীয়তার বিষয়কে বোঝানো হয়েছে এবং সনির্বন্ধ অনুরোধের কার্যকারীতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুসমাচার কখনো জোর পূর্বক লোকদের খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য নির্দেশ দেয় না। সুসমাচারের বাণী হল, "ওহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস;" যিশাইয় ৫৫:১। "আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস. . . যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন— জল গ্রহণ করুক," প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭। ঈশ্বরের ভালবাসার ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ আমাদের আসতে বাধ্য করে। COLBen 218.1

মুক্তিদাতা বলেছেন, "দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে;" প্রকাশিত বাক্য ৩:২০। তিনি অবজ্ঞা এবং ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন না কিংবা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না। কিন্তু তিনি অব্যাহতভাবে হারানো আত্মা খুঁজে বেড়ান, তিনি বলেন, "আমি কি রূপে তোমাকে ত্যাগ করিব," হোশেয় ১১:৮। যদিও অবাধ্য অন্তঃকরণের জন্য তিনি তাঁর ভালবাসা তুলে নেন কিন্তু তিনি নরমভাবে বুঝিয়ে আরও বেশি ভালবাসা মিটিয়ে দিতে চান," দেখ আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি।" তার ভালবাসার অপূর্ব ক্ষমতা লোকদের তার

কাছে আসতে বাধ্য করবে। আর খ্রীষ্টকে তারা বলছে, "তোমার কোমলতা আমাকে মহান করিয়াছে" গীতসংহিতা ১৮:৩৫। COLBen 219.1

খ্রীষ্ট তাঁর বার্তা বাহকদের তাঁর একই ভালবাসার আকুল আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে বলেছেন যে, তিনি নিজেই হারানো আত্মাকে খুঁজে বেরাচ্ছেন। আমরা কেবল এই কথা বলব না যে, "এস"। এমন অনেকেই আছেন যারা ডাক শুনবে। কিন্তু শুনলেও তাদের জ্ঞান এত কম থাকে যে ওই কথার অর্থ তারা বুঝতে পারেন না। তাদের দৃষ্টি এতই ক্ষীণ যে, তাদের জন্য যা ভালো তার কিছুই তারা সঞ্চয় করতে পারেন না। এমন অনেকেই আছেন যারা তাদের আত্মিক অবনতির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। তারা বলে থাকে, "কারো সাহায্য পাবার জন্য আমি উপযুক্ত নই"। আমাকে একা থাকতে দাও । কিন্তু একজন কার্যকারীর কখনোই এই কাজে বিব্রত থাকা উচিত নয়। স্নেহপূর্ণভাবে, গভীর ভালবাসায় হতাশাগ্রস্থ এবং অসহায়দের আঁকড়ে ধরতে হবে। আপনি তাদেরকে আপনার উৎসাহ প্রদান করুন, আপনার আশা দিয়ে তাদের উজ্জীবিত করুন, আপনার শক্তি দিয়ে তাদের সবল করুন। দয়ার মনোভাব নিয়ে তাদের আসতে বলুন।" আর কতক লোকের প্রতি, যাহারা সন্ধিহান, তাদের প্রতি দয়া কর, অগ্নি হইতে টানিয়া লইয়া রক্ষা কর" যিহুদা ২২, ২৩। COLBen 219.2

ঈশ্বরের কার্যকারীরা যদি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে চলেন, তাহলে তিনি তাদের বার্তাকে আশীর্বাদ যুক্ত করবেন। তারা এমনভাবে তাঁর ভালবাসা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করার বিপদ সম্পর্কে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন যে, লোকেরা সুসমাচার গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষ যদি ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে খ্রীষ্ট তার জীবনে অপূর্ব অলৌকিক কাজ করবেন। অতীতে যেমন মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছিল, তেমনি বর্তমানেও মানুষের হৃদয় রূপান্তরিত হতে পারে। উচ্চীকৃত মুক্তিদাতার কথা ঘোষণা করার জন্য জন বানিয়ান ধর্মের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব এবং পাপপূর্ণ বিলাসী জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, জন নিউটন কৃতদাস বেচাকেনার ব্যবসা করা COLBen 220.1

ত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানেও লোকদের মধ্য থেকে একজন বানিয়ান এবং একজন নিউটন মুক্তি লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগীতা করেন মানব জাতির সেই সব প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে অনেক দরিদ্র বিপদগামী লোক, আবার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে। এবং তাদের ফিরে আসার ফলে তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ছাপ পরে। ভালো পথ সম্পর্কে জানার জন্য যাদের খুব কম সুযোগ ছিল ও একারণে যারা ভুল পথে চলেছে, তারা জানে না কিভাবে আলোর কিরণ তাদের উপর আসবে। যেভাবে খ্রীষ্ট সক্কেয়র মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আজ তোমার গৃহে আমাকে থাকিতে হইবে" (লূক ১৯:৫)। 'একই কথা তাদের বলা হবে এবং অনেকে মনে করেন যে একজন ঘোরতর পাপীও খ্রীষ্টের ভালবাসার তত্ত্বাবধানের ফলে শিশুর মত হৃদয়

লাভ করতে পারে। অনেকে অত্যন্ত লজ্জাঙ্কর অন্যায় এবং পাপ ত্যাগ করে অন্যদের স্থান গ্রহণ করবে। যাদের সুযোগ এবং সুবিধা ছিল কিন্তু তারা ফিরে আসবে না। যারা ফিরে আসবে তারা ঈশ্বরের বাছাইকৃত, মনোনীত, মহা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে, এবং যখন খ্রীষ্ট তার রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন তারা তার সিংহাসনের কাছে দাঁড়াবে। COLBen 220.2

কিন্তু "দেখিও যিনি কথা বলেন, তাহার কথা শুনিতে অসম্মত হইও না", ইব্রীয় ১২:২৫। যীশু বলেছেন, "ওই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না।" তারা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ পুনরায় নিমন্ত্রিত হয় নি। খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের হৃদয় কঠিন করেছিল এবং শয়তানের ক্ষমতার কাছে নিজেদের সমর্পন করেছিল। এর ফলে তার অনুগ্রহ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এখনো একই রকম অবস্থা রয়েছে। যদি ঈশ্বরের ভালবাসাকে মেনে নিই, এবং যদি আমাদের হৃদয়কে কোমল আর বশীভূত না করি, তাহলে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি যে ভালবাসা দিয়েছেন, প্রভু এর চেয়ে আরও মহৎ ভালবাসা প্রকাশ করবেন না। যদি প্রভু যীশুর ভালবাসা আমাদের হৃদয়কে কোমল না করে, তাহলে আমাদের কাছে পৌঁছার জন্য যীশুর আর কোন পথই থাকবে না। COLBen 220.3

সবসময় দয়ার সুসমাচার শুনতে অস্বীকার করলে আপনি নাস্তিকতার কাছে আপনার শক্তিকে সঁপে দিয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন। আপনি যদি সবসময় খ্রীষ্টের কাছে আপনার হৃদয়ের দরজা খুলতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে ক্রমাগতভাবে আপনি তার কন্ঠ শুনতে অনিচ্ছুক হবেন। কারণ শেষ আবেদনে আপনি সাড়া না দেয়ায় আপনার সুযোগ কমে যাবে। যে ভাবে পূর্বে ইস্রায়েল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল সেইভাবে যেন আপনার সম্পর্কে লেখা না হয়," "ইফ্রয়িম প্রতীমাগণে আসক্ত; তাহাকে থাকিতে দাও", হোশেয় ৪:১৭। খ্রীষ্টকে আপনার বিষয়ে কাঁদতে দেবেন না যেভাবে যিরুশালেমের সম্পর্ক কেঁদেছিলেন," যিরুশালেমে, যিরুশালেমে, তুমি ভাববাদীগণকে বধ করিয়া থাক! ও তোমার নিকটে যারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্‌কুটি যেমন আপনার শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে, আমি কতবার তেমনি তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের সেই গৃহ তোমদের নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল," লূক ১৩:৩৪- ৩৫। COLBen 221.1

আমরা এমন সময় বাস করছি যখন দয়ার শেষ বার্তা, শেষ নিমন্ত্রণ, মনুষ সন্তানগণের নিকট শোনা যাচ্ছে।" রাজপথে রাজপথে ও গলিতে গলিতে যাও", এই আদেশ চুড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছাচ্ছে। প্রতিটি আত্মাকে খ্রীষ্টের নিমন্ত্রণ জানাতে হবে। বার্তাবাহকগণ বলছেন, "আইস, সকলেই প্রস্তুত"। স্বর্গের দূতগণ এখনও মানবজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করে চলেছেন। পবিত্র আত্মা অনবরত আপনাকে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন। খ্রীষ্ট কিছু চিহ্নের জন্য তাকিয়ে আছেন, যা আপনার হৃদয়ের দরজার

খিল সরিয়ে ফেলা এবং দরজা খুলে দেবার পূর্বাভাস দেবে, যাতে তিনি আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। একজন হারিয়ে যাওয়া পাপী মানুষের ফিরে এসে নতুন জীবন লাভের সংবাদ স্বর্গে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য স্বর্গদূতেরা অপেক্ষায় থাকেন। স্বর্গের বাহিনীগণ অপেক্ষায় থাকেন। তারা তাদের সুরের ঝংকার তুলে আনন্দের গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন এই সংবাদের জন্য যে, অপর একটি প্রাণ সুসমাচারের ভোজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। COLBen 221.2

Chapter 21 - ক্ষমার পরিমাণ

মথি ১৮:২১-৩৫ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

পিতর একটি প্রশ্ন নিয়ে খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত হলেন, "আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাতবার পর্যন্ত?" যিহুদী ধর্মীয় শিক্ষকরা ক্ষমা করার কাজকে এই সীমাবদ্ধতা দিয়েছিলেন যে, সর্বোচ্চ তিনবার দোষ ক্ষমা করা যাবে। পিতর মনে করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার শিক্ষায় ক্ষমা করার বিষয়টি বৃদ্ধি করে সাত পর্যন্ত উন্নীত করবেন, যে সংখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণতাকে বোঝানো হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট ক্ষমা করার বিষয়ে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন ক্ষমা করার ব্যাপারে বিরক্ত না হই, কিংবা ক্লান্তি বোধ না করি। কেবল "সাত বার পর্যন্ত নয়," তিনি বললেন, "কিন্তু সত্তর গুণ সাতবার পর্যন্ত"। COLBen 223.1

তখন তিনি প্রকৃত ভিত্তি উল্লেখ করলেন, যার উপর ক্ষমা করার মনোভাব এবং ক্ষমা না করার মনোভাব মনে ধারণ করে রাখার বিপদের বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত। একটি উপমায় তিনি একজন রাজার কিছু কর্মচারীর কথা উল্লেখ করলেন, যারা তার রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন কর্মচারী রাজ্যের কোষাগার থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা ধার করেছিল। রাজা তার সম্পত্তির দেখাশোনাকারীদের তাদের কাজের বিষয়ে তদন্ত করতে শুরু করলেন। আর একজন লোককে তার কাছে আনা হল, যার হিসেবে দেখা গেল যে সে তার প্রভুর কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা দশ হাজার তালন্ত ধার করেছিল। ওই টাকা পরিশোধ করার মত তার কোন সঙ্গতি ছিল না এবং সেই দেশের প্রা অনুযায়ী, রাজা তাকে বিক্রি করে দেবার হুকুম দিলেন। একই সঙ্গে তার যা কিছু আছে সব কিছু বিক্রি করে দেবার হুকুম দিলেন, যাতে ঐ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হয়। আতঙ্কিত লোকটি রাজার পায়ের উপর পড়ল এবং মিনতি করে তাকে বলল, "আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব।" তখন ঐ দাসের প্রভুর মনে তার প্রতি করুণার সৃষ্টি হল এবং তাকে মুক্ত করলেন এবং তার সব ঋণ মওকুফ করে দিলেন। COLBen 223.2

"কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসের মধ্যে একজনকে, দেখিতে পাইল, যে তাহার একশত সিকি ধারিত। সে তাহাকে গলা টিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস, তাহা পরিশোধ কর। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। এ ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া কহিলেন, "দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে মিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম। আমি যেমন তোমার

প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পন করিলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে।" COLBen 224.1

এই উপদেশমূলক গল্প ও ছবি পূর্ণতার জন্য যা প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করেছে। কিন্তু এর মধ্যে যার কোন আত্মিক তাৎপর্যের গুরুত্ব ছিল না। তাদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাতে পারে নি যাতে নিশ্চিত মহাসত্য স্পষ্ট হয় এবং এই সব নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি। COLBen 224.2

রাজার ক্ষমা প্রদানের মধ্য দিয়ে সমস্ত পাপের স্বর্গীয় ক্ষমার বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাজার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি তার সমস্ত দাসদের সমস্ত ঋণ করুণার মধ্য দিয়ে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করার দ্বারা মানুষ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। আর এই কারণে খ্রীষ্ট জগতে এসেছেন। তিনি তার ঐশ্বরিক রূপকে মানবীয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত্ত করেছেন এবং তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। এটি ছিল পাপীর জন্য ধার্মিকের মৃত্যু। তিনি নিজেকে আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি তার রক্তে আমাদের কিনেছেন এবং আমাদের পাপের মুক্তির জন্য আমাদের নিজেদের কোন মূল্য দিতে হয় নি। "কেননা তাহার কাছে দয়া আছে; আর তাহার কাছে প্রচুর মুক্তি আছে", গীতসংগীতা ১৩০:৭। COLBen 224.3

এখানে একটি ভিত্তি রয়েছে যার উপর আমরা আমাদের সহ পাপীদের প্রতি করুণা দেখাবার কাজ করতে পারি। "ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য", ১ যোহন ৪:১১। "তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ", খ্রীষ্ট বললেন, "বিনামূল্যেই দান করিও" মথি ১০:৮। COLBen 225.1

দৃষ্টান্তে যখনই ঋণী লোকটি ঋণ পরিশোধের জন্য সময় চেয়ে মিনতি করল এবং প্রতিজ্ঞা করল, "আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব," তখন এই কথাটি বাতিল হয়ে গেল। তার সমস্ত ঋণ মওকুফ করা হল। যিনি তাকে ক্ষমা করেছেন, তার সেই ক্ষমা করার দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করার তাৎক্ষণিকভাবে সুযোগ এল। বাইরে আসার পর সে এমন একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার কাছ থেকে একশত সিকি ধার করেছিল। যা ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু যে তার প্রভুর কাছ থেকে এমন করুণাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছে, সে তার সহকর্মীর সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করল। সে যেভাবে তার প্রভুর কাছে মিনতির সঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছিল, ঠিক তেমনি তার সহকর্মীটি মিনতির সঙ্গে অনুরোধ জানাল, যেন তাকে ঋণ পরিশোধ করার সময় দেয়া হয়। কিন্তু এর ফলাফল হল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাকে এমন করুণা দেখিয়ে ক্ষমা করা হয়েছিল সে তার সহকর্মীর প্রতি সহানভূতিপূর্ণ এবং দয়াপূর্ণ মনোভাব দেখালো না। যে দয়ার কাজ তার প্রতি দেখানো হয়েছিল সে তার

সহকর্মীর প্রতি সে দয়ার কাজ দেখাল না। তাকে তো ধৈর্য ধরার জন্য অনুরোধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সহকর্মীর কাছে পাওনা সামান্য ঋণের কথা এই অকৃতজ্ঞ দাসটি মনে রেখেছিল। তার চিন্তা অনুসারে সে যা পেত তার সবটুকুই ফিরিয়ে দেবার জন্য দাবী করল এবং তার মিনতির সঙ্গে অনুরোধ এই রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল, ঠিক যে ভাবে তার ক্ষেত্রে হয়েছিল। COLBen 225.2

যখন ঋণগ্রস্ত দাস তার প্রভুর কাছে, দয়া লাভের জন্য অনুরোধ করেছিল, তার ঋণের বোঝা যে এত বেশি এ সম্পর্কে তার প্রকৃত ধারনা ছিল না। তার অসহায়ত্ব সম্পর্কে সে উপলব্ধি করতে পারে নি। সে নিজেকে মুক্ত করার আশা করেছিল। "আমার প্রতি ধৈর্য করুন," যে বলল,"আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব"। একই ভাবেই অনেকেই আশা করেন যে তারা তাদের নিজ যোগ্যতার গুণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। কিন্তু তারা তাদের অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা বিনামূল্যের দানস্বরূপ ঈশ্বরের অনুগ্রহকে গ্রহণ করে না। কিন্তু তারা আত্মধার্মিকতার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। তাদের পাপের জন্য তারা নিজেদের হৃদয়কে ভগ্নচূর্ণ করে না এবং তারা নিজেদের নম্র করে না। আর তারা অন্যদের কাছে তাদের পাওনা মেটাবার জন্য বাধ্য করে এবং তাদের প্রতি ক্ষমাহীনতার মনোভাব পোষন করে। COLBen 225.3

ঈশ্বরের সামনে তাদের নিজেদের পাপ, ভাইদের সামনে তাদের পাপের সঙ্গে তুলনা করা হল। দশ হাজার তালন্ত থেকে একশত সিকি দশ লক্ষের কাছাকাছি থেকে এক এর মত। তবুও তারা ক্ষমাহীন মনোভাব দেখাবার সাহস করে। COLBen 226.1

উপদেশমূলক গল্পে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রভু সেই দয়াহীন ঋণীকে ডেকে পাঠালেন এবং "প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে মিনতি করাতে আমি তোমার এই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম, আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কী তোমারও উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে।" যীশু বললেন, "আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমর প্রতি এই রূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।" যে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে সে এর দ্বারা নিজের ক্ষমাকে দূরে সরিয়ে রাখে। COLBen 226.2

কিন্তু এই উপদেশমূলক গল্পের শিক্ষা যেন ভুল ব্যাখ্যা করা না হয়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমার উপদেশে তার প্রতি বাধ্যতার দায়িত্ব পালনের জন্য কোন উপায় দেয়া হয় নি। একইভাবে আমাদের সহমানবের প্রতি ক্ষমার মনোভাব কেবল বাধ্য বাধকতার দাবীর উপদেশ দেয়া হয় নি। খ্রীষ্ট তার শিষ্যদের প্রার্থনায় এটি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে

ক্ষমা করিয়াছি,"মথি ৬:১২। এর দ্বারা তিনি এই কথা বুঝাতে চান নি যে, এই অভিপ্রায়ে আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে যে আমরা আমাদের ঋণীদের কাছ থেকে কেবল আমাদের প্রাপ্য চাওয়া আবশ্যক বোধ না করি। যদি তারা পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, এমনকি যদি এটি অবিবেচক ব্যবস্থাপনার ফলও হয়, তাদের যেন জেলে পাঠান না হয়, অত্যাচার করা না হয় কিংবা তাদের কর্কশ ভাষায় গালাগালি করা না হয়। কিন্তু এই উপদেশমূলক গল্পে আমাদের অলস হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়নি। ঈশ্বরের বাক্যে এই কথা উল্লেখ রয়েছে যে, "যদি কোন লোক কাজ না করে, তাহলে সে যেন আহারও না করে (২ থিষলনীকীয় ৩:১০)। COLBen 226.3

ঈশ্বর এটা আবশ্যক বোধ করেন না যে, মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে অন্যদের অলসতাকে সাহায্য করে। অযথা অনেক সময় ব্যয়, চেষ্টার অভাবে এসব বিষয় মানুষের জীবনে দারিদ্রতা এবং অভাব ডেকে আনে। যারা এই সব প্রশ্রয় দেয়, তারা যদি এই সব দোষ ত্রুটি সংশোধন না করে তাহলে ছিদ্র হওয়া কোন থলিতে সম্পত্তি রাখার মত তাদের অবস্থা হবে। তথাপি যাদের অনিবার্য দারিদ্রতা রয়েছে এবং যারা হতভাগ্য তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এবং করুণা দেখাতে হবে। আমরা নিজেদের সঙ্গে যে আচরণ করি একই রকম আচরণ অন্যদের সাথেও করতে হবে, এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের একই আচরণ করতে হবে। COLBen 227.1

পবিত্র আত্মা প্রেরিত পৌলের মাধ্যমে আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন: "অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি প্রেমের কোন সান্তনা, যদি আত্মার কোন সহভাগীতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে তোমরা আনন্দপূর্ণ কর- একই বিষয়ে ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও। প্রতিযোগীতায় কিংবা অনর্থক দর্পের বশে তোমরা কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপন হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞন কর; এবং প্রত্যেকজন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক।" ফিলিপীয় ২:১-৫। COLBen 227.2

কিন্তু পাপকে আমাদের হালকা বিষয় বলে মনে করা উচিত নয়। প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের ভাইদের অন্যায় কাজ করার অনুমতি না দেই। তিনি বলেছেন, "তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ করিও," লূক ১৭:৩। COLBen 227.3

পাপকে যেন সঠিক ভাবে গণ্য করা হয়। এবং লোকদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করে। পৌল ও পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে তীমথিয়কে নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন, "সময় ও অসময়ে কার্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষা দান পূর্বক অনুযোগ কর। ভর্ৎসনা কর, চেতনা দাও," দ্বিতীয় তীমথিয় ৪:২। আর তীত এর কাছে তিনি লিখেছিলেন, "অনেক

অদম্য লোক, অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, . . . এ জন্য তুমি তাহাদিগকে তীক্ষèভাবে অনুযোগ কর, যেন তাহারা বিশ্বাসে নিরাময় হয়, “তীত ১:১০ - ১৩। COLBen 228.1

“আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দাও। যদি সে তোমার কথা শোনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সংগে লইয়া যাও, যেন, ‘দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিস্পন্ন হয়।’ আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; যদি মণ্ডলীর কথা ও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হক।” মথি ১৮:১৫-১৭। COLBen 228.2

আমাদের প্রভু এই শিক্ষা দিয়েছেন যে খ্রীষ্টানদের পরস্পরের মধ্যে যে সব জটিল বিষয় ঘটে থাকে, তা যেন মণ্ডলীতে সমাধান করা হয়। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না তাদের সামনে যেন এই সব বিষয় তুলে ধরা না হয়। যদি কোন খ্রীষ্টান তার ভাইয়ের সংগে অন্যায় আচরণ করে তাহলে যেন এটি সমাধানের জন্য অবিশ্বাসীদের বিচারের আদালতে আবেদন না করে। খ্রীষ্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে তা পালন করতে হবে। তাকে শাস্তি দেবার জন্য চেষ্টা করার পরিবর্তে তার ভাইকে রক্ষা করার জন্য আকাঙক্ষী হতে হবে। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে ও ভয় করে তিনি তাদের স্বার্থকে রক্ষা করেন এবং আমরা বিশ্বাস করে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তার কাছে অর্পণ করতে পারি, যিনি ন্যায়ভাবে বিচার করে থাকেন। COLBen 228.3

যখন বারবার অন্যায় ঘটতে থাকে এবং অন্যায়কারী তার অন্যায় স্বীকার করে, তাহলে যার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে, সে ক্লান্ত বোধ করবে এবং সে মনে করবে যে তাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কিভাবে অন্যায়ের জন্য ব্যবস্থা নেব: “তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। এটি মনে রাখুন, “আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়”, গালাতীয় ৬:১। COLBen 228.4

যদি আপনার ভাইয়েরা অন্যায় করে, আপনাকে তাদের ক্ষমা করতে হবে। যখন তারা তাদের অন্যায় শিকার করার জন্য আপনার কাছে আসবে, আপনি তাদের এই কথা বলবেন না, আমি মনে করি না যে তারা যথেষ্ট নম্র হয়েছে। আমি মনে করি না যে তারা তাদের অপরাধ বুঝতে পেরেছে। COLBen 229.1

আপনি কি ভাবে এ বিচার করবেন? আপনি কি তাদের হৃদয়ের চিন্তা বুঝতে পারেন? ঈশ্বরের বাক্য এ কথা বলে, "যদি সে অনুতাপ করে, তাহাকে ক্ষমা করিও। যদি সে একদিনের মধ্যে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর সাতবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলে, অনুতাপ করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা করিও"। লূক ১৭:৩, ৬। কেবল সাতবার নয় কিন্তু সত্তর গুন সাতবার - যে ভাবে বারবার ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করেন। COLBen 229.2

আমাদের যা কিছু আছে এর সব কিছুর জন্যই আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী। কারণ এ সব তার বিনামূল্যের অনুগ্রহের দান। ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ আমাদের দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে। অনুগ্রহ মুক্তিদাতার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের মুক্তি এবং সৎ নতুন জন্মকে কার্যকর করেছে। আর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের উত্তরাধিকারত্বে উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করেছে। এই অনুগ্রহের কথা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে হবে। COLBen 229.3

কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে তাকে নিরুৎসাহিত না করার কোন কারণ নেই। ফরীশী সম্প্রদায়ের মত কাঠিন্য আপনার মধ্যে আসতে সুযোগ দেবেন না এবং আপনার ভাইকে কষ্ট দেবেন না। আপনার মনে কিংবা অন্তরে যেন তাদের সঙ্গে উগ্র আচরণ করার চিন্তা না আসে। আপনার কন্ঠ থেকে যেন তাদের প্রতি উগ্রতার ভাষা বের না হয়। আপনি যদি আপনার নিজের কথাই বলেন, যদি আপনি তার প্রতি উদাসীনতার আচরণ করেন, অথবা সন্দেহ পোষণ কিংবা অবিশ্বাস করেন, তাহলে তা আত্মা ধ্বংসকারী বলে গণিত হবে। তার একজন ভাইয়ের প্রয়োজন যিনি হবেন সহানূভূতি সম্পন্ন বড় ভাইয়ের মত, যেন মানবতার হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারেন। তাকে একটি সহানুভুতি পরিপূর্ণ হাতের উষ্ণ করমর্দন অনুভব করতে দিন এবং ফিসফিস করে কথা শুনতে দিন, আসুন আমরা প্রার্থনা করি। ঈশ্বর আপনাদের উভয়কে মূল্যবান অভিজ্ঞতা দান করবেন। পরস্পরের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের সংগে আমাদের প্রার্থনায় যুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারব এবং আমাদের দুর্বলতা এবং হতাশাপূর্ণ হৃদয়ে নতুন শক্তি দিয়ে পূর্ণ করবেন যাতে আমরা জাগ্রত, মানসিক বিষয়ে, এবং শয়তানের উপর জয়লাভ করতে পারি। প্রার্থনা শয়তানের আক্রমণ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। COLBen 229.4

যখন কেউ যীশুর দিকে তাকিয়ে মানবীয় দোষ ত্রুটি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে; তখন তার স্বভাবে স্বর্গীয় রুপান্তর স্থান করে নেয়। খ্রীষ্টের আত্মা তার অন্তরে তার প্রতিমুর্তির উপযোগী করার জন্য কাজ করে থাকে। আপনার প্রচেষ্টা থাকতে হবে যেন অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। আপনার অন্তরের চোখ যেন তাকে দেখতে পায়, যিনি, "ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ ভার লইয়া যান", যোহন ১:২৯। যখন আপনি এই কাজে ব্যহৃত হবেন তখন মনে রাখবেন যে , "যে কেহ তাহাকে ফিরিয়া আনে, তখন জানিও, যে

ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার ভ্রান্তিপথ হইতে ফিরিয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপ রাশি আচ্ছাদন করিবে” যাকোব ৫:২০। COLBen 230.1

“কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না করো, তবে তোমদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না”, মথি ৬:১৫। ক্ষমাহীন মনোভাব কোন ন্যায্যতা দাবী করতে পারে না। যে তার ভাইয়ের প্রতি দয়াহীন মনোভাব দেখাবে সে এটাই প্রমাণ করবে যে সে ঈশ্বরের ক্ষমার অংশী হতে পারে নি। ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা একজন পাপীর অন্তরকে অসীম ভালবাসার মহৎ হৃদয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়। স্বর্গীয় করুণার স্রোত পাপীর অন্তরের দিকে প্রভাহিত হয়। দয়াশীলতা এবং করুণা যা খ্রীষ্ট তার নিজ মহামূল্যবান জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যারা তার অনুগ্রহের অংশী হবে তার জীবনেও তা দেখা যাবে। “কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই সে খ্রীষ্টের নয়,” রোমীয় ৮:৯। সে ঈশ্বরের অধীকারভুক্ত নয়, কেবল তার কাছ থেকে অনন্ত কালের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য হয়। COLBen 230.2

এটি সত্য যে কোন এক সময়ে সে ক্ষমা লাভ করেছে। কিন্তু তার দয়াহীন মনোভাব দেখায় যে ঈশ্বরের ক্ষমাপূর্ণ ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং একই সত্যে আগের মত সে ক্ষমা পেয়েছে। সে তার অনুতাপকে অস্বীকার করেছে এবং তার পাপ সকল তার উপর অবস্থিতি করল যেন সে অনুতাপই করেনি। COLBen 231.1

কিন্তু উপদেশমূলক গল্পে প্রধান শিক্ষায় ঈশ্বরের দয়া এবং মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে দয়াপূর্ণ ক্ষমা দেখিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা আমাদের নিজেদের পরিমাপ করতে বলা হয়েছে।” আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করেছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমার উচিত ছিল না?” COLBen 231.2

অন্যদের আমরা ক্ষমা করছি না, কিন্তু যেহেতু আমরা ক্ষমা পেয়েছি তাই অন্যদের ক্ষমা করতে হবে। সমস্ত ক্ষমাশীলতার ভিত্তি ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখাই যে আদৌ’আমরা সেই ভালবাসার মধ্যে আছি কি না। এই জন্য খ্রীষ্ট বলেছেন, “কেননা যেরূপ বিচারে তোমার বিচার কর, সেই বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে, এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমার নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।” মথি ৭:২। COLBen 231.3

যে অর্জন হারিয়ে যাওয়ার

লূক ১২:১৩-২১ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আর, ঐ সময়, শিষ্যদের পাশাপাশি সাধারণ লোকেরাও তাঁর চারপাশে সমবেত ছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে একটি দৃশ্য সম্পর্কে কথা বলছিলেন। খুব শিঘ্রই তারা সেই দৃশ্যের একটি ঘটনায় অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তিনি তাদের সত্য প্রচারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন আর তারা তা চারদিকে প্রচার করতে হবে। খ্রীষ্ট তাদের বলেছিলেন যে, তারা জগতের শাসনকর্তা এবং নেতাদের বিরোধীতার সম্মুখীণ হবেন। তাঁর নামের জন্য তাদের আদালতে ডেকে পাঠানো হবে, এবং তাদের রাজা এবং বিচারকদের সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি তাদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি তাদের প্রজ্ঞা দান করবেন। সেই প্রজ্ঞা অনুযায়ী কথা বললে কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না, তিনি যে সব কথা বলেন তা জনসাধারণের অন্তরকে আলোড়িত করে এবং তাঁর ধূর্ত প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে। তার অন্তরে যে আত্মা বাস করে তা তিনি তার শিষ্যদের দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। COLBen 232.1

কিন্তু অনেকে আছেন যারা কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। তারা খ্রীষ্টের বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখেছিল, এই ক্ষমতা পরিস্কার আলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। শাসন কর্তা এবং বিচারকদের সামনে প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি যে শিষ্যদের আশ্বাস বাক্য বলেছিলেন, তা তারা শুনেছিল। তিনি কি তাঁর ক্ষমতা তাদের জাগতিক সুবিধার জন্য সাময়িক ভাবে ধার দেন নি? COLBen 232.2

“পরে লোক সমূহের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, ‘হে গুরু, আমার ভ্রাতাকে বলুন, যেন আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে’”। ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। বড় ভাই বাবার সম্পতি দুই অংশ পাবে (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:১৭) যখন ছোট ভাই একই ভাবে বাবার সম্পতির ভাগ চাইবে। এই লোকটি মনে করে ছিল যে তার ভাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করবে। যে দিকে সে গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়েছিল, তার সেই ন্যায্য স্বত্ব, তা সে নিজের চেষ্টায় পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে ভেবেছিল যদি খ্রীষ্ট মধ্যস্ততা করে তাহলে এর ফলাফল তার জন্য লাভজনক হবে। সে খ্রীষ্টের জোরালো আবেদন শুনেছিল, এবং ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষক এবং ফরীশীদের তীব্র ভাবে নিন্দা করতে শুনেছিল। যদি এই ভাবে এই রকম কোন আদেশ তিনি তার ভাইকে দিতেন, তাহলে সে তার এই দুঃখার্ত ভাইকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে সাহস পেত না। COLBen 233.1

খ্রীষ্ট তার আত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে যা বলেছিলেন, তা লোকটি তার স্বার্থপর স্বভাবের মধ্যে প্রকাশ করেছিল। প্রভুর মমতা সম্পর্কে তার এই ধারণা হয়েছিল যে, এই যাতনা তার অস্থায়ী বিষয়ের উন্নতি সাধনের মূল্য জোরালো ভাবে গ্রাহ্য করবে; কিন্তু আত্মিক সত্য তার চিন্তায় এবং অন্তরে কোন স্থান পায়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি লাভ করাই ছিল

তার একান্ত চিন্তার বিষয় । যীশু, গৌরবের রাজা, যিনি ধনবান হলেও আমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, আমাদের জন্য স্বর্গীয় ভালবাসার ধন ভাণ্ডার খুলে দিতে এসেছিলেন। পবিত্র আত্মা উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তার সঙ্গে পথ সমর্থন করেছেন যা “অক্ষয় ও বিমল, অমর” ১ পিতর ১:৪। সে খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রমাণ দেখতে পেয়েছিল। এখন সে মহান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল যাতে সে তার হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারে। সে এমন লোকের মত যে মন্দ ভাবে অর্থ উপার্জন করতে সচেষ্ট, যার দৃষ্টি পৃথিবীর উপর নিবদ্ধ রয়েছে। সাইমন মেগাসের মত, যিনি ঈশ্বরের দানকে জাগতিক অর্জন বলে মূল্যায়ন করেছিলেন। COLBen 233.2

এই জগতে ত্রাণকর্তার কার্যকাল খুব দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল। তার অনুগ্রহের রাজ্য স্থাপনের যে কাজ করার জন্য তিনি এই জগতে এসেছিলেন, তা সম্পন্ন হতে মাত্র কয়েক মাস বাকি ছিল। তবুও মানুষের এক খণ্ড জমি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে সমাধানের জন্য নিজেকে জড়িত করলে তার প্রকৃত কাজ থেকে তাঁকে দূরে সরাতে পারত। কিন্তু যীশু তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। তার উত্তর ছিল “মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা বিভাগকর্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে?” COLBen 234.1

যীশু যা সঠিক কেবল সেই কথাই এই লোকটিকে বলতে পারতেন। বিষয়টি কি ছিল তা তিনি ভাল করেই জানতেন; কিন্তু এই দুই ভাই পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল কারণ তারা উভয়ে ছিল লোভী। তাই খ্রীষ্ট তাদের বললেন যে এই রকম বিবাদপূর্ণ বিষয় মীমাংসা করা আমার কাজ নয়। তিনি এসেছিলেন ভিন্ন একটি উদ্দেশ্যে, তা ছিল সুসমাচার প্রচার, যেন এভাবে মানুষের মধ্যে শাশ্বত বাস্তবতার চেতনা জাগ্রত হয়। COLBen 234.2

যারা প্রভু যীশুর নামে সুসমাচার করেন তাদের প্রত্যেকের জন্য এই বিষয়ে তাঁর মীমাংসার কাজটি ছিল একটি শিক্ষা যখন তিনি বারো জনকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করলেন এবং তাদের প্রেরণ করলেন তখন তিনি তাদের বললেন, “আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল। পীড়িতদিগকে সুস্থকরিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও, তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যে দান করিও” মথি ১০:৭-৮। তারা লোকদের অস্থায়ী বিষয়ে কোন কাজ করেন নি, তাদের কাজ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পূর্ণ সম্মিলন করানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করা। মানব জাতি যাতে আশীর্বাদ পেতে পারে এই জন্য তাদের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেছিলেন। পাপ ও দুঃখের একমাত্র প্রতিকার হলেন খ্রীষ্ট। যে মন্দতা সমাজের জন্য অভিশাপ তা থেকে একমাত্র তাঁর অনুগ্রহের সুসমাচারই আরোগ্য দায়ক মিমাংশা করতে পারে। দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের অন্যায় আচরণ, ধনীদের প্রতি দরিদ্রের ঘৃণার মনোভাব, তাদের উভয়ের শিকড় ছিল স্বার্থপরতার মধ্যে গ্রথিত। আর এই স্বার্থপরতার শিকর সমূল্যে উৎপাটিত হতে পারে কেবল যীশু খ্রীষ্টের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। পাপে পূর্ণ স্বার্থপর হৃদয়কে একমাত্র

তিনি নতুন হৃদয়ে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং এ হৃদয় হবে ভালবাসার নতুন হৃদয়। খ্রীষ্টের সেবকদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করতে হবে, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আর তারা পবিত্র আত্মার সাহায্যে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন, যেভাবে খ্রীষ্ট করেছিলেন। আর তখন আশীর্বাদ মানব জাতির আত্মিক উন্নতি এবং আশীর্বাদের মধ্যে এমন ফল প্রকাশ পাবে, যা মানুষের ক্ষমতার দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার একেবারেই সম্ভব নয়। COLBen 234.3

এই প্রশ্নকারীকে যা উদ্বিগ্ন করেছিলেন সেই বিষয়টির শিকড়ে আমাদের প্রভু আঘাত করলেন, সেই সঙ্গে আঘাত করলেন একই ধর্মের সমস্ত বিবাদের শিকরে, তার উক্তি, “সাবধান, সর্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না।” COLBen 235.1

“আর তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, একজন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কি করি? আমার কাছে রাখিবার তো স্থান নাই। পরে কহিল, এইরূপ করিব, আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্মাণ করিব, এবং তাহার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখিব। আর আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহু বৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, হে নির্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবি করিয়া লওয়া যাইবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করিলে, এই সকল কাহার হইবে? আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধনবান নয়, সে এই রূপ।” COLBen 235.2

দৃষ্টান্তমূলক গল্পের বোকা ধনী লোকটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে যারা এই জগতের নিজেদের জন্য সবকিছু জমা করে তারা হল নির্বোধ। এই লোকটি ঈশ্বরের কাছ থেকে সব কিছু গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের অনুমতি ক্রমেই সূর্য তার জমিতে কিরণ দিয়েছিলেন। কারণ ধার্মিক অধার্মিক সবার উপরেই সূর্য আলো দেয়। স্বর্গের বৃষ্টির জল ভাল এবং মন্দ সবার উপরে নেমে আসে। প্রভু তার জমির শস্যের গাছগুলোকে বৃদ্ধি পেতে দিয়েছেন এবং এই গাছগুলোতে প্রচুর শস্য এবং ফল উৎপাদন করেছেন। এই ধনী লোকটি তার জমিতে উৎপাদিত প্রচুর পরিমাণে শস্য নিয়ে কি করবে এ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার উপচে পড়া শস্যগুলো রাখবার কোন জায়গা ছিল না। সে একবারও ঈশ্বরের কথা ভাবে নি যার কাছ থেকে তার এই দয়ার দান এসেছে। সে একবার উপলব্ধি করে নি যে ঈশ্বর তাকে তার সমস্ত জিনিসের তত্বাবধানকারী করেছেন; যেন সে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতে পারে। সে ঈশ্বরের একজন দানশীল ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ লাভের জন্য আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু সে কেবল নিজের সুখ ভোগ লাভের এবং আমোদ প্রমোদ করে জীবন কাটিয়ে দেবার কথাই ভেবেছিল। COLBen 235.3

দারিদ্রতার জন্য শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করা লোক, অনাথ, বিধবা, বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত লোক, ক্ষতিগ্রস্থলোকেরা এই ধনী লোকটির দৃষ্টিগোচরে ছিল। সেখানে অনেক জায়গা ছিল যেখানে সে তার ফসল এবং তার দ্রব্যগুলো রাখতে পারত। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ফসল এবং অন্যান্য দ্রব্যের অংশ থেকে সে সহজেই মুক্ত হতে পারত এবং অনেক পরিবারের অভাব দূর হত, যারা ক্ষুধার্ত তারা খাবার পেত, যারা উলঙ্গ তারা পোশাক পেত, অনেকের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠতো, অনেকের খাদ্য এবং পোশাকের অভাব পূরণ হত, এবং একটি প্রশংসার গানের সুর স্বর্গের দিকে উঠে যেত। প্রভু অভাবীদের প্রার্থনা শোনেন তিনি তার দয়াশীলতার মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের জন্য সব কিছু দিয়ে থাকেন। গীতসংহিতা ৬৮:১০। COLBen 236.1

অভাবীদের জন্য প্রচুর খাবার এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাহায্য করার জন্য এই ধনী লোকটিকে ঈশ্বর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কারণ ঈশ্বর তাকে উপচে পড়া আশীর্বাদ দান করেছিলেন। কিন্তু অভাবীদের কান্না যাতে শুনতে না হয়, এই জন্য সে তার হৃদয়ের কান বন্ধ করে রেখেছিলেন। সে তার চাকরদের বলল, “আমি এইরূপ করিব, আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্মাণ করিব। এবং তাহার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্যাদি রাখিব। আর আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহু বৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে। বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর।” COLBen 236.2

এই লোকটির লক্ষ্য যে সব পশুরা ধ্বংস হয়ে যায়, তাদের থেকে উন্নত ছিলনা। সে এমনভাবে জীবন যাপন করছিল যে, যেন কোন ঈশ্বর নেই, কোন স্বর্গ নেই, ভবিষ্যত জীবন নেই, সব কিছুই যেন তার নিজের অধিকারভুক্ত, ঈশ্বর কিংবা মানুষ কারো কাছেই সে ঋণী নয়। গীতসংহিতায় গীতরচক এই ধনী লোকটি সম্পর্কে যেন এই কথাই লিখিয়াছিলেন, “মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে” গীতসংহিতা ১৪:১। COLBen 236.3

এই লোকটি তার নিজের জন্য জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। এবং তার নিজের জীবনের মূল্য পরিকল্পনা করেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল যে, তার জীবন যাপনের জন্য ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সব কিছুর বন্দোবস্ত আছে। এখন তার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব সম্পদ তার আছে। তার যা কিছু আছে সব কিছু তার পরিশ্রমের ফল। এখন সে কেবল আমোদ প্রমোদ আর আনন্দে জীবন যাপন করতে পারবে। সে নিজের সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, সমস্ত লোকের চেয়ে তার সুযোগ সুবিধা বেশি এবং খুব প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিকল্পনা করে কাজ করতে পেরেছে, বলে সে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। একজন ভাল বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোক হিসেবে এবং সৌভাগ্যবান নাগরিক হিসেবে লোকদের কাছে

সম্মানিত ছিল। কারণ, "আর তুমি আপনার মঙ্গল করিলে লোকে তোমার স্তব করিবে," গীতসংহীতা ৪৯:১৮। COLBen 237.1

"এই জগতের যে জ্ঞান, তাহা ঈশ্বরের নিকট মুর্খতা।" ১ করিন্থীয় ৩:১৯। যখন এই ধনী লোকটি বহু বছর ধরে আনন্দ আর আমোদ প্রমোদ করবে বলে প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক তখন ঈশ্বর তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলেন, এই অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষের কাছে একটি বার্তা এল, "হে নির্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবী করিয়া লওয়া যাইবে"। এখানে একটি দাবী করা হয়েছে যা টাকা পয়সা দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। তার যে ধন সম্পদ ছিল তা দিয়ে এই দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত কিংবা বন্ধ করা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। এই দণ্ডাজ্ঞা তার ধন সম্পদ দিয়ে কিনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সারা জীবনের পরিশ্রমের ফলে সে যা কিছু অর্জন করেছিল তা এক মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল। "তবে তুমি এই যে, "আয়োজন করিলে এই সকল কাহার হইবে," তার বিশ্বাস ভূমি এবং প্রচুর ফসল উৎ পন্ন করে, এমন সব উত্তম ভূমিগুলো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। "সে ধনরাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা সংগ্রহ করিবে, জানে না," গীতসংহীতা ৪৯:৬। তার কাছে এখন সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হল যে, সে নিরাপদ নয় এবং তার জীবন হল অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন। সে তার নিজের জন্য জীবন যাপন করিতে গিয়ে এমন স্বর্গীয় ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যার মধ্য দিয়ে সে সকলের কাছে একজন মহান দয়াশীল ব্যক্তি হিসাবে পরিণিত হতে পারত। এই ভাবে তার জীবন প্রত্যাখ্যান হল। কারণ ঈশ্বর হলেন ভালবাসা এবং ভালবাসা হল জীবন। এই লোকটি আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জাগতিকতাকে বেশি পছন্দ করেছিল। আর জাগতিকতার মধ্য দিয়েই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। "যে মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী অথচ অবোধ, সে নশ্বর পশুদের স্বদৃশ্য," গীতসংহিতা ৪৯:২০। COLBen 237.2

"যে কেহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধনবান নয়, সে এই রূপ"। এই চিত্রটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। আপনি নিজ স্বার্থের জন্য খুব ভালো কোন পরিকল্পনা করতে পারেন, আপনি অনেক সম্পদ সংগ্রহ করতে পারেন, আপনি প্রকা- ও শৌচ ঘর তৈরি করতে পারেন, যে ভাবে ব্যবিলনের স্থাপত্যগুলো তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তির রায়কে প্রতিহত করতে পারে, এমন কোন উঁচু দেয়াল তৈরি করতে পারেন না। "রাজা বেলশৎসর মহা ভোজ প্রস্তুত করিলেন" এবং সুবর্ণময়, রৌপময়, পিত্তলময়, লৌহময়, কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় দেবগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন"। কিন্তু একটি অদৃশ্য হাত রাজ প্রাসাদের দেয়ালে তার শাস্তির কথা লিখেছিল এবং রাজ প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের কাছে উপস্থিত হওয়া তার শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। "সেই রাত্রিতে কলদীয় রাজা বেল্‌শৎসর হত হন," দানিয়েল ৫:৩০। COLBen 238.1

নিজের জন্য জীবন যাপন করার অর্থ হল নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। অর্থের প্রতি লোভ, নিজের লোভের জন্য তীব্র আকাঙ্খা করলে, জীবন থেকে আত্মা হারিয়ে যায়। শয়তানের আত্মা কাজ করে নিজের লাভের জন্য উপকারের জন্য। আর খ্রীষ্টের আত্মার কাজ হল মানুষকে দান করা, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। “আর সেই স্বার্থ এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন, এবং সেই জীবন পুত্রে আছে, পুত্রকে যে পাইয়াছেন সে সেই জীবন পাইয়াছেন, ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই।” ১ যোহন ৫:১১-১২। COLBen 238.2

এই জন্য তিনি বলেছেন, “সাবধান, সর্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না”। COLBen 239.1

Chapter 22 - "বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থির রহিয়াছে"

লূক ১৬:১৯-৩১ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট ধনী লোক এবং লাসারের দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই জীবনেই মানুষকে অনন্ত জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করার সময় প্রতিটি মানুষের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মানুষ যদি জাগতিকভাবে আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে এই সুযোগ নষ্ট করে, তাহলে অনন্ত জীবন লাভ করা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। পরবর্তী সময় আর কোন সুযোগ তাদের জন্য থাকবে না। তাদের নিজেদের মনোনয়নের জন্য ঈশ্বরও তাদের মধ্যে এক বৃহৎ শূন্যস্থান স্থির হয়ে থাকবে। COLBen 240.1

এই দৃষ্টান্তে, ধনী লোক, যারা ঈশ্বরকে তাদের নির্ভরস্থল করে নি, এবং গরীব লোক, যারা ঈশ্বরকে তাদের নির্ভরস্থল করেছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, একটি সময় আসবে যখন এই দুই শ্রেণীর অবস্থান বিপরিত হবে। এই জগতে যারা বৈষয়িক সম্পদে গরীব তথাপি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং দুঃখ কষ্টের মাঝেও ধৈর্যশীল ছিল, তারা সেই সমস্ত লোকদের চেয়ে উন্নত হবে এবং আরো বেশি মর্যাদা লাভ করবে; যারা এই জগতে খুব উন্নত অবস্থায় ছিল অথচ তারা তাদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে নি। COLBen 240.2

"একজন, ধনবান লোক ছিল" খ্রীষ্ট বলেন, "সে বেগুনী কাপড় ও শুক্লবস্ত্র পরিধাণ করিত, এবং প্রতিদিন জাকজমকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। তাহার দ্বারে লাসার নামে একজন কাঙ্গালকে রাখা হইয়াছিল। সে ঘায়ে ভরা ছিল এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে পতিত গুড়াগাড়া খাইতে বাঞ্চা করিত।" COLBen 240.3

সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে সে মনে করত, যে তারা তার সমকক্ষ নয়, সে সরাসরি ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি তার অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিল। সে নিজেকে অব্রাহামের সন্তান বলে দাবী করেছিল। COLBen 241.1

সে ভিখারিটির সঙ্গে কোন হিংস্র আচরণ করে কিংবা তাকে এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। কারণ এসব বিষয় নিয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। গরীব লোকটি লোকদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর নমুনা হলেও, যদি সে দেখতে পেত যে, সে ধনী লোকটির বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে এবং ধনী লোকটি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে যে, সে যেন তার সঙ্গে থাকে এবং তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে, তাহলে তার যন্ত্রণা এবং কষ্ট দূর হত এবং শান্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু ধনী লোকটি কষ্টভোগ করা ভাইয়ের অভাব এবং প্রয়োজন

মেটানোর ব্যাপারে অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবে নিজেকে উদাসীন করে রেখেছিল। COLBen 241.2

তখনকার সময়ে এমন কোন হাসপাতাল ছিল না, যেখানে গিয়ে চিকিৎসা পেয়ে সে সুস্থতা লাভ করতে পারত। যারা ধন সম্পত্তি দান করেছেন তাদের দায়িত্ব রয়েছে যেন তারা দুঃখ কষ্ট ভোগকারী এবং গরীবদের সাহায্য করার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। এই রকম একটি অবস্থা লাসার এবং ধনীলোকটির গল্পের মধ্যে দেখতে পাই। লাসারের বিশাল সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কারণ সে ছিল বন্ধুবিহীন। তার ঘর, টাকা অথবা খাবার এসব কোন কিছুই ছিল না। কিন্তু যদি এই ধনী লোকটি লাসারের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করত, তাহলে দিনের পর দিন এই রকম কষ্ট ভোগ করার বিষয়টি সে মেনে নিতে পারত। একজন ছিল যে তার সহমানুষের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করে তাকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিতে পারত। কারণ এই বিষয়ে তার পূর্ণ সামর্থ ছিল। COLBen 241.3

বর্তমানেও আমাদের চারপাশে কাছাকাছি অনেক লোক আছে যারা ক্ষুধার্থ, বস্ত্রহীন, এবং গৃহহীন। কিন্তু আমাদের সম্পদ দিয়ে আমরা যদি অভাবী এবং দুঃখ কষ্ট ভোগকারীদের সাহায্য করার কাজে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবহেলা করি, তাহলে আমাদের উপর দোষের এমন বোঝা চেপে বসবে যা একদিন আমাদের ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। লোভ লালসা মূর্তিপূজার মতই পাপ। স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয়দান করা ঈশ্বরের চোখে নিন্দনীয় এবং অসন্তোষজনক। COLBen 241.4

ঈশ্বর এই ধনী লোকটিকে তার সম্পদের তত্বাবধানকারী হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যেন সে এই ধন সম্পদ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যেমন এই গরীব ভিখারীর মত লোকদের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করে। COLBen 242.1

প্রভু ঈশ্বর এই আজ্ঞা দিয়েছেন, "আর তুমি তোমাদের সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে" দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫, এবং "আর প্রতিবেশিকে আপনার মত প্রেম করিবে"- লেবীয় ১৯:১৮। ধনী লোকটি ছিল একজন যিহুদী এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং আদেশ সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতো। কিন্তু সে একথা ভুলে গিয়েছিল যে ঈশ্বর তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে যে সামর্থ ও কার্যক্ষমতা দিয়েছেন তাকে তার হিসেবে দিতে হবে। ঈশ্বর তার উপর অফুরন্ত আশীর্বাদ দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐ আশীর্বাদ নিজ স্বার্থের কাজে ব্যবহার করেছিল, এর দ্বারা সে নিজেকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে সম্মান্বিত করার জন্য সে তার দেওয়া আশীর্বাদকে ব্যবহার করেনি। তার সম্পদের প্রাচুর্যতার অনুপাতে ঐ সব দান মানুষের উন্নতির এবং মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করার ব্যাপারে তার বাধ্য বাধকতা ছিল।

এটি ছিল ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যবাধকতার কোন চিন্তা এই ধনী লোকটির ছিল না। এই ধনী লোকটি মানুষকে টাকা ঋণ দিত। আর এই ঋণের টাকা থেকে সে সুদ গ্রহণ করত। তার অনেক বুদ্ধিজ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা ছিল। কিন্তু সে এগুলোর উন্নতি ঘটাতে পারে নি। ঈশ্বরের কাছে তার হিসেব দেবার দায় দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং আমোদ প্রমোদের জন্য তার সমস্ত ক্ষমতা উৎসর্গ করেছিল। যা কিছু তার চারপাশে বেষ্টিত ছিল তা হল আমোদ প্রমোদ করার সমস্ত উপকরণ এবং তার বন্ধুরা। তার বন্ধুরা তার প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ এবং তারা ছিল তার তোষামোদকারী তার স্বার্থপর আমোদ প্রমোদের কথা তারা অন্যদের কাছে বলে বেড়াত। বন্ধু সমাজের মধ্যে সে নিজেকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করে তার করুণার কাজ করার জন্য তার দায়িত্ববোধের সমস্ত চেতনা লোপ পেয়েছিল। ঈশ্বরের কথা উপলব্ধি করার সুযোগ তার ছিল এবং ঈশ্বরের কথার অনুশীলন করার সুযোগও তার ছিল। কিন্তু যে আমোদ প্রমোদ প্রেমী সমাজকে সে বেছে নিয়েছিল তা তার সময়কে এমন ভাবে গ্রাস করেছিল, যে সে অবিনশ্বর ঈশ্বরের কথা ভুলে গিয়েছিল। COLBen 242.2

একটি সময় আসল যখন দুজন মানুষের অবস্থার স্থান পরিবর্তন করা হল। গরীব লোকটি দিনের পর দিন কষ্টভোগ করেছিল, কিন্তু ধৈর্য ধরে এবং শান্ত থেকে সব সহ্য করেছিল। কালক্রমে সে মারা গেল এবং তাকে কবর দেয়া হল। তার জন্য শোক প্রকাশ করার মত কেউ ছিল না। কিন্তু কষ্টভোগের সময় ধৈর্যশীলতার মধ্য দিয়ে সে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করেছিল, সে তার বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং তার মৃত্যুতে স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে গিয়ে অব্রাহামের কোলে বসালেন। COLBen 243.1

লাসার সেই সমস্ত কষ্টভোগকারী গরীব মানুষের প্রতিনিধি, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যখন তুরী ধ্বনি হবে ধার্মিক মৃতেরা খ্রীষ্টের বর শুনতে পাবে এবং তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে, তারা তাদের পুরস্কার গ্রহণ করবে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস কেবল তত্ত্বগত ছিল না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল সত্যিকার ভাবে। COLBen 243.2

"পরে সেই ধনবানও মরিল এবং কবর প্রাপ্ত হইল; আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে অব্রাহাম এবং তাহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চস্বরে কহিল, পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন। লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। COLBen 243.3

উপমার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট লোকদের তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলেন। যারা খ্রীষ্টের কথা শুনছিল তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যে সজ্ঞান অবস্থায় জীবন যাপনের মতবাদকে ধরে রেখেছিল। মুক্তিদাতা প্রভু যীশু তাদের

ধারণা সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি এমন ভাবে তিনি দৃষ্টান্তমূলক গল্পটিকে গঠন করলেন যাতে তাদের পূর্বের এই সব বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর শ্রোতাদের সামনে একটি আয়না তুলে ধরলেন, যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা তারা ঐ আয়নায় দেখতে পারে, তিনি তার ধারণাকে তাদের জানাবার জন্য এমন একটি কার্যকর দৃষ্টান্ত মূলক গল্প বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন প্রত্যেকে এই বিষয় অবহিত হতে পারে যে কোন মানুষ তার পদ কিংবা তার অবস্থার জন্য মূল্যায়ন করা হবে না। কারণ তার যা কিছু আছে তা সব কিছুই ঈশ্বরের অধিকারভূক্ত। ঈশ্বর এই সব তাকে সাময়িক ভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। যারা ঈশ্বরের দেয়া দানকে অপব্যবহার করে তারা সেই সব গরীব ও কষ্টভোগকারী লোক, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং তাকে বিশ্বাস করে, তাদের চেয়েও শোচনীয় অবস্থা হবে। COLBen 243.4

খ্রীষ্ট চেয়েছিলেন, যেন তার শ্রোতারা এই কথা বুঝতে পারে যে, মৃত্যুর পর কোন মানুষই তার আত্মার পরিত্রাণ পেতে পারে না। "বৎস", অব্রাহাম তাকে এই উত্তর দিলেন "স্মরণ কর, তোমার সুখ তুমি জীবন কালে পাইয়াছ। এখন এইখানে সে সান্ত্বনা পাইতেছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ। আর এ সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থির রহিয়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা তোমাদের কাছে যাইতে চাহে, তাহারা না পারে, আবার ওখান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার হইয়া আসিতে না পারে।" খ্রীষ্ট চেয়েছেন যেন লোকেরা পরবর্তী জীবনের আশাহীনতার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে। এই জীবন কালেই মানুষকে সময় দেয়া হয়েছে যে, সে অনন্ত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। COLBen 244.1

ধনী লোকটি এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেনি যে , সে অব্রাহামের একজন সন্তান। আর তার যন্ত্রণার মধ্যে সে সেই কথা মনে করে তার কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাল। "পিতাঃ অব্রহাম" সে অনুনয় করে বলল, "আমার প্রতি দয়া করুণ", সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেনি। কিন্তু অব্রাহামের কাছে প্রার্থনা করেছিল। আর এই ভাবে সে ঈশ্বরের চেয়ে অব্রাহামকে উপরে স্থান দিয়েছিল এবং তার পরিত্রাণের জন্য সে অব্রাহামের সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যীশু যখন ক্রুশের উপর ছিলেন তখন ডান দিকের দস্যু তাঁর কাছে আবেদন করেছিল। সে বলেছিল "যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন'' (লূক ২৩:৪২)। আর সেই মূহুর্তে উত্তর এসেছিল'' সত্যি বলিতেছি অদ্যই তুমি (যদিও আমি অপমানজনক ভাবে এবং কষ্টকর অবস্থায় ক্রুশের উপর রয়েছি) পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে। কিন্তু ধনী লোকটি অব্রাহামের কাছে আবেদন রেখেছিল এবং তার আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছিল। একমাত্র খ্রীষ্টই যোগ্য ছিলেন যাকে "ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমোচন দান করেন" প্রেরিত ৫:৩১। "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই।" প্রেরিত ৪:১২। COLBen 244.2

এই ধনী লোকটি আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে তার জীবন কাটিয়েছেন এবং অনেক দেরিতে দেখতে পেল, যে অনন্ত জীবনের জন্য সে কোন কাজই করেনি। সে তার নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি বুঝতে পারল এবং সে তার ভাইদের বিষয়ে চিন্তা করল, যারা তার পথ অনুসরণ করে তার মতই ভোগ বিলাস আর আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে। আর সে এই অনুরোধ জানাল, "তবে আপনার কাছে বিনয় করি, পিতঃ, আমার পিতার বাটিতে উহাকে পাঠাইয়া দিউন; কেননা আমার পাঁচটি ভাই আছে, সে গিয়া তাহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিউক, যেন তাহারাও এই যাতনার স্থানে না আইসে। কিন্তু অব্রাহাম বলিলেন, তাহাদের নিকটে মোশি ও ভাববাদীগণ আছেন; তাহাদেরই কথা তাহারা শুনুক। তখন সে বলিল, তাহা নয়, পিতঃ অব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে। কিন্তু তিনি কহিলেন, "তাহারা যদি মোশির ও ভাববাদিগণের কথা না শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য হইতে কেহ উঠিলেও তাহারা মানিবে না।" COLBen 245.1

যখন ধনী লোকটি তার ভাইদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য জোরালোভাবে আবেদন করেছিল, সে একথা বলতে চেয়েছিল যে যদি তাদের কাছে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তাহলে এটি প্ররোচনামূলক হবে না। তার অনুরোধটি ঈশ্বরের প্রতি নিন্দা স্বরূপ। এটি যেন এরকম যে, ধনী লোকটি বলছে, যদি আরো বেশি এবং জোরালোভাবে আমাকে সতর্ক করতেন তাহলে আমি আজকে এই জায়গায় আসতাম না। ধনী লোকটির অনুরোধের প্রেক্ষিতে অব্রাহামের উত্তর ছিল এই রকম যে," ভাইদের যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে। তাদের আলো দেয়া হয়েছে; কিন্তু তারা সেই আলো দেখতে পাবে না, তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তো শুনবে না। COLBen 245.2

"তাহারা যদি মোশির ও ভাববাদিগণের কথা না শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য হইতে কেহ উঠিলেও তাহারা মানিবে না।" যিহুদী জাতির ইতিহাসে এই কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যখন তিনি বৈথনিয়াতে চার দিনের মৃত লাসারকে মৃত্যু থেকে পুনুরুত্থিত করার মাধ্যমে শেষ এবং বিজয়সূচক অলৌকিক কাজ করেছিলেন। ত্রাণকর্তার ঈশ্বর এই অপূর্ব প্রমাণ যিহুদীরা পেয়েছিল, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। লাসার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন এবং সেই ঘটনা তাদের সামনেই ঘটেছিল। তারা লাসারকে জীবিত দেখেছিল। (যোহন ১২:৯-১১) COLBen 245.3

মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তার প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থা এবং ভাববাদীকে পাঠিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট বলেছেন, এই সব সাক্ষ্যের প্রতি যেন তারা মনোযোগী হয়। যদি তারা ঈশ্বরের কথা না শোনে, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা মানবে না। COLBen 246.1

যদি কেউ মোশি এবং ভাববাদিদের কথা মানে, তাহলে ঈশ্বর যে আলো দান করেছেন এর চেয়ে আর কোন বৃহৎ আলোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি মানুষ এই আলো প্রত্যাখ্যান করে এবং ভাববাদী এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে উঠে এসে কেউ যদি তাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা তারা শুনবে না। এই রকম প্রমাণ কিংবা সাক্ষ্য পেলেও তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ এমন কঠিন হৃদয়ের কারণে যারা মোশি এবং ভাববাদিদের প্রত্যাখ্যান করেছে তারা যে কোন আলোকে প্রত্যাখ্যান করবেই। COLBen 246.2

অব্রাহাম এবং কোন এক ধনী লোকের মধ্যে কথাবার্তা ছিল কাল্পনিক। এই শিক্ষা যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তাহল এই যে, লোকেরা মনে করত যে তার কাজের জন্য যে আলোর প্রয়োজন তা যথেষ্ট পরিমাণে তারা তার কাছ থেকে পেয়ে থাকে। মানুষের দায়িত্ব হল সুযোগ এবং সমস্ত সুবিধাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা। ঈশ্বর মানুষকে যে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করার জন্য তিনি তাকে যথেষ্ট আলো এবং অনুগ্রহ দান করে থাকেন। মানুষকে তার দায়িত্ব পালন করার জন্য যদি ক্ষুদ্র আলো দেয়া হয় আর মানুষ যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে যে আশির্বাদ দেওয়া হবে তার উন্নতি ঘটাবার জন্য যদি আরো মহৎ আলো তাদের কাছে প্রকাশ করা হয় তাহলে তার প্রতি তারা অমনোযোগী হবে এবং অবহেলা করবে। "যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়ে বিশ্বস্ত, আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক," লূক ১৬:১০। যারা মোশির এবং ভাববাদিদের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হতে অস্বীকার করে, আর যদি তাদের আকাঙ্খা পূরণ করা হয় তবুও তারা বিশ্বাস করবে না। COLBen 246.3

ধনীলোক এবং লাসারের দৃষ্টান্তমূলক গল্পে দেখানো হয়েছে কিভাবে অদেখা পৃথিবীতে তাদের মূল্য নিরুপনের দ্বারা দুটি শ্রেণীকে ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে অর্জন করা হয় তবে তা পাপ বলে গণ্য হয় না। কিন্তু সে দোষী সাব্যস্ত হবে যদি সে ঐ ধনসম্পদ, যা তাকে দান করা হয়েছে, তা নিজ স্বার্থের ভাল এবং মঙ্গলজনক কাজের জন্য ঈশ্বরের সিংহাসনের পাশে তার ধনসম্পদ জমা রাখে। যে অনন্ত জীবনের সম্পদ লাভের জন্য আকাঙ্খিত হয়, মৃত্যু তাকে কখনো দরিদ্র করতে পারে না। যদি কোন লোক নিজের জন্য ধনসম্পদ জমা করে রাখে, তাহলে ঐ ধন সম্পদ তাকে কখনই স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবেনা। এতে সে প্রমাণ করবে যে সে একজন অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ। তার জীবনকালে সব রকম ভাল ভাল জিনিস সে লাভ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে সে ছিল অমনোযোগী। সে স্বর্গীয় সম্পদ লাভের ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভে COLBen 247.1

ব্যর্থ হয়েছিল। COLBen 247.2

ধনী লোকটি যে অনেক সুবিধা লাভ করেছিল, সে আমাদের কাছে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, যে কেউ তার দানকে এমন ভাবে ব্যবহার করবে যাতে তার কাজ এক বিশাল অবস্থায় পৌছতে পারে। যেন এর মধ্য দিয়ে তার আতিœক সুবিধা গুলোর উন্নতি ঘটাতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল উদ্ধার পাওয়া, কেবল পাপেরমোচন নয় কিন্তু পাপের কারণে যে সব দান হারিয়ে গেছে তা আবার ফিরে পাওয়া। টাকা পয়সা আমাদের পরবর্তী জীবনে নিয়ে যেতে পারেনা। পরবর্তী জীবনের জন্য টাকা পয়সার কোন আবশ্যকতা নেই। কিন্তু প্রভুর পক্ষে আত্মা জয়ের কাজটি হবে সবচেয়ে বড় অর্জন যা তাকে স্বর্গ রাজ্যে উপস্থিত করবে। কিন্তু যারা স্বার্থপর ভাবে তাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরের দেয়া দান ব্যয় করে এবং অভাবী সহমানুষের অভাব পূরনের জন্য কিছুই না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে এই জগতে ঈশ্বরের দেয়া দানকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করার জন্য কোন সাক্ষ্য রাখতে পারেনি। সে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে এর দ্বারা অসম্মানিত করে। COLBen 247.3

ঈশ্বরের সম্পদ নিয়ে দস্যুবৃত্তি যারা করবে স্বর্গের বইয়ে তাদের নামের বিপরীতে লেখা হবে। ধনী লোকটি তার সব সম্পদ নিজের চেষ্টায় লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে সে ঐ ধনসম্পদদের অধিকারী ছিলনা। কারণ তার সব ধনসম্পদের হিসাব যথাযথ ভাবে ঈশ্বরকে দিতে বাধ্য ছিল। সে এমন ভাবে জীবন যাপন করেছিল যেন সব কিছুই তার নিজ অধিকার ভুক্ত। যে ঈশ্বরের আহবানকে অবহেলা করেছিল এবং কষ্টভোগকারী গরীব লোকটির প্রতি দয়া করেনি। অবশেষে এমন একটি ডাক আসল যা অবহেলা করার ক্ষমতা তার ছিলনা। তাকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে এক আদেশের মধ্য দিয়ে তাকে জানানো হল, যে সে আর ঐ সম্পদের ধনাধ্যক্ষ নয়, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। লোকটির পক্ষে তার ক্ষমতার দ্বারা এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা কিংবা তা বাঁধা দেয়ার কোন ক্ষমতা ছিলনা। ধনী লোক হতাশজনক দরিদ্রতা কমাতে চায়। খ্রীষ্টের ধার্মিকতার পোশাক, স্বর্গের তাত দিয়ে কাপড় বুনলেও তাকে কখনও আবৃত করা যাবেনা। সে এক সময় অত্যন্ত দামী বেগুনে পোসাক এবং সূক্ষè পোশাক পরত তা পড়ে উলঙ্গতায় পরিণত হর। তার পরীক্ষাকালীন সময় শেষ হয়ে গেছে। সে জগতে কিছু নিয়ে আসেনি এবং জগত থেকে কিছু নিয়ে যেতেও পারেনি। COLBen 248.1

খ্রীষ্ট পর্দা উঠালেন এবং যাজক ও প্রাচীনবর্গ, ধর্মীয় শিক্ষকও ফরিশীদের সামনে এই ছবি উপস্থাপন করেছিলেন। এদিকে লক্ষ্য করুন আপনারা যারা এ জগতের সম্পদের দিক দিয়ে ধনবান হয়েছেন,আপনারা ঈশ্বরের কাছে ধনবান নন। আপনি কি এই দৃশ্য সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করবেন না? মানুষের কাছে যা অত্যন্ত সম্মান বলে মনে হয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃণার বিষয়। খ্রীষ্ট জিজ্ঞেসা করলেন, "বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগত লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায় তবে তাহার কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পারে?" মার্ক ৮:৩৬-৩৭। COLBen 248.2

যিহুদী জাতির কাছে আবেদন

COLBen 248

যখন খ্রীষ্ট ধনীলোক এবং লাসারের দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি বলেছিলেন, তখন সেখানে যিহুদী জাতির অনেক লোক ছিল যারা ধনী লোকের দয়া পাবার যোগ্য ছিল। যে সব ধনী লোক ঈশ্বরের সম্পদ আত্মসুখের জন্য ব্যবহার করতো তাদের নিজেদের প্রস্তুতির এই বাক্য শোনা প্রয়োজন, “তুলাতে পরিমিত, আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরুপে নিত হইয়াছেন,” দানিয়েল ৫:২৭। ধনী লোকটির সব রকম জাগতিক এবং আতিœক আর্শীবাদ লাভের সুযোগ ছিল। কিন্তু সে ঐ সব আর্শীবাদ ব্যাবহার করার জন্য সে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা রক্ষা করেনি। এই অবস্থা যিহুদী জাতির মধ্যে ছিল। প্রভু ঈশ্বর যিহুদিদের পবিত্র-সত্যের আমানতকারী হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি তাদের আত্মিক, জাগতিক সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং এই সব আর্শীবাদ ব্যবহার করার জন্য সে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগীতা রক্ষা করেনি। এই অবস্থা যিহুদী জাতির মধ্যে ছিল। প্রভু ঈশ্বর যিহুদিদের পবিত্র আমানতকরী হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি তাদের অনুগ্রহের ধনাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের আত্মিক, ও জাগতিক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন, এবং এই সব আশীর্বাদের অংশী হবার জন্য তিনি তাদের ডেকেছিলেন। তাদের ভাইদের মধ্যে যারা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঘরের দরজার কাছে আসা অতিথী, এবং যে সমস্ত গরীব তাদের মধ্যে বাস করছে তাদের কিভাবে পরিচর্যা করবে সেই সম্বন্ধে তাদের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের মঙ্গলের জন্য যা যা প্রয়োজন সেই সব বিষয় অর্জন করার জন্য তারা চেষ্টা করে নি। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত ছিল যে, এই সব তাদের প্রয়োজন রয়েছে এবং অন্যদের সঙ্গে তা ভাগ করে নেয়া তাদের কর্তব্য। তাদের ভালবাসা এবং দয়ার কাজ অনুযায়ী ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু ধনী লোকটির মত তারা জাগতিকভাবে অভাবগ্রস্তদের, এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানুষদের আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এবং তাদের মুক্ত করার জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে তারা নিজেদের সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছিল যে তারা ঈশ্বরের লোকদের বাছাই করা এবং প্রিয় লোক। তবুও তারা ঈশ্বরের সেবা করে নি এবং তার আরাধনা করে নি। তারা তাদের আস্থা স্থাপন সম্পর্কে বলত যে, তারা হল আব্রাহামের সন্তান। “আমরা অব্রাহামের বংশ”, তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলেছিল, (যোহন ৮:৩৩)। যখন কোন সমস্যা উপস্থিত হতো তখন তারা এই মনোভাব প্রকাশ, যে ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা তাদের বিশ্বাস অব্রহামের উপর স্থাপন করেছে, যেন অব্রাহামই ঈশ্বর । COLBen 248.3

খ্রীষ্ট যিহুদী জাতির লোকদের অন্ধকারচ্ছন্ন মনের মধ্যে আলো জ্বালাবার জন্য আকাঙ্খিত ছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন,” তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হইতে, তবে অব্রাহামর কর্ম করিতে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি যে

আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; অব্রাহাম এরূপ করেন নাই”, যোহন ৮:৩৯ - ৪০। খ্রীষ্ট বংশ তালিকার গুরুত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আত্মিক সম্পর্ক সমস্ত জন্মগত সম্পর্ককে বাতিল করে দেয়। তারা দাবি করত, যে তারা হল অব্রাহামের বংশধর। কিন্তু তারা অব্রাহামের কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এতে তারা প্রমাণ করেছিল, যে তারা প্রকৃতপক্ষে অব্রাহামের সন্তান নয়। যারা ঈশ্বরের কথা শুনে তা পালন করে, কেবল তারাই প্রমাণ করে যে অব্রাহামের সঙ্গে তারা আত্মিকভাবে যুক্ত আছে, তারাই প্রকৃত বংশধর। যদিও গরীব ভিখারিটি যাদের লোকেরা যাদের নিম্ন শ্রেণীর বলে মনে করত, সেই শ্রেণীর অন্তভূক্ত ছিল, খ্রীষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে অব্রাহাম এমন একজন যিনি খুব ঘনিষ্ট বন্ধু হিসেবে কাছে টেনে নিবেন। COLBen 250.1

ধনী লোকটি যদিও তার জীবনে বিলাসীতায় বেষ্টিত করে রেখেছিল কিন্তু সে এত অজ্ঞতার মধ্যে ছিল যে অব্রাহামকে প্রাধান্য দিয়েছিল যেখানে ঈশ্বরের থাকা উচিত ছিল। যদি সে তার উপচেয়ে পড়া ধনসম্পদের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত এবং ঈশ্বরের আত্মাকে তার মন এবং হৃদয়কে নতুন করে গঠন করতে দিত, তাহলে সে ভিন্ন অবস্থায় একসঙ্গে থাকতে পারত। বিষয়টি ইহুদী জাতির কাছে একইভাবে উপস্থাপন করলেন। যদি তারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিত তাহলে তাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। তারা প্রকৃত আত্মিক বিচক্ষণতায় দেখাতে পারত ঈশ্বর তাদের যে ধন সম্পদ দিয়েছেন ঈশ্বর তার বৃদ্ধিদান করেন। ঐ ধনসম্পদ যাতে যথেষ্ট পরিমাণে হয় এজন্য তাদের সাহায্য করেন যাতে যথেষ্ট পরিমাণে আশীর্বাদ পায় এবং পৃথিবীতে আলোকিত করতে পারে। কিন্তু তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে নিজেদের এতদূরে সরিয়ে নিয়েছিল যে তাদের সমস্ত জীবন ছিল সেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ। ধার্মিকতা এবং সত্য অনুযায়ী ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসেবে তাদের দান ব্যবহার করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। অনন্ত জীবন সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তা ছিল না এবং তাদের অবিশ্বাস্ততা তাদের পুরো জাতিকে বিনৃষ্ট করে দিয়েছিল। COLBen 250.2

খ্রীষ্ট জানতেন যে যিরুশালেম ধ্বংস হলে পর যিহুদিদের তার সতর্ক বার্তা মনে পড়বে। আর তাই ঘটেছিল। যখন যিরুশালেমের উপর ভীষণ দুর্দশা নেমে এসেছিল, যখন লোকদের উপর সব রকম কষ্ট এবং খাদ্যের অভাব দেখা দিল, তখন খ্রীষ্টের সমস্ত কথা তাদের মনে পড়েছিল এবং এই দৃষ্টান্তের অর্থ কি ছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বর তাদের যে আলো দিতে চেয়েছিলেন তাদের গ্রহণ করা এবং তা গ্রহণ করে জগতকে আলোকিত করার কাজকে অবহেলা করার জন্য নিজেদের উপর তারা নিজের কষ্ট আর দুর্দশা ডেকে এনেছিল। COLBen 251.1

শেষ দিনগুলোতে

COLBen 251

এই পৃথিবীর গল্পের সমাপ্তির দৃশ্য ধনী লোকটির গল্পের শেষে বর্ণিত হয়েছে। ধনী লোকটি নিজেকে অব্রাহামের সন্তান বলে দাবী করেছিল কিন্তু বিশাল এক শূন্যস্থলীর দ্বারা অব্রাহামের কাছ থেকে সে আলাদা ছিল একটি চরিত্র অন্যায় ভাবে উন্নত করা হয়েছে। অব্রাহাম ঈশ্বরের সেবা করতেন, তার কথা বিশ্বাসে এবং বাধ্যতার মধ্য দিয়ে পালন করতেন। কিন্তু এই ধনী লোকটি ঈশ্বরের প্রতি অমনোযোগী ছিল এবং মানুষের কষ্টের সময় সাহায্য করার ব্যাপারেও অমনযোগী ছিল। অব্রাহাম ও তার মধ্যে বিশাল শূন্যস্থান স্থির হয়ে থাকা মানে অবাধ্যতার ব্যবধান। বর্তমানেও অনেকেই একই কাজ অনুসরন করছে। যদিও তারা মণ্ডলীর সদস্য, কিন্তু তারা অপরিবর্তীত। তারা গির্জায় উপাসনা অংশ গ্রহণ করতে পারে, তারা গীতসংহীতার, "হরিনী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্খা করে, তেমনি হে ঈশ্বর আমার প্রান তোমার আকাঙ্খা করিতেছে", (গীতসংহিতা ৪২:১) গান গাইতে পারে। তারা প্রমাণ করে যে তারা মাংসিক ভাবাপন্ন তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি পাপীর চেয়ে বেশি ধার্মিক নয়। যে মানুষ জাগতিক সুখের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, যে অন্যদের কাছে নিজেকে বড় বলে প্রকাশ করতে ভালবাসে, সে কখনোই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না। দৃষ্টান্তমূলক গল্পের ধনী লোকটির মত এমন একজন মানুষ যে মাংসিক কামনা বাসনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোন প্রবৃত্তি নেই। সে দীর্ঘ সময় মাংসিক কামনা বাসনাকে প্রশ্রয় দেয়। সে পাপের পরিবেশকে বেছে নেয়। হঠাৎ মৃত্যু এসে তার জীবন ছিনিয়ে নেয়। সে তার জীবনকালে শয়তানের কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে পাপে পরিপূর্ণ যে চরিত্র সে গঠন করেছিল। সেই অবস্থায় কবরে চলে যাবে। এই কবরের মধ্যে ভাল কিংবা মন্দ কোন কিছুই বেছে নেবার ক্ষমতা থাকবে না। কারণ যেদিন সে মারা যাবে সেই দিনই তার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে, (গীতসংহিতা ১৪৬:৪, উপদেশক ৯:৫৬)। COLBen 251.2

যখন ঈশ্বরের ডাক শুনে মৃতরা জেগে উঠবে, সে তার জীবনকালে যে সব বিষয় লালন করেছিল, সেই সব বিষয় অর্থাৎ একই আকাঙ্খা, একই কামনা বাসনা, একই পছন্দ, একই ঘৃণার অবস্থা নিয়ে কবর থেকে উঠে আসবে। যখন কাউকে সমস্ত সুযোগ দেয়া হয়, এবং সমস্ত সুবিধা প্রদান করে সব কিছু জোগান দেয়া হয়, তখন তাকে ঈশ্বর নতুন করে সৃষ্টি করেন না। তাই কবর থেকে উঠে আসলে পর ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করবেন না। সে তার জীবনকালে ঈশ্বরের সাহচর্য থেকে পরম আনন্দ লাভ করতে অস্বীকার করেছিল এবং তার কাজে ব্যবহৃত হয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত করে নি। সে তার স্বভাব ঈশ্বরের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল না এবং সে স্বর্গীয় পরিবারের সুখের সাথে সুখী হতে পারে নি। COLBen 252.1

বর্তমানে এই জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদের ধার্মিক বলে মনে করে। তারা পেটুক নয়, তারা মদ্যপায়ী নয়, তারা নাস্তিক নয়। কিন্তু তারা নিজেদের অন্য জীবন যাপন করতে আকাঙ্খী, ঈশ্বরের জন্য নয়। ঈশ্বর তাদের চিন্তার মধ্যে থাকেন না। সুতরাং

তারা অবিশ্বাসীদের শ্রেণীভুক্ত। ঈশ্বরের নগরের ফটক দিয়ে যদি তারা ঢুকতে পারতো, জীবন বৃক্ষের কাছে যাওয়ার অধিকার তাদের থাকতো না; কারণ যখন ঈশ্বর তাদের কাছে ব্যবস্থা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই সব তাদের অবশ্যই পালন করতে হবে, তখন তারা বলেছিলেন, না। তারা এখানে ঈশ্বরের সেবা করেন নি; সুতরাং এরপরও তারা তার সেবা করবে না। তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বাস করে নি এবং তারা উপলব্ধি করবে যে স্বর্গের চেয়ে যে কোন জায়গা তাদের কাছে অধিকতর বাঞ্চনিয়। COLBen 252.2

খ্রীষ্টিয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে হল তার অনুগ্রহ গ্রহণ করা, যা তার চরিত্র। কিন্তু যারা এই জগতে তাদের যে মূল্যবান সুযোগ দেয়া হয়েছিল সদ্ব্যবহার না করে কৃতজ্ঞ না থাকে এবং তাদের ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপন করার জন্য যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল, যদি তারা তা নিজ জীবনে প্রয়োগ না করে তাহলে তারা স্বর্গের পবিত্র আরাধনার অংশ গ্রহনের জন্য যোগ্য হতে পারবে না। তারা তাদের চরিত্র ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গঠন করেন নি। তাদের নিজেদের অবহেলার কারণে এক বিশাল শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে যা কোন সেতুর দ্বারা যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। ধার্মিকতা এবং তাদের মধ্যে এক বিশাল শূন্যস্থান স্থির হয়ে আছে। COLBen 253.1

Chapter 23 - বলা ও করা

মথি ২১:২৩-৩২ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

"এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তিনি প্রথম জনের নিকটে গিয়ে কহিলেন, বৎস যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কর্ম কর। সে উত্তর করিল, আমার ইচ্ছা নাই। শেষে অনুশোচনা করিয়া গেল। পরে তিনি দ্বিতীয় জনের নিকটে গিয়া সেই রূপ কহিলেন। সে উত্তর করিল, কর্তা আমি যাইতেছি, কিন্তু গেল না। সেই দুয়ের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করিল? তাহারা কহিল প্রথম জন।" COLBen 254.1

পর্বতে দত্ত উপদেশে খ্রীষ্ট কহিলেন, "যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারিবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্ত পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে," মথি ৭:২১। আন্তরিকতার পরীক্ষা কথায় নয় কিন্তু কাজে। খ্রীষ্ট কাউকে এই কথা বলবেন না, অন্যদের চেয়ে তুমি কত বেশি কথা বলেছ? কিন্তু তিনি বলবেন, তবে অধিক কি কর্ম কর, যোহন ১৩:১৭। তাদের কথার কোন মূল্য থাকবে না, যদি তারা কথা অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ না করে। দুই পুত্রের দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে এ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। COLBen 254.2

খ্রীষ্ট তার মৃত্যুর আগে যিরুশালেমে শেষ যাত্রার সময় এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পটি বলেছিলেন। তিনি ধর্মধাম থেকে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার কন্ঠস্বর তাদের অন্তরে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা বলেছিল। বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে এবং ভীত হয়ে কোন রকম প্রশ্ন না করে এবং বাধা না দিয়ে তারা তার আদেশ পালন করেছিল। COLBen 254.3

যখন তাদের ভয় কমে গেল তখন যাজক ও প্রাচীনবর্গরা ধর্মধামে ফিরে এল। তারা দেখতে পেল যে খ্রীষ্ট রোগগ্রস্থও মৃতপথযাত্রীদের আরোগ্য করছিলেন, তারা আনন্দধ্বনি ও প্রশংসা গান শুনতে পাচ্ছিলেন। বালকেরা এবং যারা সুস্থতা লাভ করেছিল তারা হোশান্না দায়ুদ সন্তান বলে খেজুর পাতা উড়িয়ে গান গাইছিল। শিশুরা আধো আধো ভাষায় ক্ষমতাশালী আরোগ্যকারীর প্রশংসা করছিল। তবুও এই সব, যাজক এবং প্রাচীনবর্গদের তাদের বিদ্বেষ এবং হিংসাকে জয় করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। COLBen 254.4

পরের দিন খ্রীষ্ট ধর্মধামে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তখন প্রধান যাজকেরা এবং লোকদের প্রাচীনবর্গরা তার কাছে আসল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছ? আর কেইবা তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?" COLBen 255.1

যাজকেরা এবং প্রাচীনবর্গরা সুস্পষ্ট ভাবে খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছিল। তার ধর্মধাম পরিষ্কার করার সময় তারা দেখতে পেয়েছিল, তার মুখ থেকে স্বর্গের ক্ষমতা ও কতৃত্বের আলো প্রকাশ পাচ্ছে। ক্ষমতার দ্বারা বলা তার কথাগুলো তারা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আবার তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি তার ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন যা তারা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। কিন্তু তারা যা চেয়েছিল এটি তার প্রমাণ ছিল না। এবং প্রাচীনবর্গ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যীশু পাছে নিজেকে মশীহ্ বলে ঘোষণা দেন যা তারা তার কথার অপপ্রয়োগ করেছিল এবং লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা তার প্রভাবকে ধ্বংস করতে এবং তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। COLBen 255.2

যীশু জানতেন যে, যদি তারা দেখতে না পারে যে ঈশ্বর তার মধ্যে আছেন, অথবা তারা তার কাজের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় চরিত্রের প্রমাণ না পায়, তাহলে তিনি নিজে খ্রীষ্ট বলে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা তারা বিশ্বাস করবে না। তারা যা চেয়েছিল তিনি তার উত্তরের মধ্য দিয়ে কৌশলে এড়িয়ে গেলেন এবং উল্টো তাদেরকে দোষী করবেন। COLBen 255.3

"আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা যদি আমাকে বল, তবে কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি তাহা আমিও তোমাদিগকে বলিব। যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে হইয়াছিল? স্বর্গ হইতে না মনুষ্য হইতে?" COLBen 255.4

যাজক এবং প্রাচীনবর্গরা বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে গেল। "তখন তাহারা পরস্পর তর্ক করিয়া বলিল, যদি বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ আমাদিগকে বলিবে তবে তোমরা তাহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন.? আর যদি বলি মনুষ্য হইতে, লোক সাধারণকে ভয় করি, কারণ তাহারা সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে। তখন তাহারা যীশুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমরা জানি না, তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি তোমাদিগকে বলিব না।" COLBen 256.1

"আমরা জানি না।" এটি ছিল একটি অসত্য উক্তি। যাজকরা ঐ সময় যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল তা তারা দেখল এবং তারা মিথ্যাবাদী হবে এই কথা চিন্তা করে ভীত হয়ে পড়ল। যোহন বাপ্তাইজোক এক জনের সাক্ষ্য বহন করার জন্য এসেছিলেন যার ক্ষমতা সম্পর্কে তারা এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়লো। তিনি তাকে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান," যোহন ১:২৯। তিনি তাকে বাপ্তিষ্ম দিয়েছিলেন এবং বাপ্তাইজিত হয়ে প্রার্থনা করেছেন এমন সময়ে স্বর্গ খুলে গেল এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কবুতরের মত তার উপরে নেমে আসলেন। আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত", মথি ৩:১৭। তাদের মনে পড়লো যোহন বাপ্তাইজক কিভাবে মোশীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যোহন বাপ্তাইজক কিভাবে

যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন তা তাদের মনে পড়ল। যাজক এবং প্রাচীনবর্গ সাহস পেল না এই কথা বলার জন্য, যে যোহনকে বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে হয়েছিল। তারা যেভাবে বিশ্বাস করে সেভাবে যদি তারা একথা স্বীকার করে যে তিনি একজন ভাববাদী, তাহলে তারা কিভাবে এই স্বাক্ষ্য অস্বীকার করবে যে নাসরতের যীশু ঈশ্বরের পুত্র? কিন্তু জনসাধারণের জন্য তারা এই কথা বলতে পাড়ল না, যে যোহনের বাপ্তিস্ম মানুষ থেকে হয়েছিল। কারণ জনসাধারণ যোহন বাপ্তাইজককে একজন, ভাববাদী বলে বিশ্বাস করত। তাই তারা বললো, “আমরা জানি না”। COLBen 256.2

এরপর খ্রীষ্ট বাবা এবং দুই ছেলের দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি বললেন। যখন বাবা প্রথম ছেলের কাছে এসে বললেন, “বৎস, যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম কর।” ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল “আমার ইচ্ছা নাই।” সে তার কথার বাধ্য হতে চাইল না এবং মন্দ পথে নিজেকে চালিত করল এবং দুষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হল। কিন্তু পরে সে অনুশোচনা করল এবং বাবার বাধ্য হয়ে কাজ করল। COLBen 256.3

বাবা তার দ্বিতীয় ছেলের কাছে গেলেন এবং তাকে একই আদেশ করলেন, “বৎস যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম কর।” ছেলেটি উত্তর দিল “কর্তা, আমি যাইতেছি।” কিন্তু সে গেল না। COLBen 257.1

এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে পিতাকে ঈশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্রাক্ষাক্ষেত্র হল মণ্ডলী। দুই ছেলের মধ্য দিয়ে দুই শ্রেণীর লোকদের উপস্থাপন করা হয়েছে। যে আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে বলেছিল, “আমার ইচ্ছা নাই,” সে সেই সমস্ত লোকদের উপস্থাপন করেছে যারা খোলাখুলিভাবে আদেশ লঙঘন করে, যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে প্রকাশ করে না, যারা প্রকাশ্যে বিধি নিষেধ এবং বাধ্যতার জোয়ালের নিচে আসতে অস্বীকার করে যা ঈশ্বরের আরোপিত ব্যবস্থা। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই পরে অনুশোচনা করে এবং ঈশ্বরের ডাকের বাধ্য হয়। যখন যোহন বাপ্তাইজকের বার্তার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে সুসমাচার এল, “মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল,” মথি ৩:২। COLBen 257.2

ছেলেদের মধ্যে যে বলেছিল, কর্তা, “আমি যাইতেছি।” কিন্তু যায় নি, তার মধ্য দিয়ে ফরীশীদের চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই ছেলেটির মত, যিহুদী নেতারা ছিল অস্থির প্রকৃতির এবং আত্মকেন্দ্রিক। যিহুদী জাতীর ধর্মীয় জীবন ভণ্ডামিতে পরিণত হয়েছিল। সীনয় পর্বতের উপরে ঈশ্বরের কন্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিল, তা সমস্ত লোকদের দেয়া হয়েছিল যেন তা অবশ্যই পালন করে। তারা বলেছিল, প্রভু আমরা পালন করব।” কিন্তু তারা পালন করল না। যখন খ্রীষ্ট মানবরূপে এই জগতে এসে ব্যবস্থার নিয়ম গুলো পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। খ্রীষ্ট যখন এ জগতে ছিলেন তিনি যিহুদী নেতাদের কাছে তার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন।

যদিও তারা প্রমাণ পেয়েছিল তবুও তারা সেই প্রমাণিত বিষয়কে গ্রহণ করেনি। তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। খ্রীষ্ট তাদের দেখালেন যে তারা অব্যাহত ভাবে অবিশ্বাস করে আসছে। কারণ তাদের মধ্যে সেই আত্মা নেই যা তাদের বাধ্যতার পথে চালাবে। তিনি তাদের সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "এই রূপে তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করিয়াছ . . .ইহার অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়, "মথি ১৫:৬, ৯। COLBen 257.3

লোকদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষক এবং ফরীশী, যাজক এবং প্রাচীনবর্গগণ খ্রীষ্টের সামনে উপস্থিত ছিলেন এবং দুই ছেলের দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি বলার পর তিনি শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করলে, "সেই দুইয়ের কে পিতার ইচ্ছা পালন করিল? নিজেদের অবস্থার কথা ভুলে ফরীশীরা উত্তর দিল, 'প্রথমজন' যে কথাটি তারা বলল এ সম্পর্কে একবারও ভাবলো না যে, তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই কথাটা উচ্চারণ করেছে। তখন খ্রীষ্ট সবার সামনে তাদের অভিযুক্ত করে বললেন যে, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। কেননা যোহন ধার্মিকতার পথ দিয়া তোমাদের নিকট আসিলেন, আর তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলে না, কিন্তু করগ্রাহী ও বেশ্যারা তাহাকে বিশ্বাস করিল। আর তোমরা তাহা দেখিয়া শেষেও এরূপ অনুশোচনা করিল না যে তাহাকে বিশ্বাস করিবে"। COLBen 258.1

যোহন বাপ্তাইজক সত্য প্রচার করতে এসেছিলেন এবং তার প্রচারের ফলে পাপীরা তাদের পাপ উপলব্ধি করতে পারল এবং নিজেকে পরিবর্তন করল। যারা আত্মার ধার্মিকতার জন্য ঈশ্বরের সতর্ক বার্তাকে বাঁধা দেয় তাদের আগে সেই সব লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করবে। করগ্রাহী ও বেশ্যারা ছিল অশিক্ষিত, কিন্তু এই সব শিক্ষিত লোকেরা সত্যের পথ সম্পর্কে জানত। তথাপি তারা সেই পথে হাঁটতে অস্বীকার করেছে, যে পথ তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্য তাদের মৃত্যুর পথ থেকে জীবনের পথের দিকে নিয়ে যেত। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেন নি। যারা প্রকাশ্যে পাপ করে আসছিল তারা যোহন বাপ্তাইজকের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম করতে রাজি ছিল না। কিন্তু ধর্ম শিক্ষক ছিল ভন্ড। তাদের অনমনীয় হৃদয় সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাদের বাধা দিয়ে রেখেছিল। তারা ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে তারা অস্বীকার করেছিল। COLBen 258.2

খ্রীষ্ট তাদের একথা বলেন নি যে, তোমরা স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য বাধা তাদের রয়েছে, তা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। যিহুদী নেতাদের সামনে সবসময় দরজা খোলা ছিল। তাদের প্রতি নিমন্ত্রণ ছিল সব সময়ের জন্য। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে ফিরে এসেছেন, এটা দেখার জন্য খ্রীষ্ট আকাঙ্খিত। COLBen 259.1

ইস্রায়েলের যাজক এবং প্রাচীনবর্গ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ব্যয় করেছিল। তাদের জাগতিক কাজগুলোকেও তারা পবিত্র কাজ বলে মনে করে, এই ধর্মীয় রাখা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই কারণে তাদের জীবন সম্পূর্ণ ধর্মীয় উচিৎ ছিল। তারা লোকেদের সামনে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো করত, যাতে লোকেরা তা দেখেতে পায় এবং তারা মনে করে যে জগতের মধ্যে তারাই ধার্মিক এবং উৎসর্গীকৃত। যখন তাদের বাধ্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হল, তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং ঈশ্বরের বাধ্য হতে অস্বীকার করল। তারা সত্যের শিক্ষা দিত কিন্তু তারা সেই সত্য অনুযায়ী কাজ করত না। COLBen 259.2

খ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, যোহন বাপ্তাইজক ভাববাদিদের মধ্যে অন্যতম মহান ভাববাদী এবং তিনি তার শ্রোতাদের বললেন, যোহন বাপ্তাইজক যে ঈশ্বরের প্রেরিত একজন বার্তাবাহক তারা তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। মরুভূমিতে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। তিনি অবিচলভাবে বার্তা ঘোষণা করেছিলেন, এবং যাজক ও প্রাচীনবর্গের জন্য নিন্দা করেছিলেন এবং স্বর্গ রাজ্যের জন্য কাজ করার জন্য তিনি তাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। তাদের যে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে দিয়ে তারা স্বর্গীয় পিতার কর্তত্বকে COLBen 259.3

"তুমি যাকোবের কুলকে এই কথা কহ . . . এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে। কেননা সমস্ত পৃথিবীর আমার আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে।" যাত্রাপুস্তক ১৯:৩-৬। অস্বীকার করে তারা যে পাপ করেছিল তা তিনি তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ করেন নি, আর অনেকে তাদের অধার্মিকতার পথ থেকে ফিরে এসেছিল।

যিহূদী নেতাদের কাজগুলো যদি খাঁটি হত, তাহলে তারা যোহন বাপ্তাইজকের সাক্ষ্য গ্রহণ করত এবং যীশুকে মশীহ্ হিসেবে মেনে নিত। কিন্তু তারা অনুতাপ এবং ধার্মিকতার ফল দেখাতে পারে নি। যাদের তারা অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছিল তারাই আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। COLBen 260.1

দৃষ্টান্তমূলক গল্পে যে ছেলে বলেছিল, "কর্তা আমি যাইতেছি," যে নিজেকে বিশ্বাস এবং বাধ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে তার কাজ খাঁটি ছিল না। পিতার প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা ছিল না। একইভাবে ফরীসীরা তাদের নিজেদের

ধার্মিকতার জন্য গর্বিত ছিল, কিন্তু যখন পরীক্ষা করা হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যখন তাদের এই কাজ করার আগ্রহ ছিল, তখন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল; কিন্তু যখন বাধ্যতার প্রয়োজন দেখা দিল তাদের কাছ থেকে তা দেখা যায় নি। তাদের চাতুর্যপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। খ্রীষ্ট তাদের সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, "তাহাদের মত কর্ম করিও না, কেননা তাহারা বলে কিন্তু করে না," মথি ২৩:৩। ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি তাদের প্রকৃত ভালবাসা ছিল না। জগত যাতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে এজন্য তিনি তার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করার জন্য তাদের ডেকেছিলেন। যখন এই পেশা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন তখন তারা তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরের আদেশ পালন করার নির্দেশ পেল, তখন তারা বাধ্য হতে অস্বীকার করল। তারা নিজেদের উপর নির্ভর করত এবং নিজেদের ধার্মিকতার জন্য তারা গর্বিত ছিল। কিন্তু তারা লোকেদের ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য নির্দেশ দিত। ঈশ্বর তাদের যে কাজ করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন, তারা তা করতে অস্বীকার করেছিল। আর তাদের আদেশ লঙ্ঘনের কারণে প্রভু এই অবাধ্য জাতির কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। COLBen 260.2

যদি কেউ নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে তবে এই ধার্মিকতা প্রকৃত ধার্মিকতা নয়। যদি কেউ এটাকে আঁকড়ে ধরে রাখে তবে বুঝতে হবে যে, এর জন্য পরিণাম ভোগ করতে হবে। বর্তমানে অনেকে আছেন যারা দাবী করে থাকেন যে তারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন কিন্তু তাদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের ভালবাসা অন্যদের দিকে প্রবাহিত হয় না। জগতকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট আহ্বান জানান, তারা রাজি হয়ে এই কথা বলে থাকে যে, "প্রভু, আমি যাচ্ছি।" কিন্তু তারা সেই কাজ করার জন্য যায় না, যারা ঈশ্বরের কাজ করে তাদের সঙ্গে এই লোকেরা সহযোগীতা করে না। এরা আলস্যে দিন কাটায়। অবিশ্বস্ত ছেলেটির মত তারা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। মণ্ডলীর ধর্মীকতার নিয়ম কানুন পালন করার মধ্য দিয়ে তারা মনে করে যে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে এবং তা পালন করেছে, আর এর মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের কাজ করেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা তা করে না। প্রকাশ্যে তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে দাবী করে কিন্তু তাদের জীবনে এবং চরিত্রের মধ্যে এই সম্পর্কের কার্যকারীতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে তারা নিজেকে সমর্পন করে না। তারা মিথ্যা জীবন যাপন করছে। COLBen 261.1

যখন কোন ত্যাগ স্বীকারের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন তারা সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু যখন আত্মত্যাগ এবং আত্ম-উৎসর্গের প্রয়োজন হয়, যখন তারা দেখতে পায় তাদের ক্রুশ কাঁধে নিতে হবে তখন তারা পিছনে সরে যায়। এই ভাবে কাজের প্রতি বিশ্বাস ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় এবং ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা

অভ্যাসে পরিণত হয়। কারণ ঈশ্বরের বাক্য শুনে থাকে ঠিকই কিন্তু আত্মিকভাবে তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকে মৃত। তাদের হৃদয় হল কঠিন, তাদের বিবেক অনুভূতিহীন। COLBen 261.2

আপনি মনে করবেন না যে, যেহেতু আপনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের বিরোধিতার ঘোষণা দেন নি, তাই আপনি তার কাজ করেছেন। আমরা যদি তা মনে করি তাহলে বুঝতে হবে যে, আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার সঙ্গে প্রতারণা করছি। COLBen 261.3

শয়তান নামধারী খ্রীষ্টানদের উদাসীনতা, আলস্যকে তার দলকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তার পক্ষে থাকার জন্য ব্যবহার করে। অনেকে মনে করে যে যদিও তারা খ্রীষ্টের জন্য প্রকৃত ভাবে কোন কাজ করে না, তবুও তারা খ্রীষ্টের পাশে আছে। তাহলে বুঝতে হবে যে শত্রু পক্ষ তাকে দখল করার জন্য ভিত্তি পেয়েছে এবং তাকে জয় করার জন্য সুযোগ লাভ করেছে। প্রভুর পক্ষে পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করতে তাদের ব্যর্থতার দ্বারা কাজ অসমাপ্ত রেখে ছেড়ে দেয়ার দ্বারা এবং কথা অসম্পূর্ণ রেখে বন্ধ করার দ্বারা তারা শয়তানকে সেই সব আত্মাকে জয় করতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সুযোগ করে দেয়, যাদের অবশ্যই প্রভুর পক্ষে জয় লাভ করা সম্ভব হত। COLBen 261.4

আমরা আমাদের আলস্য ও নিক্রিয়তার দ্বারা রক্ষা পেতে পারব না। যারা প্রকৃতভাবে পরিবর্তীত হয় তারা কখনোই হতাশার মধ্যে এবং অকর্মণ্য হয়ে জীবন যাপন করতে পারে না। আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় স্বর্গের দিকে চালিত করা সম্ভব নয়। কোনো অলস লোক স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা যদি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করি, যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য কি করণীয় রয়েছে, তা স্থাপনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা না করি তাহলে আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যোগ্য হতে পারব না। যদি কেউ এই জগতে ঈশ্বরের সহযোগিতা না করে তাহলে তিনিও তার সঙ্গে স্বর্গে যেতে সহযোগীতা করবেন না। তাদের স্বর্গে নেওয়া নিরাপদ হবে না। COLBen 262.1

যারা ঈশ্বরের বাক্য জানে অথচ তা পালন করে না তাদের চেয়ে করগ্রাহী এবং পাপীদের বেশি আশা রয়েছে। যে নিজেকে একজন পাপী হিসাবে দেখতে পায় এবং এই পাপ দূর করার জন্য প্রয়োজন অনুভব করে, সে জানে সে ঈশ্বরের সামনে দেহ মন এবং আত্মায় একজন অপরাধী মানুষ, তার মনে এই ভয় কাজ করবে যে, হয়ত সে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে তার রোগের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সেই মহান চিকিৎসকের দ্বারা আরোগ্য লাভের জন্য আকাঙ্খিত হয়ে যিনি বলেছেন, “যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না,” যোহন ৬:৩৭। এই সব প্রাণকে প্রভু তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কার্যকারী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। COLBen 262.2

যে ছেলে কিছু সময়ের জন্য বাবার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলেও পরে তা পালন করেছিল, খ্রীষ্ট সেই ছেলেকে দোষী বলে মনে করেন নি। তাকে দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয় নি। প্রথম ছেলেটি বাধ্য হতে অস্বীকার করেছিল, সে তার পদ ধরে রেখে কোন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি। তাদের সরলতাকে নৈতিক উৎকর্ষ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সত্য এবং পবিত্রতার দ্বারা মানুষ পরিপূর্ণ হলে সে খ্রীষ্টের পক্ষে সাহসের সঙ্গে সাক্ষ্য বহন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাপীরা এটি ব্যবহার করতে অপমান করার জন্য এবং বিরোধিতার জন্য যা হবে ঈশ্বরের নিন্দাস্বরূপ। বাস্তবে, যে লোক ভণ্ড নয় সে নিজেকে একজন পাপীর চেয়ে কোন অংশে বেশী বলে মনে করে না। যখন পবিত্র আত্মার আহ্বান আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন আমাদের নিরাপদ থাকার জন্য কোন রকম দেরী না করে তাকে সাড়া দেওয়া উচিত। COLBen 262.3

যখন আমাদের এই নির্দেশ দেয়া হবে, "যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম কর," তখন যেন এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করি। "অদ্য যদি তাহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না", ইব্রীয় ৪:৭। বাধ্য হতে দেরী করলে তা হবে বিপদজ্জনক। আপনি দ্বিতীয়বার কখনোই সেই আহব্বান শুনতে পাবেন না। COLBen 263.1

কেউ যেন নিজেদের সম্পর্কে এই আশা না করে যে, তারা যে পাপসমূহ সযত্নে লালন করে আসছে একটি সময় আসবে যখন তারা খুব সহজে মুহূর্তের মধ্যে সেই পাপ ত্যাগ করতে সক্ষম হবে। এটা কখনো হয় না। পাপ যদি লালন করা হয় তবে তা চরিত্রকে দুর্বল করে দেবে এবং অভ্যাসকে শক্তিশালী করবে। আর এর ফল হবে মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক স্খলন। আপনি আপনার ভুলের জন্য অনুতাপ করতে পারেন এবং সঠিক পথে পা ফেলতে পারেন, কিন্তু যদি মন্দতার দ্বারা আপনার মন গঠিত হয় এবং মন্দতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাহলে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল তার পার্থক্য নির্ণয় করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হবে। মন্দ অভ্যাস তৈরি করার মধ্য দিয়ে শয়তান বার-বার আপনাকে পাপ কাজ করার জন্য প্ররোচিত করবে। COLBen 263.2

"বৎস, যাও আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম কর," এই আদেশে প্রত্যেক আত্মাকে আন্তরিকতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। বাক্য অনুসারে কি কাজ করা হবে? সেই আদেশ কি পালন করা হবে? দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মালিকের জন্য কি একজনই তার সমস্ত জ্ঞান ব্যবহার করবে, বিশ্বস্তভাবে, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন? COLBen 263.3

প্রেরিত, পিতর পরিকল্পনা হিসেবে যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন সেই অনুযায়ী আমাদের সমস্ত কাজ করা উচিত। "ঈশ্বরের এবং আমাদের যীশুর তত্ত্ব জ্ঞন দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভিত্তি সম্বন্ধিয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছেন। আর এই

গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞাসকল প্রদান করিয়াছেন। যেন তদ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসার হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরিয় স্বভাবের সহোভাগী হও। COLBen 264.1

আর ইহারা জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে সদ্গুণ, ও সদগুনে জ্ঞান, জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা ও জিতেন্দ্রিয়তায়, ধৈর্য, ধৈর্যে ভক্তি, ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও।" ২য় পিতর ১:২-৭। COLBen 264.2

যদি আপনি আপনার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চাষ করেন তাহলে ঈশ্বর তার সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য আপনাকে একজন কার্যকারী করবেন। আর তখন আপনি এমন একটি কাজ পাবেন যা কেবল আপনার জন্যই করবেন না কিন্তু অন্যদের জন্যও করবেন। মণ্ডলীকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করে খ্রীষ্ট আমাদের নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দয়া এবং পরিশ্রম করাকে সীমাবদ্ধ রাখতে শিক্ষা দেন নি। প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রকে বৃদ্ধি পেতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে যাতে এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়, এই তাঁর ইচ্ছা। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যেভাবে নির্দেশ এবং অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই ভাবে যেন আমরা অন্যদেরকেও এই কাজে অংশী করি এবং যাতে তারা কিভাবে এই মহামূল্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পরিচর্যা করতে হয় সেই সম্পর্কে জ্ঞন লাভ করতে পারে। এইভাবে আমরা প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটাতে পারি। ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস ভালবাসা এবং ধৈর্যের প্রমাণের জন্য লক্ষ রাখছেন। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন আদৌ'আমরা এই জগতে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একজন দক্ষ কার্যকারী হওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত আত্মিক সুবিধাগুলো ব্যবহার করছি কিনা, যাতে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি, সেই এদোনগৃহ যেখান থেকে আদম ও হবা অবাধ্যতার জন্য বিতাড়িত হয়েছিলেন। COLBen 264.3

'ঈশ্বর একজন পিতার সম্পর্ক নিয়ে তার লোকেদের সামনে এসে দাঁড়ান, এবং পিতা হিসেবে তাঁর দাবি হল আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে কাজ করি। খ্রীষ্টের জীবনের কথা চিন্তা করুন। তাঁর পিতার কাজ বিশ্বস্তভাবে পালন করে, আজ তিনি মানব জাতির প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। প্রত্যেক সন্তানের কি হওয়া এবং কি করা উচিত খ্রীষ্ট তার জ্বলন্ত উদাহরণ। যে বাধ্যতা খ্রীষ্ট দেখিয়েছেন, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে সেই বাধ্যতা প্রত্যাশা করছেন। তিনি তার পিতার সেবা করেছেন ভালবাসার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহে ও স্বাধীনভাবে। "হে আমার ঈশ্বও, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত, আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে," গীতসংহিতা ৪০:৮। খ্রীষ্ট কেবল মহৎ আত্মত্যাগ কিংবা কেবল কঠোর পরিশ্রম করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তিনি যে কাজ করার জন্য এসেছিলেন, যথাযথভাবে সেই কাজ করেছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি বলেছিলেন, "আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না?" লূক ২:৪৯। তিনি আহ্বান শুনেছিলেন

এবং সেই আহ্বান অনুসারে কাজ করেছিলেন। “আমার খাদ্য এই”, তিনি বললেন, “যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য সাধন করি” যোহন ৪:৩৪। COLBen 265.1

এইভাবেই আমাদের ঈশ্বরের কাজ করতে হবে। যে খুব উচ্চ মানের বিশ্বস্ততা দেখাতে পারবে, একমাত্র সেই তাঁর পক্ষে যথাযথভাবে কাজ করে। যারা ঈশ্বরের পুত্র এবং কন্যা হতে চান, তাদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তারা ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট ও স্বর্গের দূতদের সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করছে। এটাই সকল মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। এদের মধ্যে যারা বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করবে তিনি তাদের বলেন, “আর তাহারা আমার হইবে. . . আমার কার্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে এবং কোন মনুষ্য যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তেমনি তাহাদের প্রতি মমতা করিব,” মালাখি ৩:১৭। COLBen 265.2

মানুষ যখন তাঁর সেবা করে তখন তার মহৎ একটি উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হল তিনি তাকে সব রকম সাহায্য দিয়ে থাকেন, যাতে সে তার চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে পারে। এভাবে তিনি প্রমাণ পান যে, তাঁর আদেশের প্রতি তারা বিশ্বস্ত কি অবিশ্বস্ত। উত্তম কাজগুলো ঈশ্বরের ভালবাসাকে কখনো ক্রয় করে না; কিন্তু তারা প্রকাশ করে যে তারা ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করেছে। আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসাকে আয় করতে চাইব না। আর তার কাছ থেকে বিনা মূল্যে ভালবাসা পেয়ে আনন্দের সঙ্গে তার আদেশ পালন করব। COLBen 265.3

বর্তমানে পৃথিবীতে কেবল দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে এবং শেষ বিচারের দিনে কেবল দুই শ্রেণীর লোকেদের চিহ্নিত করা হবে, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছে এবং কারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছে। খ্রীষ্ট আমাদের যে পরীক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে আমাদের বিশ্বস্ততা এবং অবিশ্বস্ততা। “তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর” তিনি বলেছেন, “আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া যে সে সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে। আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব, . . . যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য পালন করে না, আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। “তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি”। যোহন ১৪:১৫-২৪; COLBen 266.1

Chapter 24 - প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র

মথি ২১:৩৩-৩৪ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপমাটি দুই পুত্রের দৃষ্টান্তমূলক গল্পের ধারাবাহিকতা। প্রথমটিতে খ্রীষ্ট যিহুদী ধর্মশিক্ষকদের বাধ্যতার আবশ্যকতার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। অন্য দৃষ্টান্তমূলক গল্প ইস্রায়েল জাতির উপর যে মহামূল্য আশীর্বাদের ধন রয়েছে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় দৃষ্টান্তমূলক গল্পেই দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বররের দাবী হল, তাদের বাধ্যতা। ঈশ্বরের যে মহিমাপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে তা তিনি তাদের জ্ঞাত করেছিলেন, যা তারা তাদের বিশ্বস্ততার দ্বারা পূর্ণ করতে পারে। ভবিষ্যত থেকে পর্দা তুলে নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়ে কিভাবে সমস্ত (ইস্রায়েল) জাতি তার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং নিজেদের উপর ধ্বংস ডেকে এনেছিল। COLBen 267.1

"একজন গৃহকর্তা ছিলেন," খ্রীষ্ট বললেন, "তিনি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন"। COLBen 267.2

ভাববাদী যিশাইয় এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি বর্ননা দিয়েছিলেন: "আমি আপন প্রিয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয় আমার প্রিয়ের একটি গীত গান করি। আমার প্রিয়ের একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, অতি উর্বর এক গিরিশৃঙ্গে। তিনি তাহার চারদিকে খনন করিলেন, তাহার পাথরগুলি তুলিয়া ফেলিলেন, তথায় উত্তম দ্রাক্ষালতা রোপন করিলেন, তাহার মাঝখানে উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন, আর দ্রাক্ষা মাড়িবার এক কুণ্ডুও খনন করিলেন; আর অপেক্ষা করিলেন যে, দ্রাক্ষাফল ধরিবে" যিশাইয় ৫:১-২। COLBen 267.3

গৃহকর্তা প্রান্তরের জমির একটি অংশ বেছে নিলেন; তিনি জমির চারিদিকে বেড়া দিলেন, পরিস্কার করলেন, এবং ভালভাবে চাষ করলেন এবং উত্তম ফলের প্রত্যাশায় বাছাই করা আঙ্গুরলতা লাগালেন। এই ভূমিখণ্ডটি অকর্ষিতক জমিগুলোর চেয়ে এমন উৎকৃষ্ট বিধায় তাঁর যত্ন এবং পরিশ্রমের দ্বারা চাষ করায়, ফল প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। একই ভাবে খ্রীষ্টের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে এবং শিক্ষা লাভ করার জন্য এই পৃথিবী থেকে ঈশ্বর কিছু মানুষকে বাছাই করেছিলেন। ভাববাদী বলেছেন, "ফলত: ইস্রায়েলের-কুল, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, এবং যিহুদার লোকেরা তাঁহার রমনীয় চারা"। যিশাইয় ৫:৭। এই লোকেদের উপর ঈশ্বর মহা সুবিধা প্রদান করেছিলেন, তার অসীম দয়ার ভাণ্ডার থেকে মহা আশীর্বাদ করেছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করেছিলেন যেন তারা ফল উৎপন্ন করে তাকে সম্মানিত করে। তারা যেন

তার রাজ্যের মূল সত্য প্রকাশ করে। পণ্ডিত মানুষের মাঝে, দুষ্টতাপূর্ণ পৃথিবীতে, তারা যেন ঈশ্বরের স্বভাবকে উপস্থাপন করে। COLBen 268.1

ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন ঈশ্বরের অবিশ্বাসী লোকদের থেকে তারা প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে। এই সব মূর্তিপূজারীগণ দুষ্টামিপূর্ণ কাজে নিজেদের সমর্পণ করেছিল। হিংস্রতা এবং বিভিন্ন অপরাধ, লোভ, পেটুকতা, নিষ্ঠুরতা, এবং সমস্ত মন্দতাপূর্ণ কার্যকলাপ ইত্যাদি, অবাধে তারা চরিতার্থ করত। মন্দতা পূর্ণ গাছের ফল ছিল দুষ্টতা, তাদের পতন, এবং দুর্দশা। ঈশ্বরের রোপিত আঙ্গুর লতা থেকে জন্মানো ফলে লক্ষনীয় পার্থক্য দেখা গেল। COLBen 268.2

মোশি যেমন ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাবকে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি যিহূদী জাতির সুযোগ ছিল। ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাবকে নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। মোশি প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিলেন, "তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও", ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব" যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮, ১৯। "ফলতঃ সদাপ্রভু তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়ারক্ষক; অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী;" যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬,৭। এই ফলই ঈশ্বর তার লোকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন। তাদের চরিত্রের সিদ্ধতা, তাদের জীবনের পবিত্রতার, তাদের দয়া এবং স্নেহের সহনুভূতি ও করুণার মধ্য দিয়ে তারা দেখাতে পারত যে, "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক," গীতসংহিতা ১৯:৭। COLBen 268.3

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল যেন যিহূদী জাতির মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষ মহা আশীর্বাদের ভাগী হতে পারে। তিনি ইস্রায়েল জাতির মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তাঁর আলো প্রদানের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকেরা মন্দতা পূর্ণ কাজ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবু ঈশ্বর তার দয়ার কারণে তাদের অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে চাননি। তিনি তাদের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন যাতে তারা তাঁর মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যেন তাঁর লোকেদের মধ্য দিয়ে লোকেরা ঈশ্বররের মৌলিক সত্য সম্পর্কে জানতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের পতিত জীবন থেকে উঠে আসতে পারে এবং ঈশ্বরের নৈতিক চরিত্র লাভ করতে পারে। COLBen 269.1

অব্রাহাম তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তার মূর্তিপূজক আত্মিয় স্বজনদের ছেড়ে ঐ দেশ থেকে বের হয়ে এসে কনান দেশে গিয়ে বাস করেছিলেন। "আমি তোমা হইতে এক

মহাজাতি উৎপন্ন করিব,” তিনি বলেছিলেন, “এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে।” আদিপুস্তক ১২:২। COLBen 269.2

অব্রাহামের বংশধর এবং যাকোবের ভাবী বংশধরদের মিশর দেশের প্রত্যন্ত দেশের মধ্যে এনেছিলেন, যাতে তারা সেই মহা এবং দুষ্ট জাতির মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের মৌলিক সত্যকে প্রকাশ করতে পারে। যোষেফের সততা এবং সমস্ত মিশরীয় লোকদের রক্ষা করার জন্য তার চমৎকার কাজ খ্রীষ্টের জীবনকে উপস্থাপন করেছে। মোশি এবং আরো অনেকে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ছিলেন। COLBen 269.3

মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আবার তাঁর সততা এবং দয়া প্রকাশ করেছিলেন। মিশরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি যে অতি আশ্চর্য কাজ করেছিল এবং মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রার সময় যে সব আশ্চর্য কাজ তিনি করেছিলেন, তা কেবল তাদের মঙ্গলের জন্যই ছিল না। ঈশ্বরের এই কাজগুলো ছিল চারদিকে যে সমস্ত জাতি বাস করত, তাদের তার ক্ষমতা এবং দয়ার সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য। প্রভু নিজেকে সমস্ত মানব জাতির উপর কতৃত্বকারী এবং মহান ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তার লোকদের পক্ষে প্রকৃতির উপর এবং যারা প্রকৃতির পূজা করত তাদের উপর চিহ্ন কাজ এবং আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। ঈশ্বর অহংকারী মিশরের প্রতি যা করেছিলেন, শেষ দিনগুলোতে পৃথিবীতে ঠিক সেই রকম কাজ করবেন। আগুন, এবং প্রচণ্ডঝড়, ভূমিকম্প এবং মৃত্যু, কিন্তু মহান ‘আমি আছি’ তার লোকদের রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাদের বন্দিত্বদশা থেকে বেড় করে এনেছিলেন। তিনি তাদের, “ভয়ানক মহা প্রান্তর দিয়া জ্বালাদায়ী বিষধর ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ নির্জল মরুভূমি দিয়া তাদের গমন করাইলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৫)। তিনি ‘কঠিন পাথর থেকে’ জল বের করে তাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন এবং “স্বর্গের শস্য” দিয়ে ক্ষুধা মেটালেন, গীতসংহিতা ৭৮:২৪। “কেননা,” মোশি বললেন, “সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ, যাকোবেই তাহার রিক্ অধিকার। তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর দেশে, পশু গর্জনময় ঘোর মরুভূমিতে; তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। ঈগল যেমন আপন বাসা জাগাইয়া তুলে, আপন শাবকগণের উপরে পাখা দোলায়, পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, পালখের উপর তাহাদিগকে বহন করে; তদ্রুপ সদাপ্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন, তাহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না।” দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৯-১২। এভাবে তিনি তাদের তাঁর কাছে টেনে আনলেন যাতে তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ছায়ায় অবস্থান করতে পারে। COLBen 269.4

খ্রীষ্ট ইস্রায়েল সন্তানদের মরুভূমিতে ভ্রমণের সময় নেতা হিসাবে পরিচালনা করেছিলেন। দিনে মেঘস্তম্ভ দ্বারা আচ্ছাদন দিয়ে এবং রাতে আগুনের স্তম্ভ দিয়ে আলো প্রদান করে, তাদের চালিত করেছিলেন এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের

মরুভূমির বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি তাদের তাঁর প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যারা ঈশ্বরের বিশ্বাস করত না সেই সব জাতির সামনে তিনি ইস্রায়েল জাতিকে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের নিজের বাছাই করা সম্পত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। COLBen 270.1

এই লোকদের ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যবস্থার আদেশের চিরস্থায়ী সত্যের নীতি, ন্যায় বিচার এবং পবিত্রতার দ্বারা তাদেরকে বেড়া দেয়া হয়েছিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মাঝখানে উচুঁ ঘরের মত দেশের মাঝখানে ঈশ্বর তদ্রুপ তার পবিত্র মন্দির স্থাপন করবেন। COLBen 271.1

খ্রীষ্ট ছিলেন তাদের শিক্ষাদাতা। যেভাবে তিনি মরুভূমিতে তাদের সঙ্গে ছিলেন, ঠিক সেইভাবে এখনো তিনি তাদের শিক্ষাদাতা এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁবু এবং মন্দিরে অনুগ্রহের সিংহাসনের শেকাইনার উপরে তার মহিমা অবস্থিতি করেছিল এবং সব কিছুর উপরে তার দয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের পক্ষে তিনি অব্যাহতভাবে গভীর ভালোবাসার এবং ধৈর্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে আসছেন। COLBen 271.2

তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যেন তার লোক ইস্রায়েল তার প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করে। প্রতিটি আত্মিক সুবিধা তিনি তাদের দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তার চরিত্রের গুণাবলী দিয়ে তাদের এমনভাবে গঠিত করবেন যাতে তারা তার প্রতিনিধি হতে পারে। COLBen 271.3

ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতা তাদেরকে পৃথিবীর সব জাতিদের সামনে সৌভাগ্যের আশ্চর্য শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। যিনি সমস্ত কাজ চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, এবং দক্ষতা দিতে পারেন, তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাদের শিক্ষাদাতা হিসেবে থাকবেন, এবং তার ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে তাদের সামর্থ্য করে তুলবেন, এবং উন্নতি দান করবেন। যদি তারা বাধ্য হয়, তাহলে অন্যান্য জাতি যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে সেই সমস্ত রোগ থেকে তারা রক্ষা পাবে এবং অসীম বুদ্ধিজ্ঞান দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বরের মহিমা, তাঁর মর্যাদা, এবং ক্ষমতা তাদের সমস্ত উন্নতি আর সাফল্যের মধ্যে প্রকাশ পেত। তাদের দেশ যাজক এবং রাজার রাজ্যে পরিণত হত। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তিনি তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। COLBen 271.4

অত্যন্ত স্পষ্টভাবে খ্রীষ্ট মোশির মাধ্যমে তাদের সামনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন, এবং তাদের উন্নতি সাফল্যের কাজকে সহজ করেছিলেন। "কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা;" তিনি বললেন, "ভূতলে যত জাতি

আছে, সে সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন. . .। অতএব তুমি জ্ঞাত হও, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বাসনীয় ঈশ্বর, যাহারা তাহাকে প্রেম করে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন . . . অতএব আমি অদ্য যে আজ্ঞা, ও যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা বলি, সে সকল যত্নপূর্বক পালন করিবে। তোমরা যদি এই সকল শাসন শুন, এই সমস্ত রক্ষা ও পালন কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পিতৃপূরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহা রক্ষা করিবেন; এবং তিনি তোমাকে প্রেম করিবেন, আশীর্বাদ করিবেন ও বর্ধিষ্ণু করিবেন; আর তিনি যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার শস্য, তোমার দ্রাক্ষারস, তোমার তৈল, তোমার গোবৎস ও তোমার মেষীদেও শাবক-এই সকলেতে আশীর্বাদ করিবেন। সকল জাতির মধ্যে তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে, তোমার মধ্যে কি তোমার পশুগণের মধ্যে কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। আর সদাপ্রভু তোমা হইতে সমস্ত ব্যধি দূর করিবেন; এবং মিশরীয়দের যে সকল উৎকট রোগ তুমি জ্ঞাত আছ, তা তোমাকে দিবেন না, কিন্তু তোমার সমুদয় বিদ্বেষীকে দিবেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৯, ১১-১৫। COLBen 271.5

যদি তারা তার আজ্ঞা সমূহে থাকতো, ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাদের গমের উৎকৃষ্টতা এবং পাথর থেকে মধু দিবেন। দীর্ঘ আয়ু দিয়ে তাদের পরিতৃপ্তি করবেন এবং তাদেরকে তার পরিত্রাণ দেখাবেন। COLBen 272.1

আদম এবং হবা অবাধ্য হয়েছিলেন বলে ঈশ্বর তাঁদেরকে এদন থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং তাদের পাপের কারণে ভূমি অভিশপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যদি ঈশ্বরের লোকেরা তার আদেশ পালন করত, তাহলে তাদের দেশ সমৃদ্ধশালী হত, জমি উর্বরতা প্রাপ্ত হত, এবং উৎকর্ষতা লাভ করত। ঈশ্বর স্বয়ং জমি চাষ করা সম্পর্কে তাদের নির্দেশনা দিতেন এবং এর পূণগঠনের জন্য তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হত। আর এইভাবে সমস্ত দেশ, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে, আত্মিক সত্যের শিক্ষার বিষয়ে পরিণত হত। পৃথিবী যেমন তার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি বাধ্যতার দ্বারা তার সম্পদ উৎপাদন করে, ঠিক তেমনি তার নৈতিক নিয়মের প্রতি বাধ্যতার ফলে মানুষের হৃদয়ে তার চরিত্রের গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে। এমন কি যারা জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা এবং আরাধনা করে, ঈশ্বরের অবিশ্বাসী এবং পৌত্তলিকরাও তাদের স্বীকার করবে। COLBen 272.2

“দেখ”, মোশি বললেন, “আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সেইরূপ বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়াছি; যেন, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশের মধ্যে তদনুসারে ব্যবহার কর। অতএব তোমরা সে সমস্ত মান্য করিও ও পালন করিও; কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি

স্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই এই মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোক; কেননা কোন্ বড় জাতির এমন নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছেন, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু? যখনই আমরা তাঁহাকে ডাকি, তিনি নিকটবর্ত্তী। আর আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মত যথার্থ বিধি ও শাসন কোন্ বড় জাতির আছে?” দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৫-৮। COLBen 273.1

ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত রাজ্য দখল করে নেয়ার কথা ছিল, যা ঈশ্বর তাদের জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। যে সব জাতি সত্য ঈশ্বরের আরাধনা এবং সেবা করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই সব জাতিকে অধিকার চ্যুত করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়ে ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের দিকে আকর্ষিত হয়। জগতের সমস্ত মানুষের কাছে সুসমাচারের নিমন্ত্রণ দেয়ার দায়িত্ব তাদের ছিল। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিতরূপ কাজের শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরতে হত, যেন যারা তাঁর দিকে তাকাবে তারা জীবন পায়। কনানীয় রাহব এবং মোয়াবিয় রূতের মত যারা মুর্তিপূজা ত্যাগ করে সত্য ঈশ্বরের আরাধনা করবে, তাদের তিনি তাঁর বাছাই করা লোকদের সঙ্গে যুক্ত করবেন। যেভাবে ইস্রায়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তেমনি তাদের সীমান্ত ভূমি বিস্তৃত ঘটাতে থাকবে যে পর্যন্ত তাদের রাজ্য পৃথিবী বেষ্টন না করবে। COLBen 273.2

ঈশ্বর সমস্ত লোককে তার দয়ার অধিনে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন জগত আনন্দ এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। তিনি মানুষকে সুখের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, এবং চেয়েছিলেন যেন মানুষের হৃদয় দীর্ঘকালব্যাপি স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ হয়ে থাকে। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীতে তাদের যে পরিবার আছে তা যেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পরিবারের প্রতীক হতে পারে। COLBen 273.3

কিন্তু ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন নি। ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন, “আমি তো সর্বতোভাবে প্রকৃত বীজোৎপন্ন উত্তম দ্রাক্ষালতা করিয়া তোমাকে রোপণ করিয়াছিলাম, তুমি কেমন করিয়া বিকৃত হইয়া আমার কাছে বিজাতীয় দ্রাক্ষালতার শাখা হইলে?” যিরমিয় ২:২১। “ইস্রায়েলের দীর্ঘপল্লবা দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তাহার ফল ধরে, সে আপন ফলের আধিক্য অনুসারে অধিক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিয়াছে, আপন দেশের উৎকর্ষ অনুসারে উৎকৃষ্ট উকৃর্ষ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছে।” হোশেয় ১০:১। “এখন হে যিরূশালেম নিবাসিগণ ও যিহুদার লোক সকল, বিনয় করি, তোমরা আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিচার কর; আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি এমন আর কি করিতে পারা যাইত, যাহা আমি করি নাই? আমি যখন অপেক্ষা করিলাম যে, দ্রাক্ষাফল ধরিবে, তখন কেন তাহাতে বুনো আঙ্গুর ধরিল? এখন শুন, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি যাহা করিব, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করি; আমি তাহার বেড়া দূর করিব, তাহা ভক্ষিত হইবে; আমি তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহা দলিত হইবে। আমি তাহা উৎসন্ন করিব, তাহার লতা পরিষ্কার কি ভূমি খনন করা যাইবে না, আর তাহা

শ্যাকুল ও কন্টক বৃক্ষের জঙ্গল হইবে, এবং আমি মেঘমালাকে আজ্ঞা দিব, যেন সে সকল তাহার উপরে জল বর্ষণ না করে . . . তিনি ন্যায়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, রক্তপাত “তিনি ধার্মিকতার অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, ক্রন্দন।” যিশাইয় ৫:৩-৭। COLBen 274.1

অবিশ্বাসের কি পরিণতি হবে তা প্রভু ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে তার লোকদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিয়ম পালন করতে অস্বীকার করলে তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং তাদের উপর আর আশীর্বাদ নেমে আসবে না। “সাবধান,” মোশি বললেন, “তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে সকল আজ্ঞা, শাসন ও বিধি তোমাকে দিতেছি, যে সকল পালন করিতে ত্রুটি করিও না। তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, উত্তম গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিলে, তোমার গোমষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে, তোমার স্বর্ণ ও রৌপ্য বৃদ্ধি পাইলে, এবং তোমার সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে, তোমার চিত্তকে গর্বিত হইতে দিও না; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না, যিনি মিশর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। . . . আর মনে মনে বলিও না যে, আমরাই পরাক্রমে ও বাহুবলে এই সকল ঐশ্বর্য পাইয়াছি। . . . আর যদি তুমি কোন প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাও, অন্য দেবগণের পশ্চাৎগামী হও, তাহাদের সেবা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্যই এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না করিলে, তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে জাতিগণকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদের ন্যায় তোমরা বিনষ্ট হইবে। দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১১- ১৪, ১৭,১৯,২০। COLBen 274.2

যিহুদী লোকেরা এই সাবধানবাণীর প্রতি মনোযোগ দেয় নি। তারা ঈশ্বরকে ভুলে গেল এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মহা সুযোগ সুবিধাগুলো হারিয়ে ফেলল। তারা যে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, পৃথিবীর কারও জন্য তেমন কোন আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারল না। তাদের আশীর্বাদ যুক্ত হওয়ার জন্য তারা যে সুবিধাগুলো লাভ করেছিল তা যথাযথ ছিল। ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে সেবা পেতে চেয়েছিলেন, তা থেকে তারা তাঁকে বঞ্চিত করেছিল এবং লোকেদের ধর্মীয় নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং লোকদের সামনে পবিত্র দৃষ্টান্ত হওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছিল। মহা-জলপ্লাবনের আগে পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের মত তারা তাদের অন্তরের কল্পনা দিয়ে পাপ কাজ করেছিল। তারা এই ভাবে পবিত্র বিষয়গুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছিল, তারা বলেছিল, “সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির এই সকল”। যিরমিয় ৭:৪। একই সঙ্গে তারা ঈশ্বরের চরিত্রকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল। তারা তার নামকে অসম্মানিত করেছিল এবং তার পবিত্র স্থানটিকে কলুষিত করেছিল। COLBen 275.1

যে সমস্ত কৃষকেরা প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব লাভ করেছিল তারা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করতে পারে নি। যাজক এবং ধর্ম শিক্ষকেরা তাদের লোকদের বিশ্বস্ত শিক্ষক ছিলেন না। তারা লোকদের সামনে ঈশ্বরের দয়া এবং আশীর্বাদকে তুলে ধরতে পারে নি, এবং তাদের কাছ থেকে তাদের সেবা দয়ার দাবী তুলে ধরতে পারে নি। এই কৃষকেরা নিজেদের গৌরব লাভের চেষ্টা করেছিল। তারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মনযোগ আকর্ষণের করা এবং নিজেদের সম্মান পাওয়ার চেষ্টা। COLBen 275.2

ইস্রায়েলের এই সব নেতাদের দোষগুলো সাধারণ পাপীদের দোষের মত ছিল না। এই লোকদের ঈশ্বরের পবিত্র দায়িত্ব বহনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। "প্রভু এই কথা বলেছেন", এই কথাগুলো শিক্ষা দেবার জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত কঠোরভাবে বাধ্যতা পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। এই সব করার বদলে তারা শাস্ত্রের কথাকে বিক্রিত করে তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়েছিল। তারা লোকদের উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিত এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপ জোরপূর্বক পালন করতে বাধ্য করত। লোকেরা ক্রমাগত অশান্তি এবং অস্থিরতার মধ্যে বাস করছিল, কারণ তারা তাদের ধর্মীয় গুরুদের নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারছিল না। যেভাবে মানুষের তৈরি দুরূহ নিয়মগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত এবং পালন করা অসম্ভব হচ্ছিল ঈশ্বরের নিয়মগুলো পালন করার ক্ষেত্রে তারা অমনোযোগী হত এবং তা অবহেলা করত। COLBen 276.1

ঈশ্বর প্রভু তার লোকদের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি হলেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক এবং যারা তার জন্য এটি ব্যবহার করবে তিনি তাদের বিশ্বাস করে এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু যাজক এবং ধর্মীয় শিক্ষকরা তাদের ধর্মীয় পবিত্র কাজগুলো ততটা যথাযথভাবে পালন করত না। তাঁর কাজের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য তিনি তাদের যে সুযোগ এবং পরিকল্পনা দিয়েছিলেন তা তারা কাজে প্রয়োগ করে নি, এবং তারা ঈশ্বরকে এই বিষয়ে ঠকিয়ে আসছিল। তাদের অর্থের প্রতি লোভ এবং জাগতিক বিষয় লাভের তীব্র আকাঙ্খার কারণে অন্যান্য জাতিদের দ্বারা তারা তুচ্ছীকৃত হয়েছিল। আর এইভাবে অন্যান্য জাতির লোকেরা ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর নিয়ম, এবং তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা লাভের সুযোগ পেয়েছিল। COLBen 276.2

একজন পিতার হৃদয় দিয়ে তিনি তাঁর লোকদের সবকিছু সহ্য করেছিলেন। তিনি তাদের দয়া দিয়ে এবং দয়া প্রত্যাহার করে তাদের দোষ ত্রুটিগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সামনে তাদের পাপগুলো তুলে ধরেছিলেন এবং যাতে তারা তাদের ভুল স্বীকার করে, এই জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিলেন। ভাববাদী এবং বার্তাবাহকদের এই সব কৃষকদের কাছে তার দাবীগুলো বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার পরিবর্তে তারা তাদের সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করেছিল। কৃষকরা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছিল এবং হত্যা করেছিল। ঈশ্বর আবার তার বার্তাবাহকদের তাদের কাছে পাঠালেন এবং প্রথমে পাঠানো লোকদের প্রতি যে আচরণ করেছিল, ঠিক একই ভাবে তাদের প্রতি আচরণ করল। তারা আরো বেশি ঘৃণায় তাদের প্রতি আচরণ করল। COLBen 277.1

শেষ উপায় হিসেবে ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠালেন, তিনি একথা বললেন, "তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে।" কিন্তু তারা বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করল এবং প্রতিহিংসাপরায় হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল, "এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি।" তাহলে আমরা স্বাধীনভাবে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সবকিছু উপভোগ করতে পারব এবং এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাদের হবে। আর এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল দিয়ে আমরা ইচ্ছামতন আনন্দ করতে পারব। COLBen 277.2

যিহুদী নেতারা ঈশ্বরকে ভালবাসত না; এই কারণে তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, আর তাঁর সমস্ত প্রস্তাবকে কেবল একটি সাধারণ বিষয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকারীর দাবি নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু কৃষকরা তাঁর প্রতি প্রচণ্ডঘৃণার মনোভাব প্রকাশ করল। তারা পরস্পর বলাবলি করল, এই লোকটিকে আমাদের উপর শাসন এবং কর্তৃত্ব করতে দেব না। তারা খ্রীষ্টের চরিত্রের উৎকর্ষতায় হিংস্রতায় জ্বলে উঠল। তার শিক্ষার রীতি তাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। তাঁর সাফল্যে তারা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদের কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। তারা যেসব কাজ করছে তার নিশ্চিত ফল কি হবে, তা তিনি তাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন। আর এটি তাদের উন্মাদ করে তুলেছিল। বিশেষ করে তারা ক্ষুদ্ধ হয়েছিল এই কারণে যে তিনি তাদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে ফেলেছিলেন। তাদের মানসিক যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তারা নিরব থাকতে পারছিল না। প্রভু যীশু ধার্মিকতার উচ্চমান অব্যাহত ভাবে প্রকাশ করে আসছিলেন, যা তারা ঘৃণা করেছিল। তারা দেখতে পেল যে তার শিক্ষাগুলো তাদের স্বার্থের উপর আঘাত হেনেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এই কারণে তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। তার সত্যবাদীতার এবং ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত এবং তিনি যা কিছু করেছেন সব কিছুতে উন্নত আত্মিকতার যে প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখছিল। তাঁর সারা জীবন তিনি তাদের স্বার্থপরতার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন এবং নিন্দা জানিয়েছিলেন। আর যখন চুড়ান্ত পরীক্ষার সময় এল যে, পরীক্ষার অর্থ ছিল আদৌ'তারা অনন্ত জীবনের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করবেন, নাকি অনন্ত মৃত্যুর প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করবেন, তারা ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হল খ্রীষ্ট ও বারব্বার মধ্যে কাকে তারা বেছে নেবে, তারা তখন চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দাও।" লূক ২৩:১৮। আর

পিলাত যখন জিজ্ঞেস করলেন, “তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব?” মথি ২৭:২২। তারা প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে বলল, “উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক।” মথি ২৭:২২। “তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব?” পীলাত যখন এই প্রশ্ন করলেন, তখন যাজক এবং প্রাচীনবর্গরা এই উত্তর দিল, “কৈসর ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই।” যোহন ১৯:১৫। পীলাত যখন সকলের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, “এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ।” যাজকেরা অশিক্ষিত উত্তেজিত জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রচণ্ডক্রোধে বলে উঠল, “উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্তুক।” মথি ২৭:২৪-২৫। COLBen 277.3

এইভাবে যিহুদী নেতারা তাদের বাছাইয়ের কাজ করেছিল। তাদের সিদ্ধান্ত সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যা যোহন তাঁর হাতে দেখেছিলেন, যে পুস্তকটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত ছিল, যে পুস্তক খোলার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। এই সিদ্ধান্তের সমস্ত প্রতিহিংসা পরায়ণতা সেই দিন প্রকাশ পাবে যে দিন তাদের সামনে তাদের সমস্ত গুপ্ত পাপ প্রকাশ পাবে। COLBen 278.1

যিহুদী লোকেরা এই ধারণা পোষণ করে আসছিল যে, একমাত্র তারাই স্বর্গে সমাদৃত হবে, এবং তারা নিজেদের ঈশ্বরের মণ্ডলীর মত মর্যাদাবান বলে মনে করত। তারা বলত যে, তারা হল অব্রাহামের সন্তান, তারা তাদের সৌভাগ্যের ভিত্তিকে এত দৃঢ় বলে মনে করত, যে পৃথিবী এবং স্বর্গের যে অধিকার তাদের রয়েছে, তা থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তাদের অবিশ্বস্ত জীবনের দ্বারা তারা স্বর্গের মাধ্যমে অভিযুক্ত হওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিল। COLBen 279.1

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গল্পে, খ্রীষ্ট যাজকদের সামনে তাদের দুষ্টতার চরম কাজগুলোর চিত্র তুলে ধরলেন, তিনি তাদের কাছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, “দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? যাজকরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে কাহিনীটি শুনছিল, এই কাহিনীর সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, এ বিষয়ে কোনো রকম চিন্তা না করেই জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উত্তর দিল, “সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময় তাহাকে ফল দিবে।” COLBen 279.2

তারা না বুঝেই তাদের নিজেদের বিচারের বিষয় ব্যক্ত করল। যীশু তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। তারা জানে যে তাঁর অনুসন্ধানকারী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাদের গোপন সব কিছু জানতে পারেন। তাঁর ঈশ্বরত্ব সুস্পষ্ট ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাদের সামনে প্রকাশ পেল। তারা দেখতে পেল যে কৃষকরা হচ্ছে তাদেরই চিত্র। তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে উঠলো, ঈশ্বর তাদের বিনষ্ট করবেন। COLBen 279.3

দৃঢ়তা ও আক্ষেপের সঙ্গে খ্রীষ্ট জিজ্ঞেসা করলেন, "তোমরা কি কখনো শাস্ত্র পাঠ কর নাই, যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল, ইহা প্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্‌ভুত? এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহাদের ফল দিবে। আর এই প্রস্তরের উপর যে পড়িবে, তাহাকে চুরমার করিয়া ফেলিবে।" COLBen 279.4

খ্রীষ্ট যিহুদী জাতির শাস্তি নিবারন করতেন যদি লোকেরা তাকে গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের ঘৃণা এবং হিংসা তাদেরকে অশান্ত করে তুলেছিল। তারা দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হল যে তারা নাসরতীয় যীশুকে কোন ক্রমেই মসীহ্ বলে গ্রহণ করবে না। তারা জগতের জ্যোতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর ঐ সময় থেকে তাদের সমগ্র জীবন মধ্যরাতের অন্ধকারের ন্যায় গাঢ় অন্ধকারময় হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণীর দণ্ডাজ্ঞা যিহুদী জাতির উপর নেমে এল। তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রচণ্ডক্রোধ তাদের ধ্বংস ঘটিয়েছিল। তাদের অন্ধ ক্রোধ একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। তাদের বিদ্রোহ, অদম্য অহংকারের ফলে রোমীয় সম্রাটের প্রচণ্ডক্রোধ তাদের উপর নেমে এল। যিরুশালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, যিরুশালেম মন্দির মাটিতে মিশে গেল এবং এর স্থান লাঙ্গলে চাষ করা জমির মত হয়ে গেল। যিহুদার সন্তানেরা অত্যন্ত ভয়ানকভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অকালে ঝড়ে পড়ল। লক্ষ লক্ষ লোককে পরজাতিদের দেশে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করার জন্য বিক্রয় করা হয়েছিল। COLBen 280.1

যিহুদী জাতির লোক হিসেবে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যে সুযোগগুলো তারা অপব্যবহার করেছিল, যে কাজকে তারা অবহেলা করেছিল তা অন্যদের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। COLBen 280.2

বর্তমানের মণ্ডলী

COLBen 280

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্তটি কেবল যিহুদী জাতির উদ্দেশ্যেই বলা হয় নি। এই শিক্ষা আমাদের জন্যও। বর্তমান সময়ে মণ্ডলীকে ঈশ্বর মহা সুযোগ এবং আশীর্বাদ দিয়ে দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আর ঈশ্বর চান যেন তারা প্রত্যাশা অনুযায়ী মণ্ডলী দায়িত্ব পালন করে। COLBen 280.3

অত্যন্ত মূল্য দ্বারা আমাদের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কেবল মাত্র এই উদ্ধার কাজের মহত্বের দ্বারা আমরা এর ফল প্রকাশ করতে পারি। এই পৃথিবীর উপরে, পৃথিবী যে, যার মাটি ঈশ্বরের পুত্রের চোখের জল এবং, রক্ত দ্বারা সিক্ত হয়েছে, যাতে পরমদেশের মহামূল্যবান ফল আনা হয়েছে। ঈশ্বরের লোকদের জীবনে তাঁর বাক্যের সত্য তাদের গৌরব ও গুণকে প্রকাশ করে। তার লোকদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তাঁর চরিত্র এবং তাঁর রাজ্যের নীতি প্রকাশ করেছেন। COLBen 280.4

শয়তান ঈশ্বরের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকে এবং সে অব্যাহতভাবে লোকদের প্ররোচিত করে যাতে তারা তার নীতি গ্রহণ করে। সে হল ভাইদের দোষারোপকারী এবং তার দোষারোপের ক্ষমতা যারা ধার্মিকতার পক্ষে কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। ঈশ্বর চান যেন তাঁর লোকেরা প্রকৃত নীতির প্রতি বাধ্যতার ফল দেখানোর মধ্য দিয়ে শয়তানের অভিযোগের উত্তর দেয়। COLBen 281.1

একজন খ্রীষ্টানের জীবনে, মণ্ডলীসমূহের মধ্যে এবং প্রভুর কাজের জন্য স্থাপিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই নীতি প্রকাশ করতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে। পৃথিবীর জন্য যা করা যায় সব কিছুই হবে এর প্রতীক। তারা হবে সুসমাচারের সত্যের রক্ষাকারী আদর্শ। তারা সবাই হবে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে। COLBen 281.2

যিহুদী নেতারা তাদের জাঁকজমকপূর্ণ উপাসনাগৃহের জন্য অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এবং তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপের জমকাল অনুষ্ঠানের জন্য গর্ব বোধ করত। কিন্তু তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার, দয়া, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার তীব্র অভাব ছিল। উপাসনাগৃহের গৌরব তাদের অনুষ্ঠানের জাঁকজমকত্ব ইত্যাদি তাদের ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে নি। এই জন্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা গ্রহণযোগ্য, তা তারা উৎসর্গ করে নি। তারা নম্রতা এবং অনুতাপের হৃদয় উৎসর্গ করার জন্য তাঁর কাছে আসে নি। ঈশ্বরের রাজ্যের অপরিহার্য নীতিকে বর্জন করার ফলে তাদের অনুষ্ঠানগুলো কেবল বাহুল্য এবং অযৌক্তিক ক্রিয়াকা-হিসাবেই গণ্য হয়েছিল। বর্তমান সময়ের মণ্ডলীসমূহকে ঈশ্বর মহা সুযোগ এবং আশীর্বাদ দিয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর ঈশ্বর চান যেন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী মণ্ডলী দায়িত্ব পালন করে। COLBen 281.3

যখন চরিত্র গঠনের কাজকে অবহেলা করা হয়, যখন আত্মার সৌন্দর্যের অভাব ঘটে, যখন ঈশ্বর ভক্তির সরলতা আর দেখতে পাওয়া যায় না তখন তা হয়ে যায় মণ্ডলীর উপাসনা গৃহের চমৎকারীত্বের দাবী করার মত কাজ। সমস্ত গর্ব এবং ভালবাসা তখন উপাসনাগৃহকে কেন্দ্র করেই ঘটে, তাদের উপাসনাগুলো হয়ে ওঠে জমকালো এবং অনুষ্ঠানগুলো পরিণত হয় অন্তঃসারশূণ্য অনুষ্ঠানে। ঈশ্বর এতে সম্মানিত হন না। ফ্যাশন সমৃদ্ধ ধর্ম যার

অনুষ্ঠানগুলো ছিল ভনিতা এবং কেবল প্রদর্শনীস্বরূপ, যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই সব অনুষ্ঠানে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদের কোন সাড়া আসত না। COLBen 282.1

মণ্ডলী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি এর বাহ্যিক মূল্যায়ন করে না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির জন্য মূল্যায়ন করেন যা জগত থেকে মণ্ডলীকে আলাদা করে। মণ্ডলীর সদস্যদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং তাদের আত্মিক অগ্রগতি অনুযায়ী তিনি এর মান বিচার করেন। COLBen 282.2

খ্রীষ্ট তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থ কাজের ফল গ্রহণ করার জন্য ক্ষুধার্ত থাকেন। তিনি ভালবাসার এবং সততার নীতি প্রত্যাশা করেন। যারা খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করে তাদের চরিত্র এবং মানসিকতার মধ্যে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তার সঙ্গে অন্য যে কোন কলাকৌশলের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। এটি হল অনুগ্রহের প্রভাব যা বিশ্বাসীদের হৃদয়কে বেষ্টন করে রাখে। মন এবং অন্তরের উপর পবিত্র আত্মা কাজ করে থাকেন, তার জীবন হয়ে ওঠে সুগন্ধযুক্ত জীবন এবং তার কাজের মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে সমর্থ হয়। COLBen 282.3

যারা মণ্ডলীর সদস্য দেশের মধ্যে তারা খুব দরিদ্র হতে পারে। এমনও হতে পারে, আকর্ষণ করতে পারে, বাহ্যিকভাবে দেখানোর মত এমন কোন কিছুই তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যদি মণ্ডলীর সদস্যরা খ্রীষ্টের চরিত্রের নীতিতে জীবন যাপন করে তাহলে তার আনন্দ তারা লাভ করতে পারবে। তারা যখন উপাসনা করবে তখন স্বর্গদূতরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় থেকে প্রশংসা এবং ধন্যবাদ সুগন্ধি ধূপের মত ঈশ্বরের কাছে উঠে যায়। COLBen 282.4

প্রভু চান যেন আমরা তার দয়ার কথা প্রকাশ করি এবং তার ক্ষমতার কথা লোকদের বলি। প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তিনি সম্মানিত হন। তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্তরের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার গৌরব করে”, গীতসংহিতা ৫০:২৩। ইস্রায়েল জাতি যখন মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিল তখন তারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ এবং প্রতিজ্ঞাগুলো বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে কনান দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী তীর্থ যাত্রীদল সারাপথ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গেয়েছিল। আর কনান দেশে গিয়ে তারা নীরব থাকে নি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় তারা ঈশ্বরের যে মহা মহা আশ্চর্য কাজ দেখেছিল কনান দেশে এসে সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের বলি উৎসর্গ করেছিল এবং মরুভূমিতে থাকাকালীন সময় যে সমস্ত পর্ব পালন করেছিল সেই সব পর্ব তারা কনান দেশে এসেও অব্যাহতভাবে পালন করেছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যেন তাঁর লোকদের সমগ্র জীবন প্রশংসার জীবন হয়। “এভাবে পৃথিবীতে তাঁর পথ এবং সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর পরিত্রাণ বিদিত হয়।” গীতসংহিতা ৬৭:২। COLBen 282.5

বর্তমানেও এই রকম হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর লোকেরা মিথ্যা দেবতার আরাধনা করছে। তারা তাদের ভ্রান্ত উপাসনার পথ ছেড়ে ফিরে আসবে তবে তা তাদের প্রতিমার নামে প্রকাশ্যে নিন্দার কথা শুনে নয় কিন্তু উত্তম কিছু দেখে। “তোমরাই আমার সাক্ষী, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আর আমিই ঈশ্বর।” যিশাইয় ৪৩:১২। COLBen 283.1

আমাদের কাছে ঈশ্বর এই প্রত্যাশা করেছেন যেন আমরা পাপের মুক্তির মহা পরিকল্পনার জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, যেন ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদের যে বিশেষ অধিকার রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারি এবং বাধ্যতা এবং কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের হৃদয় নিয়ে তার সঙ্গে পথ চলি। তার ইচ্ছা এই যেন আমরা জীবনের নতুনতায় প্রতিদিন আনন্দের সঙ্গে তাঁর সেবা করি। তিনি চান আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ থাকে, কারণ আমাদের নাম মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত আছে, কারণ আমাদের সমস্তভার তাঁর উপর অর্পন করতে পারি, যিনি আমাদের দেখাশুনা করতে সক্ষম। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আনন্দ করি, কারণ আমরা প্রভুর উত্তরাধিকার, কারণ খ্রীষ্টের ধার্মিকতা হল তার ধার্মিক ব্যাক্তির শুক্ল বস্ত্র কারণ আমাদের ত্রাণকর্তা শীঘ্র আগমনের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যাশা করেছি। COLBen 283.2

সম্পূর্ণভাবে এবং হৃদয়ের আন্তরিকতায় ঈশ্বরের প্রশংসা প্রার্থনার মতই একটি বড় কাজ। সমস্ত পতিত মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের আশ্চর্য ভালোবাসা যা আমরা গ্রহণ করেছি তা জগতকে এবং স্বর্গের সমস্ত বুদ্ধিমান প্রাণীদের আমাদের দেখাতে হবে যে, সেই স্বর্গীয় সংবাদ জানাতে হবে, এবং তার অনন্ত পরিপূর্ণতা থেকে যে অফুরন্ত আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যাশা করছি তা তাদের কাছে বলতে হবে। আমাদের জীবনের মহা মূল্যবান অভিজ্ঞতা যা আমরা লাভ করেছি, সে বিষয়ে আমরা যা করতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের সাক্ষ্য বহন করতে হবে। পবিত্র আত্মার বিশেষ বর্ষণের পর প্রভুতে আমাদের আনন্দ, প্রভুর ক্ষেত্রে পরিচর্যায় আমাদের দক্ষতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে তাঁর দয়া, এবং তাঁর সন্তানদের পক্ষে আশ্চর্যকাজের কথা অন্যদের কাছে বলার মাধ্যমে। COLBen 284.1

এই সব অনুশীলনের ফলে শয়তানের ক্ষমতা নিক্রিয় হয়ে পড়ে। তারা বিরক্ত, অসন্তোষ তার অভিযোগের মনোভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তাদের মেজাজ মাটিতে মিশে যায়। তারা সেই চরিত্রের গুণগুলো অনুশীলন করবে যা এই পৃথিবীতে বাসকারীরা স্বর্গের প্রাসাদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। COLBen 284.2

এই রকম সাক্ষ্য অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। খ্রীষ্টের পক্ষে আত্মা জয় করার জন্য এর চেয়ে বেশি কার্যকর আর কিছুই নেই। COLBen 284.3

সুস্পষ্টভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে আমাদের সমস্ত ক্ষমতার দ্বারা তাঁর নামের গৌরবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর যে দানের অংশী করেছেন, তা অন্যদের দিতে হবে। আর এভাবেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জগতের লোকদের কাছে জানানো সম্ভব হবে। যিহুদীদের আর্থিক সংগতি অনুসারে দান এবং উপহার দেয়ার নিয়ম ঈশ্বরের উপাসনার অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ইস্রায়েলীয়রা এই শিক্ষা পেয়েছিল যে উপাসনা গৃহের সেবা কাজের জন্য তাদের সমস্ত আয়ের দশমাংশ দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এছাড়াও তারা পাপার্থক বলির জন্য দান, সেচ্ছাকৃত দান, এবং ধন্যবাদের উপহার নিয়ে আসত। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন ঐ সময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের জন্য এই সব সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাচীনকালে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করতেন বর্তমানে আমাদের কাছ থেকে তার চেয়ে কম প্রত্যাশা করেন না। আত্মার পরিত্রাণের জন্য যে মহৎ কাজ তা অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দশমাংশ এবং এর সঙ্গে দান ও উপহার, তিনি এই কাজে ব্যবহারের জন্য বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি চান যেন এভাবেই সুসমাচার প্রচারের ব্যয়ভার বহন করা হয়। দশমাংশ তার নিজের বলে তা তিনি দাবি করেন এবং এটি ধর্মীয় কাজে পবিত্র উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য, এটি তার কোষাগারে জমা করতে হবে। তিনি আমাদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত দান এবং কৃতজ্ঞতার উপহার চান। এর সবকিছুই পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সুসমাচার পৌঁছে দেবার কাজের জন্য উৎসর্গীত হবে। COLBen 284.4

ঈশ্বরকে সেবা ব্যক্তিগত প্রচার কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা জগতকে রক্ষা করার জন্য কাজ করব। খ্রীষ্টের আদেশ, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর," মার্ক ১৬:১৫। এটি তাঁর সমস্ত অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। যারা খ্রীষ্টের জীবনকে ধারণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের উচিত অন্য লোকদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করা। তাদের হৃদয়ের স্পন্দন খ্রীষ্টের হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে মিল থাকতে হবে। যাদের কাছে সুসমাচার দেয়া হবে সেই সব মানুষের জন্য তার একই আকাঙ্খা রয়েছে। সবার পক্ষে একই জায়গায় কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সকলের জন্য একটি জায়গা এবং একটি কাজ রয়েছে। COLBen 285.1

প্রাচীনকালে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব, তাদের নম্রতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে, যিহোশূয় তার বিভিন্নভাবে দক্ষতা দেখিয়ে ঈশ্বরের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মরিয়মের সঙ্গীত, দবোরার সাহস ও ঈশ্বর ভক্তি, রূতের শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধা, শমূয়েলের বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা, এলিয়ের দৃঢ় আনুগত্য, ইলিশায়ের কোমলতা, জয় করার প্রভাব—সব কিছুর প্রয়োজন ছিল। এভাবে ঈশ্বর যাদের উপর তার আশীর্বাদ দান করেছেন তাদের যথাযথ কাজের মাধ্যমে সাড়া দিতে হবে। প্রতিটি দান তাঁর রাজ্য বৃদ্ধি এবং তাঁর নামের গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে হবে। COLBen 285.2

যারা খ্রীষ্টকে তাদের ব্যাক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের সুসমাচারের সাক্ষ্য এবং জীবনের উপর এর রক্ষাকারী ক্ষমতা প্রকাশ করতে হবে। এটি পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এছাড়া অন্য কোন কিছুর আবশ্যকতা ঈশ্বর রাখেন নি। ঈশ্বর যা চান আমরা তার সবকিছুই খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে পারি। ঈশ্বরের লোকদের মধ্য দিয়ে স্বর্গের সমস্ত ধন প্রকাশ পাবে। "ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন", খ্রীষ্ট বলেছেন, "তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও, আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে", যোহন ১৫:৮। COLBen 285.3

ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্র হিসেবে দাবি করেন। এটি এখন অন্যায়কারীদের হাতে থাকলেও এর মালিক এবং এর অধিকারী হলেন ঈশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকার্য করেছেন পাপের মুক্তির কাজের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। জগতের জন্য খ্রীষ্ট নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন।" যোহন ৩:১৬। এটি এমনই যে দানের মধ্য দিয়ে অন্য সকল মানুষ এর অংশী হতে পারবে। প্রতিদিন সমস্ত জগত ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করছে। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা, প্রতিটি আলোর রশ্মি আমাদের অকৃতজ্ঞ মানব জাতির উপর বর্ষিত হচ্ছে। প্রতিটি পাতা, এবং ফুল, এবং ফল ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা, এবং তাঁর মহান ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে। COLBen 286.1

মহান দাতাকে কি প্রতিদান দেয়া হচ্ছে? ঈশ্বরের দাবী পূর্ণ করার জন্য মানুষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? কাদের কাছে তাদের জীবন ধারন করার জন্য মানব জাতির বার্তা দেয়া হয়েছিল? তারা ধন দৌলতের সেবা করছে। এই জগতে ধন সম্পদ লাভ করা, সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া, এবং আমোদ আর সুখ ভোগ করাই তাদের লক্ষ্য। লুণ্ঠন করার মাধ্যমে তারা সম্পদ লাভ করে, কেবল মানুষের নয়, কিন্তু একইভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকেও তারা লুণ্ঠন করার চেষ্টা করে। স্বার্থপরভাবে নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তার দান ব্যবহার করে। তাদের লোভ এবং তাদের স্বার্থপর সুখভোগের প্রতি তাদের ভালোবাসাকে চরিতার্থ করার জন্য সবকিছুই তারা আঁকড়ে ধরে। COLBen 286.2

বর্তমান জগতের পাপ হলো সেই পাপ যা, ইস্রায়েল জাতির উপর ধ্বংস এসেছিল। বর্তমানে তারা জগতের ধ্বংস ডেকে আনছে। ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা, সুযোগ ও আশীবাদের প্রতি অবহেলা, ঈশ্বরের উপহারের আত্মসাৎ, এই সব দ্বারা কৃত পাপই ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বরের কোপ ডেকে এনেছিল। আর এগুলোই বর্তমান জগতে ধ্বংস ডেকে আনছে। খ্রীষ্ট যিরুশালেমের মন্দ অবস্থার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখের জল ফেলেছিলেন। কিন্তু কেবল তাঁর মনোনীত যিরুশালেম শহরের জন্যই কাঁদেন নি। COLBen 286.3

যিরুশালেমের পরিণতির মধ্যে তিনি জগতের ধ্বংসকে দেখতে পেয়েছিলেন। COLBen 287.1

“তুমি, তুমিই যদি আজিকার দিনে, যাহা যাহা শান্তিজনক, তাহা বুঝিতের। কিন্তু এখন সে সকল তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রইল। লূক ১৯:৪২। COLBen 287.2

“তুমি আজিকার দিনে।” তার খুব কাছাকাছি দিন চলে এসেছে। দয়া এবং সুযোগের সময় প্রায় শেষ। প্রতিশোধের মেঘ জমা হচ্ছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যানকারীরা খুব দ্রুত এবং অপূরণীয় ধ্বংসের মধ্যে নিজেকে জড়িত করতে যাচ্ছে। COLBen 287.3

তবুও পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে আছে। লোকেরা তাদের প্রতিফলের সময় সম্পর্কে জানে না। COLBen 287.4

এই সঙ্কটকালে, কোথায় মণ্ডলীর দেখা পাব? এর সদস্যরা কি ঈশ্বরের দাবী মেটাচ্ছে? তারা কি তাঁর আদেশ পূর্ণ করেছে এবং তাঁর চরিত্র জগতের লোকদের কাছে প্রকাশ করেছে? তারা কি তাদের সহমানবদের কাছে সতর্কতার শেষ দয়াপূর্ণ সংবাদ দিয়ে তাদের সজাগ করেছে? COLBen 287.5

মানুষ বিপদগ্রস্থঅবস্থায় আছে। লোকেরা জীবন হারাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্যে খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবি করা খুব অল্প সংখ্যক খ্রীষ্টের অনুসারীরা কেবল তাঁর কথা অন্যদের কাছে তুলে ধরার জন্য দায়ভার আছে বলে মনে করছে। পৃথিবীর গন্তব্য পাল্লায় ঝুলে রয়েছে; এই অবস্থা দূর হচ্ছে না। যারা দাবি করে যে তারা খ্রীষ্টের অনুসারী তাদের মধ্যে অনেকেই সত্য থেকে দূরে অবস্থান করছে, যা তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার অভাব ছিল; ও জন্য খ্রীষ্ট স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে এসেছিল এবং মানুষের স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন, এমনই যেন মানুষ ঈশ্বরের কাছে আকর্ষিত করতে পারে। আর ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে অচেতন এবং পক্ষাঘাতের মত অবস্থা বিরাজ করছে। এই অবস্থা যথা সময়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব। COLBen 287.6

ইস্রায়েল জাতি যখন কনান দেশে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা সমস্ত দেশ অধিকার করেনি। তারা এভাবেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা কনান দেশের আংশিক দখল করার পর তাদের বিজয়ের ফল লাভের আনন্দ অনুষ্ঠান করেছিল। নতুন নতুন অঞ্চল দখল করার পরিবর্তে তারা তাদের অবিশ্বস্ততা এবং অসার ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে এক স্থানে একত্রিত হয়েছিল। এভাবেই তারা নিজেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে তাদের ব্যর্থতার জন্য পূর্ণ হয়নি। তাদের প্রতি তাঁর

আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে তারা অসম্ভব করে তুলেছিল। বর্তমান মণ্ডলী সমূহ কি একই রকম কাজ করছে না? সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে সুসমাচার তুলে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু নামধারী খ্রীষ্টিয়ানরা যেখানে সুসমাচার নিয়ে আনন্দ করতে পারবে বলে তারা মনে করে, সেখানে তারা সমবেত হয়। অথচ যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেবার কারণে তারা আনন্দ করে না। নতুন জায়গায় গিয়ে সুসমাচার প্রচার করে লোকদের প্রভুর জন্য জয় করার যে প্রয়োজন রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করে না। তারা খ্রীষ্টের মহান আদেশ পালন করতে সম্মত নয়, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর।" মার্ক ১৬:১৫। তারা কি যিহুদীদের মণ্ডলীর চেয়ে কম দোষী? COLBen 288.1

যারা খ্রীষ্টের শিষ্য বলে দাবী করে তারা স্বর্গীয় বিশ্বেও পরীক্ষাধীনে আছে; কিন্তু তাদের আগ্রহের শীতলতা, ঈশ্বরের কাজে তাদের প্রচেষ্টার দুর্বলতা তাদের অবিশ্বস্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যা কিছু তারা করেছে যদি এর চেয়ে আরো ভালো কিছু করত তাহলে তাদের উপর দোষারোপ করা হত না। কিন্তু তাদের হৃদয় যদি কাজে ব্যাপৃত থাকত তাহলে, তারা আরও অনেক কিছু করতে পারত। তারা জানে এবং জগতও জানে যে, নিজেকে অস্বীকার করলে এবং ক্রুশ বহন করলে, জগতের সব কিছু তারা হারাবে। অনেকে আছেন যারা নিজেকে অস্বীকার করেছে এবং নিজ ক্রুশ বহন করেছে। তাদের নাম স্বর্গের পুস্তকে লেখা হয়েছে। কিন্তু অনেকে নামধারী বিশ্বাসী আছে যারা খ্রীষ্টের নাম বহন করার দ্বারা, তার মহিমাকে অন্ধকারময় করেছে, তার সৌন্দর্যকে ঢেকে ফেলেছে, তার সম্মানকে ধুলিস্মাৎ করেছে। COLBen 288.2

এমন অনেকে আছেন যাদের নাম মণ্ডলীর খাতায় লেখা আছে, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের নিয়ম অনুসারে চলছে না। তারা তাঁর নির্দেশের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং তাঁর কাজও করে না। এই জন্য তারা শত্রুর নিয়ন্ত্রণে থাকে। তারা যথার্থ ভালো কিছু করে না। এই জন্য তারা অসংখ্য ক্ষতিকর কাজ করছে। যেহেতু তারা জীবনের সুগন্ধের জন্য কোন চেষ্টা করেনি তাই মৃত্যুও দুর্গন্ধের দিকে তাদের জীবন চালিত হয়েছে। COLBen 289.1

প্রভু বলেছেন, "আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না," যিরমিয় ৫:৯। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং ঈশ্বর অন্য লোকদের কাছে তার নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যদি তারাও নিজেদেরকে অবিশ্বস্ত হিসেবে প্রমাণ করে তাহলে কি তারা একই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে না? COLBen 289.2

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্তমূলক গল্পের কৃষকদের খ্রীষ্ট দোষী বলে উল্লেখ করেছেন। এরা ছিল তারাই যারা তাদের মালিককে তার জমির ফল দিতে অসম্মত হয়েছিল। যিহুদী জাতির মধ্যে যে সমস্ত যাজক এবং ধর্ম শিক্ষকরা ছিল তারাই তাঁর লোকদের ভুল পথে চালিত

করেছিল; এবং ঈশ্বর যে কাজ তাদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন তা থেকে তারা বঞ্চিত করেছিল। এরাই ছিল তারা যারা লোকদের খ্রীষ্টের কাছ থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিয়েছিল। COLBen 289.3

মানুষের তৈরি নিয়মের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়ম মিশ্রিত হয়নি এটা খ্রীষ্টের চরম বাধ্যতা-ই প্রকাশ করেছে। এই ধর্মশিক্ষকদের কাজ শত্রুতা আর বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারা মানুষের শিক্ষাকে ঈশ্বরের রাজ্যের উপরে স্থাপন করেছিল এবং লোকদের তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ঈশ্বরের বাক্য পালনের জন্য মানুষের তৈরি নিয়মগুলো তারা পরিত্যাগ করে নি। সত্যের জন্য, তাদের গর্বের বিষয়গুলো এবং মানুষের প্রশংসার বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা তা করে নি। যখন খ্রীষ্ট এসে জাতির কাছে ঈশ্বরের দাবী উপস্থাপন করলেন, তখন যাজক এবং প্রাচীনরা তাদের এবং লোকদের মধ্যে তাঁর মধ্যস্ততা করার অধিকারকে অস্বীকার করল। তারা তার অভিযোগ এবং সতর্কবার্তাকে গ্রহণ করল না। তারা লোকদের তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার কাজে লিপ্ত হল এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। COLBen 289.4

খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এর জন্য তারা দায়ী ছিল। একটি জাতির পাপ এবং একটি জাতির ধ্বংস, ধর্মীয় নেতাদের পাওনা ছিল। COLBen 290.1

বর্তমান সময়ে কি কাজের মধ্যে একই রকম প্রভাব দেখা যায় না? মালিকের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিহুদী নেতারা কি তাদের পা ফেলেনি? ঈশ্বরের বাক্য পালনের আবশ্যকতা থেকে ধর্মীয় নেতারা কি লোকদের দূরে সরিয়ে রাখে নি? ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতার বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার বদলে তারা কি আজ্ঞা লঙ্ঘনের বিষয়ে শিক্ষা দেয় নি? মণ্ডলীর অনেক পুলপিট থেকে লোকদের কাছে ঈশ্বরের যে বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়, তাতে তাদের বাধ্যবাধকতার কিছু থাকে না। মানুষের ঐতিহ্য, অধ্যাদেশ, এবং প্রাকে মহিমান্বিত করা হয়। যখন ঈশ্বরের দাবিকে অবজ্ঞা করা হয় তখন ঈশ্বরের দান মানুষের কাছে প্রয়োজনহীন বলে মনে হবে। COLBen 290.2

ঈশ্বরের নিয়মকে পাশে সরিয়ে রাখার ফলে মানুষ কি করছে তা সে বুঝতে পারে না। ঈশ্বরের আজ্ঞা হল তার প্রতিরূপ। এটি তাঁর রাজ্যের নীতিকে বাস্তব রূপ দান করে। যে এই সব নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজেকে সেই নদী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রবাহিত হয়। COLBen 290.3

কেবল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে গৌরবময় সম্ভবনাকে উপলব্ধি করতে পারত। চরিত্রের একই উচ্চতা, আশীর্বাদের একই পূর্ণতা মনে, হৃদয়ে, এবং দেহের উপর আশীর্বাদ ডেকে আনায় সবই আমাদের পক্ষে সম্ভব। COLBen 290.4

প্রাকৃতিক জগতের মত আত্মিকভাবে ফল উৎপন্ন করার শর্ত হল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যতা। যখন মানুষ লোকদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ লঙঘন করার জন্য শিক্ষা দেয়, তখন তারা তাঁর মহিমার জন্য ফল উৎপন্ন করতে বাধাগ্রস্থকরে। তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল তাকে দিতে অসম্মত হওয়ার জন্য প্রভু তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। COLBen 290.5

ঈশ্বরের সংবাদদাতারা প্রভুর আদেশ নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। খ্রীষ্ট যেভাবে ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন, আমরাও যেন অনুরূপ বাধ্য থাকি এই দাবি নিয়ে তারা আমাদের কাছে আসেন। তারা তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল নম্রতা, এবং আত্মোৎসর্গের কাজের ফলের দাবী আমাদের কাছে উপস্থাপন করেন। যিহুদী নেতাদের মত ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অনেক কৃষকেরা কি একই ভাবে রাগান্বিত হন না? যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লোকদের সামনে তুলে ধরা উচিত, এই সময় কি এই সব ধর্মশিক্ষকেরা তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে লোকদের তা প্রত্যাখ্যান করতে উদ্দীপ্ত করে নি? এই রকম নেতাদের ঈশ্বর অবিশ্বস্ত দাস বলে অভিহিত করেছেন। COLBen 290.6

প্রাচীনকালে ইস্রায়েলদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিল মণ্ডলীর প্রতি এবং নেতাদের প্রতি ধর্মীয় সতর্কীকরণ বার্তা। ইস্রায়েলদের কাছে ঈশ্বর প্রভু বলেছেন, "আমি তাহার জন্য আপন ব্যবস্থার দশসহস্র কথা লিখি; কিন্তু সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয়।" হোশেয় ৮:১২। যাজক এবং ধর্মশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে। তুমিই তো জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না; তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ, আমিও তোমার সন্তানগণকে ভুলিয়া যাইব" হোশেয় ৪:৬। COLBen 291.1

ঈশ্বরের সতর্কবাণী কি অবহেলায় উপেক্ষা করা যায়? এর কাজের জন্য যে সুযোগ রয়েছে তা কি অপব্যবহার করা যায়? জাগতিক বিষয় বর্জন করে, নিজের বুদ্ধি জ্ঞানের জন্য অহংকার না করে, মানুষের প্রা এবং ঐতিহ্য পরিহার করে খ্রীষ্টের অনুসারীরা কি ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করছে? যিহুদী নেতারা যেভাবে খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করেছিল তারাও কি তেমনি ঈশ্বরেরবাক্য অগ্রাহ্য করবে? ইস্রায়েল জাতির পাপের ফল আমাদের সামনে রয়েছে। বর্তমান মণ্ডলী সমূহে কি সতর্ক রয়েছে? COLBen 291.2

"আর কতগুলি শাখা যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, এবং তুমি বন্য জলপাই বৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাদের মধ্যে তোমাকে কলমরূপে লাগানো গেল, আর তুমি জলপাই বৃক্ষের রসের মূলের অংশী হইলে; শ্লাঘা করিও না. . . অবিশ্বাস হেতুই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং বিশ্বাস হেতুই তুমি দাঁড়াইয়া আছ। উচ্চ বিষয় ভাবিও না, বরং ভয় কর, কেননা

যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা করেন নাই, এখন তোমার প্রতিও ক্ষমতা করিবেন না।” রোমীয় ১১:১৭-২১। COLBen 291.3

Chapter 25 - বিবাহ বস্ত্রহীন

মথি ২২:১-১৪ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

বিবাহ বস্ত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকাশ করে। বিবাহ দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিবাহ বস্ত্রের সমস্ত অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার গুণকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার দ্বারা একজন মানুষ বিবাহ ভোজের যোগ্য অতিথি হিসেবে গণ্য হয়। COLBen 292.1

এই দৃষ্টান্তে, মহাভোজের দৃষ্টান্তের মত সুসমাচারের নিমন্ত্রণ, যিহুদী সমাজের দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, এবং অন্য জাতিদের কাছে দয়ার নিমন্ত্রণ জানাবার বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই অংশে যারা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের আরো চরম অপমান করার বিষয় এবং তাদের ভয়ানক শাস্তি দেবার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ভোজে আমার জন্য যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তা ছিল একজন রাজার নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণ এমন একজনের কাছ থেকে এসেছিল যার আদেশ করার ক্ষমতা ছিল। এমন একজনের কাছ থেকে বিবাহ ভোজের অতিথি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়ার বিষয়টি ছিল খুব সম্মানজনক। তথাপি এই সম্মানের মূল্যায়ন করা হয় নি। রাজার কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। যখন গৃহকর্তার নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, রাজা চরম অপমান এবং হত্যার মত ঘটনার সম্মুখীন হলেন। তারা রাজার দাসদের সঙ্গে ঘৃণাপূর্ণ আচরণ করল, তারা তাদের অপমান করল এবং হত্যা করল। COLBen 292.2

গৃহকর্তা, যখন দেখলেন যে, তার নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, তখন তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যাদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ তার দেওয়া ভোজের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু যারা রাজাকে অবজ্ঞা করেছিল, তাদের জন্য তিনি আরো কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। "তিনি সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া সেই হত্যাকারীদেরকে বিনষ্ট করিলেন, ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া দিলেন।" COLBen 292.3

উভয় দৃষ্টান্তের ভোজে অতিথিদের সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেখতে পাওয়া যায় যে, যারা ভোজে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সকলকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। যারা অবহেলা করেছিল তারা বহিস্কৃত হয়েছিল। "রাজা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্য ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহ বস্ত্র ছিল না। তিনি তাহাকে কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে? সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা পরিচালক দিগকে কহিলেন, উহার হাত পা বাধিয়া উহাকে বাহিরে অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেখানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হইবে।" COLBen 293.1

খ্রীষ্টের শিষ্যদের দ্বারা লোকদের ভোজে ডাকা হয়েছিল। আমাদের প্রভু প্রথমে বার জনকে পরে সত্তর জনকে পাঠিয়েছিলেন, যেন তারা এই ঘোষণা করে যে, প্রভুর রাজ্য কাছে এসে গেছে এবং লোকদের অনুতাপ করার জন্য আহ্বান করতে এবং সুসমাচারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে জানায়। কিন্তু তাদের এই আহ্বানে লোকেরা মনোযোগ দেয়নি। যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারা ভোজে আসেনি। পরে চাকরদের এই কথা বলার জন্য পাঠান হল, "দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশুসকল মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত; তোমরা বিবাহ ভোজে আইস।" খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর পর যিহুদী জাতির কাছে এই বার্তা প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু যিহুদী জাতি, যারা ছিল ঈশ্বরের বিশেষ লোক, তারা সুসমাচারের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তাদের কাছে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়েছিল। অনেকে অত্যন্ত ঘৃণার মনোভাব নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা পরিত্রাণের প্রস্তাব, মহিমান্বিত প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ক্ষমা লাভের প্রস্তাব শুনে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা বার্তা বাহকদের উপরে ঝাপিয়ে পড়েছিল। COLBen 293.2

সেখানে "বড় তাড়না" উপস্থিত হয়েছিল, প্রেরিত ৮:১। অনেক পুরুষ এবং মহিলাদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং অনেক সুসমাচার প্রচারক যেমন, স্তিফান ও যাকোবকে হত্যা করা হয়েছিল। COLBen 293.3

এইভাবে যিহুদী লোকেরা ঈশ্বরের দয়ার প্রত্যাখ্যানকে প্রকাশ করেছিল। দৃষ্টান্তের মধ্যে খ্রীষ্ট এর পরিণাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রাজা "৲সন্য সামন্ত পাঠাইয়া সেই হত্যাকারীদিগকে বিনষ্ট করিলেন ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া দিলেন।" যে বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তা যিরুশালেম ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং যিহুদী জাতির লোকদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল। COLBen 294.1

সুসমাচারের ভোজে অংশ গ্রহণ করার জন্য তৃতীয়বার যাদের ডাকা হয়েছিল, তারা ছিল পরজাতি। রাজা বললেন, "বিবাহের ভোজ প্রস্তুত, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য ছিল না। অতএব তোমরা রাজপথের মাথায় মাথায় গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবাহের ভোজে ডাকিয়া আন।" COLBen 294.2

রাজার দাসেরা যারা রাজপথে গিয়ে "ভালমন্দ যত লোকের দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল।" এটি ছিল একটি মিশ্রিত দল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল, যারা বিবাহ ভোজের নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের মত ভোজদাতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানাবার মত সামর্থ্য ছিল না। যাদের প্রথমে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারা ভেবেছিল যদি তারা রাজার ভোজে যোগ দেয় তাহলে অনেক জাগতিক সুবিধা নষ্ট হবে।

আর যারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল নিজেদের উপকারের কথা ভেবেছিল। তারা ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছিল, কিন্তু রাজাকে সম্মান জানাবার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না। COLBen 294.3

যখন রাজা ভোজে উপস্থিত অতিথিদের দেখার জন্য এলেন, তখন তিনি প্রত্যেকের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পেলেন। ভোজে উপস্থিত প্রত্যেক অতিথিদের জন্য একটি করে বিবাহ বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিবাহ বস্ত্র ছিল রাজার পক্ষ থেকে উপহার। এই বস্ত্র পরিধান করার মাধ্যমে অতিথিরা ভোজ দাতাকে তাদের সম্মান প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছিল যে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরিহিত ছিল। বিবাহ ভোজের প্রস্তুতির জন্য রাজা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই বিবাহ বস্ত্র অনেক মূল্য দিয়ে তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল অথচ সে তা পরিধান করতে ঘৃণা বোধ করেছিল। এইভাবে সে তার প্রভুকে অপমান করেছিল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেমন করিয়া বিবাহ বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে?" সে কোন উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারল যে সে দোষী। তখন রাজা চাকরদের বললেন, "উহার হাত পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও।" COLBen 294.4

ভোজে আগত অতিথিদের রাজা কর্তৃক পরীক্ষা করার বিষয়টি বিচারের কাজকে উপস্থাপন করেছে। সুসমাচারের ভোজের অতিথি হল তারাই যারা ঈশ্বরের সেবা করার ঘোষণা দিয়েছে এবং যাদের নাম জীবন পুস্তকে লিখিত আছে। কিন্তু যারা নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবী করে তারা সবাই প্রকৃত শিষ্য নয়। চূড়ান্ত পুরস্কার প্রদানের আগে এ বিষয়টি মীমাংসা হওয়া আবশ্যক যে, কে ধার্মিকতার উত্তরাধিকারের অংশী হওয়ার যোগ্য। যখন স্বর্গীয় মেঘ রথে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে তখন, তাঁর পুরস্কার তাঁর হাতে থাকবে, "যাহার যেমন কার্য, তাহাকে তেমন ফল দিব", প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ পদ। তার আগমনের আগে প্রত্যেক মানুষের কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হবে এবং খ্রীষ্টের অনুসারীদের প্রত্যেকজনকে তাদের কাজ অনুযায়ী তাদের পুরস্কার ন্যায্যভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। COLBen 295.1

মানুষ এই জগতে বাস করার সময় যে সমস্ত কাজ করবে, তার তদন্তকৃত বিচার স্বর্গের বিচারাসনের সামনে হবে। তাঁর প্রত্যেক অনুসারীর জীবন ঈশ্বরের সামনে পরীক্ষা করা হবে। স্বর্গের পুস্তকের নথি অনুযায়ী সমস্ত বিচার করা হবে এবং তার কাজ অনুযায়ী তার ভাগ্য চিরকালের জন্য স্থীরকৃত হবে। COLBen 295.2

দৃষ্টান্তে বর্ণিত বিবাহ বস্ত্র দ্বারা খাঁটি এবং নির্দোষ চরিত্রকে উপস্থাপন করে, যা খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসারীরা অধিকার প্রাপ্ত হবে। মণ্ডলীর কাছে এই কথা বলা হয়েছে, যেন যে উজ্জ্বল ও সূচি মসীনা বস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত করে, "যেন তাহার কলঙ্ক বা সংকোচ বা এই প্রকার

আর কোন কিছু না থাকে।” ইফিষীয় ৫:২৭। সূচি মসীনা সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে, “সেই মসীনা-বস্ত্র পবিত্রগণের ধর্মাচরণ”। প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮। এটি খ্রীষ্টের ধার্মীকতা, তার নিজের নির্দোষ চরিত্র, যা, যারা তাকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে, তারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এর অংশী হয়। COLBen 295.3

ঈশ্বর যখন আমাদের আদি পিতামাতাকে পবিত্র এদনে রেখেছিলেন তখন তারা পবিত্রতার শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতেন। তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের স্বর্গীয় পিতাকে তারা ভালবাসতেন। একটি চমৎকার কোমল আলো, ঈশ্বরের আলো ঐ দম্পতিকে আচ্ছাদন করে রেখেছিল। এই আলোর পোশাক ছিল তাদের স্বর্গীয় পবিত্রতার আত্মিক পোশাকের প্রতীক। এই সত্য তাদের মনে রাখা প্রয়োজন ছিল, যে ঈশ্বর চেয়েছেন যেন চিরকাল এই পবিত্রতার পোশাক তাদের আচ্ছাদন করে রাখে। কিন্তু যখন পাপ প্রবেশ করল, তারা ঈশ্বররের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ছিন্ন করল এবং যে আলো তাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছিল তা তাদের কাছ থেকে অপসারিত হল। উলঙ্গতা ও লজ্জা ঢাকবার জন্য তারা স্বর্গীয় পোশাকের পরিবর্তে ডুমুরের পাতা একত্রে জুড়ে সেলাই করে পোশাক তৈরি করলেন। COLBen 296.1

এই সেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙঘন, যা আদম হবার অবাধ্যতার দিন থেকে আরম্ভ হয়েছিল। আজ্ঞা লঙঘন করার জন্য তাদের যে উলঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছিল তা ঢাকবার জন্য তারা ডুমুরের পাতা একত্র করে জুড়ে ছেলেদের পোশাক তৈরি করেছিল। তারা যে পোশাক পড়েছিলেন, তা ছিল, তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত পোশাক। তাদের নিজেদের কাজের দ্বারা তারা তাদের পাপ ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করতে চেয়েছিলেন। COLBen 296.2

কিন্তু এটা তারা কখনো করতে পারে না। মানুষের উদ্ভাবিত কোন কিছুই তার হারিয়ে যাওয়া স্বর্গের পবিত্র পোশাকের স্থান পূরণ করতে পারে না। যারা মেষশাবকের বিবাহ ভোজের খ্রীষ্ট এবং স্বর্গদূতদের সঙ্গে বসবে তারা কেউ ডুমুর পাতার পোশাক কিংবা জাগতিক ভাবে তৈরি কোন পোশাক পরিধান করে বসতে পারবে না। COLBen 296.3

কেবল খ্রীষ্ট স্বয়ং যে পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন সেই পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করতে পারে। এই পোশাক, তার নিজের ধার্মিকতার পোশাক। যারা অনুতাপ করেছে এবং বিশ্বাস করেছে তাদের সকলকে খ্রীষ্ট এই পোশাক পরিধান করাবেন। “আমি তোমাকে এক পরামর্শ দেই” তিনি বললেন, “তুমি আমার কাছে এই সকল দ্রব্য ক্রয় কর. . . শুক্লবস্ত্র, যেন বস্ত্র পরিহিত হও, আর তোমার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশিত না হয়।” প্রকাশিত বাক্য ৩:১৮। COLBen 296.4

এই পোশাক, স্বর্গের তাতে বোনা হয়েছিল, এই পোশাকে মানুষের পরিকল্পনায় উদ্ভাবিত একটি সুতাও নেই। মানুষ হিসেবে খ্রীষ্ট অতি চমৎকার এবং খাঁটি চরিত্র গঠন করেছিলেন। আর এই চরিত্র আমাদেরকে মধ্যে দেবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। "আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান"। যিশাইয় ৬৪:৬। আমরা স্বয়ং যা কিছুই করি তার সব কিছুই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র "পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন।" আর পাপ হল, "ব্যবস্থার লঙঘন।" ১ যোহন ৩:৫, ৪। কিন্তু খ্রীষ্ট ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দাবীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত, আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।" গীতসংহিতা ৪০:৮। যখন তিনি এই জগতে ছিলেন তিনি তার শিষ্যদের বলেছিলেন, "আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি।" যোহন ১৫:১০। তার পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার দ্বারা সকল মানুষের পক্ষে ঈশ্বররের আদেশ মান্য করা তিনি সম্ভব করেছেন। আমরা যখন খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করব তখন আমাদের হৃদয় তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হবে, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা মিশে যাবে, আমাদের মন তাঁর মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একমন হবে, আমাদের চিন্তা তাঁর চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে; তাঁর জীবন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব। এটি সেই প্রকাশের অর্থ প্রকাশ করে, যা তাঁর ধার্মিকতার বস্ত্র। তখন তিনি আমাদের দিকে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে এমন ভাবে তাকাবেন যে তিনি আমাদের দেহে ডুমুরের পাতার পোশাক দেখতে পারেন না, উলঙ্গতার এবং পাপে কলুষিত অবস্থা দেখতে পারেন না, কিন্তু তার নিজের ধার্মিকতার বস্ত্র দেখতে পারেন, যা যিহোবার ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতার পোশাক। COLBen 297.1

রাজা ভোজে নিমন্ত্রিত অতিথিদের অবস্থা দেখতে এলেন। কেবল তারাই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করেছিল এবং বিবাহ বস্ত্র পরিধান করেছিল। একইভাবে এটি সুসমাচারের ভোজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেককে মহান রাজার সূক্ষ্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং কেবল তাদের গ্রহণ করা হবে যারা খ্রীষ্টের ধার্মিকতার বস্ত্র পরিধান করবে। COLBen 297.2

ধার্মিকতা ন্যায্য কাজ করে এবং এটি তাদের কাজের দ্বারা সব কিছু বিচার করবে। আমরা যা কিছু করি তার দ্বারা আমাদের চরিত্রকে প্রকাশ করে। আমাদের কাজ দেখায় যে আদৌ'আমাদের বিশ্বাস খাঁটি কিনা। COLBen 298.1

যে যীশু প্রতারক কিংবা ভন্ড নয় এবং বাইবেলের বর্ণিত ঘটনা সমূহ মানুষের উদ্ভাবিত কোন কল্প কাহিনি নয়, এটা বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে যীশুর নাম হল একমাত্র নাম যার মাধ্যমে আকাশের নিচে সমস্ত মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে, আর তবুও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করছি না। সত্যের তত্ত্ব বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা এবং মণ্ডলীর

সদস্য খাতায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট নয়। "যে ব্যক্তি তাহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাহাতে থাকে ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আস্থা দিয়েছেন তাহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে আছেন।" "আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে, তাহাকে জানি, যদি তাহার আজ্ঞা সকল পালন করি।" ১ যোহন ৩:২৪; ২:৩। পরিবর্তনের এই হল খাঁটি প্রমাণ। আমাদের পেশা বা পদ যাই হোক না কেন এর কোন মূল্য থাকবে না যদি ধার্মিকতার কাজে খ্রীষ্ট প্রকাশিত না হন। COLBen 298.2

সত্যকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। এটি মনকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অপক্তিকে দমন করবে। স্বর্গীয় বাক্য দ্বারা সমস্ত চরিত্রকে মুদ্রাঙ্কিত করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি কথা এবং দাবী প্রত্যাহিক জীবনে অনুশীলন করতে হবে। COLBen 298.3

যে স্বর্গীয় স্বভাবের অংশী হয়েছে যে ঈশ্বরের ধার্মিকতার, তার পবিত্র ব্যবস্থার সঙ্গে একত্ব হবে। এটি হচ্ছে নিয়ম যার দ্বারা ঈশ্বরের মানুষের কার্যকলাপের পরিমাপ করেন। এটি বিচারের সময় চরিত্রের পরীক্ষা করবে। COLBen 298.4

অনেকে দাবী করে থাকেন যে খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট স্বয়ং যে কথা বলেছেন, আর তারা যে দাবী করেছে তা পরস্পর বিরোধী। খ্রীষ্ট বলেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থলোপ করিতে আসিয়াছি . . . যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লোপ হইবে না।" মথি ৫:১৭,১৮। মানুষের ব্যবস্থা লঙঘনের কারণে প্রায়শ্চিত্তের জন্য খ্রীষ্ট নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। যদি ব্যবস্থা পরিবর্তন কিংবা তা অপসারিত করা যেত তাহলে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত রূপ মৃত্যুর কোন প্রয়োজন হত না। এই জগতে থাকাকালীন সময় তিনি তাঁর জীবন দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উৎসর্গ হিসেবে তাঁর জীবন দিয়েছেন. ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য নয়, কোন নিম্নমান সৃষ্টি করার জন্য নয়, কিন্তু যেন ন্যায় বিচার রক্ষিত হয়, যেন দেখতে পারেন যে ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়, যেন এটি চিরকাল স্থায়ী হয়। COLBen 298.5

শয়তান এই দাবী করে থাকে যে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা অসম্ভব; তবে একথা সত্য যে, আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারব না। কিন্তু খ্রীষ্ট মানুষের বেশে এই জগতে এসেছিলেন এবং তার প্রকৃত বাধ্যতার জীবন দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে মানবীয় এবং ঈশ্বরীয় সত্ত্বা একত্রে মিলিত হয়ে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারবে। COLBen 299.1

"কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।" যোহন ১:১২। এই ক্ষমতা কোন

মানুষের সত্ত্বা থেকে নয়। এটি ঈশ্বরের ক্ষমতা থেকে। যখন কেউ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, সে বেঁচে থাকার শক্তি লাভের জন্য খ্রীষ্টের জীবন গ্রহণ করে। COLBen 299.2

ঈশ্বর চান তাঁর সন্তানদের বিশুদ্ধ জীবন। তাঁর ব্যবস্থা হল তাঁর নিজের চরিত্রের প্রতিরূপ এবং এটি সমস্ত চরিত্রের আদর্শ। তিনি সকলকে তাঁর এই আদর্শ প্রকাশ করেছেন, যাতে কেউ চিন্তা না করে যে সে নিজের ক্ষমতায় ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। এই জগতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থার যথার্থ প্রকাশ করেছেন, তাই যখন কেউ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে দাবী করবে, তাদের খ্রীষ্টের মত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তাদের ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্য হতে হবে। আর তখন প্রভু তাকে স্বর্গের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করার জন্য তার উপর আস্থা রাখতে পারবেন। তারা খ্রীষ্টের ধার্মিকতার গৌরবময় পোশাক পরিধান করবে এবং রাজার ভোজে তারা আসন লাভ করবে। তারা রক্তে ধৌত সিংহাসনের অংশী হওয়ার অধিকার লাভ করবে। COLBen 299.3

যে লোক বিবাহ বস্ত্র ছাড়া ভোজে এসেছে সে বর্তমানে আমাদের এই জগতের অনেক লোকের অবস্থাকে উপস্থাপন করেছে। তারা বলে থাকে যে তারা একজন খ্রীষ্টিয়ান এবং সুসমাচারের বিশেষ অধিকার ও আশীর্বাদ পেতে চায়। আর তারা মনে করে যে, তাদের চরিত্রের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তারা কখনোই পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপের বিষয়টি উপলব্ধি করে না। তাদের জীবনে খ্রীষ্টের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। তারা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত চারিত্রিক বিষয়ের উপর জয় লাভ করতে পারে নি অথবা মন্দ কাজ করার প্রবণতাকে দমন করতে পারে নি। তথাপি তারা নিজেরা নিজেদের মঙ্গল কিংবা উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিল এবং তারা খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করার বদলে নিজেদের যোগ্যতা ও গুণের উপর আস্থা স্থাপন করেছিল। বাক্যের শ্রোতারা ভুরিভোজের কাছে আসে, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের ধার্মিকতার পোশাক পরিধান করে না। COLBen 300.1

অনেকে আছেন যারা বলে থাকেন যে তারা খ্রীষ্টিয়ান, তারা কেবল মানবীয় নীতি পালনকারী ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তাঁর দানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা কেবল জগতের কাছে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে সম্মান জানাবার জন্য তাদেরকে সামর্থ দান করতে সক্ষম। পবিত্র আত্মার কাজ তাদের কাছে অদ্ভুত কাজ বলে মনে হয়। তারা বাক্যের পালনকারী নয়। যারা জগতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি, তাদেরকে স্বর্গীয় নীতিমালার কাছে থেকে যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হয়েছে তাদেরকে আলাদা করে। নামধারী খ্রীষ্টে অনুসারীরা পৃক এবং আলাদা দাবি করতে পারে না। সীমা চিহ্নিতকরণ রেখা অস্পষ্ট। লোকেরা জগতের অধীনে রয়েছে, তারা জগতের কার্যকলাপ, এর প্রা এবং স্বার্থপরতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। যখন জগত তার অবস্থানকে ত্যাগ করে মণ্ডলীর কাছে এসে খ্রীষ্টের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করেছে, তখন কোন কোন মণ্ডলী

খ্রীষ্টে আজ্ঞা অমান্য করে জাগতিকতার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত করেছে। প্রতিদিন মণ্ডলী জগতের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে। COLBen 300.2

যেখানে অনেকে খ্রীষ্টের নিকট আত্ম-উৎসর্গের জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে তখন অন্যরা খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে সাধিত পরিত্রাণ লাভ করার জন্য প্রত্যাশা করেছে। তারা বিনামূল্যে প্রাপ্ত দানের জন্য ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা করে এবং তারা ধার্মিকতার প্রকাশ দ্বারা নিজেদের আবৃত্ত করার চেষ্টা করে। তারা চায় যেন তাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলো দূর করা যায়। কিন্তু তাদের এই সব চেষ্টা ঈশ্বরের দিনে কোনো কাজে আসবে না এবং এই চেষ্টা তাদের কোনো উপকার সাধন করবে না। COLBen 301.1

পাপ লালন করলে খ্রীষ্ট তার ধার্মিকতা দিয়ে তা আবৃত করবেন না। একজন মানুষ অন্তরে একজন আজ্ঞা লঙঘনকারী হতে পারে। তথাপি যদি যে জাগতিকভাবে ভালো কাজ করে এবং বাহ্যিকভাবে কোন অপরাধ না করে তাহলে মানুষের দৃষ্টিতে মনে হবে যে সে একজন মহা সাধু বা ন্যায়বান লোক। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা বা আইন মানুষের হৃদয়ে গুপ্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। প্রতিটি কাজ উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে। কেবল ঈশ্বরের আইন অনুযায়ী ন্যয় বিচার করা হয়। COLBen 301.2

ঈশ্বর প্রেম। তিনি দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টের দানের মধ্যে ভালবাসা রয়েছে। যখন "তিনি তার একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়," যোহন ৩:১৬)। তাঁর ভালবাসার কোন কিছুই তিনি আবদ্ধ করে রাখেন নি। তিনি সমস্ত স্বর্গ দান করেছেন, যেখান থেকে আমরা শক্তি এবং সফলতা প্রাপ্ত হই, যাতে আমরা আমাদের মহা শত্রুর দ্বারা আবদ্ধ না হই। কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা মানেই যে পাপের ক্ষমা, তা নয়। তিনি শয়তানের পাপ ক্ষমা করেন নি। তিনি আদম এবং কয়িনের মধ্যে যে পাপ ছিল তা ক্ষমা করেন নি, মানুষের সন্তানদের মধ্যে অন্য কারো পাপ তিনি ক্ষমা করেন নি। তিনি আমাদের পাপসমূহ উপেক্ষা করেন না, কিংবা আমাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যান না। তিনি চান যেন আমরা তাঁর নামে পাপের উপর জয় লাভ করি। COLBen 301.3

যে খ্রীষ্টের ধার্মিকতার দানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে চরিত্রের সেই যোগ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে যা তাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং কন্যা গণ্য করে। বিবাহ ভোজের একটি আসনের জন্য কেবল যা তাদের যোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে তারা তা প্রত্যা১খ্যান করেছে। COLBen 301.4

দৃষ্টান্তে যখন রাজা প্রশ্ন করলেন, "তুমি কেমন করিয়া বিবাহ বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে?" লোকটি কোন উত্তর দিল না। মহা বিচারের দিনে একইরকম হবে। মানুষ এখন

তার চরিত্রের ত্রুটিগুলোর জন্য ক্ষমা পেতে পারে, কিন্তু সেই দিন তাদের ক্ষমা লাভের কোন সুযোগ থাকবে না। COLBen 302.1

বর্তমান যুগের খ্রীষ্টান মণ্ডলীগুলো অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করে উন্নত হতে চেষ্টা করছে। সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের কাছে চির-বর্ধমান আলো প্রদান করেছেন। প্রাচীনকালে ঈশ্বরের লোকদের বিশেষ সুবিধা এবং অধিকারের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা এবং অধিকার অধিকতর উন্নত। আমাদের কাছে কেবল ইস্রায়েল জাতির কাছে অর্পিত মহা আলোই নেই কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের মহা পরিত্রাণ লাভের প্রমাণ রয়েছে। যিহুদীদের কাছে যা আদর্শ এবং প্রতীক ছিল আমাদের কাছে তা বাস্তবতা। তাদের কাছে পুরাতন নিয়মের ইতিহাস ছিল। আমাদের কাছে পুরাতন নিয়ম এবং নুতন নিয়মও রয়েছে। যিনি এসেছেন সেই ত্রাণকর্তার নিশ্চয়তা আমাদের আছে, একজন ত্রাণকর্তা যিনি ক্রুশারোপিত হয়েছেন, যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং যোষেফের কবর থেকে উত্থিত হয়ে এই ঘোষণা দিয়েছেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।" আমাদের খ্রীষ্টের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে আমাদের স্থান দেবে। খ্রীষ্ট উপদেশের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হন এবং যখন আমরা গান করি তখন তাঁকে প্রকাশ করি। COLBen 302.2

অত্যন্ত প্রাচুর্যপূর্ণ আত্মিক ভোজ আমাদের সামনে স্থাপিত আাছে। বিবাহ বস্ত্র, অসীম মূল্য দ্বারা এটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ঈশ্বর বিনামূল্যে সকল মানুষকে দিতে চান। ঈশ্বরের বার্তাবাহকেরা আমাদের কাছে খ্রীষ্টের ধার্মিকতা, বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা, ঈশ্বরের বাক্যেও মহামূল্যবান প্রতিজ্ঞামালা, খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপিত হওয়ার মনের প্রশান্তি, ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তি ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। স্বর্গের ভোজে, মহা ভোজে আমাদের জন্য ঈশ্বর আর কি করতে পারতেন যা তিনি করেন নি? COLBen 302.3

স্বর্গে সেবাকারী দূতগণ দ্বারা এই কথা বলা হয়েছে: ঈশ্বরের পক্ষে পরিচর্যার যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, তা আমরা সম্পন্ন করেছি। আমরা শয়তানের সৈন্যদের পিছনে ঠেলে দিয়েছি। মানুষের অন্তরে আমরা আনন্দ এবং আলো দিয়েছি। যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের ভালোবাসার যে স্মৃতি রয়েছে তা আমরা জাগিয়ে তুলেছি। আমরা তাদের দৃষ্টিকে খ্রীষ্টের ক্রুশের দিকে ফেরাতে সক্ষম হয়েছি। পাপের চেতনার দ্বারা তাদের অন্তরে গভীরভাবে এই উপলব্ধি এসেছে যে, তাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পুত্র ক্রুশে হত হয়েছেন। তারা দোষী। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। তারা সুসমাচারের শক্তি উপলব্ধি করেছিল; ঈশ্বরের ভালোবাসার মধুরতা দেখে তাকে একইভাবে ভালবাসতে চেয়েছিল। তারা খ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য দেখেছিল। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছুই ছিল বৃা। তারা তাদের নিজেদের অভ্যাস এবং চরিত্রকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেন

নি। তারা স্বর্গের পোশাক দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করার জন্য তাদের জাগতিক পোশাক খুলে ফেলে নি। তাদের অন্তর ছিল লোভ লালসার দিকে। তারা ঈশ্বরকে যতটা ভালবাসত তার চেয়ে আরো বেশি ভালবাসত জাগতিক বিষয় এবং জাগতিক বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের। COLBen 302.4

শেষ বিচারের দিনে গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে। ভবিষ্যৎ বিষয়ের দর্শনে প্রেরিত যোহন এই বর্ণনা করেছেন: “পরে আমি এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার উপর বসিয়া আছেন,” তাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল; “তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না।” আর আমি দেখিলাম, “ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃতলোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাড়াইয়া আছে;” “পরে কয়েকখান পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্যানুসারে বিচারিত হইল।” প্রকাশিত বাক্য ২০:১১, ১২। COLBen 303.1

যে দিন মানুষ ঈশ্বরের সামনা সামনি দাঁড়াবে সেইদিন অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তারা দুঃখ করবে। সারা জীবন সে যে সমস্ত কাজ করেছে ঠিক সেই কাজগুলো প্রকাশ করা হবে। জাগতিক সুখ ও আমোদ প্রমোদ, ধন সম্পদ এবং জাগতিক সম্মান তখন এত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না। তারা তখন দেখবে, যে ধার্মিকতাকে তারা অবজ্ঞা করেছিল তা ছিল একমাত্র মূল্যবান বিষয়। তারা দেখতে পাবে যে, শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে তারা তাদের চরিত্রকে গঠন করেছে। তারা যে পোশাক মনোনীত করেছিল তা প্রথম মহৎ ধর্ম ত্যাগ করে শয়তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চিহ্ন। বিচারের দিনে তারা তাদের এই বেছে নেয়ার ফলাফল কি তা দেখতে পাবে। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার অর্থ কি সেই বিষয়ে তারা জ্ঞানলাভ করবে। COLBen 303.2

অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ভবিষ্যতে আর কোন সুযোগ থাকবে না। এই জীবনেই খ্রীষ্টের ধার্মিকতার বস্ত্র পরিধান করতে হবে। যারা তার আদেশের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করবে, তাদের জন্য যে বাড়ি প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই বাড়ির জন্য এই জীবনেই আমাদের চরিত্রকে গঠন করার সুযোগ রয়েছে। COLBen 304.1

আমাদের পরীক্ষাকালীন সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এর সমাপ্তি কাছে এসে গেছে। আমাদের কাছে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে, “কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্থহয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়ে।” লূক ২১:৩৪। পাছে আপনাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এজন্য সতর্ক থাকুন। সতর্ক থাকুন পাছে আবার রাজার ভোজে আপনাকে বিবাহ বস্ত্র বিহীন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। COLBen 304.2

"কেননা যে দণ্ড তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন।" "ধন্য সেই ব্যক্তি যে জাগিয়া থাকে এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, যেন সে উলঙ্গ হইয়া না বেড়ায় এবং লোকে তাহার অপমান না দেখে।" মথি ২৪:৪৪; প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৫। COLBen 304.3

Chapter 26 - তালন্ত

মথি ২৫:১৩-৩০ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট ক্রুজতুন পর্বতের উপরে তাঁর শিষ্যদের কাছে এই জগতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তাঁর আগমনের সময়ে কী ঘটবে তা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছেন যেন তারা জেগে থাকে এবং প্রস্তুত থাকে। তিনি আবার এই সতর্কবাণী উল্লেখ করলেন, "অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই দণ্ড জাননা।" তারপর তিনি দেখালেন তাঁর আগমনের জন্য জেগে থাকার অর্থ কী। যে সময় ব্যয় হবে তা অলস ভাবে বসে নষ্ট করা যাবে না, কিন্তু কঠোর ভাবে পরিশ্রম করে তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই অংশে তিনি তালন্তের দৃষ্টান্ত নিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। COLBen 305.1

তিনি বললেন "স্বর্গরাজ্য," "যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি একজনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত এবং আর একজনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে, পরে বিদেশে চলিয়া গেলেন।" COLBen 305.2

যে লোকটি ভ্রমণের জন্য দূর দেশে চলে গিয়েছিলেন তিনি খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করেছেন। যখন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় সন্নিকট হয়েছিল তখন তিনি শিষ্যদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন। COLBen 305.3

দৃষ্টান্তে বর্ণিত ক্রীতদাস হল খ্রীষ্টের অনুসারীরা। আমরা আমাদের নিজেদের নই। আমরা "মূল্য দ্বারা ক্রীত" হয়েছি (১ করিন্থীয় ৬:২০), "ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা নয় . . . কিন্তু খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা" (১ পিতর ১:১৮, ১৯), "যেন যাহারা জীবিত আছে তাহারা আর নিজের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন ও উত্থাপিত হইলেন" (২ করিন্থীয় ৫:১৫)। COLBen 305.4

সমস্ত মানুষকে অসীম মূল্য দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। এই পৃথিবীতে স্বর্গের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দেয়ার দ্বারা, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে স্বর্গের সব কিছুর দ্বারা, ঈশ্বর সমস্ত মানুষের ইচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, মন, প্রাণ, আত্মা ক্রয় করেছেন। বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, সকল মানুষ ঈশ্বরের সম্পত্তি। প্রত্যেককে তাঁর সেবা করার জন্য এবং ঈশ্বর যে আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যে দায়িত্ব মানুষের উপরে অর্পণ করা হয়েছে তার সমস্ত হিসেবে মহা বিচারের দিনে দিতে হবে। COLBen 306.1

কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের দাবি মেনে নেয় নি। এটি তারাই গ্রহণ করে যারা খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করার জন্য ঘোষণা দেয়, দৃষ্টান্তে যাদেরকে তাঁর নিজের দাস বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। COLBen 306.2

খ্রীষ্টের অনুসারীদের পরিচর্যার জন্য মূল্য দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচর্যা করতে হবে। খ্রীষ্ট স্বয়ং একজন পরিচর্যাকারী ছিলেন এবং তিনি তাঁর সকল অনুসারীদের পরিচর্যা বা সেবার নিয়ম প্রদান করেছেন। খ্রীষ্ট জগতের কাছে জীবন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যা তাদের নিজস্ব ধারণার চেয়ে অনেক উঁচু। অন্যদের সেবা করার দ্বারা মানুষ খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরিচর্যার নিয়ম একটি সংযোগের শিকলে পরিণত হয় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং সহমানবদের সঙ্গে যুক্ত করে। COLBen 306.3

খ্রীষ্ট তাঁর দাসদের "তাঁর সম্পদের" কিছুটা অর্পণ করেছেন যেন তা তাঁর জন্য ব্যবহার করা হয়। তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ দিয়েছেন। স্বর্গের চিরন্তন পরিকল্পনায় প্রত্যেকের জন্য তার স্থান রয়েছে। প্রত্যেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে মানুষের পরিত্রাণের জন্য কাজ করবে। এই পৃথিবীতে যে বিশেষ স্থানে ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার জন্য তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন, যদি আমরা বিশ্বস্ত ভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে স্বর্গে যে স্থান আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আমরা নিশ্চিতভাবে সেখানে বাস করতে পারব। COLBen 306.4

পবিত্র আত্মার দান

COLBen 307

তালন্ত, যা খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বিশেষ আশীর্বাদ এবং দান অংশ অংশ করে অর্পণ করার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন: "কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়; কিন্তু এই সকল কর্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।" ১ করিন্থীয় ১২:৮-১১। সকল মানুষ একই দান গ্রহণ করে না, কিন্তু প্রভুর সকল পরিচর্যাকারীকে আত্মার কিছু দান দেয়া হবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। COLBen 307.1

খ্রীষ্ট শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তিনি “তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।” যোহন ২০:২২। তিনি আরও বলেছিলেন, “আর দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হইতে শক্তি পরিহিত না হও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি করিও।” লূক ২৪:৪৯। কিন্তু স্বর্গারোহণের পরেই তাঁরা পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাজ করার জন্য বিশ্বাস এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ না করেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসে নি। স্বর্গের সম্পদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা খ্রীষ্টের অনুসারীদের প্রদান করা হয়েছিল। “তিনি ঊর্ধ্বে উঠিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন।” ইফিষীয় ৪:৮, ৭। “কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে।” আত্মা “সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।” ১ করিন্থীয় ১২:১১। খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের দানগুলো রয়েছে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের আত্মা গ্রহণ করার উপরে এই সব দানের প্রকৃত অধিকার নির্ভর করে। COLBen 307.2

পবিত্র আত্মার তালন্তকে অনেক সময় স্বীকৃতি জানানো হয় না। এই তালন্ত যে পূর্ণ হবে তা উপলব্ধি করা হয় না। এটি হল পবিত্র আত্মার অনুপস্থিতি যা সুসমাচার প্রচারের কাজকে অত্যন্ত শক্তিহীন করে দেয়। জ্ঞান, তালন্ত, বাকপটুতা প্রত্যেকটি স্বাভাবিক অথবা মানসিক ও শারীরিক গুণ। এই সব বিষয়ের অধিকারী হলেও ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি ছাড়া কোন হৃদয়কে স্পর্শ করা যাবে না, খ্রীষ্টের পক্ষে কোন পাপীকে জয় করা যাবে না। অন্য দিকে যদি তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যদি পবিত্র আত্মাকে তারা লাভ করে, তাহলে তাঁর অতি সাধারণ এবং অশিক্ষিত শিস্যরাও ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে, যা মানুষের হৃদয়ে কথা বলবে। ঈশ্বর তাদের নিজের সীমানা থেকে বিশ্বের সমস্ত স্থানে গিয়ে তাঁর সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার জন্য মাধ্যম হিসেবে তৈরি করবেন। COLBen 308.1

অন্যান্য তালন্ত

COLBen 308

দৃষ্টান্তে পবিত্র আত্মার বিশেষ দানকে একমাত্র তালন্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। এতে সমস্ত দান এবং গুণাবলী যুক্ত রয়েছে, হতে পারে এটি মৌলিক অথবা অর্জন করা, প্রাকৃতিক অথবা আত্মিক। এই সব কিছুই খ্রীষ্টের পক্ষে পরিচর্যার কাজে প্রয়োগ করার জন্য। তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করার পর আমরা আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সব কিছু নিয়ে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে। তিনি এই দানগুলো আমাদের পবিত্র এবং উন্নত করার জন্য

আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন, যাতে আমরা আমাদের সহমানবকে আশীর্বাদের অংশী করার জন্য ব্যবহার করতে পারি, যেন তিনি গৌরবান্বিত হন। COLBen 308.2

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে "যাহার যেরূপ শক্তি তদনুসারে তাহাকে" দেন। তালন্তকে তিনি খেয়াল খুশি মত বিভাগ করে দেন না। যার পাঁচ তালন্ত ব্যবহার করার যোগ্যতা ছিল সে পাঁচ তালন্ত গ্রহণ করেছিল। যে কেবল দুই তালন্ত ব্যবহার করে উন্নতি করতে পারত সে দুই তালন্ত গ্রহণ করেছিল। যে কেবল এক তালন্ত বুদ্ধি পূর্বক ব্যবহার করতে পারত সে এক তালন্ত গ্রহণ করেছিল। অনেক বড় দান গ্রহণ করতে পারে নি বলে কারো দুঃখ প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষের বিশ্বস্ততার যথাযথ ব্যবহার করার যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি তালন্ত দিয়ে থাকেন, সেই তালন্ত ক্ষুদ্র হতে পারে, বড় হতে পারে। এই একজন যাকে বিশ্বাস করে পাঁচ তালন্ত অর্পণ করা হয়েছিল, সে আরও পাঁচ তালন্ত বৃদ্ধি করে ফেরত দেবে। যাকে কেবল এক তালন্ত দেয়া হয়েছিল, সেও ফেরত দেবে আরও এক তালন্ত। ঈশ্বরের ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা হল, "যাহার যাহা আছে তদনুসারে এবং যাহার যাহা নাই তদনুসারে নয়।" ২ করিন্থীয় ৮:১২। COLBen 308.3

দৃষ্টান্তে "যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখনই গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিল। যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল, সেও তদ্রুপ করিয়া আর দুই তালন্ত লাভ করিল।" COLBen 309.1

তালন্ত অল্প হতে পারে, তবুও তা ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এই প্রশ্নটি খুব বেশি উদ্বেগের বিষয় নয়; আমি কি পরিমাণ গ্রহণ করেছি? আমি যা গ্রহণ করেছি তা দিয়ে আমি কি করছি? আমাদের সমস্ত শক্তির উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের প্রথম যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা হল, ঈশ্বর এবং মানুষের কাছে ঋণী থাকা। এমন কেউ যেন না থাকে যে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রতি দিন সামর্থ, যোগ্যতা আর কার্যক্ষমতার বৃদ্ধি করে না। খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও আন্তরিক ভাবে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে প্রভুর কার্যকারী হওয়ার জন্য যোগ্য করতে পারব। আমরা আমাদের যোগ্যতা এবং গুণ সমূহ যথাযথ ভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারব। COLBen 309.2

প্রভুর মহান কাজ রয়েছে যা আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। যারা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাজ করবে, নিজের ইচ্ছায় এই বর্তমান জীবনে নিবেদিত হয়ে কাজ করবে, তিনি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সমস্ত আশীর্বাদ দান করবেন। প্রভু তাঁর নিজের কার্যকারীকে মনোনীত করেন এবং প্রতিদিন বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর কাজের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য তাদের পরীক্ষা করেন। যারা বিশ্বস্ত তারা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর ভাবে পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে যায়। তারা বিশ্বস্ত এবং খাঁটি বলে তিনি তাঁর

কার্যকারী হিসেবে তাদেরকে মনোনীত করেন না, কিন্তু এর কারণ হল, তারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তারাই অবশেষে সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। COLBen 309.3

ঈশ্বর তাদেরকেই গ্রহণ করেন যারা তাদের মহৎ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করছেন যাতে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করার জন্য তার বাধ্য বাধকতা থাকে। প্রত্যেকের নৈতিক শুদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের বংশগত ঐতিহ্যকে লালন ও রক্ষা করতে গিয়ে এবং মন্দ কাজ করার আগ্রহকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের ধার্মিকতার মানকে নিচু করে না ফেলি। আমাদের এটি বুঝতে হবে যে, চরিত্রের ত্রুটিই হল পাপ। চরিত্রের সমস্ত ন্যায্য এবং উত্তম গুণাবলী ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থান করছে, সমস্ত কিছু ঐক্যের মধ্য দিয়ে কাজ করছে এবং যারা প্রভু যীশুকে তাদের জীবনের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা এই সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট থাকবে। COLBen 310.1

যারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একত্রে কাজ করতে চায় তাদের অবশ্যই দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গের বিশুদ্ধতার জন্য এবং চিন্তার মানকে উন্নত করার জন্য কঠোর ভাবে চেষ্টা করতে হবে। সত্য শিক্ষা হল প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক ক্ষমতার প্রস্তুতি গ্রহণ। ঈশ্বরের কাজের জন্য এটি হল শরীর, মন এবং আত্মার প্রশিক্ষণ। এটি হল সেই শিক্ষা যা অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। COLBen 310.2

ঈশ্বর চান যেন সকল খ্রীষ্টান তাদের সকল কাজে কার্যক্ষমতা এবং যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে। খ্রীষ্ট আমাদের মজুরি পরিশোধ করেছেন, এমন কি আমাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাজের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তাঁর নিজের রক্ত দিয়েছেন এবং দুঃখভোগ করেছেন। এই জগতে এসে তিনি আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যে, কিভাবে আমরা কাজ করব এবং আমাদের পরিশ্রমের মধ্যে কি রকম উদ্যম থাকা উচিত। তিনি চান যেন আমরা তাঁর কাজের অগ্রগতি এবং উন্নতি সাধন করতে পারি এবং তাঁর নাম এই জগতে মহিমান্বিত করতে পারি, তার শিক্ষা লাভ করতে পারি, আমরা যেন সম্মাণের মুকুট পরতে পারি, গভীর ভালবাসা তাঁকে দিতে পারি এবং তাঁর সেবা করতে পারি। পিতা, যিনি "জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" যোহন ৩:১৬। COLBen 310.3

কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের কাছে এই নিশ্চয়তা দেন নি যে, চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ করা খুব সহজ সাধ্য বিষয়। উন্নত চরিত্র এবং চৌকস চরিত্র বংশগত নয়। এই সব আমাদের কাছে দৈব ক্রমে আসে না। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং তাঁর দেয়া পুরস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ঈশ্বর তালন্ত এবং মনের শক্তি দান করে থাকেন; আমরা চরিত্র গঠন করি। কঠোর ভাবে প্রচেষ্টা করে এবং অদম্য ভাবে যুদ্ধ করে আমাদের

নিজেদের চরিত্রকে গঠন করতে হবে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ বংশগত প্রবণতার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। খুব মনোযোগের সঙ্গে আমাদের নিজেদের সমালোচনা করতে হবে। মন্দ এবং প্রতিকূল কোন বিষয়কে আমরা যেন কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় না দিই। কেউ যেন এই কথা না বলে, আমি আমার চরিত্রের ত্রুটিগুলো দূর করতে সমর্থ নই। যদি আপনি এই মনোভাব পোষণ করেন তাহলে আপনি নিশ্চিত ভাবেই অনন্ত জীবন লাভে ব্যর্থ হবেন। অস্বাভাবিক মিথ্যাচার আপনার নিজের ইচ্ছাকৃত কাজ। যদি আপনি ত্রুটি সমূহ দূর করতে না চান তাহলে আপনি তার উপর জয় লাভ করতে পারবেন না। আসল ত্রুটি অপবিত্র হৃদয়ের মন্দতা থেকে উঠে আসে এবং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের কাছে সমর্পণ করার অনিচ্ছা থাকার কারণে চরিত্রের মধ্যে ত্রুটিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। COLBen 311.1

ঈশ্বর তাঁর কাজ চমৎকার ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সামর্থ্য দান করলেও অনেকে আছেন যারা খুব অল্প সম্পাদন করেন। কারণ তাদের প্রচেষ্টা খুব অল্প। হাজার হাজার লোক এমনভাবে জীবন যাপন করছে যেন যার জন্য বেঁচে আছে, তাঁর প্রতি নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা নেই, আরও ভালো এবং উন্নত কোন কিছু পাওয়ার লক্ষ্য নেই। এই রকম মনোভাব থাকলে তারা তাদের কাজের সমানুপাতিক ভাবে পুরস্কার পাবে। COLBen 311.2

মনে রাখবেন যে, যা আপনি নিজে প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করেছেন তার চেয়ে আরও উন্নত মানের কোন কিছু আপনি লাভ করতে পারবেন না। এই জন্য আপনার লক্ষ্য উন্নত করুন এবং ক্রমাগত ভাবে এগিয়ে যান, এমন কি কষ্টকর প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেকে অস্বীকার এবং আত্মত্যাগের দ্বারা, অগ্রগতির মই বেয়ে সমস্ত উন্নতির ও সাফল্যের উপরে উঠে যান। কোন কিছুই যেন আপনাকে বাধাগ্রস্ত না করে। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে মানুষের জীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়, সে হয়ে পড়বে অসহায় এবং তার জীবন হবে অনিশ্চয়তার জীবন। প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তার উপর জয় লাভ করার জন্য স্থির এবং দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। একটি বাধা ভেঙ্গে ফেলতে পারলে আপনি উৎসাহিত হতে পারবেন। এতে আপনি আরও সামর্থ্য লাভ করে সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন। সঠিক পথে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যান, পরিস্থিতি আপনার সহায়ক হবে, প্রতিবন্ধক হবে না। COLBen 311.3

চরিত্রের প্রত্যেকটি গুণের অনুশীলন ও পরিচর্যা করে প্রভুকে মহিমান্বিত করার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোন। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার চরিত্রের উন্নতির প্রতিটি ধাপ তৈরি করুন। এটি আপনি করতে পারবেন; কারণ হনোক মানুষের চরম অধঃপতনের যুগে বাস করেও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। আর আমাদের এ যুগেও হনোকের মত লোক রয়েছে। COLBen 312.1

দানিয়েলের মত নিজেকে স্থির রাখুন, যিনি ছিলেন একজন রাজকর্মচারী। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি প্রলোভনে পতিত হয়েও নিজেকে কলুষিত করেন নি। যিনি আপনাকে ভালবেসে আপনার পাপ দূর করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর উপর আপনি যেন অসন্তুষ্ট না হন। তিনি বলেছেন, "কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।" যোহন ১৫:৫। এই কথা মনে রাখতে হবে। যদি আপনি কোন ভুল করে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জয় লাভ করতে সক্ষম হবেন যদি আপনি ঐ ভুলগুলো দেখতে পান এবং যদি আপনি মনে করেন যে ঐ ভুলগুলো আপনাকে সাবধান করার জন্য সংকেত দিচ্ছে। তাহলে আপনার পরাজয় বিজয়ে পরিণত হবে। আপনার শত্রুদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করুন এবং আপনার মুক্তিদাতাকে যথাযথ সম্মান দিন। COLBen 312.2

ঈশ্বরের চরিত্রের মত চরিত্র গঠন করলে তা এমন সম্পদ হবে যা আমরা এই জগত থেকে পরবর্তী জগতে নিয়ে যেতে পারব। যারা এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের শিক্ষা ও নির্দেশ মেনে চলে তারা স্বর্গীয় আবাস লাভ করবে এবং স্বর্গের সমস্ত সুখ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। আর স্বর্গে আমরা আমাদের চরিত্রকে ক্রমাগতভাবে উন্নত করতে পারব। তাহলে ভেবে দেখুন এই জীবনে চরিত্রকে উন্নত করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যারা স্থির সঙ্কল্প বদ্ধ হয়ে চরিত্রকে খাঁটি করতে আগ্রহী, যা তাদের ন্যায়ের সাথে কাজ করতে সাহায্য করবে, স্বর্গীয় জ্ঞান তাদের শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবে। যারা এই কাজে নিয়োজিত আছে খ্রীষ্ট তাদের প্রত্যেককে এই কথা বলছেন, আমি তোমার ডান হাত হয়ে তোমাকে সাহায্য করব। COLBen 312.3

ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা মিলিত হলে তা মহা শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁর আদেশ অনুযায়ী যে কাজ করা হবে, তা তাঁর শক্তিতেই সম্পাদিত হবে, তাঁর সব আদেশ পালন করা সম্ভব হবে। COLBen 313.1

মানসিক শক্তি

COLBen 313

ঈশ্বর চান যেন তাঁর কার্যকারীরা মানসিক শক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তিনি চান যেন তাঁর কার্যকারীরা আরো বেশি জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং সাংসারিক লোকদের চেয়ে আরও বেশি ভালো এবং মন্দ বিষয়ের পার্থক্য বুঝতে পারে। তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, যারা কার্যক্ষেত্রে অত্যন্ত অমনোযোগী এবং অলস, যা তাদের যোগ্য কার্যকারী হতে বাধা দেয় এবং সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে পারে এমন কার্যকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বর আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে ও সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসি। এই ভালবাসা

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপূর্ণ সামর্থ প্রাপ্ত করার জন্য এর উন্নতি সাধন করতে বাধ্য করে, যাতে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভালো করে জানতে পারি এবং তাঁকে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসতে পারি। COLBen 313.2

যদি পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিজেকে রাখা যায়, তাহলে আরো গভীর ভাবে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করা যাবে, ঈশ্বরের কাজে আরও কার্যকরভাবে এটি ব্যবহার করা যাবে। অশিক্ষিত কোন লোক, যে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য যার আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে, ঈশ্বর তাকে তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু যারা একই ভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং তাঁর শিক্ষা লাভ করার জন্য প্রভুর পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে যাদের আরও সুযোগ রয়েছে, তারা আরও ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টের জন্য কাজ করতে পারবে। তারা অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। COLBen 313.3

ঈশ্বর চান আমরা যেন সম্ভাব্য সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি এবং আমাদের অর্জিত জ্ঞানে অন্যদের অংশী করার জন্য যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেউ জানে না কোথায় তাদের প্রভুর পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং কিভাবে তারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলবে। আমাদের সামনে সম্ভাবনা রয়েছে যা আমাদের দুর্বল বিশ্বাসকে উপলব্ধি করতে দেয় না। আমাদের চিন্তাধারা এবং মনকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যে যদি কখনো জগতের পদস্থকোন কর্মকর্তা বা শাসনকর্তাদের সামনে প্রভুর বাক্যের সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে যেন প্রভুর গৌরবের জন্য উপযুক্ত পথ আমাদের সামনে খুলে যায়। ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধনের সুযোগ এলে আমরা যেন তা হারিয়ে না ফেলি। COLBen 314.1

যারা যুবক তাদের কাজে নিয়োজিত হওয়ার সঙ্গে মানসিক বুদ্ধি লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ঘটা করে আরম্ভ করার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনার নিজের জন্য একটি প্রস্তুত করুন। এটি উপস্থাপন করার জন্য যে কোন একটি ছোট পথ বেছে নিন। পরিমিত ভাবে অনুশীলন করুন। আপনার সম্পদ আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সন্তুষ্টি লাভ করতে কিংবা আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করবেন না। ঈশ্বর আপনাকে যে ভাবে আহ্বান করেছেন, সেই ভাবে নিজেকে কার্যকর এবং দক্ষ করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হোন। যে দায়িত্ব ভার আপনি গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে এবং বিশ্বস্ত ভাবে পালন করুন। আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার আয়ত্বের মধ্যে যে কোন সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করুন। উত্তম বই অধ্যয়নের সঙ্গে কার্যকর কায়িক পরিশ্রমকে যুক্ত করুন। বিশ্বস্ত ভাবে প্রচেষ্টার দ্বারা, একান্ত মনোযোগ এবং প্রার্থনার দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে নিশ্চিত করুন, যা উপর থেকে আসে। এটি COLBen 314.2

আপনাকে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করবে। এভাবে আপনি আপনার চরিত্রকে উন্নত করতে পারবেন এবং অন্যদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জয় করতে পারবেন এবং তাদের সাধুতা ও পবিত্রতার পথে চালাতে সক্ষম হবেন। COLBen 314.3

যদি আমরা আমাদের সুযোগ এবং সুবিধাগুলো সক্রিয় করে কাজে প্রয়োগ করি তাহলে আমরা আরও বেশি আত্ম শিক্ষার কাজ সম্পন্ন করতে পারব, যা প্রকৃত ও সত্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তার চেয়ে আরও বেশি জ্ঞান লাভ করা যায় ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের বই যখন অধ্যয়ন করতে বসি তখন তা অবহেলা করতে পারি না এবং তা তুচ্ছ মনে করতে পারি না, কারণ এখানে অনেক উচ্চ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় যা ঈশ্বর এই জগতে রেখেছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন তাদের পবিত্র বাইবেল হাতে নেয় এবং মহান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা মনের স্থিরতা এনে এবং সুশৃঙ্খল করে ঐশ্বরিক সত্যের জন্য কঠোর ভাবে যুদ্ধ করুক। COLBen 315.1

যারা জ্ঞানের জন্য ক্ষুধার্ত তারা যেন তাদের সহ মানবদের আশীর্বাদ করতে পারে, সেজন্য তারা নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মহা আশীর্বাদ লাভ করবে। তাঁর বাক্যের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক শক্তি জেগে উঠবে যাতে তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তৎপর হতে পারে। তাদের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং উন্নতি ঘটবে এবং মন শক্তিশালী হবে এবং কার্যক্ষমতা লাভ করবে। COLBen 315.2

যিনি ঈশ্বরের কার্যকরী হতে চান তাঁদের প্রত্যেককেই নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল করার জন্য অনুশীলন করতে হবে। এটি বাকপটু অথবা অত্যন্ত মেধাবীদের চেয়েও বেশি কাজ সম্পাদন করতে পারবে। যারা খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করছে এবং যারা আত্মনিয়ন্ত্রণহীন মহা জ্ঞানী, তাদের চেয়ে সাধারণ মনের মানুষ এবং যারা খুব ভালো ভাবে নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে তারা আরও বেশি কাজ করতে পারবে এবং তাদের চেয়ে আরও ভালো কার্যকারী হতে পারবে। COLBen 315.3

কথা

COLBen 315

বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা হল একটি তালন্ত বা গুণ যা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে। আমরা যে সমস্ত দান ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকি, তার চেয়ে দক্ষতা বিশিষ্ট এই মহা আশীর্বাদের চেয়ে বড় আর কোন দান নেই। আমাদের কথার দ্বারা আমরা লোকদের মনকে নমনীয় এবং অনুপ্রাণিত করতে পারি, এর দ্বারা আমরা প্রার্থনা উৎসর্গ করি এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করি। এবং এর দ্বারা আমরা অন্যদের কাছে মুক্তিদাতার

ভালবাসার কথা বলে থাকি। তাহলে মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে এটি আরও বেশি অনুশীলন করা কত না গুরুত্বপূর্ণ। COLBen 315.4

কথার উন্নতি সাধন করা এবং এর সঠিক ব্যবহার ভীষণ ভাবে অবহেলিত হচ্ছে, এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তি এবং কর্মতৎপর খ্রীষ্টানদের দ্বারা উপেক্ষিত হচ্ছে। অনেকে আছেন যারা পাঠ করেন অথবা কথা বলেন খুব আস্তে কিংবা খুব দ্রুত, যা তারা তাৎক্ষণিক ভাবে বুঝতে পারেন না। অনেকে আছেন যাদের কণ্ঠস্বর মোটা এবং উচ্চারণ অস্পষ্ট, অনেকে আছেন যারা অত্যন্ত উচ্চ স্বরে, তীক্ষè এবং কর্কশ ভাবে কথা বলেন, যা শ্রোতাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক। বাইবেলের কোন ছোট অংশ, কোন মূল রচনা, ঈশ্বরের স্তব এবং কোন বিবরণ, ও অন্যান্য কোন লেখা লোকদের সমাবেশে উপস্থাপনের সময় কখনো কখনো এমন ভাবে পাঠ করা হয় যে তারা বুঝতে পারেন না এবং এই কারণে প্রায়ই তাদের শক্তি এবং অন্যদের হৃদয় স্পর্শ করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেন। COLBen 316.1

এটি অত্যন্ত বাজে বিষয় এবং এটি সংশোধন করা প্রয়োজন। এই বিষয়ের উপরে বাইবেলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইষ্রার সময়ে লেবীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লোকদের সামনে পাঠ করত, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এইরূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক সেই পুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা, পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিল।" নহিমিয় ৮:৮। COLBen 316.2

আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টার দ্বারা সকলেই বোধগম্য ভাবে পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তারা পরিণত, পরিষ্কার, স্পষ্ট কণ্ঠে, সুস্পষ্ট, এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে কথা বলতে পারবে। এটি করার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের কার্যকারী হিসেবে আমাদের কর্ম দক্ষতাকে অনেক বেশি বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করতে পারব। COLBen 316.3

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের দায়িত্ব হল খ্রীষ্টের গুপ্ত ধন সম্পদের বিষয়ে অন্যদের জানানো। এই কারণে কথা বলার দক্ষতার জন্য তাকে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করতে হবে। তিনি লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন যে, শ্রোতাদের তিনি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন। মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে এটা তাঁর ইচ্ছা নয়। এটি তাঁর ইচ্ছা নয় যে, মানুষ ছোট হয়ে কিংবা মর্যাদাহীন হয়ে বাস করুক। তিনি চান যেন স্বর্গের আশীর্বাদ তার মধ্য দিয়ে জগতে প্রবাহিত হয়। COLBen 316.4

যিনি প্রকৃত আদর্শ, আমাদের উচিত তাঁর দিতে তাকানো। আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর কাছে আমাদের শক্তি চাইতে হবে যাতে আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রশিক্ষিত করে তাঁর কাজে নিখুঁত ভাবে ব্যবহার করতে পারি। COLBen 317.1

বিশেষ করে যারা জন সাধারণের মধ্যে কাজ করার জন্য আহ্বান পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সকল সুসমাচার প্রচারক এবং শিক্ষকদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি লোকদের কাছে যে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন তা অনন্ত জীবনের মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চূড়ান্ত হিসেবের মহা দিনের সময় সত্য কথন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আর কিছু লোকের কাছে এমন ভাবে সুসমাচার তুলে দেয়া হয় যে, তারা এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হয় তারা সুসমাচার গ্রহণ করবে কিংবা তা বর্জন করবে। তাই এমন ভাবে কথা বলতে হবে যে যেন তা বোধগম্য হয় এবং অন্তরকে স্পর্শ করে। ধীরে, স্পষ্ট ভাবে, এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবে কথা বলতে হবে। তথাপি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে কথা বলতে হবে যা এর গুরুত্ব দাবী করে। COLBen 317.2

খ্রীষ্টিয় কাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কথা বলার ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এটি পারিবারিক জীবনে সম্পৃক্ত রয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপচারিতার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে। আমাদের উচিত মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠে কথা বলার অভ্যাস করা, খাঁটি ও শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা এবং দয়াপূর্ণ ও সৌজন্য মূলক ভঙ্গিতে কথা বলা। সুমিষ্ট এবং ভদ্রোচিত কথা মানুষের অন্তরে শিশির ও কোমল বৃষ্টির ধারার মত। পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর মুখে অনুগ্রহ ঢেলে দেয়া হয়েছিল, “যেন আমি বুঝিতে পারি, কিরূপে ক্লান্ত লোককে বাক্য দ্বারা সুস্থির করিতে হয়।” গীতসংহিতা ৪৫:২; যিশাইয় ৫০:৪। আর প্রভু ঈশ্বর আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, “তোমাদের বাক্য সর্বদা অনুগ্রহযুক্ত হউক, লবণে আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন উত্তর দিতে হয়, তাহা যেন তোমরা জানিতে পার,” (কলসীয় ৪:৬) “তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজন মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়” (ইফিষীয় ৪:২৯)। COLBen 317.3

অন্যদের সংশোধন কিংবা সংস্কার করতে চাইলে আমাদের কথা বার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমাদের কথাই আমাদের জীবনের সুগন্ধ স্বরূপ হবে অথবা মৃত্যুর দুর্গন্ধ স্বরূপ হবে। অনেকে তিরস্কার কিংবা পরামর্শ দেবার সময় তীক্ষ্ম এবং অত্যন্ত কঠোর ভাবে কথা বলে থাকেন। এই রকম কথা কোন ক্ষত হৃদয়কে আরোগ্য করার জন্য উপযোগী নয়। এই রকম অবিবেচনা প্রসূত কথা মানুষের অন্তরে বিরক্তির COLBen 318.1

সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রায়ই এই রকম ভুলের কারণে বিদ্রোহের মনোভাব অন্তরে জেগে ওঠে। যারা সত্যের নীতির পরামর্শ দাতা হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের স্বর্গীয় ভালবাসার অভিষেক গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে আমাদের কথা মানুষকে সংশোধন করবে, তাদের উত্তেজিত করবে না। খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা কর্ম ক্ষমতা এবং শক্তি প্রদান করবেন। এটিই হল তাঁর কাজ। COLBen 318.2

অবিবেচনা প্রসূত একটি কথাও যেন বলা না হয়। কোন মন্দ কথা, কোন চপল বা অসার কথা, খিটখিটে মেজাজে বা অসন্তোষ প্রকাশ করে কথা বলা, অসৎ পরামর্শ, এই সমস্ত যেন কখনো খ্রীষ্টের কোন অনুসারীর মুখ থেকে বের না হয়। প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে লিখেছেন, "তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক।" ইফিষীয় ৪:২৯। মন্দ কথা বার্তা জঘন্য অর্থ ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করে না। যে সব কথা পবিত্র শাস্ত্র এবং খাঁটি ও অকলুষিত ধর্মের বিরোধী, সেই সব কথা হল অপবিত্র। এই ধরনের কথা অপবিত্রতার ইঙ্গিত দেয় এবং এটি শয়তানের ব্যাঙ্গোক্তি। তাৎক্ষণিকভাবে যদি এর প্রতিরোধ করা না হয় তাহলে এই সব কথা মানুষকে মহা পাপের দিকে চালিত করবে। COLBen 318.3

প্রতিটি পরিবারের উপর, ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের উপর এই দায়িত্ব রয়েছে যাতে যে কোন উপায়ে মন্দ কথা বলার বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমবেত লোকদের মধ্যে কিংবা সঙ্গীদের মধ্যে কেউ মন্দ কথা বলতে থাকে, তখন আমাদের দায়িত্ব হল যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন আলোচনার বিষয় বস্তু পরিবর্তন করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাহায্য নিয়ে আমরা এই সব কথা সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দিতে পারি অথবা একটি বিষয় উপস্থাপন করতে পারব যা ফলদায়ক পথে আলোচনা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। COLBen 318.4

বাবা মায়ের দায়িত্ব হল তাদের ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত কথা বলার অভ্যাসের জন্য শিক্ষা দেয়া। এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার সবচেয়ে উত্তম শিক্ষালয় হল আমাদের পারিবারিক জীবন। শৈশব কাল থেকে শিশুদেরকে তাদের বাবা মায়ের প্রতি সম্মান সূচক এবং ভালবাসা প্রকাশ করে এমন কথা বলার শিক্ষা দিতে হবে। একইভাবে সম্পর্ক অনুযায়ী কথা বলার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। তাদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে, যেন তাদের মুখ থেকে কেবল ভদ্রোচিত, সত্য এবং মার্জিত, ও নির্দোষ কথা বের হয়। বাবা মায়েদের নিজেদেরকেও খ্রীষ্টের শিক্ষালয়ের প্রাত্যহিক শিক্ষার্থী হতে হবে। তাহলে তারা নৈতিক শিক্ষা এবং উদাহরণের দ্বারা তাদের ছেলে মেয়েদের "অদূষ্য নিরাময় বাক্য" শিক্ষা দিতে পারবেন, তীত ২:৮। তাদের কাজের মধ্যে এটি অন্যতম বড় এবং অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। COLBen 319.1

খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের কথা বার্তা এমন ভাবে বলা উচিত যাতে তা খ্রীষ্টিয় জীবনে একে অপরকে সাহায্য এবং উৎসাহ দান করতে পারে। আমরা যে ভাবে কথা বলি তার চেয়ে আরো বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যেন আমাদের প্রতিটি কথা মহা মূল্যবান হিসেবে গণ্য হতে পারে। আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমাপূর্ণ ভালবাসা এবং আমাদের মুক্তিদাতার অতুলনীয় গভীর ভালবাসার কথা বলা উচিত। আমাদের কথাগুলো যেন প্রশংসা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কথা হয়। যদি আমাদের মন এবং অন্তর ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হয় তাহলে আমাদের কথা বার্তায় তা প্রকাশ পাবে। আমাদের আত্মিক জীবনে এটি যুক্ত করা

কোন জটিল বিষয় হবে না। উচ্চ চিন্তা, উচ্চাকাঙক্ষা, সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান, নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য, ঈশ্বর ভক্তি ও পবিত্রতার জন্য তীব্র আকাঙক্ষা, কথার মধ্যে ফল উৎপন্ন করে যা হৃদয়ের মূল্যবান চরিত্রকে প্রকাশ করে। যখন খ্রীষ্ট এই ভাবে আমাদের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল, তখন এটি তাঁর পক্ষে আত্মা জয়কারী শক্তিতে পরিণত হয়। COLBen 319.2

তাদের কাছেই খ্রীষ্টের কথা আমাদের বলতে হবে যারা তাঁকে জানে না। খ্রীষ্ট যেভাবে করেছিলেন আমাদেরকেও সেইভাবে কাজ করতে হবে। সমাজ গৃহে, রাস্তার পাশে, পার থেকে কিছুটা দূরে নৌকার মধ্যে, ফরীশীর ঘরে ভোজে, করগ্রাহীদের টেবিলে, যেখানেই তিনি থামতেন, লোকদের কাছে উন্নত জীবন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। প্রাকৃতিক কোন বিষয় বা জিনিস, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা, যার সঙ্গে তিনি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন সেগুলোর সঙ্গে সত্যের বাক্য যুক্ত করে তিনি কথা বলতেন। তাঁর শ্রোতাদের অন্তর তাঁর দিকে আকর্ষিত হত; কারণ তিনি তাদের রোগ থেকে সুস্থতা দান করেছিলেন, যারা দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল তাদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছিলেন। তিনি তাদের ছেলে মেয়েদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। যখন তিনি কথা বলার জন্য মুখ খুলতেন, লোকদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ তাঁর উপরে নিবদ্ধ হত এবং কারো কারো কাছে তাঁর কথা প্রশান্তির জলধারা বলে মনে হত, যা তাদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করত এবং তারা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করত। COLBen 320.1

এই বিষয়টি আমাদের মধ্যেও থাকা উচিত। আমরা যেখানেই থাকি অন্যদের কাছে মুক্তিদাতার কথা বলার জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে। ভালো কাজ করার জন্য যদি আমরা খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি তাহলে যেভাবে খ্রীষ্টের কথা শোনার জন্য লোকেরা তাদের অন্তরকে খুলে দিত ঠিক তেমনি আমাদের কথা শোনার জন্য তারাও তাদের অন্তর খুলে দেবে। দ্রুত বা হঠাৎ করে নয়, কিন্তু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার কথা বলতে হবে। আমাদের তাঁর কথা বলতে হবে, যিনি একমাত্র মুক্তিদাতা প্রভু এবং যিনি সমস্ত প্রেমের পূর্ণতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে আমরা কথার তালন্তে প্রয়োগ করতে পারি। এটি আমাদের দেয়া হয়েছে যেন আমরা পাপ ক্ষমাকারী ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করতে পারি। COLBen 320.2

প্রভাব

COLBen 320

খ্রীষ্টের জীবন ছিল সীমাহীন বিস্তৃত এবং অপরিমেয় প্রভাব বিশিষ্ট, এই প্রভাব ঈশ্বরকে বেষ্টিত করেছিল এবং সকল মানুষের পরিবারকে তা বেষ্টন করে আছে। ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে প্রভাব বিস্তার দ্বারা মানুষকে অনুগ্রহ দান করেছেন তা তার নিজের

পক্ষে অর্জন করে জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা আমাদের সহমানবদের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত আছি, যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার বাধ্য বাধকতা রয়েছে। কোন মানুষ তার সহমানবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজেকে পরমুখাপেক্ষী বিহীন রাখতে পারে না। কারণ প্রত্যেকের কোন উপকার অন্যকে প্রভাবিত করবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেকে যেন অন্যদের মঙ্গল করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং তাদের সুখ শান্তি বৃদ্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে। COLBen 320.3

প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে আছে। হয়তো এটি জীবন দানকারী বিশ্বাসের শক্তি, সাহস, আশা, ভালবাসার সুমিষ্ট সৌরভের মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে। অথবা হতে পারে দুঃখদায়ক এবং কষ্টকর অবস্থা, অতৃপ্ততার জন্য অসন্তোষ এবং স্বার্থপরতার মধ্যে অবস্থান করছে, অথবা পাপ লালন করে মারাত্মক দূষিত এবং বিষাক্ত অবস্থার মধ্যে বাস করছে। আমাদের চারপাশে যে পরিবেশে আমরা বেষ্টিত হয়ে আছি, প্রতিটি মানুষ, যাদের সংস্পর্শে আমরা আসি, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে আমরা আক্রান্ত হই। COLBen 321.1

এটি একটি দায়িত্ব যা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করে রাখতে পারি না। আমাদের কথা, আমাদের কাজ, আমাদের আচরণ, এমন কি আমাদের মুখমণ্ডলের ভাবের প্রকাশ, এই সব কিছুরই প্রভাব রয়েছে। এই সব বিষয়ের উপর যে প্রভাব ফেলে তা কি ভাল না মন্দ তা কেউ বলতে পারে না। প্রতিটি আবেগ এই ভাবে বীজ বপন করার কাজে অংশ নেয় যা বৃদ্ধি পায় ফল প্রদানের জন্য। মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনা লম্বা শেকলের মধ্যে পরস্পর যুক্ত রয়েছে। এর বিস্তৃতি কত দূর পর্যন্ত রয়েছে আমরা তা জানি না। যদি আমরা আমাদের উত্তম আদর্শের উন্নতি সাধন করার দ্বারা অন্যদের সাহায্য করি তবে তা তাদের ভালো কাজ করার জন্য শক্তি জোগাবে। তাদের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তারা অন্যদেরকেও একই ভাবে প্রভাবিত করতে উদ্যোগী হবে। এভাবে আমাদের অজানা প্রভাবের ফলে হাজার হাজার লোক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে। COLBen 321.2

যদি কোন পুকুরে ঢিল ছুড়ে মারা হয় তাহলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হবে এবং এই ঢেউগুলো বৃত্তের আকার ধারণ করে একটির পর একটি ঢেউ সৃষ্টি হয়ে ক্রমাগত বিস্তৃতি পেতে থাকবে। আর যে পর্যন্ত ঢেউগুলো পুকুরের পাড় স্পর্শ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢেউগুলো বিস্তৃত হতে থাকবে। আমাদের প্রভাবও এই রকম। আমাদের জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে প্রভাব তা অন্যদের উপর আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ হতে পারে। COLBen 322.1

চরিত্র হল শক্তি। সত্যের নীরব সাক্ষী, নিঃস্বার্থ ঈশ্বর ভক্তির জীবন চালিয়ে যাওয়া হল অধিকাংশ রূপে শক্তিশালী প্রভাব। খ্রীষ্টের চরিত্র আমাদের জীবনের মধ্যে প্রকাশের দ্বারা

তার সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা আত্মা জয়ের কাজ করতে পারব। কেবল আমাদের জীবনে তাঁর চরিত্রকে প্রকাশের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করতে পারব। আর আমাদের প্রভাবের বৃত্তের বিস্তৃতি ঘটলে আমরা আরও ভালো কাজ করতে সক্ষম হব। যখন কেউ খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ঈশ্বরের সেবা করার কথা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে তার প্রাত্যহিক জীবনে খ্রীষ্টের আচরণগুলো অনুশীলন করতে হবে। যখন প্রতিটি কাজ এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে তারা ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ মাত্রায় ভালবাসে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসে তখন তাদের মণ্ডলী জগতকে আন্দোলিত করার শক্তি লাভ করবে। COLBen 322.2

কিন্তু এ কথা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, মন্দ কাজের জন্য প্রভাব কম শক্তিশালী নয়। কেউ যদি তার নিজের জীবন হারায় তা হবে মারাত্মক বিষয়। কিন্তু তাদের নিজ জীবন হারানোর কারণ আরও বেশি মারাত্মক। আমাদের প্রভাব যদি এমন হয় যা লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, কিন্তু তা তাদের মঙ্গলের জন্য, তবুও আমাদের সেই প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করতে হবে। অনেকে আছেন যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন। মণ্ডলী এত দুর্বল হওয়ার কারণ এটি। অনেকে আছেন যারা সরাসরি সমালোচনা এবং দোষারোপ করাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা এবং অসন্তোষের মনোভাব প্রকাশ করে তারা নিজেদেরকে শয়তানের হাতিয়ার রূপে তুলে ধরে। তারা যদি উপলব্ধি করতে পারত তাহলে দেখতে পেত যে তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিপরীতে কাজ করছে। তাদের মধ্য দিয়ে অসৎ এবং দুষ্টতার প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে, শয়তানের তীরগুলো তাদের নিশানা খুঁজে পেয়েছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সুস্পষ্ট নাস্তিকতা তাদের আবদ্ধ করে রেখেছে, অন্যথায় তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে পারত। এর মধ্যে শয়তানের পক্ষে যারা কাজ করে তারা আত্মতৃপ্তির দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকায় যাদের তারা নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদী হওয়ার পথে চালিত করেছে এবং যারা এখন তিরস্কার ও সনির্বন্ধ অনুরোধের চরম বিপক্ষে। যারা নৈতিক উৎকর্ষ সম্পন্ন এবং ধার্মিক তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে তারা আত্ম তৃপ্তি অনুভব করে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, চরিত্রের এই বিনষ্টতা তাদের নিজেদের অসংযত ভাষা এবং বিদ্রোহী হৃদয়ের কাজ। তাদের প্রভাবের মধ্য দিয়ে অন্যরা প্রলোভিত হয়ে পতিত হয়। COLBen 322.3

এই রকম নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থ চরিতার্থ করা, এবং অসতর্কতা ও উদাসীনতা কোন কোন খ্রীষ্টিয়ানের চরিত্রের অংশ হওয়ার ফলে অনেক আত্মাকে তারা জীবনের পথ থেকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অনেকেই আছেন যারা তাদের প্রভাবের ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন হতে ভয় পাবে। COLBen 323.1

কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমরা এই তালন্তের সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হব। আমাদের নিজেদের এমন কিছুই নেই যা দিয়ে আমরা অন্যদের মঙ্গলের জন্য প্রভাব বিস্তার করতে পারি। যদি আমরা আমাদের অক্ষমতা এবং আমাদের ঐশ্বরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের উপরে নির্ভর করব না। আমরা জানি না একটি দিনে, ঘণ্টায় বা একটি মুহূর্তে কি কি ফল নির্ধারিত হবে এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের সমস্ত কাজের ভার অর্পণ না করে আমরা কখনোই যেন আমাদের দিনের কাজ আরম্ভ না করি। তাঁর স্বর্গদূতগণ আমাদের উপর লক্ষ রাখার কাজে নিয়োজিত আছেন। যদি আমরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকি তাহলে যখন কোন বিপদ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন তাঁরা আমাদের ডান হাত স্বরূপ হবেন। যখন আমরা আমাদের অজান্তে অন্যায্য প্রভাব প্রয়োগের ফলে বিপদের সম্মুখীন হই, তখন স্বর্গদূতগণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, তাঁরা তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের আরও ভালো উপায়ে দেখিয়ে দেন, আমাদের জন্য আমাদের কথা মনোনীত করেন এবং আমাদের কাজকে প্রভাবিত করেন। আমার প্রভাব হয়তো এইভাবে নীরবে এবং অজ্ঞাতসারে বিস্তার ঘটাতে পারে, কিন্তু তা অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে এবং স্বর্গীয় জগতের কাছে আনার জন্য অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হবে। COLBen 323.2

সময়

COLBen 324

আমাদের সময় ঈশ্বরের অধিকার ভুক্ত। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর এবং তাঁর গৌরবের জন্য। এই সময়কে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের পবিত্র দায় দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের সময় ছাড়া ঈশ্বর অন্য কোন তালন্ত দেন নি, যে তালন্তে তিনি আমাদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠিন হিসাব চাইবেন। COLBen 324.1

সময়ের মূল্য গণনার বাইরে। খ্রীষ্ট প্রতিটি মুহূর্তকে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করতেন। আমাদেরও একইভাবে সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের জীবনের সময় খুব অল্প। হয়তো তা আমরা অবহেলায় নষ্ট করছি। কিন্তু এই জগতে আমাদের পরীক্ষা কালের সময় খুব অল্প, যে সময়ের মধ্যে আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। আমাদের সময় নষ্ট করার মত কোন সুযোগ নেই, আমাদের আত্ম সুখে নিজেকে সঁপে দেয়ার মত সময় নেই, পাপের প্রশ্রয় দেবার জন্য সময় নেই। এখন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, অনন্ত জীবনের জন্য চরিত্রকে গঠন করব। আমরা এখন কঠোর বিচারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব। COLBen 324.2

মানুষ অনেক কষ্টে হয়তো তাদের জীবন যাত্রা শুরু করেছে, তবে তা শুরু করেছে মৃত্যুর জন্যই। কারণ প্রত্যেকের জীবনে মৃত্যু অবধারিত। মানুষ যদি অনন্ত জীবন লাভের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে না পারে তাহলে তার সারা জীবনের অক্লান্ত এবং কঠোর পরিশ্রম হবে অর্থহীন। যে মানুষ তার জীবন যাত্রায় সময়ের মূল্য দেয় তার জন্য একটি সুবৃহৎ আবাসস্থল এবং একটি জীবন প্রস্তুত করে রাখা হবে, যা চিরকাল স্থায়ী, অবিনশ্বর। এটি অতি উত্তম যে, সে জন্ম গ্রহণ করেছিল। COLBen 324.3

আমাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যেন আমরা সময় কিনে নিই। কিন্তু অবহেলায় যে সময় চলে যায় তা আর কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। পিছনের একটি মুহূর্তকে আমরা আবার আমাদের কাছে ডেকে আনতে পারব না। আমাদের সময়কে একটি মাত্র উপায়ে আমরা কিনতে পারি এবং রক্ষা করতে পারি, তা হল আমাদের হাতে অবশিষ্ট যে সময় এখনও রয়েছে আমরা যেন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে মহা পরিকল্পনা রয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ সময়কে ব্যয় করি। COLBen 325.1

যে তাঁর চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পেরেছে, সে একটি অবস্থানে যেতে পারবে। সে হবে ঈশ্বরের পুত্রে পরিণত হয়েছে, রাজকীয় পরিবারের সদস্য, স্বর্গস্থরাজার সন্তান হয়েছে। সে স্বর্গদূতগণের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। COLBen 325.2

আমাদের সহমানবদের পরিত্রাণের জন্য পরিশ্রম করার সময় এখনই। অনেকে মনে করেন যদি তারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে তাদের টাকা ব্যয় করেন, তাহলে তাঁর জন্য তাদের সব কিছু করা হয়ে গেছে। যে মহা মূল্যবান সময় তাদের হাতে রয়েছে যদি তা খ্রীষ্টের জন্য তারা ব্যয় করে, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত কাজের হয়তো বা ক্ষতি হবে, তাতে অবনতি ঘটবে। কিন্তু এটি সকলের সুযোগ এবং দায়িত্ব, যারা সুস্থআছে এবং যাদের শক্তি ও সামর্থ রয়েচে তারা সকলেই যেন ঈশ্বরের কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য তৎপর হয়। সকলেই যেন খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয়ের কাজ করে। টাকা পয়সা দান করার মধ্য দিয়ে আত্মা জয় করা সম্ভব নয়। COLBen 325.3

প্রতিটি মুহূর্তের চিরস্থায়ী পরিণতি রয়েছে। আমরা সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে আছি মুহর্তের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার জন্য, যেন এক মুহূর্তের নির্দেশে প্রস্তুত হয়ে আমরা কার্য ক্ষেত্রে যেতে পারি। এখনই আমাদের সুযোগ রয়েছে যেন আমরা সেই সব লোকদের কাছে জীবনের বাক্য তুলে ধরি যাদের তা প্রয়োজন আছে। কারণ এমন হতে পারে এর পর হয়তো আমরা তার কাছে জীবনের বাক্য তুলে ধরার মত আর কোন সুযোগ পাব না। ঈশ্বর হয়তো এই লোকটির মত বলতে পারেন, “অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবী করিয়া লওয়া যাইবে।” আমাদের অবহেলার কারণে হয়তো সে প্রস্তুত থাকবে না

(লূক ১২:২০)। মহা বিচারের দিনে ঈশ্বরের কাছে কীভাবে আমরা আমাদের হিসেব প্রদান করব? COLBen 325.4

অস্থায়ী এবং জাগতিক বিষয়ের মধ্যে ডুবে থেকে মানুষ জীবন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ থাকতে চায়। চিরস্থায়ী লাভের বিষয়ের সাথে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের তুলনা করতে গিয়ে মানুষ কষ্টের একঘেয়েমি এবং উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকে। জীবনের এই অস্থায়ী বিষয়ের মধ্যে বাস করলেও ঈশ্বর আমাদের তাঁর সেবা করার জন্য ডেকেছেন। প্রকৃত ধর্মের যে অংশ তাতে অংশ নিয়ে কঠোর ভাবে পরিশ্রম করতে হবে, যেমন ঈশ্বর ভক্তির কাজ। বাইবেল অলসতাকে কোন ভাবেই অনুমোদন দেয় নি। এটি হল মহা অভিশাপ, যা আমাদের জগতকে আক্রান্ত করেছে। প্রতিটি পুরুষ এবং নারী যারা প্রকৃত ভাবে প্রভুকে বিশ্বাস করেছে, তাদের সকলকে পরিশ্রমী ও কার্যকারী হতে হবে। COLBen 326.1

আমাদের জ্ঞান অর্জন এবং মানসিক আচরণের উত্তমতা নির্ভর করে আমাদের সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার এবং এর উন্নতি সাধন করার উপর। বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দারিদ্রতা, নম্রতার অভাব, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়ার দরকার হয় না। মানুষ সময় ব্যয় করে তার ইচ্ছা অনুযায়ী। কিছু সময় এখানে আর কিছু সময় ওখানে, যা উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়। সকালের সময়টা প্রায়ই বিছানায় শুয়ে কেটে যায়। সময় ব্যয় হয় বাসে, ট্রেনে, ব্যক্তিগত গাড়িতে অথবা অন্য কোন গাড়িতে চড়ে ভ্রমণ করে, কিংবা কোন স্টেশনে যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করে, আহারের সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। যারা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত মন্থর, তাদের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট হয় - যদি একটি বই হাতে থাকে এবং সময়ের অংশগুলো অধ্যয়নে উন্নতি সাধন করে, পাঠ করে অথবা যে কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে সেই বিষয়ে গভীর চিন্তা করে। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে সময় ব্যয় হয়। স্থির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিবিষ্ট থাকা এবং সময়ের যত্নশীল মিতব্যয় মানুষকে জ্ঞান অর্জন এবং মানসিক শৃঙ্খলা অর্জন করতে সক্ষম করবে, যা প্রভাব এবং কার্যকারিতার যে কোন অবস্থার জন্য তাদের উপযুক্ত করবে। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের দায়িত্ব হল শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে ও অতি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য অভ্যস্ত হওয়া। যে কোন চরিত্রের কাজে মন্থরতা এবং বিশৃঙ্খলতার জন্য কোন অজুহাত দেয়া যাবে না। যখন কেউ কোন কাজে সব সময় ব্যাপৃত থাকে কিন্তু কখনোই তা সম্পন্ন করতে পারে না, এর কারণ হল সে কখনোই তার মন এবং অন্তর দিয়ে পরিশ্রম করার জন্য নিবিষ্ট থাকে নি। যে লোক সব কিছুতে মন্থর গতি এবং যে লোকের সব কাজে অসুবিধা হয় এবং সব কাজে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, এই সব ত্রুটিগুলো সংশোধন করা যায় এবং তা করতে হবে। তাকে গভীর ভাবে চিন্তা করে পরিকল্পনা করতে হবে যে, কীভাবে সময়কে ব্যবহার করে সবচেয়ে ভালো ফল লাভ করার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেউ কেউ কৌশল এবং

পদ্ধতির দ্বারা কোন কাজ পাঁচ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে, যা অন্যরা সেই কাজ দশ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। কেউ কেউ আছে যারা সাংসারিক কাজে পরিশ্রম করে। তারা সব সময় কাজ করে না, কারণ তাদের অনেক কাজ করার থাকলেও সময় রক্ষা করার জন্য তারা পরিকল্পনা করে না। তারা তাদের মন্থর গতি এবং দেরিতে কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনেক কাজ করার থাকলেও তা সম্পন্ন করতে পারে না। কিন্তু যারা এই সব অযথা সময় নষ্ট করা এবং ধীর গতিতে কাজ করার মনোভাবকে দূর করতে চায় তারা নিশ্চয়ই তা করতে সক্ষম হবে। তাদের কাজে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে কাজ তার করণীয় আছে তা কত সময়ের মধ্যে সে সম্পন্ন করতে পারবে। আর তখন সে নিরূপিত সময়ের মধ্যে কাজ করার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করবে। তার ইচ্ছা শক্তির ব্যবহারের দ্বারা তার হাতকে সে দ্রুত চালাতে সক্ষম হবে। COLBen 326.2

দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাবের কারণে তারা কার্যকর হতে পারে না এবং নিজেদের সংশোধন করতে পারে না। এভাবে তারা ভুল কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটবার মানুষে পরিণত হয়। অথবা তারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে যথাযথ ভাবে এবং সফলতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তখন তারা দেখতে পাবে যে, যে কোন জায়গায় এবং সব জায়গায় তাদের চাহিদা রয়েছে। তারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তারা বুঝবে যে, তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং তারা নৈতিক উৎকর্ষ সম্পন্ন। অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এবং তরুণ তরুণীরা পরিবারের দায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সময় ব্যয় করে। আর এভাবে তারা দেখায় যে, বাবা মায়ের সঙ্গে তাদের ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তরুণরা তাদের শক্ত সমর্থ কাঁধে অনেক দায়িত্ব তুলে নিতে পারে যা কেউ কেউ অবশ্যই বহন করতে পারবে। COLBen 327.1

প্রথম বছর থেকেই খ্রীষ্টের জীবন ছিল আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান কর্মশীলতার জীবন। তিনি নিজেকে তুষ্ট করার জন্য জীবন যাপন করেন নি। তিনি অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর জাগতিক পিতা যোষেফের সঙ্গে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই জগতে এসেছিলেন চরিত্র গঠনকারীরূপে এবং তাঁর সমস্ত কাজ ছিল খাঁটি। তাঁর সমস্ত পার্থিব কাজের মধ্যে তিনি চরিত্রের একই উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করেছেন যা স্বর্গীয় ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁর রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি আমাদের আদর্শ। COLBen 328.1

পিতা মাতাকে তাদের সন্তানদের সময়ের মূল্য এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যে, তাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, এবং মানুষ যাতে উপকৃত হয় এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এমন কি তাদের শৈশব বয়স থেকেই তারা ঈশ্বরের জন্য তাঁর বাক্য প্রচারের কাজ করতে পারে। COLBen 328.2

পিতা মাতা কোন বড় পাপ কাজ করবেন না, কারণ যখন ঐ একই পাপ তাদের সন্তানেরাও করবে তখন তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। ছেলে মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি অলসতাকে ভালবাসতে শিখবে, তারা অপরিণামদর্শী, অকার্যকর পুরুষ এবং নারী হিসেবে গড়ে উঠবে। যখন তারা আরও বড় হবে, তাদের জীবন ধারণ করার জন্য উপার্জন করার প্রয়োজন হবে, তখন তারা চাকরি খুঁজবে। চাকরি পেলেও তারা পরিশ্রম করতে চাইবে না। তারা অলসের মত কাজ করবে। তথাপি যদি তারা বিশ্বস্ত হয় তাহলে তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য প্রত্যাশা করতে পারবে। এই শ্রেণীর লোক এবং যারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ হতে হবে, তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী একটি পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক কাজের মধ্যে যে অলসতা এবং অমনোযোগিতার অভ্যাস প্রশ্রয় দিয়েছে তা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করবে এবং ঈশ্বরের জন্য যে কোন কাজের ক্ষেত্রে সে অযোগ্য হবে। অনেকে আছেন যারা কঠোরভাবে পরিশ্রম করার মধ্য দিয়ে জগতের অনেক উপকার করতে পেরেছেন। আবার অনেকে আছে যারা তাদের অলসতার দ্বারা জগতের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। চাকরির অভাব এবং স্থির লক্ষ্য হাজার প্রলোভনের দরজা খুলে দেয়। দুষ্ট সঙ্গী এবং খারাপ অভ্যাস মন ও আত্মাকে নীতি ভ্রষ্ট করে। আর এর পরিণাম হল, এই জীবনের জন্য এবং পরবর্তী কালে যে জীবন আসবে তার ধ্বংস। COLBen 328.3

যে কোন কাজ হোক, যে কাজেই আমরা নিযুক্ত থাকি না কেন, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয়, "যত্নে শিথিল হইও না, আত্মায় উত্তপ্ত হও, প্রভুর দাসত্ব কর।" "তোমার হস্ত যে কোন কার্য করিতে পায়, তোমার শক্তির সহিত তাহা কর," "কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে।" রোমীয় ১২:১১; উপদেশক ৯:১০; কলসীয় ৩:২৪। COLBen 329.1

স্বাস্থ্য

COLBen 329

স্বাস্থ্য হল আশীর্বাদ, আর খুব কম লোকই এর মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন। তথাপি এর উপর আমাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তির কার্যকারিতা অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করছে। আমাদের আবেগ এবং ধৈর্য আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। শারীরিক এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মিক প্রভাবের অধীনে থাকার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো করে রক্ষা করতে হবে, যেন আমাদের তালন্তগুলো অত্যন্ত উন্নতভাবে ব্যবহার করা যায়। COLBen 329.2

যে কোন কিছু যা আমাদের শারীরিক শক্তিকে কমিয়ে দেয় তা আমাদের মনকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয় যে, যা সঠিক এবং ভুল তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। যা কিছু ভালো তা মনোনীত করার সামর্থ আমাদের আর থাকে না এবং যা কিছু আমরা ভালো বলে জানি তা করবার ইচ্ছা শক্তি কমে যায়। COLBen 329.3

আমাদের শারীরিক শক্তির অপব্যবহার আমাদের জীবনের সময়কে কমিয়ে দেয়, যে সময়ের মধ্যে আমরা বেঁচে থেকে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নিজেদের ব্যবহার করতে পারতাম। আর ঈশ্বর আমাদের যে কাজ করার জন্য দিয়েছেন তা করবার জন্য এটি আমাদের অনুপযুক্ত করে দেয়।আমাদের মন্দ অভ্যাস সমূহ নিজেদের মধ্যে তৈরি করার সুযোগ দিয়ে নিজেদের মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার দ্বারা, স্বাস্থ্য ব্যয় করে ক্ষ্রজবিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলছি। শারীরিক ব্যায়াম অবহেলা করার দ্বারা, মনের ও শরীরের অত্যাধিক খাটুনির ফলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। যারা এই ভাবে জীবনের আয়ু কমিয়ে এনেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম অবেহলার ফলে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তারা ঈশ্বরকে বঞ্চিত করেছে বলে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। একই ভাবে তারা তাদের সহ মানবদের বঞ্চিত করেছে। অন্যদের আশীর্বাদ করার সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করতে হবে, এটা হল প্রকৃত কাজ, যে কাজ করার ঈশ্বর মানুষকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন। তাদের নিজেদের কাজের ধারা এই কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। জীবনের সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে যে কাজ তারা সম্পন্ন করতে পারত তা করার জন্য তারা নিজেদের অযোগ্য করে তোলে। যখন আমাদের ক্ষতিকর অভ্যাসের দ্বারা আমরা ভালো জগতকে বঞ্চিত করি তখন ঈশ্বর আমাদের দোষী বলে বিবেচনা করেন। COLBen 330.1

শারীরিক বিধির লঙঘন হল নৈতিক বিধির লঙঘন; কারণ ঈশ্বর হলেন শারীরিক বিধির বা নিয়মের স্রষ্টা, যেমন তিনি নৈতিক নিয়মের স্রষ্টা। তাঁর নিয়ম তিনি তাঁর নিজ আঙ্গুল দ্বারা প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এবং প্রত্যেক অঙ্গের উপরে লিখেছেন, যা মানুষকে বিশ্বাস ভরে অর্পণ করা হয়েছে। আর আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন একটি অংশের অপব্যবহার যদি আমরা করি তাহলে তা হবে সেই নিয়মের লঙঘন। COLBen 330.2

প্রত্যেকের মানব দেহের বোধশক্তি সম্পন্ন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা তার দেহ এমন অবস্থায় রাখবে যাতে যখন প্রভুর জন্য কাজ করার প্রয়োজন হবে তখন তা ব্যবহার করা যেতে পারে। দৈহিক জীবন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে হবে এবং এর উন্নতি সাধন করতে হবে, যেন মানবিক গুণাবলীর মধ্য দিয়ে পবিত্র স্বভাব এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। আত্মিক জীবনের সঙ্গে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক রয়েছে। এটি হল এই শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই শিক্ষা ঘরে এবং শিক্ষালয়ে খুব সতর্কতা এবং মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের তাদের দৈহিক কাঠামো এবং এর নিয়ম সম্পর্কে

অবগত থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। যে তার দৈহিক জীবনের নিয়ম সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত ভাবে অজ্ঞ থাকতে চায় এবং এই অজ্ঞতার দ্বারা এই নিয়মগুলো লঙঘন করে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে। সকলের উচিত তার নিজের জীবন এবং স্বাস্থ্য সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রাখা। আমাদের সমস্ত অভ্যাস ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা গঠিত হতে দিতে হবে। COLBen 330.3

প্রেরিত পৌল বলেছেন, "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।" ১ করিন্থীয় ৬:১৯, ২০। COLBen 331.1

COLBen 331

আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসব, কেবল সমস্ত অন্তর দিয়ে নয়, সমস্ত মন এবং সমস্ত প্রাণ দিয়ে নয়, কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও ভালবাসব। শারীরিক শক্তির বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার এই ভালবাসার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। COLBen 331.1

খ্রীষ্ট যেমন আত্মিক বিষয়ে প্রকৃত কার্যকারী ছিলেন, ঠিক তেমনি জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও তিনি প্রকৃত কার্যকারী ছিলেন। আর তিনি সমস্ত কাজ তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী করার জন্য সঙ্কল্প বদ্ধ ছিলেন। খ্রীষ্টের তত্ত্বাবধানের ফলে স্বর্গ এবং জগতের বিষয়গুলো আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়েছে এবং আরও স্পষ্ট হয়েছে। এটি অনেকে উপলব্ধি করতে পারবে। যিনি সর্ব প্রথম জাগতিক মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি হলেন খ্রীষ্ট। তিনি শলোমনের মন্দিরের বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন। মন্দির সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন। একজন মানুষ, যিনি জাগতিক জীবনে নাসরত নামক গ্রামের একজন কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বর্গীয় স্থপতি, যিনি একটি পবিত্র ভবনের জন্য নকশা প্রণয়ন করেছিলেন, যেখানে তাঁর নাম গৌরবান্বিত হবে। তিনি হলেন খ্রীষ্ট, যিনি মন্দিরের নির্মাতাকে অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ এবং চমৎকার ভাবে শিল্প কার্য করে মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "দেখ, আমি যিহূদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকিলাম। আর আমি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়- জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে- পরিপূর্ণ করিলাম; যাহাতে সে কৌশলের কার্য কল্পনা করিতে পারে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের কার্য করিতে পারে, খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্বপ্রকার শিল্পকার্য করিতে পারে। আর দেখ, আমি দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার সহকারী করিয়া দিলাম, এবং সকল বিজ্ঞমনা লোকের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিলাম; অতএব আমি

তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত তাহারা নির্মাণ করিবে।” যাত্রাপুস্তক ৩১:২-৬। COLBen 331.2

ঈশ্বর চান যেন তাঁর কর্মীরা সমস্ত কিছুর দাতা রূপে তাঁর উপরে নির্ভর করে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। তাদের সমস্ত উদ্ভাবন এবং উন্নতির উৎস হলেন তিনি, যিনি আশ্চর্য পরামর্শ দাতা এবং চমৎকার কার্য সাধক। চিকিৎসকের দক্ষতা পূর্ণ হাতের স্পর্শ, তার স্নায়ু এবং মাংসপেশীর ক্ষমতা, দেহের সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পর্কে জ্ঞান, এই সকল হল ঈশ্বরের ক্ষমতার জ্ঞান, যেন যারা রোগে কষ্ট ভোগ করছে তাদের উপকারের জন্য এই সব জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। কাঠমিস্ত্রি তার দক্ষতা দিয়ে যে হাতুরি ব্যবহার করে, কামার তার শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে যে সব লোহার জিনিস তৈরি করে, এই সব কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করে তালন্ত দিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে তিনি এই প্রত্যাশা করছেন যেন তারা তাঁরা কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আসে। যা কিছু আমরা করি, যে কোন বিভাগে যে কোন পদে আমরা কাজ করি, তিনি চান আমরা যেন আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত রাখি, যাতে আমরা সঠিক কাজ করতে পারি। ধর্ম এবং পেশাগত কাজ দুটো আলাদা বিষয় নয়; এই দুটো বিষয় এক। আমরা যা কিছু করি এবং যা কিছু বলি তা বাইবেলের নির্দেশিত ধর্ম এক সূত্রে গাঁথা। স্বর্গীয় এবং মানবীয় কাজ যেমন জাগতিক কাজ সম্পাদন করে, তেমনি আত্মিক কাজও যুক্ত ভাবে সম্পাদন করে। এগুলো সমস্ত মানবীয় কাজে সংযুক্ত থাকে: যান্ত্রিক এবং কৃষিগত কাজে, ব্যবসা সংক্রান্ত, এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত কম প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে। খ্রীষ্টিয় কার্যক্রমের সব কিছুর মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। COLBen 332.1

ঈশ্বর এই সহযোগিতার একমাত্র কার্যকর নিয়ম প্রকাশ করেছেন। যারা তাঁর সঙ্গে একত্রে পরিশ্রম করছে তাদের সকলের এই উদ্দেশ্য থাকা উচিত যেন তাঁর নাম গৌরবান্বিত হয়। ঈশ্বরের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়ে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের সমস্ত কাজ করতে হবে। যখন আমরা ভবন তৈরির মত ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণ করি, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয় এবং তা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর যদি কার্যকারীরা তাদের নিজেদের চরিত্র গঠন করার জন্য সঠিক নীতি গ্রহণ করে, তাহলে যে কোন ভবন নির্মাণে তারা অনুগ্রহ এবং জ্ঞানের দ্বারা তা করতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিজেকে জীবন্ত ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলি রূপে বেদীর উপরে উৎসর্গ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মহা তালন্ত দান করবেন না, বা কোন সমৃদ্ধশালী কাজ গ্রহণ করবেন না। ভিত্তি অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, নতুবা কোন ফল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। COLBen 333.1

সদাপ্রভু ঈশ্বর দানিয়েল ও যোষেফকে বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক করেছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করেছিলেন, কারণ তাঁরা নিজেদের তুষ্ট করার জন্য কোন কাজ করেন নি, কিন্তু ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য সব কিছু করেছিলেন। COLBen 333.2

দানিয়েলের ঘটনা আমাদের জন্য একটি শিক্ষা। এই ঘটনা আমাদের কাছে এই বিষয়টি প্রকাশ করে যে, একজন ব্যবসায়ীকে অপরিহার্য রূপে একজন তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে প্রতিটি পদক্ষেপে ঈশ্বরের কাছ থেকে পরামর্শ এবং নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। দানিয়েল যখন বাবিল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন ভাববাদী, যিনি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার আলো গ্রহণ করতেন। জাগতিক ভাবে যে সব উচ্চ পদস্থ লোকেরা অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ঈশ্বরের বাক্য তাদের সম্পর্কে এই কথা বলে যে, তারা হল ঘাসের মত এবং ঘাসের ফুলের মত, যা বেড়ে ওঠে এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়। তবুও ঈশ্বর চান যেন তাঁর পরিচর্যার কাজে বুদ্ধিমান লোক ব্যবহৃত হয়, তারা যেন কাজের বিভিন্ন পদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। ঈশ্বরের কাজের জন্য সেই সব কার্যকারীর প্রয়োজন, যারা তাদের সমস্ত কার্যক্রমে সত্যের প্রধান নীতিগুলোকে ব্যবহার করে। আর তাদের সমস্ত গুণাবলী গভীর অধ্যয়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাঁটি হতে হবে। যদি কোন মানুষ কাজের যে কোন পদে তাদের সুযোগ সমূহকে উন্নত করার প্রয়োজনের কারণে প্রজ্ঞা এবং দক্ষতা লাভ করতে চায়, এরা হল তারা যারা আমাদের এই জগতে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তাদের সামর্থকে ব্যবহার করতে চায়। দানিয়েলের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি যে, তাঁর সমস্ত কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, যখন কোন প্রতিকূল অবস্থা এসেছে তখন তিনি ঐ সব বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে ও অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তাঁর কাজে একটি ভুল কিংবা একটি দোষ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ, যাতে সকল কার্যকারীরা সেই আদর্শের স্বরূপ হতে পারেন। তাঁর জীবনের ঘটনা সমূহ দেখায় যে, একজন ব্যক্তির মাধ্যমে কী কাজ সম্পাদিত হতে পারে। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, অস্থি, মাংসপেশী, অন্তর, জীবন, সব কিছুই ঈশ্বরের সেবা কাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। COLBen 333.3

অর্থ

COLBen 334

ঈশ্বর মানুষকে সম্পদ দান করেছেন। তিনি তাদের শক্তি দিয়েছেন যেন তারা অর্থ লাভ করতে পারে। তিনি আকাশের কুয়াশা দিয়ে এবং সতেজকারী বৃষ্টির পানি দিয়ে পৃথিবীকে সিক্ত করেছেন। তিনি সূর্য কিরণ দিয়েছেন, যা পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, প্রকৃতির সব কিছু এবং জীবনকে জাগরিত করে এবং সূর্য কিরণের ফলে গাছে ফুল ফোটে এবং ফল দান করে। আর তাঁর যা কিছু আছে তা তিনি ফেরত পেতে চান। COLBen 334.1

আমাদের অর্থ এই জন্য দেয়া হয় নি যে এর দ্বারা আমরা নিজেদের সম্মানিত করব কিংবা নিজেদের গৌরবান্বিত করব। একজন বিশস্ত ধনাধ্যক্ষের মত আমরা এই সব টাকা পয়সা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ও সম্মানের জন্য ব্যবহার করব। অনেকে মনে করে তাদের সম্পদের মাত্র একটি অংশ ঈশ্বরের। যখন তারা ধর্মীয় এবং সেবা মূলক কাজের জন্য একটি অংশ আলাদা করে রাখে তখন অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে তারা মনে করে যে, এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজের। আর তাই যখন যেখানে প্রয়োজন হয় তারা তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এই বিষয়ে তারা ভুল করে। যা কিছু আমাদের আছে তার সবই আমাদের প্রভুর। এই টাকা পয়সা ব্যবহার করার বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের হিসেব দিতে হবে। এই হিসেব দিতে আমরা বাধ্য। এক একটি টাকা ব্যবহার করার সময় দেখতে হবে যে, আদৌ'আমরা ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ ভালবাসি কি না এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসি কি না। COLBen 335.1

টাকার মহা মূল্য রয়েছে। কারণ এই টাকা দিয়ে অনেক মহৎ এবং মঙ্গলজনক কাজ করা যায়। ঈশ্বরের সন্তানদের হাতে যে টাকা পয়সা দেয়া হয়েছে তা অনাহারীদের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য, পিপাসিতদের পানীয় দিয়ে তৃপ্ত করার জন্য, এবং যারা বস্ত্রহীন তাদের বস্ত্র পরিধান করাবার জন্য। এটি দুর্দশার সময় রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে এবং অসুস্থতার সময় সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বালি কিংবা ধুলার চেয়ে টাকার মূল্য বেশি নয়। এটি আমাদের হাতে দেয়া হয়েছে কেবল আমাদের জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য, অন্যদের উপকার করার জন্য, এবং খ্রীষ্টের পক্ষেকাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য। COLBen 335.2

গোপনে জমা করা সম্পদ কেবল অপ্রয়োজনীয়, তাই শুধু নয়, এটি একটি অভিশাপ। এই জীবনে এটি প্রাণের জন্য একটি ফাঁদ স্বরূপ। যা স্বর্গের সম্পদের প্রতি আসক্তি থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের মহাদিনে এটি অকেজো তালন্ত হিসেবে সাক্ষ্য দেবে এবং এই টাকা পয়সা দিয়ে ভাল কাজ করার সুযোগ অবহেলা করার জন্য এর অধিকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে, সেই সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে, ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট-ভক্ষিত হইয়াছে; তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে; আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন-সঞ্চয় করিয়াছ। দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়াছে, তাহারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা চিৎকার করিতেছে, এবং সেই শস্যচ্ছেদকদের আর্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" যাকোব ৫:১-৪। COLBen 335.3

খ্রীষ্ট সম্পদের অপব্যবহার কিংবা চিন্তাহীন ব্যয় করাকে অনুমোদন দেন নি। তিনি মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাঁর সকল অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য। "অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল সংগ্রহ কর যেন কিছুই নষ্ট না হয়।" যোহন ৬:১২। যে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তার যে টাকা পয়সা রয়েছে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া তালন্ত, তাকে তা মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যয় করতে হবে এবং তাকে যা দেয়া হয়েছে তা রক্ষা করা তার দায়িত্ব। COLBen 336.1

অনেক সম্পদ আমরা আড়ম্বরের সঙ্গে প্রদর্শন করে ব্যয় করি এবং সংযমহীন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য ব্যয় করি। খুব সামান্য টাকা দিয়ে আমরা অনাহারীদের আহার দিয়ে থাকি এবং বস্ত্রহীনদের বস্ত্র প্রদান করে থাকি। একটি টাকা অনাবশ্যক ভাবে ব্যয় করার জন্য একজন অমিতব্যয়ী লোক উত্তম কাজ করার মহা মূল্যবান সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। এটি ঈশ্বরের সম্মান ও মহিমাকে হরণ করা স্বরূপ, যা তাঁর দেয়া তালন্তের উন্নতি সাধন করার মধ্য দিয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারত। COLBen 336.2

সদয় আবেগ ও স্নেহ

COLBen 336

সদয় স্নেহ, উদার প্রেরণা, এবং আত্মিক ভাবে উদ্দীপনা জাগ্রত করা হল মহা মূল্যবান তালন্ত, এবং এই তালন্ত যারা পেয়েছেন তাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এই তালন্ত ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এই বিষয়ে অনেকে ভুল করে। এই সব গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে তারা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু অন্যদের উপকারের জন্য এই গুণগুলো কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। তারা নিজেদের মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে রাখে যে, যদি তারা কোন সুযোগ পেত, যদি পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাদের অনুকূলে থাকত তাহলে তারা অনেক মহৎ এবং অনেক মঙ্গলজনক কাজ করতে পারত। কিন্তু তারা সুযোগের জন্য কেবল অপেক্ষা করে থাকত। তারা দরিদ্রদের দারিদ্রকে অবজ্ঞা করে, তাদের সাহায্য করতে কার্পণ্য করে, এমন কি তাদের টাকা পয়সার অতি সামান্য অংশ দিয়েও সাহায্য করতে চায় না। আর যদি সাহায্য করেও থাকে তবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে। তারা মনে করে যে, গরীবদের জীবন তাদের নিজেদের জীবন। তাদের এই দারিদ্রের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তারা সেই সব লোকের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে আত্ম সুখ লাভ করে, যারা নিচু মনা স্বভাবের লোক, এবং তারা মনে করে যে, তাদের গরীব নিঃস্ব প্রতিবেশীর চেয়ে তারা অনেক ভালো অবস্থায় আছে। কিন্তু তারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে। তাদের অব্যবহৃত যোগ্যতা ও গুণের উন্নতি এবং বৃদ্ধি করা তাদের দায়িত্ব ছিল। যারা অনেক স্নেহ মমতা দ্বারা অন্তরকে পূর্ণ করে রেখেছে, যাদের মধ্যে সদয় আবেগ রয়েছে, তারা তাদের সাহায্য এবং দান করার জন্য ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ । কেবল তাদের বন্ধুদেরকে নয়, কিন্তু যাদের

সাহায্যের প্রয়োজন আছে তাদের সাহায্য করতে হবে। সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভ করাও তালন্ত, আর এই সুযোগ লাভ করার জন্য আমাদের আয়ত্বের মধ্যে যারা আছে তাদের উপকার করা আমাদের দায়িত্ব। যদি কেবল মাত্র কয়েক জনের প্রতি ভালবাসা দেখানো হয় তাহলে তা ভালবাসা নয়, তা হল স্বার্থপরতা। এটি কোন ক্রমেই মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কাজ হতে পারে না। যারা তাদের প্রভুর তালন্তকে সদ্ব্যবহার না করে রেখে দেয়, তারা তাদের চেয়ে আরও বেশি দোষী, যাদের সম্পর্কে তারা মনে করত যে, তারা একই রকম দোষী। তাদের জন্য এই কথা বলা হয়েছে, তুমি তোমার প্রভু ইচ্ছা জানতে, কিন্তু তুমি তা পালন করনি। COLBen 336.3

ব্যবহারের দ্বারা তালন্ত বৃদ্ধি পায়

তালন্ত ব্যবহার করলে তা বৃদ্ধি পাবে। সফলতা সুযোগের কিংবা ভাগ্যের ফল নয়। এটি ঈশ্বরের নিজের তত্ত্বাবধানের কাজের অতিরিক্ত কাজ। এটি বিশ্বাসের এবং বিচক্ষণতার, নৈতিক উৎকর্ষতার এবং অটল ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার পুরস্কার। ঈশ্বর চান যেন আমরা প্রত্যেকটি দান যথাযথ ভাবে ব্যবহার করি এবং যদি আমরা তা করি তাহলে আরও বড় দান আমরা লাভ করতে পারব তা ব্যবহার করার জন্য। আমাদের যে সব যোগ্যতার অভাব আছে ঈশ্বর অলৌকিক ভাবে আমাদের তা দিয়ে ভূষিত করেন না। কিন্তু তখনই তা দেন যখন আমরা তা ব্যবহার করি। তিনি আমাদের প্রতিটি গুণকে বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সঙ্গে কাজ করেন। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে, আন্তরিক ভাবে ত্যাগ স্বীকার করে প্রভুর জন্য কাজ করলে আমাদের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র আত্মার কাজের জন্য যখন আমরা নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে সমর্পণ করি তখন পুরাতন স্বভাবের প্রতি ঝোঁককে অস্বীকার করতে, শক্তিশালী মন্দ আসক্তির উপর বিজয় লাভ করতে এবং নতুন স্বভাব গঠন করতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে কাজ করে। যেভাবে আমরা পবিত্র আত্মার কাজ দ্রুত সম্পাদন করার জন্য বাধ্য এবং তৎপর হব সে ভাবে আমাদের হৃদয় বড় হয়ে যাবে, ক্রমাগত ভাবে আরো ঈশ্বরের শক্তি লাভ করার জন্য এবং আরো বেশি ও উত্তম কাজ করার জন্য। সুপ্ত কর্মশক্তিগুলো জেগে উঠবে এবং অকার্যকর হয়ে থাকা যোগ্যতা আর গুণগুলো প্রাণ ফিরে পাবে। COLBen 338.1

নম্র কার্যকারী যে বাধ্যগত হয়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেয়, সে নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করবে। এই রকম মহৎ এবং পবিত্র আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য তার দায়িত্ব হল চরিত্রকে উন্নত করা। এটি অতি উচ্চ মানসিক ও আত্মিক শক্তির মধ্য দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান করে এবং মন ও হৃদয়কে শক্তিশালী এবং শুদ্ধ করে। COLBen 338.2

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতায় একজন দুর্বল মানুষ কত শক্তিশালী মানুষের পরিণত হতে পারে, ঈশ্বরের পক্ষে কাজের জন্য কীভাবে তার সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার

সমস্ত প্রচেষ্টা কীভাবে ফলপ্রসূ হয় এটি খুব আশ্চর্যের বিষয়। অত্যন্ত নম্র ভাবে যে তার ছোট জ্ঞান দিয়ে আরম্ভ করে এবং যে যা জানে তা অকপটে বলে, সে যখন একান্ত ভাবে আরো জ্ঞান লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন সে দেখতে পাবে স্বর্গীয় সমস্ত সম্পদ তার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। যখন সে আরও আলো দিতে চাইবে সে আরও আলো গ্রহণ করবে। ভালবাসা দিয়ে অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করার আর একবার চেষ্টার ফল হল সে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের কাছে আরও সাবলীল এবং স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আশীর্বাদ লাভ করবে। আমরা যদি আমাদের জ্ঞানকে আরও ব্যবহার করি এবং আমাদের ক্ষমতাকে আরও অনুশীলন করি তাহলে আমরা আরো অনেক বেশি জ্ঞান এবং শক্তি লাভ করব। COLBen 338.3

খ্রীষ্টের জন্য আমাদের কাজের প্রতিটি উদ্যোগ, আমাদের কাছে আশীর্বাদ বয়ে আনবে। যদি আমরা আমাদের সম্পদ তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করি তাহলে তিনি আমাদের আরও সম্পদ দান করবেন। যেভাবে আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে আত্মা জয় করার জন্য চেষ্টা করব, অন্যদের বোঝা আমাদের প্রার্থনায় বহন করব, সে ভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উজ্জীবিত প্রভাব দিয়ে আমাদের হৃদয় স্পন্দিত করা হবে। আমাদের ভালবাসা স্বর্গীয় প্রভাবে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমাদের সমগ্র খ্রীষ্টিয় জীবন আরও খাঁটি, আরও আন্তরিক, আরও প্রার্থনাশীল হবে। COLBen 339.1

ঈশ্বরকে জানার জন্য হৃদয়ের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী স্বর্গে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়। এই জ্ঞান হল ঝর্ণা, যেখান থেকে সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হয়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন যেন প্রত্যেকটি গুণ ও যোগ্যতা স্বর্গীয় গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী হয় এবং তিনি চান যেন চিরকাল মানুষের চিন্তা ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে যুক্ত থাকে। তিনি চান যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর অনুগ্রহের কথা সমগ্র জগতের কাছে প্রকাশ করার সুযোগ গ্রহণ করি, যাতে আমরা স্বর্গীয় বিষয়ের বর্ধিত জ্ঞান গ্রহণ করতে পারি। COLBen 339.2

খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে আমরা ঈশ্বরের আরো পরিষ্কার এবং স্পষ্ট অভিপ্রায় জানতে পারব। আর এই ভাবে তাকানোর ফলে আমরা পরিবর্তিত হব। আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসার জন্য ঈশ্বরের দয়া এবং ভালবাসা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে অবস্থান করবে। আমরা সেই চরিত্রকে উন্নত করতে পারব যা স্বগীয় চরিত্রের প্রতিরূপ। তাঁর সাদৃশ্যে বৃদ্ধি লাভ করার ফলে ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে পারব। ক্রমাগতভাবে আমরা স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে একই সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পারব। আর আমরা অব্যাহত ভাবে জ্ঞানের সম্পদ এবং অসীম প্রজ্ঞা লাভ করার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারব। COLBen 339.3

এক তালন্ত

COLBen 340

যে এক তালন্ত পেয়েছিল সে "গিয়া ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল।" COLBen 340.1

এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দান, যা সে এই তালন্ত উন্নতি এবং বৃদ্ধি না করে রেখে দিয়েছিল। যারা ছোট দান বা তালন্ত লাভ করেছে তাদের সকলের জন্য এটি একটি সতর্ক বার্তা যে, তারা যেন বুঝতে পারে তাদের যা দেয়া হয়েছে তা খ্রীষ্টের কাজের জন্য ব্যবহার করার মাধ্যমে তারা দোষী সাব্যস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাবে। যদি তারা অল্প মহৎ কোন কাজ করতে পারত তাহলে তারা এই তালন্তের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য কত না আনন্দিত হত। কিন্তু যেহেতু তারা কেবল ছোট জিনিস ব্যবহার করতে পারত। তাই তারা নিজেরা চিন্তা করে দেখল যে এটা দিয়ে কিছু না করাই যথার্থ হবে। এক্ষেত্রে তারা ভুল করে। প্রভু তাঁর দান বিতরণ করে চরিত্রের পরীক্ষা করেন। যে লোক তার তালন্তের উন্নতি সাধন করতে অবহেলা করে সে প্রমাণ করে যে, সে একজন অকৃতজ্ঞ চাকর। যদি তারা পাঁচ তালন্ত পেত তাহলে তারা এক তালন্তের মত গর্ত খুঁড়ে মাটিতে চাপা দিয়ে রাখত। এক তালন্তের পরিমাপ দেখায় যে, সে স্বর্গীয় দানকে অবজ্ঞা করেছে। COLBen 340.2

"যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েরও বিশ্বস্ত," লূক ১৬:১০। ছোট বিষয়ের গুরুত্ব হল, প্রায়ই এর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দেয়া হয়, কারণ এগুলো ছোট। কিন্তু এই সব ছোট বিষয় জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রকৃত শৃঙ্খলা আনে। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টান জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমাদের চরিত্রের কাঠামো ঝুঁকিপূর্ণ হবে, যখন আমরা ছোট বিষয়ের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করব। COLBen 340.3

"যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক।" ক্ষুদ্রতম দায়িত্বে অবিশ্বস্ততার দ্বারা মানুষ তার কাজের সৃষ্টিকারীকে বঞ্চিত করে, যা তার প্রাপ্য। এই অবিশ্বস্ততার প্রতিক্রিয়া তার উপরে দেখা দেবে। সে অনুগ্রহ, ক্ষমতা, এবং চরিত্রের শক্তি লাভ করতে ব্যর্থ হবে, যা সে ঈশ্বরের কাছে অকপটভাবে আত্ম সমর্পণের মাধ্যমে লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন হল শয়তানের প্রলোভনে পতিত জীবন এবং শয়তানের দাসত্বের জীবন, এবং সে তার প্রভুর জন্য কাজে ভুল করবে। কারণ সে ছোট বিষয়ে সঠিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয় নি। সে যে কাজকে বিশেষ কাজ বলে মনে করেছিল সেই বড় বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে সে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের জীবনের ত্রুটিগুলো যদি আমরা লালন করি তাহলে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলো গুরুত্ব হারাবে। সে যেভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী সে কাজ করবে। আর এভাবে এই কাজগুলো একই

অভ্যাস গঠন করে, অভ্যাস চরিত্রকে গঠন করে, এবং চরিত্রের দ্বারা আমাদের ভাগ্যের জন্য সময় এবং অনন্তকালীন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। COLBen 340.4

কেবল ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকার দ্বারা একজন মানুষ বড় দায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। ঈশ্বর দানিয়েল এবং তাঁর বন্ধুদের বাবিলের মহান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করিয়েছিলেন, যেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজক লোকেরা প্রকৃত ধর্মের নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মূর্তিপূজক জাতির মধ্যে দানিয়েল ঈশ্বরের চরিত্র রূপে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। কীভাবে তিনি এই রকম মহান দায়িত্বের এবং সম্মানজনক পদ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত হয়েছিলেন? এটি ছিল তাঁর ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ততা, যা তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে সমস্ত অবস্থায় ধরে রেখেছিলেন। ছোট বিষয় দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে সম্মানিত করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের ঈশ্বর "সমস্ত গ্রন্থেও বিদ্যায় জ্ঞান ও পারদর্শিতা দিলেন; আর সমস্ত দর্শন ও স্বপ্নকথায় দানিয়েল বুদ্ধিমান হইলেন।" দানিয়েল ১:১৭। COLBen 341.1

ঈশ্বর যেভাবে দানিয়েলকে বাবিলে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডেকেছিলেন, ঠিক একই ভাবে ঈশ্বর আজকে আমাদের সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সাক্ষ্য বহন করার জন্য ডাকছেন। ঈশ্বর চান যেমন ছোট বিষয়ে তেমনি বড় বিষয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থেকে আমরা যেন তাঁর রাজ্যের তত্ত্ব লোকদের কাছে প্রকাশ করি। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে থাকাকালিন সময় তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, কীভাবে ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকা যায়। পাপ থেকে উদ্ধারের মহৎ কাজের ভার ক্রমাগত ভাবে তাঁর উপর চেপে বসছিল। যে ভাবে তিনি শিক্ষা দান করেছিলেন এবং রোগীদের সুস্থতা দান করেছিলেন, তাঁর মন এবং শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ পর্যন্ত একই রকম চাপ বহন করেছিল। তবুও তিনি জীবনের এবং প্রকৃতির অতি সাধারণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি প্রকৃতির অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে তা ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরে রাজ্যের মহা সত্য সম্পর্কে উপদেশ পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সেবা কাজে নম্রতার আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করেন নি। যাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাদের কান্না এবং চিৎকার তাঁর কানে প্রবেশ করেছিল। জনতার ভিড়ের মধ্যে রোগে আক্রান্ত মহিলার স্পর্শে তিনি জাগরিত হয়েছিলেন, তাঁর স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন। বিশ্বাসের খুব সামান্য স্পর্শ পেলেও তিনি সাড়া দেন। যখন তিনি যায়ীরের মেয়েকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করেছিলেন তখন তিনি তার মা বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মেয়েটিকে অবশ্যই যেন কিছু খেতে দেয়া হয়। যখন তিনি নিজ শক্তিতে কবর থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাফন বস্ত্রটিকে ভাঁজ করতে ঘৃণা বোধ করেন নি, যে বস্ত্রটিকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি তা ভাঁজ করে যথাযথ স্থানে রেখেছিলেন। COLBen 341.2

খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে যে কাজে আমরা আহ্বান পেয়েছি তা হল মানুষের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই কাজ করবার জন্য আমরা তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এই কাজ অবহেলা করলে প্রমাণ হবে যে, আমরা খ্রীষ্টের কাছে অবিশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু যথাযথ ভাবে এই কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত এবং ছোট বিষয়ের প্রতি বিবেক বুদ্ধি পূর্ণ মনোযোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। এটি প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর প্রচেষ্টা এবং প্রভাবের সাফল্যের রহস্য। COLBen 342.1

প্রভু চান যেন তাঁর লোকেরা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে যাতে তাদের সামর্থ দ্বারা তারা প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারে, যে সামর্থ্য তিনি তাদের দান করতে একান্ত ভাবে ইচ্ছুক। ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁর কথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য সব কিছু প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যাতে জাগতিক ভাবে কাজ করার জন্য যে ভাবে পরিকল্পনা করা হয় তার চেয়ে আরও ভালো এবং উন্নত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি। আমরা বিচার শক্তিতে, বুদ্ধিতে, দক্ষতায়, এবং জ্ঞানে উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চাই, কারণ আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁর ক্ষমতায় মানুষের অন্তরের উপরে প্রভাব বিস্তার করার জন্য কাজ করি। COLBen 342.2

কিন্তু যাদের প্রচুর পরিমাণে দান প্রদান করা হয় নি তাদের হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের যা আছে তা-ই ব্যবহার করতে হবে। তাদের চরিত্রের দুর্বল দিকগুলোর বিশ্বস্তভাবে যত্ন নিতে হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা এই দুর্বল দিকগুলো শক্তিশালী করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে। আমাদের যোগ্যতা ও গুণ সমূহ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যা আমাদের সুন্দর ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে সামর্থ দান করবে। COLBen 343.1

অবহেলার অভ্যাসগুলো থেকে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে জয় করা উচিত। অনেকে মনে করে ভুলে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বড় বড় অন্যায় থেকে যথেষ্ট ক্ষমা লাভ করার জন্য যথেষ্ট অজুহাত আছে। যারা বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অধিকারী তারা কি অন্যদের মত এই রকম করে না? তাই তাদের মনকে সংযত করার জন্য তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভুলে যাওয়া এক রকম পাপ, অবহেলাও পাপের মধ্যে গণ্য। যদি আপনি অবহেলার অভ্যাস তৈরি করেন, তাহলে আপনি আপনার আত্মার পরিত্রাণকেও অবহেলা করবেন এবং অবশেষে আপনি দেখতে পাবেন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আপনি প্রস্তুত নন। COLBen 343.2

মহান সত্যের বিষয়গুলো ছোট বিষয়ের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি ছোট ছোট কাজ গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যের সম্পূর্ণ বাধ্য থাকার মধ্য দিয়ে যে কোন মানুষ মহা যোগ্যতা এবং গুণের অধিকারী হতে পারবে। অনেকে

মনে করে, যেহেতু তারা সরাসরি কোন ধর্মীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই তাদের জীবন ব্যর্থ ও অকার্যকর। তারা মনে করে যে, তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই, কারণ তারা ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য কিছুই করেন নি। কিন্তু এটি একটি ভুল। যদি তাদের যে কাজ তা অন্যরা অবশ্যই করতে পারে তাহলে তারা ঈশ্বরের মহা পরিবারে নিজেদের অকার্যকারী বলে অভিযুক্ত করতে পারে না। নম্রতাপূর্ণ দায়িত্ব অবজ্ঞাত হতে পারে না। যে কোন ন্যায় কাজ হল আশীর্বাদ এবং এই কাজে বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে যে, সে খুব উঁচু দায়িত্বের জন্য যোগ্য। COLBen 343.3

তাঁর কাজের জন্য নম্র হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হল মহান কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ যোগ্য হওয়া। আন্তরিকতাপূর্ণ এবং আনন্দপূর্ণ হৃদয় নিয়ে যে দান দেওয়া হয় তা ছোট হতে পারে না। COLBen 344.1

আমরা যেই হই না কেন খ্রীষ্ট আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যেখানে যে দায়িদ্ব পালন করা উচিত, আমরা যেন তাই করি। যদি ক্ষেত্রটি বাড়িতে হয় তাহলে আগ্রহের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কষ্ট করতে হবে বাড়িটি যেন হাসিখুশি এবং আনন্দপূর্ণ স্থান হয়। যদি আপনি একজন মা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সন্তানদেরকে খ্রীষ্টের শিক্ষা দিন। এটি পুলপিটে পরিচর্যাকারীদের একটি দায়িত্বের মত ঈশ্বরের পক্ষে বাস্তবিক পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি আপনার দায়িত্ব হয় রান্নাঘরে, তাহলে যথার্থ ভাবে রান্না করার জন্য সচেষ্ট হন। আপনি যে খাবার প্রস্তুত করবেন তা যেন স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর এবং রুচিসম্মত হয়। আপনার রান্নার জন্য খাবার প্রস্তুত করতে যেভাবে উৎকৃষ্ট উপাদান সমূহ ব্যবহার করছেন, আপনি মনে রাখবেন যে, আপনি সবচেয়ে ভাল চিন্তায় আপনার মন নিবিষ্ট করছেন। যদি আপনি জমি চাষের কাজ করেন অথবা অন্য কোন ব্যবসা, কিংবা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকেন, আপনার ঐ কাজে সফলতার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করতে হবে। যে কাজ আপনি করছেন সে কাজে আপনি মনোনিবেশ করেন। আপনার সকল কাজে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করুন। আপনার জায়গায় তিনি থাকলে যা করতেন আপনিও তাই করুন। COLBen 344.2

আপনার তালন্ত যতই ছোট হোক, এর জন্য ঈশ্বরের একটি স্থান রয়েছে। সেই একটি তালন্ত বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই এটি যে কাজে ব্যবহার করা হবে তা সঠিক ভাবে সম্পাদিত হবে। ছোট দায়িত্বে বিশ্বস্বতার দ্বারা আমরা যোগের কাজ করি এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য গুণের পরিকল্পনার কাজ করেন। এই সব ছোট বিষয়গুলো তার কাজে অত্যন্ত মূল্যবান প্রভাবে পরিণত হবে। COLBen 344.3

এই রকম ক্ষুদ্রতম দায়িত্ব সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সোনার সুতার মত জীবন বিশ্বাসে দৌঁড়াতে হবে। তখন প্রাত্যহিক কাজগুলো খ্রীষ্ট জীবনকে বৃদ্ধি করার। আর তখন ক্রমাগত

ভাবে দৃষ্টি থাকবে যীশুর দিকে। যীশুর জন্য আমাদের যে ভালবাসা তা আমাদের সকল বিষয়ে শক্তি যোগাবে যেন আমাদের দায়িত্বগুলো সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে পারি। এভাবে আমাদের তালন্তগুলো উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সোনার শেকল দ্বারা উচ্চতর জগতের সংগে আমরা যুক্তু থাকব। এটি হল প্রকৃত পবিত্রকরণ; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃত বাধ্যতার দ্বারা প্রাত্যাহিক দায়িত্বপূর্ণ ভাবে সম্পাদনের মধ্যে পবিত্রকরণ নিহিত থাকে। COLBen 345.1

কিন্তু অনেক খ্রীষ্টান আছেন যারা মহৎ কোন কাজ করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, তারা কেবল অপেক্ষায় থাকে মহৎ কোন কাজের সুযোগ এলেই গ্রহণ করবে। কারণ তাদের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য তারা কোন যথেষ্ট বড় কোন পদ বা কাজ খুঁজে পান না। তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অতি সাধারণ দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়। তাদের কাছে এই সব নিরস এবং আকর্ষণহীন বলে মনে হয়। এই ভাবে দিনের পর দিন তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের বিশ্বস্ততা দেখার সুযোগ হাতছাড়া করে। তারা মহৎ কাজের জন্য যখন অপেক্ষা করে থাকে সময় তখন বয়ে যেতে থাকে, আর জীবনের উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকে, জীবনের কাজ থাকে অসম্পাদিত। COLBen 345.2

তালন্ত ফেরত দেয়া

COLBen 345

“দীর্ঘকালের পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহদের নিকট হইতে হিসাব লইলেন।” যখন তিনি তার দাসদের কাছ থেকে হিসাব নিলেন, প্রতিটি তালন্তের বিষয়ে সূক্ষমভাবে পরীক্ষা করলেন। কর্মচারীদের কাছ থেকে চরিত্রকে প্রকাশ করেছিলেন। COLBen 345.3

যারা পাঁচ ও দুই তালন্ত পেয়েছিল তারা তাদের তালন্তের সঙ্গে উপার্জন করা তালন্ত তাদের প্রভুর কাছে অর্পণ করলেন। এই কাজ করে তারা তাদের নিজেদের জন্য কোন কৃতিত্ব দাবী করেন নি। যে তালন্ত তাদের দেয়া হয়েছিল, তার মাধ্যমে তারা আরো তালন্ত লাভ করল, কিন্তু তালন্ত রক্ষা ও বৃদ্ধি করে জমা না দিয়ে এই অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা দেখল যে তারা কেবল তাদের দায়িত্ব পালন করছে। মূলধন ছিল প্রভুর; বৃদ্ধি হল তাও তাঁর। যাদের উপর মুক্তদাতা তাঁর ভালবাসা এবং অনুগ্রহ দেন নি তারা চিরকালের জন্য দেউলিয়া হবে। COLBen 345.4

কিন্তু যখন প্রভু তালন্ত গ্রহণ করেন, তিনি তা অনুমোদন করেন এবং কার্যকারীদের পুরস্কৃত করেন, যেন সমস্ত কৃতিত্ব তাদের নিজেদের। তাঁর মুখ আনন্দ এবং পরিতৃপ্ততায় ভরে যায়। তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যান যে তিনি তাদের আশীর্বাদ দান করতে পেরেছেন।

কারণ এটা নয় যে, এটি ঋণ ছিল, তিনি তাদের কাছে ঋণী ছিলেন। কিন্তু কারণ ছিল এই যে তাঁর হৃদয় ভালবাসা এবং দয়ার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। COLBen 346.1

“বেশ, উত্তম এবং বিশ্বস্ত দাস,” তিনি বললেন, “তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করি; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও।” COLBen 346.2

এটি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত, আনুগত্য আর প্রেমপূর্ণ কাজ, এই জয় স্বর্গের অনুমোদিত। পবিত্র আত্মার প্রতিটি প্রেরণা মানুষকে ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের দিকে চালিত করে, এটি স্বর্গের বইয়ে লিপিবদ্ধ এবং প্রভুর দিনে কার্যকারীরা, তার পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন। COLBen 346.3

তারা প্রভুর রাজ্যে সেই সমস্ত লোকদের দেখতে পাবে যারা তাদের মাধ্যমে পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। আর তারা প্রভুর আনন্দের সহভাগী হবে। আর তারা সেখানে তার কাজ করার জন্য বিশেষ অধিকারী হবে। কারণ এখানে তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করার দ্বারা এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমরা এই জগতে কি রকম চরিত্রের অধিকারী ছিলাম এবং আমাদের পবিত্র কাজের প্রতিফল ঘটবে স্বর্গে, সেখানে আমরা কি হব। খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন, “মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে . . . আসিয়াছেন।” মথি ২০:২৮। এটি পৃথিবীতে তাঁর কাজ, যে কাজ স্বর্গের। এই পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার পুরস্কার হল তাঁর সঙ্গে এই জগতে কাজ করার জন্য মহত্তর শক্তি এবং বিস্মৃত সুবিধা ও অধিকার লাভ করা। COLBen 346.4

“পরে যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি জানিতাম, আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেখানে কাটিয়া থাকেন, ও যেখানে ছড়ান নাই, সেখানে কুড়াইয়া থাকেন। তাই আমি ভীত হইয়া গিয়া আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখুন, আপনার যাহা আপনি পাইলেন।” COLBen 346.5

এই ভাবে লোকেরা ঈশ্বরের দানের অবহেলার জন্য তাদের অজুহাত দেখায়। তারা ঈশ্বরকে কঠিন এবং নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মনে করে ঈশ্বর তাদের ভুল ধরার জন্য গোপনে নজর রাখেন এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেন। তারা এই অভিযোগ করে, যা তিনি কখনো দেন নি তা তিনি দাবী করেন, যেখানে বোনেন নি সেখানে কাটেন। COLBen 347.1

এইভাবে অনেকে আছে যারা তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে কঠিন প্রভু বলে অভিযোগ করে থাকে। কারণ ঈশ্বর তাদের সম্পদ এবং তাদের কাজ দাবি করেন। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে

কিছুই আনতে পারি না, যা তাঁর নয়। রাজা দায়ূদ বলেছেন, "সমস্তই তো তোমা হইতে আইসে, এবং তোমার হস্ত হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তোমাকে দিলাম।" ১ বংশাবলি ২৯:১৪। সব কিছুই ঈশ্বরের। কেবল সৃষ্টি দ্বারা নয়, কিন্তু পাপ থেকে উদ্ধার করার দ্বারা তিনি সব কিছুর প্রভু হয়েছেন। এই জীবনের আশীর্বাদ এবং সমস্ত কিছু যা আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য, তা কালভেরীর ক্রুশের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করেছেন। তাই ঈশ্বর অত্যন্ত কঠিন প্রভু, যেখানে বোনেন নি সেখানেই কাটেন, এই অভিযোগ মিথ্যা। COLBen 347.2

দুষ্ট দাসের অভিযোগ তার প্রভু অস্বীকার করেন নি, যদিও তা অন্যায় ছিল। কিন্তু তিনি সেই দাসের তার নিজের কথাতেই প্রমাণ করলেন যে, সে যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। যথাযথ উপায় এবং দৃঢ় সঙ্কল্প অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই এর দ্বারা মালিকের লাভের জন্য তালন্ত বৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধিত হত। প্রভু তখন তাকে বললেন, "তবে পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া তোমার উচিৎ ছিল; তাহা করিলে আমি আসিয়া আমার যাহা তাহা সুদের সহিত পাইতাম।" COLBen 347.3

আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী করার জন্য যা দিয়েছেন, তিনি তার চেয়ে বেশিও চান না, কমও চান না। তিনি তাঁর কার্যকারীকে এমন বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে বহন করতে সমর্থ নয়। "কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।" গীতসংহিতা ১০৩:১৪। তিনি আমাদের কাছ থেকে যা কিছু দাবি করেন তার সব কিছুই স্বর্গীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে ফেরত দিতে সক্ষম হব। COLBen 347.4

"লোকে যাহার কাছে অধিক রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অধিক চাহিবে।" লূক ১২:৪৮। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা করতে পারি তার চেয়ে এক বিন্দু কম দায়িত্ব দেয়া হয়, যেন তা পালন করতে পারি। প্রভু কাজের জন্য প্রতিটি সম্ভাবনা দিয়ে যথার্থতা পরিমাপ করেন। আমরা অব্যবহৃত যোগ্যতা যত বেশি বিবেচনার মধ্যে আনব আর এর ব্যবহার করব তত বেশি আমাদের তালন্তের বৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধিত হবে। কারণ আমাদের তালন্তের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের তালন্তের এভাবে বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটাতে পারব, আর ঈশ্বর এই কাজে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের কি করা উচিত এই অনুযায়ী আমরা বিচার করতে পারব, কিন্তু আমরা সম্পাদন করি না, কারণ ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার জন্য আমরা আমাদের শক্তিকে ব্যবহার করি না। যদিও আমরা আমাদের প্রাণ হারাই না, আমরা আমাদের অব্যবহৃত তালন্তের পরিণতি অনন্ত কাল ধরে উপলব্ধি করব। কারণ সমস্ত জ্ঞান এবং যোগ্যতা যা আমরা অর্জন করেছি, তা ব্যবহার না করলে চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হব। COLBen 348.1

কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করব এবং আমাদের সমস্ত কাজে তাঁর নির্দেশ পালন করি, তখন তিনি নিজেই এই কাজ সম্পাদন করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? আমাদের সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার সফলতাকে তিনি তার অনুমান বলে মনে করেন না। আমরা একবারের জন্যও ব্যর্থতার কথা চিন্তা করব না। আমাদের সঙ্গে এমন একজনের সহযোগিতা রয়েছে যিনি ব্যর্থতা কি তা জানেন না। COLBen 348.2

আমাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কথা বলা উচিত না। এটি ঈশ্বরের প্রতি আস্থাহীনতাকে, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করাকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে। যখন আমাদের বোঝা বইতে গিয়ে বিরক্ত বোধ করি, অথবা যখন আমরা সেই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানাই, যা বহন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকেন, কার্যত আমরা বলি যে, তিনি একজন কঠিন প্রভু, যে কাজ করার জন্য আমাদের শক্তি দেন নি, সেই কাজ তিনি আমাদের কাছে দাবী করেন। COLBen 348.3

অলস দাসের স্বভাবকে আমরা প্রায়ই আনন্দের সঙ্গে বলি যে, এটি হল নম্রতা। কিন্তু প্রকৃত নম্রতার সঙ্গে এই ধারণার তুলনা করলে বিশাল পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। প্রকৃত নম্রতা সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। নম্রতার দ্বারা নিজেকে আবৃত করার অর্থ এই নয় যে, আমরা বুদ্ধি ও জ্ঞানে খাটো, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব এবং আমাদের জীবনে ভীরুতা রয়েছে, দায়িত্ব ভার বহন করা এড়িয়ে যাই, পাছে তা সার্থক ভাবে বহন করতে ব্যর্থ হই। ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই হল প্রকৃত নম্রতা। COLBen 349.1

ঈশ্বর তার মধ্য দিয়ে কাজ করেন যাকে তিনি চান। কখনো কখনো তিনি মহান কাজ করার জন্য নম্র লোককে মনোনীত করেন, কারণ তাঁর ক্ষমতা মানুষের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। আমরা আমাদের মান সম্পর্কে জানি এবং এর দ্বারা আমরা ব্যক্ত করি—একটি বিষয় মহৎ এবং অন্যটি অপেক্ষাকৃত কম মহৎ বা ক্ষুদ্র; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাপ করেন না। আমরা মনে করতে পারি না যে, যা কিছু আমাদের কাছে মহৎ তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহৎ অথবা আমাদের কাছে যা ছোট তা ঈশ্বরের কাছেও অবশ্যই ছোট বলে মনে হবে। আমাদের তালন্ত অথবা আমাদের কাজ বেছে নেওয়ার উপর নির্ভর করে আমাদের বিচার থেকে রেহাই দেবে না। ঈশ্বর যা নির্ধারণ করেছেন সেই বোঝা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তাঁর উদ্দেশ্যে এই বোঝা বহন করতে হবে এবং বিশ্রামের জন্য সর্বদা তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের কাজ যাই হোক না কেন, আনন্দপূর্ণভাবে কাজের মধ্য দিয়ে, সমস্ত মন প্রাণ শক্তি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করতে হবে। তিনি খুশি হন যখন আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি, যা তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য আমরা বিবেচিত। COLBen 349.2

তালন্ত অপসারণ

COLBen 350

অলস দাসের উদ্দেশ্যে বলা কথাটা ছিল, “অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে দেও।” এখানে বিশ্বস্ত কার্যকারীর পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি কেবল চূড়ান্ত বিচারের পুরস্কার লাভের বিষয়কেই নির্দেশ করে নি, কিন্তু এই জীবনে ক্রমাগত প্রতিদান দেবার প্রক্রিয়াকেও নির্দেশ করে। COLBen 350.1

প্রকৃতিগত ভাবে যেমন তেমনি আত্মিক জগতেও অব্যবহৃত প্রতিটি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, কমে যায়, এমন কি নষ্ট হয়ে যায়। কর্মশীলতা হল জীবনের নিয়ম। অলসতা হল মৃত্যু। “কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।” ১ করিন্থীয় ১২:৭। অন্যদের আশীর্বাদের কাজে নিযুক্ত থাকলে তার দান বৃদ্ধি পাবে। নিজেকে সাহায্য করার অভ্যাস বন্ধ করলে আশীর্বাদ কমে যাবে এবং অবশেষে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। যে যা গ্রহণ করেছে তাতে অংশী হতে অসম্মত হয়, অবশেষে সে দেখতে পাবে যে তার দেবার মত কিছুই নেই। সে একটি পদ্ধতির সঙ্গে একমত হয় যা নিশ্চিত ভাবে হ্রাস করে এবং চূড়ান্ত ভাবে জীবনের সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। COLBen 350.2

কেউ যেন এটা মনে না করে যে, তারা স্বার্থপরতার জীবন যাপন করতে পারবে এবং এর পর নিজের লাভের জন্য কাজ করবে এবং তাদের প্রভুর আনন্দের সহভাগী হবে। স্বার্থহীন ভালবাসার আনন্দে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না, স্বর্গীয় স্থানের জন্য তারা যোগ্য হতে পারবে না। ভালবাসার বিশুদ্ধ পরিবেশ তারা সমর্থন করতে পারে নি যা স্বর্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর এবং তাদের বীণার সুর তাদের সুখী করতে পারে না। স্বর্গের জ্ঞান বিজ্ঞান তাদের মনে হেঁয়ালির মত লাগে। COLBen 350.3

যারা খ্রীষ্টের জন্য কাজ করে নি, যারা সম্পূর্ণ নিক্রিয় ভাবে ছিল, কোন দায়িত্ব বহন করে নি, নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, নিজেদের সুখের কথা ভেবেছিল, নিজেদের পরিতৃপ্ত করেছিল, এই জগতের বিচার করার সময়, এই জগতে যে সমস্ত লোক মন্দ কাজ করেছিল, বিচারে তাদের জন্য যে স্থান নির্ধারণ করা হবে, তারাও সেই স্থানে যাবে। তারাও একই দণ্ড ভোগ করবে। COLBen 350.4

অনেকে আছেন যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে দাবি করেন, কিন্তু তারা ঈশ্বরের দাবিকে অবহেলা করেন; তবুও এই কাজের দ্বারা যে তারা ভুল করছে এই বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা জানে যে, যারা ঈশ্বরের নিন্দাকারী, যারা খুনী, যারা ব্যভিচারী, তাদের জন্য শাস্তি নিরূপিত আছে। কিন্তু তাদের কাছে ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণ করা আনন্দের

বিষয় মাত্র। তারা সুসমাচার প্রচার শুনতে ভালবাসে, কারণ তারা মনে করে যে, তারা খ্রীষ্টান। যদিও তারা তাদের নিজেদের জন্য তাদের জীবন ব্যয় করেছে, তারা দৃষ্টান্তমূলক গল্পে বর্ণিত সেই অবিশ্বস্ত দাসের মত এই কথা শুনে ভীষণ অবাক হবে, "তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালন্ত লও।" তাদের আশীর্বাদ সমূহ ব্যবহার করলে ঈশ্বরের কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ তারা লাভ করতে পারত এবং এর দ্বারা তারা প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হত, এই বিষয়টি তারা যিহূদীদের মত বুঝতে ভুল করেছিল। COLBen 351.1

অনেকে আছেন যারা নিজেদের অক্ষমতার অজুহাত দেখিয়ে খ্রীষ্টিয় কাজের জন্য নিজেকে সম্পৃক্ত করা থেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু ঈশ্বর কি তাদের এত অক্ষম করে সৃষ্টি করেছেন? না, কখনো না। এই অক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা ও অলসতা থেকে এবং তাদের স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপরতার মনোভাব থেকে। তারা তাদের চারিত্রিক অবস্থার কারণে "তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালন্ত লও" এই কথাটির পরিণতি কী হবে তা বুঝতে পারবে। অব্যহতভাবে তাদের তালন্ত অপব্যবহারের ফলে পবিত্র আত্মাকে তারা নিভিয়ে ফেলবে, যা একমাত্র আলো। যারা অনন্ত জীবন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য তাঁর ইচ্ছা পালন করে স্বর্গের মুদ্রাঙ্ক লাভ করেছে—তাদের জন্য এই কথা প্রযোজ্য হবে না "তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও,"। COLBen 351.2

Chapter 27 - অধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ করা

লূক ১৬:১-৯ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্টের আগমন প্রচণ্ডজাগতিকতার সময় হয়েছিল। মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সাংসারিক এবং জাগতিকতার কাছে সমর্পণ করেছিল। তারা পার্থিব বিষয়ের অধিনস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা অলীকতাকে বাস্তব ও বাস্তবকে অলীক বলে মনে করেছিল। তারা অদৃশ্য জগতকে বিশ্বাসের সঙ্গে দেখেনি। শয়তান এই জীবনের অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রলুব্ধকারী এবং সর্বগ্রাসীর মত বিষয়গুলো তাদের সামনে তুলে ধরেছিল। আর তারা তার প্রলোভনের দিকে মনোযোগ করেছিল। COLBen 352.1

খ্রীষ্ট এই বিষয়গুলোর পদ্ধতি পরিবর্তন করতে এসেছিলেন। তিনি এই সম্মোহনীয় অবস্থাকে ভাঙতে চেষ্টা করেছিলেন, যা মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদের ফাঁদে ফেলেছিল। তাঁর শিক্ষায় তিনি, স্বর্গ ও পৃথিবীর দাবীকে সুবিন্যস্ত করার, মানুষের চিন্তাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। অভিষ্ট বিষয় লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং তৎপরতা থেকে তাদের ফেরাবার চেষ্টায় তিনি তাদেরকে আহবান জানিয়েছিলেন যেন তারা অনন্ত জীবনের আর্শীবাদ লাভের জন্য সুযোগ গ্রহণ করে। COLBen 352.2

"একজন ধনবান লোক ছিল", তিনি বললেন, "তাহার একজন দেওয়ান ছিল; সে তাহার ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া তাহার নিকট অপবাদিত হইল।" ধনী লোকটি তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই দেওয়ানের হাতে সমর্পন করেছিল। কিন্তু সেই দেওয়ান ছিল অবিশ্বস্ত এবং তার মালিকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে এই দেওয়ানটি তার ধন সম্পদ যে কোন উপায়ে চুরি করেছে। সে দৃঢ় সংকল্প নিল যে, এখন থেকে তাকে আর ঐ পদে বহাল রাখবে না। ধনী লোকাটি সেই দেওয়ানের হিসেব তদন্তের জন্য তাকে ডাকল। "তোমার বিষয়ে" সে বলল, "এ কি কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী পদের হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে পারিবে না"। COLBen 352.3

তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার আগে সে ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করল, সেই দেখতে পেল বেছে নেয়ার জন্য তার সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। তাকে অবশ্যই মজুরের কাজ করতে হবে, অথবা ভিক্ষা করতে হবে কিংবা অনাহারে থাকতে হবে। আর সে মনে মনে বলল, "কি করিব? আমার প্রভু তো আমার নিকট হতে দেওয়ানী পদ লইতেছেন; মাটি কাটিবার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়। আমার দেওয়ানী পদ গেলে লোকে যেন আমাকে আপন আপন গৃহে গ্রহণ করে, এই জন্য যাহা করিব তাহা বুঝিলাম। পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জনকে বলিল,

তুমি আমার প্রভুর কত ধার? সে কহিল, একশত মণ তৈল। তখন সে তাহাকে কহিল, তোমার ঋণপত্র লও, এবং শ্রীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ লেখ। পরে সে আর একজনকে কহিল, তুমি কত ধার? সে বলিল, একশত বিশ গম। তখন সে কহিল, তোমার ঋণপত্র লইয়া আশী লেখ। COLBen 353.1

এই অবিশ্বস্ত দেওয়ান এমন কাজ করল যে, অন্যদেরকেও তার মত অসাধ্য এবং প্রতারণামূলক কাজের জন্য অংশী করল। সে তাদের উপকার করে তাদের মালিকের সঙ্গে প্রতারণা করল এবং এই উপকার গ্রহণ করার ফলে তারা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে বাধ্য। COLBen 353.2

"তাহাতে সেই প্রভু সেই অধার্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করল। কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল"। জাগতিক মানুষ সেই মানুষের প্রশংসা করল, যে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। কিন্তু ধনী লোকটির প্রশংসা ঈশ্বরের প্রশংসা ছিল না। COLBen 353.3

খ্রীষ্ট অধার্মিক ধনাধ্যক্ষের প্রশংসা করেন নি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে শিক্ষা দিতে চাইলেন। "আপনাদের জন্য অধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর", তিনি বললেন, "যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে।" COLBen 353.4

করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য মুক্তিদাতা ফরীশীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যায়নি, কিংবা তাদের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখেন নি। তিনি দেখতে পেলেন যে তাদের কাজ তাদেরকে প্রলোভনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা মন্দ প্রলোভনের দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিলেন। প্রথম ভুল পদক্ষেপ ছিল খুব সহজ এবং খুব দ্রুত চরম অসাধুতা এবং অপরাধের বৃদ্ধি ঘটার ফলে তারা নিচে নেমে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট চেয়েছিলেন যেন তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা উচ্চ এবং উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং উন্নত নীতি গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবিশ্বস্ত দেওয়ানের গল্পটি বলার জন্য ইচ্ছুক হলেন। সেখানে কিছু করগ্রাহীরাও উপস্থিত ছিল, যারা এই রকম কাজে লিপ্ত ছিল, যা এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে উপস্থিত হয়েছিল। তারা খ্রীষ্টের ব্যাখ্যাদানের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে পারল। তাদের মনোযোগ আকর্ষিক হল এবং তাদের নিজেদের অসৎ কার্যকলাপের চিত্র থেকে অনেকে আত্মিক সত্যের বিষয়ে শিক্ষা করল। COLBen 354.1

কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি তিনি সরাসরি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তাঁদেরকে প্রথম সত্যের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে অন্যদের কাছেও এই শিক্ষা পৌঁছে দিলেন। খ্রীষ্টের অধিকাংশ শিক্ষাই শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারত না এবং প্রায়ই

মনে হতো তারা তাঁর শিক্ষা ভুলে গেছে। কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা পরে তারা এই COLBen 354.2

“ঐশ্বর্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না” গীত ৬২:১০। “তুমি কি ধনের দিকে চাহিতেছ? তাহা আর নয়; কারণ ঈগল যেমন আকাশে উড়িয়া যায়, তেমনি ধন আপনার জন্য নিশ্চয়ই পক্ষ প্রস্তুত করে।” হিতোপদের ২৩:৫। “যাহারা আপনাদের ধনে নির্ভর করে, আপনাদের সম্পত্তির বাহুল্যে শ্লাঘা করে, তাহাদের মধ্যে কেহই কোন মতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিতে পারে না, কিংবা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারে না।” গীত ৪৯: ৬,৭। বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারত। আর শিষ্যদের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা লোকদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত হয়। আর অনেকে বিশ্বাস করে প্রভুর মণ্ডলীর মঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

মুক্তিদাতা ফরীশীদের কাছেও কথা বলেছিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পেরে তাহা তা গ্রহণ করবে, এই আশা তিনি ছেড়ে দেন নি। অনেকে ছিল যারা দোষী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিল, যদি তারা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সেই সত্যের বাণী শুনত তাহলে প্রভু যীশুর উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করত তাদের সংখ্যা একেবারে কম হত না। COLBen 355.1

খ্রীষ্ট করগ্রাহী এবং পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এই দোষারোপ করে ফরীশীরা খ্রীষ্টের দূর্নাম রটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এখন খ্রীষ্ট উল্টো অভিযোগকারীদের তীব্র তিরস্কার করলেন। তারা তাঁর স্থান করগ্রাহী এবং পাপীদের মধ্যে নিরুপণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের কার্যকলাপ ফরীশীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কেবল একটি পথ আছে। COLBen 355.2

অবিশ্বস্ত দেওয়ানকে তার মালিকের সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যেন সে তা দিয়ে মানুষের উপকার করতে পারে। কিন্তু সে ঐ সম্পত্তি নিজের উপকারের জন্য ব্যয় করেছিলেন। ইস্রয়েলরাও ছিল একই রকম। ঈশ্বর অব্রাহামের বংশধরদের বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শক্তিশালী এবং উন্নত বাহু দ্বারা তাদের মিসরের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। জগতকে আর্শীর্বাদ করার জন্য তিনি তাদের পবিত্র সত্যের ভাণ্ডারস্বরুপ করেছিলেন। তিনি তাদের জীবন্ত দৈববাণী হওয়ার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যেন তারা লোকদের কাছে আলো প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তাঁর ধনাধ্যক্ষরা এই দানসমূহ তাদের নিজেদেরকে ধনবান এবং উন্নত করার জন্য ব্যবহার করেছিল। COLBen 355.3

ফরীশীরা আত্মগৌরব এবং আত্মধার্মিকতার দ্বারা পূর্ণ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের তাঁর যে সম্পদ তাদের ধার দিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর গৌরবের জন্য সেগুলো ব্যবহার করে; তারা সেই সম্পদের অপব্যবহার করেছিল। COLBen 355.4

দৃষ্টান্তমূলক গল্পে বর্ণিত সেই দেওয়ানের ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থা ছিল না, যে সম্পদ অন্যদের উপকারের জন্য তার উপর অর্পন করা হয়েছিল, তা সে নিজের জন্য ব্যবহার করেছিল; কিন্তু সে কেবল বর্তমানকে নিয়েই চিন্তা করেছিল। যখন তার কাছ থেকে দেওয়ানী পদ নিয়ে যাওয়া হল তখন তার কাছে নিজের বিষয় সম্পত্তি বলে আর কোন কিছু ছিল না। কিন্তু তখন তার মালিকের বিষয় সম্পত্তি তার হাতে ছিল এবং সে সংকল্প নিল তার মালিকের সম্পত্তি সে এমন ভাবে ব্যবহার করবে যাতে ভাবিষ্যতে যখন সে অভাবে পড়বে তখন এই সব তাকে রক্ষা করবে। এটি করার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনায় কাজ করতে হবে। নিজের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করার পরিবর্তে সে অন্যদের অবশ্যই এর অংশ প্রদান করতে হবে। এভাবে সে তার জন্য বন্ধুদের লাভ করতে পারবে, যখন তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে তখন তারা তাকে সাদরে গ্রহণ করবে। ফরীশীদের অবস্থাও একই রকম। খুব শীঘ্র তাদের কাছ থেকে তত্ত্বাবধকের দায়িত্ব নেয়া হবে এবং তাদের ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ডাকা হবে। কেবল অন্যদের মঙ্গল এবং উপকারের জন্য চেষ্টা করার দ্বারা নিজেরা উপকৃত হতে পারত। কেবল মাত্র এই জীবনে ঈশ্বরের দানসমূহ সঠিক ভাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তারা অনন্ত জীবনের জন্য ব্যবস্থা করে রাখতে পারে। COLBen 356.1

দৃষ্টান্তটির শেষে খ্রীষ্ট এ সম্পর্কে বলেন, "বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির সম্বন্ধে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান"। এর অর্থ হল, "ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি যতটা আন্তরিকতা দেখাতে পারে, সাংসারিক জ্ঞান সম্পর্কে লোকেরা তাদের নিজেদের সেবা করার ব্যাপারে ঈশ্বরের সন্তানদের চেয়ে আরও বেশি প্রজ্ঞা দেখাতে পারে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। খ্রীষ্টের সময় এই রকম অবস্থা ছিল। এখনও একই অবস্থা বিরাজ করছে। যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে দাবী করে তাদের অনেকের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঈশ্বর তাদের সামর্থ্য, শক্তি, এবং বিভিন্ন গুণ দিয়ে ভূষিত করেছেন; তিনি তাদের অর্থ প্রদান করেছেন যেন তারা মহা পরিত্রাণ কাজে তাঁর সহকর্মী হতে পারে। তাঁর সমস্ত দান মানুষের মঙ্গলের জন্য, দুঃখ কষ্ট ভোগকারী, এবং অভাবীদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। যারা অনাহারে আছে তাদেরকে আমাদের খাবার দিতে হবে, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দিতে হবে, অনাথ এবং বিধবাদের প্রতিপালন করতে হবে, যারা দুর্দশাগ্রস্থএবং অত্যাচারিত তাদের সেবা করতে হবে। পৃথিবীতে সূদুর প্রসারী দুর্দশা অবস্থিতি করুক এটা ঈশ্বর কখনো চান না। তাঁর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যখন অন্যদের সন্তানেরা খাবারের জন্য চিৎকার করে তখন একজন মানুষ প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে বিলাসীতায় জীবন যাপন করুক। জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মানুষকে

ঈশ্বর দিয়ে থাকেন, যেন সে তা দিয়ে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করে, তাদের উপকার করে। প্রভু বলেছেন, "তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান কর"। লূক ১২:৩৩। "যেন পরের উপকার করে, সৎ ক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়।" ১ম তীমথীয় ৬:১৮। "কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধ দিগকে নিমন্ত্রণ করিও।" লূক ১৪:১৩। "দুষ্টতার গাঁট সকল খুলিয়া দেওয়া," "যোয়ালির খিল মুক্ত করা," "দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া', "প্রত্যেক যোঁয়ালি ভগ্ন করা", "ক্ষুধিত লোকদের মধ্যে খাদ্য বন্টন", "তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া", "উলঙ্গকে দেখলে তাহাকে . . . বস্ত্র দান করা।" "দুঃখার্ত প্রাণীকে দেখিলে তাহকে আপ্যায়িত করা"। যিশাইয় ৫৮:৬, ৭, ১০। "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, আমার সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর"। মার্ক ১৬:১৫। এই সমস্ত প্রভু ঈশ্বরের আদেশ। যারা নিজেকে খ্রীষ্টান বলে দাবী করে তারা কি এই সব কাজ করে? COLBen 356.2

হায়! কতজন যথাযথ ভাবে ঈশ্বরের দান ব্যবহার করে! কতজন বাড়ির পর বাড়ি, জমির পর জমি, নিজ সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করে। কতজন তাদের আমোদ প্রমোদের জন্য, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য, তাদের ঘর, আসবাবপত্র, এবং পোশাকের জন্য তাদের টাকা অপচয় করছে। তাদের আশে পাশে বাসকারী লোকদের অস্তিত্ব হয়ত মহা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এবং শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছে। অসুস্থতা ভোগ করছে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শুধু একটি দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টির অভাবে অগণিত লোক ধ্বংস হচ্ছে, একটি সহানুভূতিপূর্ণ কথা এবং কাজের অভাবে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। COLBen 357.1

মানুষ ঈশ্বরকে ঠকানোর জন্য অপরাধী। গৌরবময় ঈশ্বরের সম্পদ তারা স্বার্থপর ভাবে ব্যবহার করে তাঁকে ঠকাচ্ছে যা দুঃখভোগকারী মানুষের যন্ত্রণার লাঘব এবং আত্মার পরিত্রাণ তার কাছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে পারে। COLBen 358.1

খ্রীষ্টের শেষ আদেশ, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর"। COLBen 358.2

তারা তাঁর অর্পিত ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করছে। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন, "আর আমি বিচার করিতে আসিব এবং তাহার বিরুদ্ধে আমি সত্ত্বর সাক্ষি হইব. . . যাহারা বেতনের বিষয়ে বেতনজীবির প্রতি এবং বিধবা ও পিতৃহীন লোকের প্রতি অত্যাচার করে, বিদেশীদের প্রতি অন্যায় করে ও আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি সত্ত্বর সাক্ষি হইব"। COLBen 358.3

"মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? দশমাংশ এবং উপহারে। তোমরা অভিশাপে

শাপগ্রস্থ; হা, তোমরা এই সমস্ত জাতি আমাকেই ঠকাইতেছ।” মালাখি ৩:৫, ৮, ৯। “এখন দেখ হে ধনবানেরা . . . তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে; তোমাদের স্বর্ণ এবং রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে; আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে. . . তোমরা শেষ কালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ।” “তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ এবং বিলাসিতা করিয়াছ।” “দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেতের শস্য কাটিয়াছে তারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা চিৎকার করিতেছে এবং সেই শস্যচ্ছেদকের আর্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।” যাকোব ৫:১-৩, ৫, ৪। COLBen 358.4

প্রত্যেকেই যেন তাদের উপর অর্পিত ঈশ্বরের দান অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়। শেষ বিচারের দিনে মানুষের ধন সম্পদের ভাণ্ডার তার কাছে মূল্যহীন বলে গণ্য হবে। তাদের কিছুই থাকবে না যা তারা নিজেদের বলে দাবী করতে পারে। COLBen 358.5

যারা জাগতিক সম্পদ জমা করতে গিয়ে কম বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে এবং কম চিন্তা করেছে এবং চিরকালের সুখ সমৃদ্ধির জন্য মনোযোগ দিয়েছে, তারা পরে অসৎ দেওয়ানের মত জাগতিক সম্পদের সাহায্য নিয়ে কাজ করবে। এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির সম্বন্ধে আলোর সন্তানদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এরা হয় তারাই যাদের সম্বন্ধে মহা বিচার দিনের দর্শন অনুসারে ভাববাদী ঘোষণা করেছেন, “সেই দিন মনুষ্য ভজনার্থে নির্মিত আপনার রৌপ্যময় প্রতিমা এবং স্বর্ণময় প্রতিমা সকল ইঁদুরের এবং চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে। আর গিরিগহ্বরে এবং শৈলগণের ফাটলে পড়িবে, সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা প্রযুক্ত, যখন তিনি পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উঠিবেন”। যিশাইয় ২:২০-২১। COLBen 358.6

“আপনাদের জন্য ধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর”, খ্রীষ্ট বলছেন, “যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে”। ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, এবং স্বর্গের দূতগণ তাঁরা সবাই যারা রোগগ্রস্থ, দুঃখার্ত এবং পাপী তাদের সেবা প্রদান করে থাকেন। এই কাজের জন্য আপনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করুন, এই উদ্দেশ্যে তাঁর দেয়া দান ব্যবহার করুন এবং আপনি স্বর্গীয় অনুগ্রহের অংশীদারিত্বের মধ্যে প্রবেশ করুন। তাদের জন্য সহানুভূতিতে আপনার হৃদয় স্পন্দিত হবে। চরিত্রে আপনি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। অনন্ত আবাসে বাসকারী এই সব লোকেরা আপনার কাছে অপরিচিত বলে মনে হবে না। যখন জাগতিক বিষয়গুলো শেষ হয়ে যাবে, কিংবা চলে যাবে, তখন স্বর্গের পাহারাদার স্বর্গের দরজায় আপনাকে স্বাগতম জানাবার জন্য অপেক্ষা করবেন। COLBen 359.1

আর অন্যদের মঙ্গলের জন্য সম্পদ ব্যবহার করলে তা ফেরত আসবে। সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে মহা মঙ্গলজনক কাজ সম্পন্ন হবে। মানুষকে খ্রীষ্টের জন্য জয় লাভ করা যাবে। যারা খ্রীষ্টের জীবনের পরিকল্পনা অনুসারে চলে, তারা ঈশ্বরের প্রাসাদে সেই সব লোকদের দেখতে পাবে, যাদের জন্য সে এই জগতে পরিশ্রম এবং উৎসর্গ করেছিল। যারা মূল্য দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের কথা স্মরণ করবে যাদের সাহায্যে তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। যারা আত্মার পরিত্রাণের কাজে বিশ্বস্ত ছিল তারা মহামূল্যবান হিসেবে গণিত হবে। COLBen 359.2

এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা সকলের জন্য। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে যে অনুগ্রহ দেয়া হয়েছে তা রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার জন্য জাগতিক কিংবা অস্থায়ী বিষয়গুলো বর্ণন করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন অন্যদেরকে আমাদের অংশী করি, যেন তা অনন্তকালীন এবং অদৃশ্য অন্যদেরকে অংশী করে। COLBen 359.3

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা সতর্কতার অভাবে এবং অপরিত্রাণ প্রাপ্ত অবস্থায় চিরকালের মত হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় আমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় লোকদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের পরিত্রাণ করার সুযোগ আমাদের কাছে উন্মুক্ত রয়েছে। এই সুযোগ আসছে এবং চলেও যাচ্ছে। ঈশ্বর চান আমরা যেন সর্বোত্তমভাবে এই সুযোগ কাজে লাগাই। দিন, সপ্তাহ, এবং মাস অতিবাহিত হচ্ছে। যে কাজ আমরা করব তার সময় হয়ত এক দিন, এক মাস বা এক সপ্তাহ কম পেতে পারি। আমাদের হাতে হয়ত অল্প কয়েক বছর রয়েছে, কিন্তু একটি কণ্ঠস্বর শুনে, সেই কথার উত্তর উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তা হল, "তোমরা দেওয়ানী পদের হিসাব দেও।" COLBen 360.1

খ্রীষ্ট সকলকে বিবেচক হতে বলেছেন। বিশ্বস্তভাবে হিসেব দিতে হবে। যীশুর মানদণ্ডে সব রাখতে হবে, যার অর্থ চিরস্থায়ী সম্পদ, জীবন, সত্য স্বর্গ, এবং মানুষের পরিত্রাণে প্রভু যীশুর আনন্দ। জগত আপনাকে যা দেবার জন্য আকর্ষিত করে তা প্রভুর কাছে সমর্পণ করুন। আপনার নিজের আত্মার হারানো সম্পদ প্রভুর পাল্লায় রাখুন, সঁপে দিন আপনি হয়তো যে আত্মাগুলো জয় করতে পারতেন, অন্যদের ও তাদের জন্য পারতেন যা ঈশ্বরের সাথে পরিমাপ করা যাবে। পরিমাপ সময় এবং অনন্তকালের জন্য। আপনি যদি জাগতিক বিষয় লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন তাহলে খ্রীষ্ট এই কথা আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন, "বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগত লাভ করিয়া নিজ প্রাণ হারায় তাহলে কি লাভ হইল?" মার্ক ৮:৩৬। COLBen 360.2

ঈশ্বর চান আমরা যেন পার্থিব স্থানের বদলে স্বর্গীয় স্থানকে পছন্দ করি। তিনি আমাদের সামনে স্বর্গীয় বিনিময়ের সমস্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে রাখেন। তিনি আমাদের অতি উন্নত লক্ষ্যকে উৎসাহিত করবেন, আমাদের মনোনীত ধনসম্পদকে নিরাপত্তা দান করবেন।

তিনি ঘোষণা করেছেন, “আমি উত্তম সুবর্ণ হইতে মর্ত্ত্যকে, ওফীরের কাঞ্চন হইতে মনুষ্যকে দুর্লভ করিব।” যিশাইয় ১৩:১২। পার্থিব ধন সম্পদ পোকায় খেলে এবং মরিচায় নষ্ট করলে ঝাঁটা দিয়ে দূর করে দেয়া হয় কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাদের স্বর্গীয় ধন, স্বর্গীয় সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে পারবে কারণ তা অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী। COLBen 360.3

জগতের সমস্ত বন্ধুত্বের চেয়ে খ্রীষ্টের মুক্তির বন্ধুত্ব আরও উত্তম। এই জগতের অভিজাত সুরম্য অট্টালিকার অধিকারীর চেয়ে আমাদের প্রভুর বাসভবনের অধিকারী হওয়া উত্তম, যে বাসভবনের প্রস্তুতি চলছে। জাগতিক সমস্ত প্রশংসার বাক্যের চেয়ে, তাঁর বিশ্বস্ত কার্যকারীদের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের উচ্চারিত বাক্য আরও উত্তম, “আইস আমার পিতার আর্শীবাদ - পাত্রেরা, জগতের পাত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও”। মথি ২৫:৩৪। COLBen 361.1

যারা তার সম্পদ অপব্যবহার করছে, খ্রীষ্ট তবুও তাদের স্থায়ী সম্পদ দেবার সুযোগ দিচ্ছেন, “দেও তাহাতে তোমাদের দেওয়া যাইবে”। “আপনাদের জন্য এমন থলি প্রস্তত করো যাহা জীর্ণ হয় না, স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, সেখানে চোর নিকটে আইসে না, কীটেও ক্ষয় করে না।” লূক ৬:৩৮; ১২:৩৩। “যাহারা এই যুগে ধনবান তাহাদের এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্বিত মনা না হয় এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে; যেন পরের উপকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়। এইরূপে তাহারা আপনাদের নিমিত্তে ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিমূল স্বরুপ নিধি প্রস্তুত করুক, যেন, যাহা প্রকৃতরূপে জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে।” ১ তীমথিয় ৬:১৬-১৯। COLBen 361.2

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আপনার সম্পদকে স্বর্গে যেতে দিন। আপনার ধন ভাণ্ডার ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে জমা রাখুন। আপনার, খ্রীষ্টের অসীম ধনের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। “আপনাদের জন্য অধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর, যেন উহা শেষ হলে, তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে। COLBen 361.3

Chapter 28 - "আমার প্রতিবেশী কে?"

লূক ১০: ২৫-৩৭ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

"আমার প্রতিবেশী কে?" এই প্রশ্নটি যিহুদী জাতির মধ্যে সব সময়ই একটি বিতর্কের বিষয় ছিল। এই বিতর্কটি যে পরজাতীয়দের এবং শমরীয়দের নিয়ে আবর্তিত হত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা তাদের নিজের জাতির মধ্যে কোথায় তাদের বিভেদ তৈরি করে রেখেছিল এবং তাদের সমাজের শ্রেণীর মধ্যে কোথায় পার্থক্য তৈরি করে রেখেছিল? যিহুদি জাতির যাজক, ধর্মগুরু এবং প্রচীনেরা কাদেরকে তাদের প্রতিবেশী বলে মনে করত? নিজেদের স্বতন্ত্রতা এবং পবিত্রতার জন্য তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের জীবন ব্যয় করত। তারা মনে করত অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং অবহেলিত জনসাধারণের সংস্পর্শে এলে তা তাদেরকে করবে। যা দূর করার জন্য তাদের অনেক কষ্টকর আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে যারা, "অশুচি" ছিল, তাদের কি তারা নিজেদের প্রতিবেশী মনে করত? COLBen 362.1

দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, কেবল একই মণ্ডলী কিংবা একই বিশ্বাসের লোক যারা আমাদের অংশীভূভ তাদেরকেই যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশীর বলে মনে না করি। প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে বংশ, বর্ণ অথবা শ্রেণীর পার্থক্যকে নিরূপিত করা হয় নি। যাদের আমরা সাহায্য করতে পারি, যাদের আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তারা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিবেশি। আমাদের প্রতিবেশি, তারাই যারা আঘাত প্রাপ্ত, আহত এবং প্রতিপক্ষের দ্বারা শারিরিক ভাবে নির্যাতিত। যারা ঈশ্বরের সম্পদ তারা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিবেশী। COLBen 362.2

ব্যবস্থাবেত্তা খ্রীষ্টকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি প্রয়োগ করেছিলেন। খ্রীষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন সময়, "একজন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাহার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, হে গুরু, কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব?" ফরীশীরা ব্যবস্থাবেত্তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল যেন সে খ্রীষ্টকে এই প্রশ্ন করে, যাতে তারা খ্রীষ্টকে এই কথার ফাঁদে ফেলতে পারে, এবং তারা তাঁর উত্তর শোনার জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু মুক্তিদাতা কোনো প্রকার বাদানুবাদ বা বিতর্কের মধ্যে যান নি। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি ব্যবস্থাবেত্তাকেই প্রশ্ন করার জন্য আবশ্যক মনে করলেন। "ব্যবস্থায় কি লেখা আছে"? তিনি প্রশ্ন করলেন, "কিরূপ পাঠ করিতেছ"? তবুও এই যীহুদী ব্যক্তিটি সিনয় পর্বতে প্রাপ্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যীশুকে অভিযুক্ত করতে চাইলেন, কিন্তু যীশু পরিত্রাণের প্রশ্নটি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার বিষয়ের দিকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। ব্যবস্থাবেত্তা বললেন, "তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ, তোমার

সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।""যথার্থ উত্তর করিলে," খ্রীষ্ট বললেন, "তাহাই কর, তাহাতে জীবন পাইবে"। COLBen 363.1

এই ব্যবস্থাবেত্তা ফরীশী পদ এবং এর কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। পবিত্র শাস্ত্রের পকৃত অর্থ শিক্ষা লাভ করার আকাঙক্ষা নিয়ে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল, তিনি আন্তরিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেন "কি করিলে আমি?" ব্যবস্থাবেত্তা ব্যবস্থার আবশ্যকতায় উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকে উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ তিনি দাবী করেছিলেন এই সমস্ত অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। কারণ তিনি দুটো মহান আজ্ঞা উল্লেখ করেছিলেন, যার উপর সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থঝুলে আছে। এই উত্তরের মুক্তিদাতার অনুমোদন তাঁকে ধর্মগুরুদের সঙ্গে সুবিধাজনক স্থানে বসিয়ে ছিল। ব্যবস্থা লঙ্খনকারীদের দ্বারা যা উন্নতি সাধিত হত তা লঙঘন করার দোষে তারা খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করতে পারে নি। COLBen 363.2

খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "তাহাই কর, তাহাতে জীবন পাইবে।" তিনি তাঁর শিক্ষায় সব সময় ব্যবস্থাকে ঐশ্বরিক একাত্মারূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখাতেন একটি আদেশ পালন করা এবং অন্যটি লঙঘন করা অসম্ভব। কারণ একই নিয়ম সব কিছু সম্পাদন করে। মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সমস্ত ব্যবস্থার প্রতি তার বাধ্যতার দ্বারা। COLBen 363.3

খ্রীষ্ট জানেন যে, কেউই তার নিজের ক্ষমতায় ব্যবস্থা পালন করতে পারে না। তিনি চাইলেন ব্যবস্থাকে পরিষ্কার এবং আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা দিতে, যাতে তিনি সত্য খুঁজে পান। কেবল আত্মিক উৎকর্ষতা এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আমরা ব্যবস্থা পালন করতে পারি। পাপের জন্য ক্ষমা লাভের বিশ্বাস দ্বারা একজন পতিত মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালবাসতে সমর্থন লাভ করে। COLBen 364.1

ব্যবস্থাবেত্তা জানতেন, প্রথম চারটি এবং পরের ছয়টি পালন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। খ্রীষ্টের অনুসন্ধানী কথার দ্বারা তিনি নিজেকে দোষী বলে মনে করলেন। কিন্তু নিজের পাপ স্বীকার করার পরিবর্তে তিনি তা এড়িয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন। সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার চেয়ে বরং তিনি দেখাবার চেষ্টা করলেন যে ব্যবস্থা পূর্ণ রূপে পালন করা কত কঠিন। তিনি আশা করেছিলেন এভাবে তিনি তার দোষকে এড়িয়ে যেতে পারবেন এবং লোকদের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন। COLBen 364.2

মুক্তিদাতার উত্তর দেখাল যে, তাঁর প্রশ্নটি ছিল অনাবশ্যক, তিনি এর আগে নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তবুও তিনি অন্য আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "আমার প্রতিবাসী কে?" COLBen 364.3

এবারও খ্রীষ্ট কোন বিতর্কের মধ্যে যেতে রাজী হলেন না। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনার মাধ্যমে তিনি উত্তর দিলেন । তাঁর শ্রোতারা যেন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এবং তা মনে রাখতে পারে এই ভাবে দৃষ্টান্ত বললেন। তিনি বললেন এক ব্যক্তি, "যিরূশালেম হইতে যিরিহোতে নামিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল, তাহারা তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া আধমরা অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল।" COLBen 364.4

যিরূশালেম থেকে যিরিহোতে যাওয়ার পথে পথিকদের যিহুদা প্রদেশের একটি অংশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। রাস্তাটি ছিল জনশূন্য নির্জন, প্রস্তরময়, গভীর, সংকীর্ণ গিরিখাতযুক্ত, এই সব স্থানে ডাকাতরা লুকিয়ে থাকত, এদের দ্বারা প্রায়ই পথিকরা আক্রান্ত হত, এবং নিপীড়নের ঘটনা ঘটত। এই স্থানেই পথিকটি আক্রান্ত হল। তার কাছে মূল্যবান যা কিছু ছিল তার সবই কেড়ে নেয়া হল এবং তাকে মেরে আধমরা করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চলে গেল। এমন সময় একজন যাজক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল, লোকটিকে আহত, এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। আহত লোকটিকে নিজের রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে দেখল। কিন্তু সে তাকে সাহায্য না করেই "এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল"। এরপর একজন লেবীয় সেই স্থানে এল, কি ঘটল তা দেখার জন্য সে কৌতুহলী হয়ে কিছুক্ষণ থামল, এবং আহত লোকটির দিকে তাকাল। এখন তার কি করা উচিত তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। কিন্তু এখন তার কাছে এটি গ্রহণযোগ্য এবং উপযোগী কর্তব্য বলে মনে হল না। সে মনে মনে ভাবল, সে এই পথ দিয়ে আসেননি এবং আহত লোকটিকে দেখেনি। সে মনে মনে বলল এই বিষয়ে তার কোন করণীয় নেই। আর সেও "এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল"। COLBen 364.5

কিন্তু একজন শমরীয় একই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে আহত লোকটিকে দেখতে পেল, এবং যে কাজ অন্যরা করতে অস্বীকার করেছিল সে সেই কাজটি করল। সে খুব কোমল ভাবে এবং দয়াপূর্ণ ভাবে আহত লোকটির সেবা শুশ্রূষা করল। "আর তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল নিকটে আসিয়া তৈল, এবং দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিল। পরে আপন পশুর উপরে তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহাকে যত্ন করিল। পর দিবসে দুইটি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্তাকে দিয়া কহিল এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া আইসি তখন পরিশোধ করিব।" যাজক এবং লেবীয় উভয়ই দয়া দেখানোর কথা ছিল। কিন্তু এই শমরীয় দেখিয়েছিল, সে প্রকৃতই একদল পরিবর্তিত ব্যক্তি। যাজক এবং লেবীয়দের পক্ষে যে কাজ করা উচিত ছিল, এর বেশী তার করার ছিল না, কিন্তু তার সাহস, করুণা, উৎসাহ, এবং কাজ

প্রমাণ করেছে যে ঈশ্বরের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে তার ঐক্য রয়েছে। COLBen 365.1

এই শিক্ষা দানের মধ্যে খ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে ব্যবস্থার নিয়ম উপস্থাপন করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সব নিয়ম পালন করার বিষয়ে তারা অবহেলা করছে। তাঁর কথা এত স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ছিল যে, শ্রোতারা তাঁর অনাবশ্যক দোষ ধরার সুযোগ পায় নি। ব্যবস্থাবেত্তারা এই শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পায় নি, যে তাঁর সমালোচনা করতে পারে। খ্রীষ্ট সম্পর্কে তার যে প্রতিকূল ধারণা ছিল তা দূর হল। কিন্তু তার জাতিগত ঘৃণার মনোভাবকে সে দূর করতে পারল না, সে শমরীয়ের নাম উল্লেখ করে তার কৃতিত্বের কথা বলতে পারে নি। যখন খ্রীষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন " তোমার কেমন বোধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল?" সে উত্তর দিয়েছিল, "যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল সে"। COLBen 365.2

"তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও তুমিও সেইরূপ কর।" যাদের সাহায্য প্রয়োজন এমন লোকদের প্রতি এরূপ সহানুভূতিসুলভ এবং দয়াপূর্ণ মনোভাব দেখাতে হবে। আর এভাবেই প্রমাণ করতে পারবে যে, তুমি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করছ। COLBen 366.1

যিহুদী জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে একটি বড় রকমের মতভেদ ছিল। আর এই মতভেদ ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে, যেমন এই প্রশ্নটি, প্রকৃত উপাসনার নিয়ম কি? ফরীশীরা শমরীয়দের সম্পর্কে ভালো কোন কথাই বলত না। কিন্তু তাদের প্রতি তারা তীব্র অভিশাপ বর্ষণ করত। যিহুদী এবং শমরীয়দের মধ্যে ঘৃণা এত বেশি পরিমাণে ছিল শমরীয়া নারীর কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে খ্রীষ্ট পিপাসা মেটানোর জন্য ঐ নারীর কাছে জল চেয়েছিলেন। শমরীয়া নারী বলেছেন, "আপনি কেমন করিয়া যিহুদী হইয়া একজন শমরীয়া নারীর কাছে জল চাহিতেছেন? আমি ত শমরীয়া স্ত্রী লোক। "কেননা", এখানে সুসমাচার লেখক যুক্ত করেছেন. "শমরীয়দের সহিত যিহুদীদের ব্যবহার নাই।" যোহন ৪:৯। আর যিহুদীরা খ্রীষ্টের প্রতি মারাত্মক ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে তাকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করার জন্য পাথর তুলে নিয়েছিল, তারা তাকে ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য এই কথার চেয়ে আর ভাল কোনো কথা খুঁজে পায় নি, "আমরা কি ভালই বলি না যে, তুমি একজন শমরীয় ও ভূতগ্রস্থ?" যোহন ৮:৪৮। তথাপি ঈশ্বর যে আদেশ দিয়েছিলেন যাজক এবং লেবীয়দের তার প্রতিটি কাজ অবহেলা করেছিল, তারা শমরীয়দের প্রতি তাদের ঘৃণা এবং বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব তারা ত্যাগ করে নি, তারা তাদের স্বজাতির লোকদের সেবা প্রদান করে নি। COLBen 366.2

"তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে," এই আজ্ঞাটি শমরীয় লোকটি পালন করেছিল। এভাবে সে দেখিয়েছিল যে, যাদের কাছে সে অবজ্ঞাত এবং ঘৃণিত হয়েছে তাদের সে আরও বেশি ধার্মিক। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে নিজের ভাইয়ের মত আহত

লোকটির সেবা শ্রশুষা করেছিল। এই শমরীয় লোকটি খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করেছিল। COLBen 367.1

আমাদের মুক্তিদাতা আমাদের জন্য এমন এক ভালবাসা প্রকাশ করেছেন যে মানুষের ভালবাসা কোনো ক্রমেই তার সমান হতে পারে না। যখন আমরা খুব আঘাত পাই এবং মুমূর্ষু অবস্থায় থাকি, তিনি আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ঢেলে দেন। তিনি আমাদের উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে চলে যান না এবং আমাদের পরিত্যাগ করেন না। তিনি আমাদের অসহায় এবং নিরাশার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে দেন না। যেখানে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দ্বারা প্রিয় পাত্র হয়ে অবস্থান করছেন, তাঁর সেই পবিত্র, সুখী গৃহ তিনি শূন্য রাখবেন না। তিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও প্রয়োজনের দিকে তাকান। তিনি আমাদের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য সমস্ত সাহায্য করার লক্ষ্যে তিনি সদা প্রস্তুত। তিনি তাঁর শত্রুদের রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর হত্যাকারীদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। নিজের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিলেন, "এই সকল তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা পরস্পর প্রেম কর।" "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর।" যোহন ১৫:১৭; ১৩:৩৪। COLBen 367.2

যাজক এবং লেবীয়রা মন্দিরে উপাসনা কার্য পরিচালনা করতেন, তারা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই পরিচর্যার কাজে অংশ গ্রহণ করা একটি মহৎ এবং মর্যাদাপূর্ণ বিষয় ছিল এবং এই রকম সম্মানজনক কাজের কারণে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অচেনা অজানা কষ্টভোগকারী লোকদের সেবা দান করা তাদের জন্য অনুপযুক্ত কাজছিল। এই ভাবে তারা বিশেষ সুযোগ অবহেলা করত, ঈশ্বর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন তারা লোকদের উপকার করে। COLBen 367.3

বর্তমানে অনেকেই একই রকম ভুল করছেন। তাদের দায়িত্ব দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে থাকেন। প্রথম শ্রেণী হল ঈশ্বরের ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে মহৎ বিষয় সম্পন্ন করা, অপর শ্রেণীটি হল তথাকথিত ক্ষুদ্র বিষয় সম্পাদন করা, যার মধ্যে "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে," এই আজ্ঞাটি উপেক্ষিত থাকে। খামখেয়ালি এবং নিজের প্রবৃত্তি আর আবেগ অনুসারে কাজের পরিধি নির্ণীত হয়। আর এভাবে চরিত্র নষ্ট হয় এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করা হয়। COLBen 368.1

কেউ কেউ আছেন যারা মনে করে যদি তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সেবা দান করে, তাহলে তাদের মর্যাদা খর্ব হবে। যারা আত্মার মন্দির নষ্ট করে তাদের দিকে অনেকেই ভিন্ন এবং ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে তাকান। অন্যরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের অবজ্ঞা করেন। তারা এমন

আচরণ করেন যে, তারা দেখাতে চান, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের কারণে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করছেন। তারা মনে করেন যে, তারা মহৎ কোন কাজ করছেন এবং দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে তা তারা বন্ধ করতে পারেন না। তারা নিজেদের কল্পনা অনুসারে মনে করেন যে, এই মহৎ কাজের প্রয়োজনে তারা দরিদ্র ও অত্যাচারিত লোকদের দেখাশুনা করার কাজ করতে পারেন না। তারা অভাবীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিংবা তাদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে পারে। তবুও তারা মনে করে যে, তাদের সব কাজ ন্যায্য এবং সমর্থনযোগ্য, কারণ তাদের ধারণা তারা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং বাস্তবায়ন করছে। COLBen 368.2

অনেকে আছে যারা তাদের ভাই কিংবা প্রতিবেশীর প্রতিকূল অবস্থা মেনে নেয়। কিন্তু যেহেতু তারা খ্রীষ্টান বলে দাবী করে থাকে, তাই তাদের ভেবে দেখতে হবে যে, তারা নিজেদের গুপ্ত স্বার্থের জন্য খ্রীষ্টকে প্রকাশ করছে কি না। নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকারী বললেও তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করে নি, ঈশ্বরের প্রেম, যা তাদের মধ্য দিয়ে তাদের ভাই ও প্রতিবেশীদের দিকে প্রবাহিত হওয়া উচিত ছিল তা তারা ছিন্ন করেছে। মানুষের অন্তর এবং মুখ থেকে উচ্চারিত অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ ঈশ্বরের কাছে প্রবাহিত হতে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সে ঈশ্বরের পবিত্র নামের প্রাপ্য গৌরবকে হরণ করেছে। যাদের জন্য খ্রীষ্ট জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই মানুষদেরকে তারা বঞ্চিত করেছে। তাঁর সান্নিধ্যে চিরকাল বাস করার জন্য তাঁর রাজ্যে যাদের নেবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষিত থাকেন, তারা তাদের বঞ্চিত করে। COLBen 368.3

যখন, আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জগতের কাছে স্বর্গীয় সত্যেও অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করা উচিৎ তখন তা না হয়ে আরও কম প্রভাব ফেলছে। কেবল ধর্মীয় কাজ প্রচুর পরিমাণে করাই যথেষ্ট নয়। এর গুরুত্ব খুব বেশি নয়। আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী বলে দাবি করতে পারি, আমরা দাবি করতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের প্রতি সত্য বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে এটি প্রয়োগ না করি তাহলে আমাদের প্রতিবাসীর জন্য তা কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। আমাদের কাজ স্বর্গের মত উঁচু হতে পারে, কিন্তু যদি আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হতে না পারি তাহলে এটি আমাদের কিংবা আমাদের প্রতিবাসীদের রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের কাজের চেয়ে যথার্থ উদাহরণ জগতের উপকার সাধনের জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারে। COLBen 369.1

স্বার্থপরতা ত্যাগ করলে আমরা প্রভুর জন্য পরিচর্যা কাজ করতে পারব। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিত এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা। যারা দাবি করেন যে, তারা খ্রীষ্টের অনুসারী, তাদের অন্তরে খ্রীষ্টের কোমল সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। যাদের তিনি অতি মূল্যবান মনে করে তাদের পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, তাদের গভীরভাবে ভালবাসতে হবে। এই প্রাণগুলো মূল্যবান। ঈশ্বরের কাছে আমরা যে সমস্ত উপহার নিয়ে আসি, তার চেয়ে

আরও অনেক বেশি মূল্যবান এই সব প্রাণ ও প্রতিটি শক্তিকে সুস্পষ্ট মহৎ কাজে ব্যবহার করতে হবে। যখন আমরা দরিদ্রদের অবহেলা করি, অপরিচিতদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করি, তখন তা সেবা হিসেবে তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয় না। খ্রীষ্টের মানব স্বভাবের মধ্যে পবিত্রতা ছিল। আর পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা মানুষের হৃদয় পবিত্রীকরণ হয়। সুসমাচারের ধর্ম হল জীবনে খ্রীষ্টের জীবন্ত এবং কার্যকর নীতি। এটি হল চরিত্রে প্রকাশিত খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং ভালো কাজে পরিশ্রম। সুসমাচারের নিয়ম ব্যবহারিক জীবনের কোন অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতা এবং পরিশ্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের জীবনের প্রকাশ ঘটাতে হবে। COLBen 369.2

ঈশ্বর ভক্তির ভিত্তি হল ভালবাসা। মানুষের কাজ বা পেশা যাই হোক না কেন, যদি সে তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে না পারে, তাহলে মানুষ ঈশ্বরকে খাঁটি ভাবে ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি কঠোর মনোভাব নিয়ে ভালবাসতে চেষ্টা করি, তাহলে কখনোই অন্যদের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা দেখাতে পারব না, পারব না। যা প্রয়োজন তা হল, হৃদয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসা। যখন খ্রীষ্টের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন করে দেয়া হয়, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। খ্রীষ্টিয় চরিত্রের পরিপূর্ণতা লক্ষ্যে পৌঁছাবে, যখন অনুপ্রাণিত হয়ে অবিচল ভাবে অন্যদের সেবা, সাহায্য, এবং উপকার করার জন্য মানুষ তৎপর হবে - যখন স্বর্গের সূর্যের আলো হৃদয়কে পূর্ণ করবে, মুখমণ্ডলে এটি প্রকাশ পাবে। COLBen 370.1

ভালবাসাহীন হৃদয়ে খ্রীষ্ট বাস করতে পারেন না। ঈশ্বরকে আমরা ভালবাসি, এর কারণ হল তিনি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন। যাদের জন্য খ্রীষ্ট জীবন দান করেছেন তাদের প্রত্যেককেই আমরা ভালবাসব। আমাদের মধ্যে মানবীয় প্রেম না থাকলে আমরা ঐশ্বরিক প্রেমের স্পর্শ লাভ করতে পারব না। ঈশ্বর চান যেন ঐশ্বরিক এবং মানবীয় প্রেম পরস্পর যুক্ত হয়। খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হলে আমরা ভালবাসার শিকলের সোনার আংটার দ্বারা সহমানবদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারব। তখন খ্রীষ্টের দয়া এবং সহানুভূতি আমাদের জীবনে প্রকাশিত হবে। আমাদের কাছে দরিদ্র এবং দুর্ভাগা লোকদের আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব না। অন্যদের দুর্দশা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের কাছে সর্নিবন্ধ অনুরোধের প্রয়োজন হবে না। এটি আমাদেরকে অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সেবা করা সহজ সাধ্য করবে, খ্রীষ্টের জন্যও এটি লোকদের উপকার করার জন্য সহজ সাধ্য হয়েছিল। COLBen 370.2

যেখানেই ভালবাসা এবং সহানুভূতির প্রেরণা রয়েছে, যেখানেই অন্যদের উপকার এবং তাদের উন্নতি সাধনের জন্য অন্তর সাড়া দেয়, সেখানে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাজ প্রকাশিত হয়। প্রবল ধর্মহীনতার মধ্যে বাসকারী লোক, যে সমস্ত লোক ঈশ্বরে লিখিত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, যারা কখনোই খ্রীষ্টের নাম শোনে নি, ঈশ্বরের

পরিচর্যাকারীদের দয়ার মনোভাব নিয়ে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তাদের রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। তাদের কাজ ঐশ্বরিক ক্ষমতার কাজ হিসেবে দৃষ্ট হবে। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, নিষ্ঠুর লোকের হৃদয়ে স্থাপন করে থাকেন, যাদের অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠা তার স্বভাবের বিপরীত, তার শিক্ষার বিপরীত। "যিনি সকল মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন," (যোহন ১:৯), তা তাঁর অন্তরে আলো প্রদান করে; আর এই আলোর দিকে যদি লক্ষ রাখি, তবে তা ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে এগিয়ে যেতে তার পা-কে পরিচালিত করবে। COLBen 370.3

পতিত মানুষের উদ্ধার পাওয়া এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সান্ত্বনা লাভের মধ্য দিয়ে স্বর্গের গৌরব হয়। খ্রীষ্ট যে স্থানেই মানুষের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি একই উপায়ে তিনি প্রকাশিত হবেন। যেখানেই খ্রীষ্ট ধর্ম কাজ করবে সেখানেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকবে। যেখানেই এটা কাজ করবে সেখানেই আলো বিকিরণ করবে। COLBen 371.1

জাতীয়তা, বংশ, অথবা বর্ণ বা শ্রেণীর কারণে যেন পার্থক্য সৃষ্টি করা না হয়। এই সব কিছু ঈশ্বর কর্তৃক স্বীকৃত। তিনি সকল মানব জাতির। সৃষ্টির দ্বারা সকল মানুষ এই পরিবারভুক্ত হয়েছে এবং পাপের মুক্তির মধ্য দিয়ে সকলে এক হয়েছে। খ্রীষ্ট সমস্ত বিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে এসেছিলেন, মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সব কিছু উন্মুক্ত করেছিলেন, যেন প্রত্যেকে অবারিতভাবে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারে। তাঁর ভালবাসা এত গভীর, এত প্রশস্ত এবং এত পরিপূর্ণ যে, তা যে COLBen 371.2

"ঈশ্বর, যিনি জগত ও তন্মধ্যস্থসমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন . . . আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে . . . যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোন মতে হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া তাঁহার উদ্দেশ পায়," প্রেরিত ১৭:২৪-২৭। "আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক তাহার সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত ও তাহাদের হস্তে খর্জুর পত্র।" প্রকাশিত বাক্য ৭:৯।

কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারে। যারা শয়তানের চাতুরীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছে সেই সব দুর্বল আত্মার লোকদের শয়তানের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের উপরে এটি আলো ফেলে। এটি ঈশ্বরের সিংহাসনের নাগালের মধ্যে তাদের নিয়ে যায়। এই সিংহাসন প্রতিজ্ঞাত মেঘধনুর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। COLBen 372.1

"খ্রীষ্টে যিহূদী বলিয়া কিছু নাই; গ্রীক বলিয়াও কিছু নাই, দাস বা স্বাধীন বলিয়াও কিছু নাই, সকলেই খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছে। (গালাতীয় ৩:২৮; ইফিষীয় ২:১৩)। COLBen 372.2

ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য যা-ই হোক না কেন, দুঃখ কষ্টে পতিত মানুষ সাহায্যের জন্য যখন ডাক দেয়, তখন তা শুনতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে। ধর্মের পার্থক্যের কারণে সেখানে তিক্ত অনুভূতি থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হবে, যদি ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করা হয়। ভালবাসার পরিচর্যা সমস্ত সংস্কারকে ভেঙ্গে দেয় এবং ঈশ্বরের জন্য আত্মাকে জয় করে। COLBen 372.3

আমাদের অন্যদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশাগুলো উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের উচু, নিচু, ধনী, ও গরীব প্রত্যেকের আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং তাদের সেবা করতে হবে। খ্রীষ্ট বলেছেন, " "তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও।" মথি ১০:৮। আমাদের চারপাশে অনেক দরিদ্র এবং কষ্ট ভোগকারী মানুষ আছে যাদের সহানুভূতিপূর্ণ কথার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের আশে পাশে হয়তো অনেক বিধবা আছে যাদের দয়া এবং সাহায্যের প্রয়োজন। অনেক অনাথ আছে যাদের ঈশ্বর তাঁর সম্পদ বলে গ্রহণ করার জন্য তাঁর অনুসারীদের আদেশ দিয়েছেন। প্রায়ই এই সব বিষয় অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তারা রাগী, অমার্জিত, প্রতিটি ক্ষেত্রে অনাকর্ষণীয়। তবুও তারা ঈশ্বরের সম্পত্তি। তারা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়েছে। আমাদের মত তারাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহা মূল্যবান। তারা ঈশ্বরের বৃহৎ পরিবারের সদস্য এবং তাঁর ধনাধ্যক্ষ হিসেবে তাদের খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। COLBen 372.4

সমস্ত মন্দতার মূল হল পাপ এবং যারা পাপী তাদেরকে আমাদের দয়া করতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সকলে একই উপায়ে পৌঁছতে পারে না। অনেকে আছে যারা তাদের আত্মার ক্ষুধা গোপন রাখে। তাদের কোমল কথা অথবা তাদের মঙ্গল কামনা করে কথা বলে খুব তৎপর ভাবে সাহায্য করতে হবে। অন্যরা, যাদের ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তথাপি তারা এ বিষয়টি জানে না। তারা তাদের আত্মার চরম হীন অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে না। অগণিত লোক পাপের মধ্যে এমনভাবে ডুবে আছে যে, তারা চিরস্থায়ী বাস্তবতার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, ঈশ্বরের সাদৃশ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক জানে যে, তাদের আত্মা রক্ষা পাবে না কি পাবে না। ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই এবং মানুষের প্রতিও তাদের আস্থা নেই। কেবল স্বার্থ শূন্য দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে এদের অনেকের কাছে পৌঁছানো যায়। অবশ্যই প্রথমে তাদের শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাদের খাওয়ার জন্য খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে, তাদের পরিষ্কৃত করতে হবে এবং শালীন পোশাক পরিধান করাতে হবে। যেন তাদের দেখে আপনার নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টের ভালবাসায় বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এটি তাদেরকে অনেক সহজ করে দেবে। COLBen 372.5

অনেকে আছে যারা ভুল করছে এবং কেউ কেউ তাদের লজ্জা এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নৈরাশ্য দূর হয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ভুল এবং অপরাধ খুঁজে বের করে। এই প্রাণগুলোকে আমরা অবহেলা করতে পারি না। যখন কেউ জলস্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটে, ফলে যখন প্রবল স্রোত তাকে পেছন দিকে নিয়ে যাবে, তখন একটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে তার দিকে, যে হাত হবে বড় ভাইয়ের হাতের মত, যেমন পিতরকে ধরা হয়েছিল। তাকে সাহায্য করে এমন কথা তাকে বলতে হবে, যে কথা তার মনে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভালবাসা জেগে উঠবে। COLBen 373.1

আপনার ভাই আত্মিকভাবে অসুস্থথাকলে তাকে আপনার প্রয়োজন হবে, ঠিক যেমন আপনার সমস্যার সময়ে একজন ভাইয়ের ভালবাসার প্রয়োজন হয়। তার এমন একজন লোকের প্রয়োজন রয়েছে, যার ঠিক তার মত দুর্বলতার অভিজ্ঞতা আছে। তার এমন একজনের প্রয়োজন রয়েছে যে তার সঙ্গে সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আমাদের নিজেদের দুর্বলতার অভিজ্ঞতা অন্যদের চরম অভাব মেটাবার জন্য সাহায্য করবে। কখনোই যেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগকারী লোকদের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করার কাজে অংশ না নিয়ে তাদের উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে চলে না যাই। কারণ আমরাও আমাদের দুঃখ কষ্টের সময় ঈশ্বরের সান্ত্বনা লাভ করেছি। COLBen 373.2

জীবন্ত মুক্তিদাতার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা হল খ্রীষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা, যা নীচ স্বভাবের উপর জয় লাভ করার জন্য আমাদের মন, অন্তর এবং আত্মাকে সামর্থ দান করে। বিপথে যাওয়া লোকদের কাছে সর্বশক্তিমান হাতের কথা বলুন, যা তাকে থামিয়ে দিতে পারবে, খ্রীষ্টের সীমাহীন দয়া সে লাভ করতে পারবে। ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করাই, তার জন্য যথেষ্ট নয়। যে বিষয়ে কোন সহানুভূতি ও দয়া নেই এবং যারা কখনোই সাহায্যের জন্য চিৎকার শোনে নি, তারা অন্যদের সাহায্য করতে পারে না। তার একটি হাত আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন, যে হাত উষ্ণ, তার এমন একটি হৃদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজন যে হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ। ঈশ্বরের উপস্থিতি সব সময় তার পাশে আছে এবং দয়াপূর্ণ ভালবাসায় তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন - এই বিশ্বাসের উপর তার মনকে স্থির রাখতে সাহায্য করতে হবে। একজন পিতার হৃদয়ের কথা চিন্তা করার জন্য তাকে উদ্‌বুদ্ধ করুন, যে হৃদয় মানুষের পাপের বোঝা চিরকালের জন্য দূর করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই পিতা এখনো দুহাত প্রসারিত করে আছেন, সেই পিতার কণ্ঠ এই কথা বলছে, "সে বরং আমার পরাক্রমের শরণ লউক, আমার সহিত মিলন করুন, আমার সহিত মিলনই করুক।" যিশাইয় ২৭:৫। COLBen 374.1

এই ভাবে এই কাজে ব্যাপৃত থাকলে মানুষের চোখে অদৃশ্য সঙ্গী আপনি লাভ করতে পারবেন। স্বর্গের দূত শমরীয় লোকটির পাশে ছিলেন, যে আহত লোকটির সেবা এবং পরিচর্যা করেছিল। যারা তাদের প্রতিবেশীর সেবা করে ঈশ্বরের কাজ করছে, স্বর্গদূত স্বর্গের প্রাসাদ থেকে তাদের সকলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি স্বয়ং খ্রীষ্টের সহযোগিতা লাভ করবেন। তিনি হলেন পুনঃস্থাপনকারী এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করলে আপনি মহা ফলাফল দেখতে পাবেন। COLBen 374.2

এই কাজে আপনার বিশ্বস্ততা কেবল অন্যদের মঙ্গল এনে দেবে না, কিন্তু আপনার নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্য নির্ভর করছে। খ্রীষ্ট তাদের সকলকে উন্নত করবেন, যারা তাঁর সাহচার্যকে উন্নত করবে, যেন আমরা তাঁর সঙ্গে এক হতে পারি, যেমন তিনি এবং পিতা এক। তিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট এবং দুর্দশাপন্ন লোকদের সংস্পর্শে আসার বিষয় মঞ্জুর করেছেন, আর এই অভিপ্রায়ে তিনি নিঃস্বার্থভাবে এই কাজ করার জন্য আমাদের ডেকেছেন। তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর চরিত্রের গুণাবলী - করুণা, দয়া, এবং ভালবাসা উন্নত করতে চান। এই পরিচর্যা কাজ গ্রহণ করে আমরা নিজেদের তাঁর মনোনীত জাতির মধ্যে স্থান করে নিয়েছি, যেন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারি। এটি অগ্রাহ্য করার দ্বারা আমরা তাঁর নির্দেশকেই অগ্রাহ্য করে থাকি এবং চিরকালের জন্য তাঁর সাহচার্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি। COLBen 374.3

"তুমি যদি আমার পথে চল," প্রভু ঈশ্বর বলছেন, "এই যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিবার অধিকার দিব" - এমন কি স্বর্গদূতদের মধ্যে, যারা তাঁর সিংহাসনের চারপাশে দাঁড়াইয়া আছে (সখরিয় ৩:৭)। স্বর্গস্থঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে তাদের কাজে স্বর্গের তাদের সাহচর্যের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। "উঁহারা সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, উঁহারা কি তাহাদের পরিচর্যার জন্য প্রেরিত নহেন?" (ইব্রীয় ১:১৪)। স্বর্গদূতেরা স্বর্গে তাদের স্বাগতম জানাবেন যারা এই পৃথিবীতে "পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে" জীবন ধারণ করেছিলেন, মথি ২০:২৮। এই আশীর্বাদ প্রাপ্ত সাহচার্যে আমরা আমাদের চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারব, এই সব কিছুই এই প্রশ্নের মোড়ক উন্মোচন করে, "আমার প্রতিবাসী কে?" COLBen 375.1

Chapter 29 - অনুগ্রহের পুরস্কার

মথি ১৯:১৬-৩০; ২০:১-১৬; মার্ক ১০:১৭-৩১; লূক ১৮:১৮-৩০ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ দানের সত্য যিহূদীদের দৃষ্টিতে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল। যিহূদী ধর্মগুরুরা শিক্ষা দিত যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে হয়। তারা এই আশা করত যে, তাদের নিজেদের কাজের দ্বারা ধার্মিকতার পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হবে। এইভাবে তাদের উপাসনা অর্থ আয় এবং ব্যবসায়িক চিন্তা দ্বারা চালিত হচ্ছিল। এই চিন্তা থেকে খ্রীষ্টের শিষ্যরাও মুক্ত ছিলেন না। আর মুক্তিদাতা প্রভু প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদেরকে নিজেদের ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। মজুরদের দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলার ঠিক আগে এমন একটি বিষয় উপস্থিত হয়েছিল যে, যথার্থ নীতি উপস্থাপন করার জন্য তাঁর সামনে পথ খুলে গেল। COLBen 376.1

তিনি পথ দিয়ে যাবার সময় একজন যুবক নেতা দৌড়ে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে তাকে অভিবাদন জানাল। সে বলল “হে সদ্গুরু,”, “অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব?” COLBen 376.2

এই নেতাটি খ্রীষ্টকে কেবল গুরু বলে সম্মান জানিয়েছিল, কিন্তু তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে নেয় নি। মুক্তিদাতা বললেন, “আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।” কোন ভিত্তিতে তুমি আমাকে সৎ বলছ? একমাত্র ঈশ্বরই সৎ। যদি তুমি আমাকে সৎ বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাক তাহলে অবশ্যই আমাকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। COLBen 376.3

“কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর,” তিনি এই কথার সঙ্গে যোগ করে বললেন, “তবে আজ্ঞা সকল পালন কর।” ঈশ্বরের চরিত্র তাঁর ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাযথভাবে ঈশ্বরের ঐক্য রক্ষার জন্য এটি তোমাকে দেয়া হয়েছে। তাঁর ব্যবস্থার সমস্ত নিয়ম তোমার প্রতিটি কার্যকলাপে প্রকাশ করতে হবে। COLBen 376.4

খ্রীষ্ট ব্যবস্থার দাবিকে খাটো করেন নি। অনন্ত জীবনের শর্ত হিসেবে সুস্পষ্ট ভাষায় এর প্রতি বাধ্যতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে - আদমের পতনের আগে তারও একই শর্ত পালনের জন্য আবশ্যকতা ছিল। এদন উদ্যানে মানুষের কাছে ঈশ্বর যা প্রত্যাশা করেছিলেন, অর্থাৎ যথার্থ বাধ্যতা, নির্দোষ, ধার্মিকতা, বর্তমানে মানুষের কাছে এর চেয়ে কম প্রত্যাশা করেন না। অনুগ্রহের চুক্তির আবশ্যকতা ছিল ঠিক এদনের আবশ্যকতার মত - ঈশ্বরের ব্যবস্থার সঙ্গে ঐক্য, যা পবিত্র, ন্যায্য, এবং উত্তম। COLBen 377.1

"আজ্ঞা সকল পালন কর," এই কথায় যুবকটি উত্তর দিল, "কোন কোন আজ্ঞা?" সে মনে করেছিল যে, খ্রীষ্ট হয়তো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের বিষয়ে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট সীনয় পর্বত থেকে পাওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় অংশ থেকে বিশেষ আজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যে আদেশগুলো এর মধ্যে নিহিত আছে, "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" COLBen 377.2

ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল বাহ্যিক এবং ভাসা ভাসা। মানবীয় চিন্তা দ্বারা বিচার করে সে তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সে ভেবেছিল তার বাহ্যিক জীবনের উচ্চ পদ সমস্ত দোষ থেকে তাকে মুক্ত রাখবে। সে বাস্তবিক ভেবেছিল যে, তার বাধ্যতায় কোন খুঁত নেই। তবুও তার মনে একটা গোপন ভয় কাজ করছিল যে, ঈশ্বর এবং তার আত্মার মধ্যে এই সব কিছুই যথার্থ নয়। তাই এই প্রশ্নটির আবার সে উচ্চারণ করল, "এখন আমার কি ত্রুটি আছে?" COLBen 377.3

খ্রীষ্ট তাকে বললেন "যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর," "তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। কিন্তু এই কথা শুনিয়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।" COLBen 377.4

আত্মপ্রেমিক, অর্থাৎ যারা নিজেকে কেবল ভালবাসে, তারা ব্যবস্থার লঙঘনকারী। যীশু যুবকটির কাছে এই কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তার একটি পরীক্ষা করেছিলেন যাতে তার হৃদয়ের স্বার্থপরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তাকে দেখালেন যে, তার চরিত্রে মহামারী রোগের মত খুঁত রয়েছে। যুবকটি আর বেশি আলো পেতে চাইল না। সে তার প্রতিমাকে লালন করছিল; তার কাছে জগতই ছিল ঈশ্বর। সে উল্লেখ করেছিল যে, সে আজ্ঞাগুলো পালন করে আসছে। কিন্তু একটি নীতির অভাব তার মধ্যে ছিল, যে নীতির যার মধ্যে আত্মা এবং জীবনের সব কিছু রয়েছে। ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি সে তার প্রকৃত ভালবাসা দেখাতে পারে নি। এই অভাব ছিল সব কিছুরই অভাব যা তাকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যোগ্য করত। নিজেকে ভালবাসার জন্য এবং জাগতিক ভাবে অর্জন ও লাভবান হয়েছিল বলে সে স্বর্গের নিয়মের সঙ্গে ঐক্য থেকে নিজেকে বাইরে রেখেছিল COLBen 377.5

যখন যুবক নেতাটি যীশুর কাছে এসেছিল, তখন তার সরলতা ও আন্তরিকতা মুক্তিদাতার অন্তরকে জয় করেছিল। তিনি "তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভালবাসিলেন।" তিনি এই যুবকটির মধ্যে এমন একজনকে দেখতে পেলেন যে ধর্ম প্রচারের কাজ করতে পারে। তিনি তার গুণাবলী গ্রহণ করলেন এবং সম্ভ্রান্ত যুবকটিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করলেন, ঠিক যেভাবে তিনি গরীব জেলেদের গ্রহণ করেছিলেন, যারা

তাঁকে অনুসরণ করেছিল। যদি এই যুবকটি আত্মা জয়ের কাজে তার যোগ্যতা ও সামর্থ উৎসর্গ করত, তাহলে সে খ্রীষ্টের পক্ষে একজন পরিশ্রমী এবং সার্থক পরিচর্যাকারী হতে পারত। COLBen 378.1

কিন্তু প্রথমেই তাকে শিষ্যত্বের শর্ত গ্রহণ করতে হত। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে অকপটে সমর্পণ করতে হবে। যোহন, পিতর, মথি, এবং তাদের সঙ্গীদের ত্রাণকর্তা যখন আহ্বান করেছিলেন, তখন তারা "সকলই পরিত্যাগ করিয়া, উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।" যুবক নেতাটির একই রকম ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার আবশ্যকতা ছিল। খ্রীষ্ট নিজে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, এর চেয়ে মহৎ কোন ত্যাগ স্বীকার তিনি তার কাছে চান নি। "তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন, যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান হও।" ২ করিন্থীয় ৮:৯। খ্রীষ্ট যে পথে তাকে পরিচালনা করতেন, যুবকটিকে কেবল সেই পথেই যেতে হত। COLBen 378.2

খ্রীষ্ট যুবকটির দিকে তাকালেন এবং তার হৃদয় লাভ করার জন্য আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষিত হলেন। মানুষকে আশীর্বাদ করার দূত হিসেবে তাকে বাইরে লোকদের কাছে পাঠাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগে উঠল। এই অবস্থায় তিনি তাকে আত্মসমর্পণ করার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে তিনি তাকে তাঁর সাহচার্য লাভ করার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, "আমার পশ্চাদগামী হও।" এই সুযোগ গ্রহণ করে পিতর, যাকোব ও যোহন আনন্দ লাভ করেছিলেন। যুবকটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে খ্রীষ্টের দিকে তাকাল। তার হৃদয় খ্রীষ্টের দিকে আকর্ষিত হল। কিন্তু সে খ্রীষ্টের ত্যাগ স্বীকারের নীতি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে খ্রীষ্টের চেয়ে তার ধন সম্পদকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিল। সে অনন্ত জীবন লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তার হৃদয়ে সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা গ্রহণ করে নি, যা একমাত্র অনন্ত জীবন দিতে পারে, এবং সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে খ্রীষ্টের দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। COLBen 379.1

যুবকটি চলে যাওয়ার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যাহাদের ধন আছে তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুস্কর!" এই কথাটি শিষ্যদের অবাক করেছিল। তাঁরা ধনীদের দিকে তাকিয়ে মনে করতেন যে, তারা স্বর্গের সুবিধা ভোগী এবং প্রিয় পাত্র। তারা মনে করত যে, তারা তাদের জাগতিক ক্ষমতা এবং ধন সম্পদের কারণে স্বর্গ রাজ্যে গৃহীত হবে; যদি ধনীরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অবশিষ্ট লোকেরা কি আশা করতে পারে? COLBen 379.2

"কিন্তু যীশু পুনর্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ, যাহারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।" এর পর তারা বুঝতে পারলেন যে, এই

আত্মিক সতর্ক বার্তায় তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মুক্তিদাতার কথার আলোকে তাদের জাগতিক ক্ষমতা লাভের এবং ধন সম্পদের অধিকারী হওয়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেল। নিজেদের আশঙ্কা এবং সন্দেহের কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন, "তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে?" COLBen 379.3

"যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।" COLBen 380.1

একজন ধনী লোক এই ভাবে স্বর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এই ধন সম্পদ তাকে ধার্মিকতার উত্তরাধিকারী হওয়ার খেতাব লাভের জন্য কোনো আলো দেখাতে পারবে না। COLBen 380.2

এটি কেবল অযোগ্য হলেও খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমে সম্ভব, যা, যে কোন মানুষ গ্রহণ করে ঈশ্বরের নগরে প্রবেশ করতে পারবে। COLBen 380.3

ধনীদের প্রতি এবং দরিদ্রদের প্রতি পবিত্র আত্মার এই কথা বলা হয়েছে, "আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ।" ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০। যখন মানুষ এটি বিশ্বাস করবে, তখন তাদের সম্পত্তি ঈশ্বরের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করবে। যা ঈশ্বরের নির্দেশনায় ব্যবহার করবে, যারা হারিয়ে গেছে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং দুঃখ কষ্ট ভোগকারী অসুস্থএবং দরিদ্রদের শান্তি, সান্ত্বনা, ও মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করবে। মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব, কারণ তার অন্তর জাগতিক ধন সম্পদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। যে ধন সম্পদ মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা উচিত, মানুষ তা করছে না। যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে, যারা দুর্দশাগ্রস্ত ও দরিদ্র, তারা সাহায্য লাভের আশায় যে চিৎকার করছে তা শোনার জন্য তারা তাদের কান বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব। খ্রীষ্টে অতুলনীয় ভালবাসার দিকে তাকানোর মধ্য দিয়ে মানুষের স্বার্থপর অন্তর নমনীয় এবং কোমল হয়। ধনী লোক, ফরীশী পৌলের মত বলবে, "কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সেই সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম। আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি।" ফিলিপীয় ৩:৭-৮। তাহলে তারা আর কোনো কিছু নিজের বলে দাবী করবে না। তারা ঈশ্বরের বহু রকম অনুগ্রহের ধনাধ্যক্ষ বিবেচনা করে আনন্দ করবে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সমস্ত মানুষের সেবা কাজ করবে। মুক্তিদাতার কথায় পিতরের মনে প্রথমে তাঁর গোপন বিশ্বাস জেগে উঠল। তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা সব ত্যাগ করে প্রভুর উপরে সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন। "দেখুন," তিনি বললেন, "আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাৎগামী হইয়াছি।" যুবক

নেতাটিকে বলা শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞার কথা তিনি স্মরণ করলেন, "তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে।" তিনি এখন জানতে চাইছেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের ত্যাগ স্বীকারের জন্য কী পুরস্কার লাভ করবেন। COLBen 380.4

মুক্তিদাতার উত্তর এই গালীলীয় জেলেদের অন্তর রোমাঞ্চিত হল। এটি তাদের সেই মহান স্বপ্নের পূর্ণতাকে সম্মান করল: "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" তিনি আরও যোগ করে বললেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে; সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে।" COLBen 381.1

"আমরা তবে কি পাইব?" পিতরের এই প্রশ্নটির দ্বারা তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তা যথার্থ ছিল না। এটি শিষ্যদের খ্রীষ্টের পক্ষে দূত হওয়ার জন্য অনুপযুক্ততা প্রকাশ করে। কারণ এটি হল কাজের বিনিময়ে বেতন পাওয়ার মনোভাব। যখন শিষ্যরা খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল, শিষ্যরা তখনও ফরীশীতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে নি। তারা তখনও এই চিন্তা করে কাজ করে যাচ্ছিল যে, তারা তাদের যোগ্যতা এবং পরিশ্রমের সমানুপাতে পুরস্কার পাবে। তারা আত্মগৌরব COLBen 381.2

"যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য কর, মনুষ্যের কর্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম বলিয়া কর; কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে।" কলসীয় ৩:২৩-২৪। "দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্তী, যাহার যেমন কার্য, তাহাকে তেমন ফল দিব।" প্রকাশিত বাক্য ২২:১২। এবং আত্মতুষ্টির মনোভাব লালন করেছিলেন এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করেছিলেন। যখন তাদের মধ্যে কেউ কোন বিষয়ে ব্যর্থ হতেন তখন তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতা এবং উৎকৃষ্টতার কথা ভেবে আত্মতুষ্টি লাভ করতেন। COLBen 381.3

পাছে শিষ্যরা সুসমাচারের নীতির দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন এই জন্য খ্রীষ্ট এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্পে একটি নীতি ব্যাখ্যা করলেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সেবাকারীদের সঙ্গে কাজ করেন এবং যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবাকারীরা তাঁর পক্ষে কাজ করবে, এটা তাঁর ইচ্ছা। COLBen 382.1

"তিনি বললেন, স্বর্গ রাজ্য", "এমন এক জন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। তিনি মজুরদের সহিত দিনে এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।" একটি প্রা ছিল যে, লোকেরা কাজের আশায় বাজারে গিয়ে অপেক্ষা করত এবং কাজে নিয়োগ দানের জন্য আগ্রহী লোক মজুর পাওয়ার জন্য সেখানে যেত। দৃষ্টান্ত মূলক এই গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকটি বিভিন্ন সময় মজুরদের কাজে লাগাবার জন্য বাইরে গিয়েছিল। যারা সকালে নিযুক্ত হয়েছিল তারা নিরূপিত মূল্যে কাজ করার জন্য রাজি হয়েছিল। যারা এর পরে নিযুক্ত হয়েছিল তারা তাদের মজুরীর বিষয়টি গৃহকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। COLBen 382.2

"পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দেও। তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক এক জন এক এক সিকি পাইল। পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল।" COLBen 382.3

এই গৃহকর্তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তার মজুরদের সঙ্গে আচরণ মানব জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণকে প্রকাশ করে। লোকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত প্রার এটি বিরুদ্ধে। জাগতিক কাজে কাজ শেষ করার উপর ভিত্তি করে মজুরী দেয়া হয়। মজুররা যা তাদের আয় কেবল তা-ই প্রত্যাশা করতে পারে। কিন্তু এই উপমায় খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্যের নীতির ব্যাখ্যা করেছেন - এই রাজ্য, যা এই জগতের নয়। তিনি কোন মানবীয় মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেছেন, "আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল হইতে আকাশম-ল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।" যিশাইয় ৫৫:৮, ৯। COLBen 382.4

দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে প্রথম মজুররা একটি নির্দিষ্ট হারে মজুরীতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এবং তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে মজুরী পেয়েছিল, এর চেয়ে বেশি নয়। যাদের পরে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল তারা গৃহকর্তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রেখেছিল, "যাহা ন্যায্য তোমাদিগকে দিব।" মজুরীর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে তারা তাঁর উপর তাদের আস্থা রেখেছিল। তারা তার ন্যায় বিচার এবং নিরপেক্ষতার উপর বিশ্বাস রেখেছিল। তারা পুরস্কার পেয়েছিল, তবে তা তাদের পরিশ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী নয়, কিন্তু তার দয়াপূর্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী। COLBen 383.1

একই ভাবে আমাদের কাছে ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন যেন আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখি, যিনি পাপীদের প্রতি ন্যায় আচরণ করেন। আমাদের যোগ্যতা বা গুণ অনুযায়ী তিনি আমাদের পুরস্কার দেন না, কিন্তু তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী দিয়ে থাকেন। "যে সঙ্কল্প তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়াছিলেন।" ইফিষীয় ৩:১১। "তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্ম হেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।" তীত ৩:৪,৫। আর যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাদের জন্য "আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার অতীত অতিরিক্ত" কর্ম করিতে পারেন," ইফিষীয় ৩:২০। COLBen 383.2

পরিশ্রম করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ নয়, কিংবা এর দৃশ্যমান ফলাফলে নয়, কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে সেই কাজ সম্পাদিত হয় ঈশ্বর সেই কাজের মূল্যায়ন করেন। যারা শেষ বেলায় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে এসেছিল তারা কাজ করার সুযোগ লাভের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। যে ব্যক্তি তাদের গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল, তার প্রতি তাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছিল এবং দিনের শেষে যখন গৃহকর্তা পূর্ণ দিনের মজুরী তাদের দিলেন তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা জানতো যে, এই মজুরী তারা আয় করে নি। তাদের নিয়োগকর্তার মুখমণ্ডলে দয়াশীলতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল, আর তা দেখে তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তারা গৃহকর্তার এই দয়াশীলতার কাজ কিংবা উদারতার যে পরিচয় লাভ করেছে, তা কখনো ভুলে যাবে না। একই ভাবে এটি পাপীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা জানে তারে অযোগ্যতা এবং অনুপযুক্ততা, যারা বেলা পাঁচটার সময়ে খ্রীষ্টের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। ত্রা কাজের সময় খুব কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সে মনে করেছে যে, সে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অনুপযুক্ত। কিন্তু সে আনন্দে পূর্ণ হবে যে, ঈশ্বর তাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্টের সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভের জন্য সে নম্রতার সঙ্গে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করেছে। এই কর্ম তৎপরতাকে ঈশ্বর সম্মানিত করে আনন্দ লাভ করেন। COLBen 383.3

ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের পুরস্কারের পরিমাণ নিয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন না করে সব ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিই। খ্রীষ্ট যেহেতু আমাদের অন্তরে বাস করছেন, তাই পুরস্কার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজে এটি প্রয়োগ করা হোক এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ কথা সত্য যে, যদি আমরা ঈশ্বরের অধীনতায় চলি তাহলে পুরস্কারের প্রতিদানের প্রতি আমাদের সম্মান থাকবে। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। তিনি আমাদের প্রতিটি কাজেই পুরস্কার দেবার জন্য উৎসুক থাকেন না কিংবা প্রতিটি কাজে আমরা বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করব না। যা সঠিক তা সম্পন্ন করে এবং সব কিছু নির্বিচারে লাভ করার ব্যাপারে আমরা যেন উদ্বিগ্ন না থাকি। আমাদের উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং আমাদের প্রতিবাসীকে ভালবাসা। COLBen 384.1

"অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার। আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক, এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে। কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী; . . . কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। . . . তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম সপ্রকাশ হইবে। . . . যে যাহা গাঁথিয়াছে, তাহার সেই কর্ম যদি থাকে, তবে সে বেতন পাইবে।" ১ করিন্থীয় ৩:৭-১৪। COLBen 384.2

এই দৃষ্টান্তে যারা প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রথমে ডাক পেয়েছিল শুধু তাদের নয়, কিন্তু যারা প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঢুকতে অবহেলা করেছিল, তাদেরও ঈশ্বর ক্ষমা করেন নি। যখন গৃহকর্তা শেষবেলায় বাজারে গিয়েছিলেন এবং মজুরদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তিনি তখন তাদের বলেছিলেন, "কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ?" এই প্রশ্নের উত্তর ছিল, "কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই।" সকালে যখন কেউ তাদের কাজের জন্য ডাকে নি সেক্ষেত্রে দিনের শেষে কারও ডাকার কথা নয়। তাই তারা গৃহকর্তার ডাক প্রত্যাখ্যান করে নি। যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরে অনুশোচনা করেছিল তারা খুব ভালো করেই অনুশোচনা করেছিল। কিন্তু দয়ার প্রথম ডাক তুচ্ছ করার কারণে এই অনুশোচনা তাদের রক্ষা করতে পারবে না। COLBen 385.1

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুররা যখন প্রত্যেকে "এক এক সিকি" করে পেল, তখন যারা সকালে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজে যোগ দিয়েছিল তারা অসন্তুষ্ট হল। তারা কি বার ঘণ্টা কাজ করে নি? তারা একই মজুরি পেয়েছে। অথচ যারা দিনের ঠা-ার সময়ে মাত্র এক ঘণ্টার জন্য কাজ করেছে তাদের চেয়ে আরও বেশি মজুরি পাওয়া কি তাদের ন্যায্য নয়? " COLBen 385.2

"শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে," তারা বলল, "আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি।" COLBen 385.3

"হে বন্ধু," গৃহকর্তা তাদের মধ্যে একজনকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে?" COLBen 385.4

"এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে।" COLBen 385.5

দৃষ্টান্তে বর্ণিত প্রথম মজুরেরা তাদের উপস্থাপন করেছে যারা তাদের কাজের কারণে অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি গুরুত্ব পাবার দাবী করে। তারা নিজেদের প্রশংসা লাভের জন্য কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু তারা তাদের কাজে আত্মত্যাগ এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে না। তারা ঘোষণা দেয় যে, তারা তাদের সারা জীবন ঈশ্বরের সেবা করবে; তাদের কষ্ট, অভাব এবং পরীক্ষা সমস্ত কিছু সহ্য করবে। আর এই কারণেই তারা তাদের জন্য বড় পুরস্কার লাভের চিন্তা করে। তারা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করার চেয়ে আরও বেশি পুরস্কার পাওয়ার কথা চিন্তা করে। তাদের দৃষ্টিতে তাদের পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগ তাদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান লাভের যোগ্য করে। আর যেহেতু তাদের এই দাবী গ্রাহ্য করা হয় না, তাই তারা অসন্তুষ্ট হয়। তারা কি তাদের কাজে ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে? তারা সব সময় প্রথমে থাকতে চায়। কিন্তু তাদের অসন্তুষ্ট ভাব, অভিযোগ করার প্রবণতা হল অখ্রীষ্টিয় স্বভাবের পরিচায়ক, এবং তা প্রমাণ করে যে, তারা সম্পূর্ণ ভাবে অযোগ্য। তারা তাদের নিজেদের উন্নতি ঘটাবার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, তাদের কাজে প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই, একই সঙ্গে তাদের হিংসা, তাদের ভাইদের প্রতি তাদের ঘৃণার মনোভাবকেও প্রকাশ করে। ঈশ্বরের দয়াশীলতা এবং উদারতা তাদের কাছে কেবল বিরক্তিকর বিষয় বলে মনে হয়। এভাবে তারা দেখায় যে, তাদের হৃদয় এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। প্রভুর কার্যকারীদের সঙ্গে সহযোগিতার আনন্দ কি তারা তারা জানে না। COLBen 386.1

এই রকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব এবং কেবল নিজের উন্নতি ও মঙ্গলের চেষ্টার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মনোভাবের চেয়ে বেশি অসন্তোষের কিছু আর ঈশ্বরের কাছে নেই। যে এই রকম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে ঈশ্বর তার সঙ্গে কাজ করতে পারেন না। তাঁর আত্মার কাজকে তারা অকার্যকর করার চেষ্টা করে। COLBen 386.2

যিহূদীদের প্রথমে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আহ্বান করা হয়েছিল। আর এই কারণে তারা গর্বিত ছিল এবং নিজেদের ধার্মিক বলে মনে করত। সুদীর্ঘ বছর তারা কাজ করেছিল বলে তারা ভেবেছিল যে, অন্যদের চেয়ে তারা বড় পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী। ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরজাতীয়রাও সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে তাদের কাছে এর চেয়ে বিরক্তিকর সংবাদ আর কিছুই ছিল না। COLBen 386.3

শিষ্যদের মধ্যে যারা প্রথমে আহ্বান পেয়ে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন, তিনি তাদের সতর্ক করলেন, পাছে একই মন্দতা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। মণ্ডলীর দুর্বলতা, মণ্ডলীর অভিশাপ এইগুলো আত্মধার্মিকতার মনোভাব, এই সব কিছু খ্রীষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তারা এই কল্পনা করে যখন তারা কোনো পদোন্নতি লাভ করবে তখন ঈশ্বর তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। এই ভাবে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশীর্বাদ লাভ করতে পারবে। অনেকে আবার ছোট পদোন্নতি লাভ করে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠবে এবং মনে করবে

তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা তোষামোদের জন্য খুব আগ্রহী হবে। খ্রীষ্ট এই বিপদ থেকে তাঁর শিস্যদের রক্ষা করতে চাইলেন। COLBen 387.1

আমাদের গুণের এবং যোগ্যতার সমস্ত দাম্ভিকতা দূরে সরিয়ে দিতে হবে। "জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন ।" যিরমিয় ৯:২৩, ২৪। COLBen 387.2

পুরস্কার কাজের জন্য নয়, পাছে কোন মানুষ গর্ব করে। কিন্তু এর সব কিছুই হল অনুগ্রহ। "তবে কি বলিব? মাংসের সম্বন্ধে আমাদের আদিপিতা যে অব্রাহাম, তিনি কি প্রাপ্ত হইয়াছেন? কারণ অব্রাহাম যদি কার্য হেতু ধার্মিক গণিত হইয়া থাকেন, তবে শ্লাঘার বিষয় তাঁহার আছে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নাই; কেননা শাস্ত্রে কি বলে? ''অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল।" যে কার্য করে, তাহার বেতন ত তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া নয়, প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য করে না- তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন- তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়।" রোমীয় ৪:১-৫। সুতরাং অন্যের চেয়ে বেশি গৌরব পেয়েছে বলে মনে করার এবং অন্যদের হিংসার চোখে দেখার কোন কারণ নেই। কেউ অন্যদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলার সুযোগ পেতে পারে না। কেউ এই দাবী করতে পারবে না যে, তার পুরস্কার পাওয়ার অধিকার এবং যোগ্যতা আছে। COLBen 387.3

প্রথম ও শেষের যারা তারা মহান, চিরস্থায়ী পুরস্কারের অংশী হবে এবং যারা প্রথমের তাদের শেষের লোকদেরকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যে অন্যদের পুরস্কারকে হিংসার চোখে দেখে, সে ভুলে যায় যে, কেবল মাত্র অনুগ্রহেই সে পরিত্রাণ পেয়েছে। মজুরদের দৃষ্টান্ততে সমস্ত হিংসা ও অবিশ্বাসের মনোভাবকে তিরস্কার করা হয়েছে। ভালবাসা সত্য আনন্দ করে এবং কোনো পরশ্রীকারতার তুলনা শিক্ষা দেয় না। যে ভালবাসার আধিকারী হয়েছে কেবল তার নিজের ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে খ্রীষ্টের সৌন্দর্যের তুলনা করতে পারে। তাহলে সে পার্থক্য দেখতে পাবে। এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে সমস্ত মজুরদের সতর্ক করা হয়েছে। COLBen 388.1

যত দীর্ঘ সময় ধরে তারা কাজ করুক না কেন, তাদের পরিশ্রম যত বেশিই হোক না কেন, তাদের ভাইদের প্রতি যদি ভালবাসা না থাকে, ঈশ্বরের সামনে যদি নিজেকে নত, নম্র না করে, তবে সে কিছুই নয়। আত্ম-সিংহাসনে কোন ধর্ম বিশ্বাস থাকে না। যে আত্মগৌরব করে, সে অনুগ্রহের কাছে নিজেকে সর্বস্বান্ত দেখতে পাবে, কেবল এটাই খ্রীষ্টের কাজের

জন্য তাকে যোগ্য করে তুলবে। যখনই অহঙ্কার এবং আত্মতৃপ্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে তখন সেই কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। COLBen 388.2

আমরা কত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছি তা নয়, কিন্তু স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করা এবং কাজে বিশ্বস্ততাই কেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আমাদের সমস্ত কাজে যেন আত্মত্যাগ থাকে, এটা ঈশ্বর চান। স্বার্থ সাধনের বড় কাজ নষ্ট হওয়ার চেয়ে ছোট কাজে আন্তরিকতা এবং আত্মনিবেদন ঈশ্বরের কাছে আরও বেশি আনন্দের বিষয়। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে চান আমরা খ্রীষ্টের আত্মা আমাদের হৃদয়ে কতটুকু লালন করেছি এবং আমাদের কাজে খ্রীষ্টকে কতটুকু প্রকাশ করেছি। আমরা যে কাজ করি, তার পরিমাণ কতুটুক তার চেয়ে আমাদের কাজে ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা তিনি আরও বেশি সম্মানের চোখে দেখেন। যখন স্বার্থপরতার মৃত্যু ঘটে, যখন শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভের বিবাদ ও শত্রুতাকে বিতাড়িত করা হয়, তখন কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয় এবং ভালবাসা জীবনকে সুরভিত করে - কেবল তখনই খ্রীষ্ট হৃদয়ে বাস করেন এবং আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে কার্যকারী হিসেবে কাজ করার স্বীকৃতি লাভ করি। COLBen 388.3

তাদের কাজ যতই কঠিন হোক, প্রকৃত কার্যকারী এটি মজুরগিরি বলেই বিবেচনা করে। এই কাজে নিজেকে ব্যয় করতে সে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এটি খুব আনন্দপূর্ণ কাজ যা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে করা হয়। ঈশ্বরের আনন্দ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। তাদের আনন্দ খ্রীষ্ট পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। "যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য সাধন করি।" যোহন ৪:৩৪। তারা গৌরবের ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। এই চিন্তা কঠোর পরিশ্রমকে মিষ্টতায় পরিণত করে, ইচ্ছা শক্তিকে দৃঢ় করে। যে ঘটনাই ঘটুক তাদের সাহসকে এটি দৃঢ় করে। খ্রীষ্টে দুঃখভোগের অংশী হওয়ার দ্বারা উন্নত করে, তার সমবেদনার অংশী করে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর কাজে সহযোগিতা করে, তাঁর আনন্দকে আরও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে এবং তাঁর মর্যাদা পূর্ণ নামের প্রশংসা বয়ে আনে। COLBen 389.1

এটি ঈশ্বরের পক্ষে সমস্ত প্রকৃত কাজের শক্তি ও উদ্যম। এই শক্তি ও উদ্যমের অভাবে প্রথমে উপস্থিত হলেও পরে তারা শেষে পড়ে। যখন কেউ এই শক্তি ও উদ্যমকে ধরে রাখে সে শেষে উপস্থিত হলেও প্রথমে চলে আসবে। COLBen 389.2

অনেকে আছে যারা প্রভু যীশুর কাছে নিজের জীবন দিয়েছে, তথাপি তারা মহৎ কোনো কাজ করার কিংবা মহা ত্যাগ স্বীকার করার মত কোন সুযোগ দেখতে পায় না বা খুঁজে পায় না। তারা হয়তো আরামে আয়েশে কাজ করার কথা ভাবতে পারে, তারা মনে করতে পারে সাক্ষ্যমর হওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কোনো আবশ্যকতা নেই, যা ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তারা হয়তো ভাবতে পারে, প্রচার কাজে

প্রতিদিন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কিংবা আশঙ্কা থাকে এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা প্রচার কাজ নয়, যা প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত মহৎ বিষয় হিসেবে স্বর্গে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। যে খ্রীষ্টিয়ান তার ব্যক্তিগত জীবনে এই রকম, যেমন: যে প্রতি দিন নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেয়, সঙ্কল্পে আন্তরিক এবং বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তা করে, খুব ছোট বিষয়েও বিশ্বস্ত, রাগের পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও নম্র থাকে যে বিশ্বাসী ও ঈশ্বরভক্ত, সে এমন একজন মানুষ যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে খ্রীষ্টের চরিত্রকে প্রকাশ করে। এই রকম ব্যক্তি ঈশ্বরের চোখে বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন মিশনারি কিংবা সাক্ষ্যমরের চেয়েও আরও বেশি মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হন। COLBen 389.3

আহ্, যার দ্বারা ঈশ্বর এবং মানুষ চরিত্রের মান পরিমাপ করে তার মধ্যে কত পার্থক্য। ঈশ্বর অনেককেই জগতের প্রলোভনকে প্রতিহত করতে দেখেন। তার খুব কাছের বন্ধুরাও কখনো জানতে পারে না যে, সে তার ঘরের এবং হৃদয়ের প্রলোভন প্রতিরোধ করে। মানুষের নম্রতা হল তার দৃষ্টিতে দুর্বলতা। চিন্তায় মন্দতা থাকলেও আন্তরিক ভাবে অনুতাপের বিষয়টি তিনি দেখতে পান। তাঁর কাজে আন্তরিক ভাবে নিবেদিত হওয়ার বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টিগোচর রয়েছে। নিজের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করার বিষয়টির প্রতি তিনি লক্ষ রাখেন - যে যুদ্ধে সে জয় লাভ করে। এই সব কিছুই ঈশ্বর এবং স্বর্গদূতগণ জানেন। ঈশ্বরের সামনে স্মরণ পুস্তকে তাদের পক্ষে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। COLBen 390.1

যা আমাদের সফলতার রহস্যের ভিত্তি তা আমাদের শিক্ষাগত যোগতা নয়, আমাদের সামাজিক মর্যাদা নয়, আমাদের সংখ্যা কিংবা গুণাবলি ও যোগ্যতায় নয়, মানুষের ইচ্ছায় নয়। আমাদের অক্ষমতার কথা উপলব্ধি করে, আমাদের খ্রীষ্টের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং যিনি সমস্ত শক্তির শক্তি, সমস্ত চিন্তার চিন্তা, তাঁর মধ্যে দিয়ে যদি আমরা কাজ করতে সম্মত থাকি এবং বাধ্য হই, তাহলে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হব। COLBen 390.2

আমাদের কার্যকাল যতই কম হোক না কেন কিংবা কাজের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন, যদি আমরা সরল বিশ্বাসে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করি, তাহলে আমরা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হব না। যা শ্রেষ্ঠ বিষয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বিষয় দিয়ে অর্জন করা যায় না, তা সরলতা এবং নম্রতার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যায়। যারা আত্ম গৌরব করে তাদের জন্য স্বর্গের স্বর্ণ তোরণ খোলা থাকবে না। যারা গর্বিতমনা তাদের জন্য এই তোরণ তোলা হবে না। কিন্তু একজন শিশুর কম্পিত হাতের স্পর্শে এই তোরণ প্রশস্ত ভাবে খুলে দেয়া হবে। যে ঈশ্বরের জন্য বিশ্বাস এবং ভালবাসার সরলতায় গঠিত হয়েছে তাকে আশীর্বাদ হিসেবে অনুগ্রহের পুরস্কার দেয়া হবে। COLBen 390.3

Chapter 30 - “বরের সহিত সাক্ষাৎ কর”

মথি ২৫:১-১৩ পদের উপর ভিত্তি করে রচিত

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নিয়ে জলজতুন পর্বতের উপরে বসেছিলেন। সূর্য পর্বতের পিছনে চলে গেল এবং আকাশ সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল। সম্ভবত সেখান থেকে স্পষ্টভাবে দূরের এ ধরনের একটি দৃশ্যপট দেখা যাচ্ছিল: একটি বাসগৃহ অতি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, যেন তা কোন উৎসবের দৃশ্য। খোলা জায়গায় আলোয় ভরে আছে আর কারো প্রত্যাশায় এক দল লোক অপেক্ষমান অবস্থায় চারদিকে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হয় যে, খুব শীঘ্র একটি বিয়ের শোভাযাত্রা বের হবে। প্রাচ্যের অনেক স্থানে সন্ধ্যা থেকেই বিয়ের উৎসবে মেতে উঠত। বর তার কনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার পর তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে। মশাল নিয়ে কনের পক্ষ তার বাবার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেখানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। খ্রীষ্ট এই দৃশ্যের উপরে তাঁর দৃষ্টি রাখলেন, তিনি দেখতে পেলেন কনে পক্ষের উপস্থিতির জন্য একটি দল অপেক্ষা করে আছে, যেন তাদের সঙ্গে বিয়ে শোভা যাত্রায় যোগ দিতে পারে। COLBen 392.1

দশ জন কুমারী মেয়ে সাদা পোশাক পরে দীর্ঘ সময় ধরে কনের বাড়ির কাছে অপেক্ষা করে আছে। প্রত্যেকে জ্বলন্ত প্রদীপ এবং তেলের পাত্র বহন করছে। প্রত্যেকেই বরের আগমনের প্রতীক্ষায় জেগে আছে। কিন্তু বর আসতে অনেক দেরী হচ্ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কুমারীরা জেগে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অবেশেষে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝ রাতে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, “দেখ বর! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও।” যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা হঠাৎ জেগে উঠল, তারা দ্রুত তাদের পা চালালো। তারা দেখতে পেল উজ্জ্বল আলোর মশাল নিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গীত সহকারে একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। তারা বরের কণ্ঠস্বর এবং কনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দশ জন কুমারী মেয়ে তাদের প্রদীপ সাজাল এবং তারা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করল, সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তৎপর হল। কিন্তু পাঁচ জন কুমারী মেয়ে তাদের পাত্রে তেল পূর্ণ করার বিষয়টি অবহেলা করেছিল। বর আসতে এত দেরি হবে এটা তারা অনুধাবন করতে পারে নি এবং জরুরি অবস্থার জন্য তাদের কোন প্রস্তুতি ছিল না। তাদের এই সমস্যার কারণে তারা তাদের বুদ্ধিমতী সঙ্গীদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলল, “তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা আমাদের প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে।” কিন্তু অন্য বুদ্ধিমতী কুমারীরা তাদের আলাদা পাত্রে রাখা তেল প্রদীপে ঢেলে সতেজ করে প্রদীপ সাজাল। তাদের ধার দেওয়ার আর কোনো তেল অবশিষ্ট ছিল না। তাই তারা উত্তর দিল, “হয় ত তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না; তোমরা বরং বিক্রেতাদের

নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর।” যখন তারা তেল কিনতে চলে গেল তখন বিয়ের শোভাযাত্রা এগিয়ে এল এবং তাদের পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। বুদ্ধিমতী পাঁচ কুমারী তাদের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিয়ে বিয়ে বাড়ির লোকদের সঙ্গে যোগ দিল এবং বর ও কনের সঙ্গীদের সঙ্গে বিয়ের ঘরে প্রবেশ করল। আর তখন দরজা বন্ধ করা হল। যখন বুদ্ধিহীন কুমারীরা ভোজের গৃহের কাছে পৌঁছাল তখন তারা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হল। ভোজের কর্তা তাদের স্পষ্ট ভাবে বললেন, “আমি তোমাদিগকে চিনি না।” তারা আর দাঁড়িয়ে না থেকে খালি রাস্তায় রাতের অন্ধকারে হাঁটতে লাগল। COLBen 392.2

খ্রীষ্ট বসে থেকে বরের জন্য অপেক্ষমান লোকদের অবস্থা দেখে তাঁর শিষ্যদের কাছে দশ কুমারীর গল্পটি বলেছিলেন। তিনি তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা মণ্ডলীর অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করলেন, যাতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত তা টিকে থাকে। COLBen 393.1

অপেক্ষমান দুই শ্রেণী পৃক দুই শ্রেণীকে উপস্থাপন করে, যারা প্রকাশ করে যে, তারা প্রভুর আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাদের কুমারী বলা হয়েছে, কারণ তারা প্রকৃত বিশ্বাস প্রকাশ করেছে। প্রদীপের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝানো হয়েছে। গীত রচক বলেছেন, “তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক।” গীতসংহিতা ১১৯:১০৫। তেল হল পবিত্র আত্মার প্রতীক। সখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে এই ভাবে পবিত্র আত্মা আত্মা প্রকাশিত হয়েছিলেন: “পরে যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি পুনরায় আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত মনুষ্যের ন্যায় জাগাইলেন। আর তিনি আমাকে কহিলেন, কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক দীপবৃক্ষ, সমস্তই স্বর্ণময়; তাহার মাথার ঊর্ধ্বে তৈলাধার, ও তাহার উপরে সাত প্রদীপ, এবং তাহার মাথার উপরে স্থিত প্রত্যেক প্রদীপের জন্য সাত নল; তাহার নিকটে দুই জলপাইবৃক্ষ, একটি তৈলাধারের দক্ষিণে ও একটি তাহার বামে। তখন যে দূত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকল কি? . . . তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য,‘পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,’ ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। . . . দ্বিতীয় বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বর্ণময় যে দুই নল আপনা হইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তৎপার্শ্বে জলপাই ফলের এই যে দুইটি শাখা আছে, ইহার তাৎপর্য কি? . . . তখন তিনি কহিলেন, উঁহারা সেই দুই তৈল-কুমার, যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।” সখরিয় ৪:১-১৪। COLBen 393.2

দুই জিতবৃক্ষ থেকে স্বর্ণময় তেল বের হয়ে স্বর্ণময় নলের মধ্য দিয়ে প্রদীপের পাত্রে পড়ছিল, যা পবিত্র স্থানকে আলোকিত করছিল। এই ভাবে সেই পবিত্র জন, যিনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা, যারা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ

করেছে তাদের সাহায্য করার কাজে অংশগ্রহণ করে। তাদের কাজ হল ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যেন স্বর্গীয় অনুগ্রহ, ও তাঁর বাক্যকে চরণের প্রদীপ এবং পথ দেখাবার বাতি করতে পারে। "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা।" সখরিয় ৪:৬। COLBen 394.1

এই দৃষ্টান্ত মূলক গল্পে বলা হয়েছে যে, দশ জন কুমারীর সকলেই বরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হয়েছিল। প্রত্যেকেরই প্রদীপ এবং তেলের জন্য পাত্র ছিল। এক সময় তাদের দেখে মনে হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের আগে ঠিক এমনই জীবন যেন মণ্ডলী সমূহের মধ্যে থাকবে। সমস্ত বিশ্বাসীদের পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। সকলেই এই কথা শুনেছে যে, খ্রীষ্টের আগমন সন্নিকট এবং দৃঢ় বিশ্বাসে তারা তাঁর আগমনের প্রত্যাশা করছে। কিন্তু দৃষ্টান্তে যা ঘটেছে একই রকম বর্তমান কালেও ঘটছে। অপেক্ষা করে থাকাকালিন সময় তাদের বিশ্বাস যাচাই হচ্ছিল এবং যখন চিৎকার শোনা গেল, "দেখ, বর! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও," তখন অনেকেই অপ্রস্তুত ছিল। তাদের সাথে যে প্রদীপ ছিল তার জন্য পাত্রে কোন তেল ছিল না। তারা হল পবিত্র আত্মা বিহীন ব্যক্তি। COLBen 395.1

ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া তাঁর বাক্যের জ্ঞান কাজে লাগবে না। সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেও পবিত্র আত্মার সাহায্য ছাড়া মানুষ মনকে জাগরিত করতে পারবে না এবং হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। কারো হয়তো বাইবেলের আজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা যদি তাঁর হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন না করে, তাহলে তার চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হবে না। পবিত্র আত্মার জ্ঞান ছাড়া মানুষ সত্য এবং ভ্রান্তির পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। আর তারা শয়তানের শক্তিশালী প্রলোভনে সহজে পতিত হবে। COLBen 395.2

বুদ্ধিহীনা কুমারীদের দ্বারা যে শ্রেণীকে উপস্থাপন করা হয়েছে তারা সত্যকে সমর্থন করে, যারা সত্যে বিশ্বাসী তাদের প্রতি তারা আকর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা পবিত্র আত্মার কাজের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নি। তারা পাথরের উপর, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে পতিত হয় নি এবং নিজেদের পুরাতন স্বভাবকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয় নি। এই শ্রেণীর লোকেরা পাথুরে জমির স্বভাবের শ্রোতাদেরকেও উপস্থাপন করে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে বাক্য গ্রহণ করে; কিন্তু তারা এর নীতির সদৃশ হতে ব্যর্থ হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পবিত্র আত্মা তার অন্তরে কাজ করে থাকে এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে একমত হলে তার মধ্যে নতুন স্বভাব দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিহীন কুমারীদের দ্বারা যে শ্রেণীর লোকদের বোঝানো হয়েছে তারা সামান্য কাজের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। তারা ঈশ্বরকে জানে না। তারা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি। তারা তাঁর সঙ্গে কোন সহভাগিতা রক্ষা করে নি। এই কারণে কীভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তা তারা জানে

না। কীভাবে মনোযোগী হওয়া যায় এবং সজীব ও জীবন্ত থাকা যায় তা জানে না। ঈশ্বরের জন্য তারা যে কাজ করে থাকে তা অধিকতর মন্দের সৃষ্টি করে। "আর প্রজালোক যেমন আইসে, তেমনি তাহারা তোমার কাছে আইসে, আমার প্রজা বলিয়া তোমার সম্মুখে বসে, ও তোমার বাক্য সকল শুনে, কিন্তু তাহা পালন করে না; কেননা মুখে তাহারা বিলক্ষণ প্রেম দেখায়, কিন্তু তাহাদের চিত্ত তাহাদের লাভের দিকে যায়।" যিহিস্কেল ৩৩:৩১। প্রেরিত পৌল উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক পূর্বে যারা জীবিত থাকবে, এটি তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে হবে। তিনি বলেছেন, "শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয় . . . ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে। লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; তুমি এইরূপ লোকদের হইতে সরিয়া যাও।" ২ তীমথিয় ৩:১-৫। COLBen 395.3

এই শ্রেণীর লোকেরা বিপদের সময় শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য চিৎকার এবং কান্নাকাটি করে থাকে। তারা নিরাপদ আছে মনে করে শান্ত থাকে এবং কোন বিপদের স্বপ্ন দেখে না। যখন দীর্ঘ নিদ্রা ভেঙ্গে যায় তখন তারা জেগে উঠে হত বিহ্বল হয়ে পড়ে, তাদের অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, এবং অভাব দেখে এবং অন্যদের কাছে অনুনয় করে যাতে তারা তাদের অভাব পূরণ করার জন্য সাহায্য করে। কিন্তু আত্মিক বিষয়ে কোন মানুষ অন্যদের অভাব পূরণ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনামূল্যে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সুসমাচারের বাণী এই কথা ঘোষণা করে, "যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।" প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭। কিন্তু চরিত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করতে পারে না। কোন মানুষ অন্যের পক্ষে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারে না। কেউ অন্যকে তার চরিত্রের অংশী করতে পারে না, যা পবিত্র আত্মার কাজের ফল। "অথচ দেশের মধ্যে নোহ, দানিয়েল, ও ইয়োব থাকে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; আপন আপন ধার্মিকতায় আপন আপন প্রাণমাত্র উদ্ধার করিবে।" যিহিস্কেল ১৪:২০। COLBen 396.1

সঙ্কট কালে এই চরিত্রটি প্রকাশ পেল। যখন মধ্য রাতে উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল, "দেখ, বর! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও," তখন ঘুমন্ত কুমারীরা ঘুম থেকে জেগে উঠল। কারা এই পরিস্থিতিতে প্রস্তুতি নিতে পেরেছিল তা দেখার বিষয় ছিল। তাদের উভয়ের কাছে বিষয়টি ছিল আকস্মিক। কিন্তু এক দলের জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুতি ছিল এবং দেখা গেল যে অন্য দলের কোন প্রস্তুতি নেই। বর্তমানেও একই রকমভাবে হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত দুর্দশা নেমে এলে এমন কিছু উপস্থিত হয় যা প্রাণকে মৃত্যুর মুখোমুখি করে তোলে, তখন দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি আদৌ' কোন প্রকৃত বিশ্বাস আছে কি না। অনুগ্রহের দ্বারা কেউ নিজেকে সুস্থির রেখেছে কি না তা তখন দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষাকালিন সময়ে মানুষের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা কাছে চলে আসে, যখন কোন মানুষের

তার আত্মার প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোন কিছু যোগান দিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। COLBen 397.1

দশ কুমারী সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করছেন। সকলে খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবী করে। সকলের একটি আহ্বান, একটি নাম, একটি প্রদীপ রয়েছে এবং সকলেই প্রকাশ করেছে যে, তারা ঈশ্বরের কাজ করেছে। সকলেই অধীর আগ্রহে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু পাঁচ জন অপ্রস্তুত। এই পাঁচ জন অত্যন্ত বিস্ময় এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে দেখতে পায় যে, তারা ভোজন গৃহের বাইরে অবস্থান করছে। চূড়ান্ত দিনে অনেকে খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য দাবী জানিয়ে বলবে, “আমরা আপনার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের পথে পথে আপনি উপদেশ দিয়াছেন।” ” হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই?” কিন্তু তাদের এই উত্তর দেওয়া হবে, “তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক; হে অধর্মাচারী সকলে, আমার নিকট হইতে দূর হও।” লূক ১৩:২৬, ২৭; মথি ৭:২২। এই জীবনে তার প্রভু যীশুর সঙ্গে সহভাগিতায় প্রবেশ করে নি। এই কারণে তারা স্বর্গের ভাষা জানে না, এর আনন্দের কাছে তারা অপরিচিত। “কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থআত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানে।” ১ করিন্থীয় ২:১১। COLBen 397.2

সমস্ত কথার মধ্যে দুঃখ জনক কথা হবে তখনই, যখন তার নশ্বর কানে বিচারের এই কথাগুলো প্রবেশ করবে, “আমি তোমাদিগকে চিনি না।” ‘পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, যা তুমি অবজ্ঞা করেছ, কেবল সেই পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মাধ্যমে বিবাহ ভোজে উপস্থিত আনন্দপূর্ণ লোকদের মধ্যে তুমিও একজন হতে পারতে। এই দৃশ্যে তুমি অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এর আলো অন্ধদের চোখের উপর পড়বে এবং সুমধুর সুর বধিরদের কানে প্রবেশ করবে। এর ভালবাসা এবং আনন্দের ঐকতান অসার হৃদয়ের মানুষকেও জাগাতে পারে, কিন্তু তোমার অযোগ্যতা স্বর্গে প্রবেশ করা থেকে এবং এর সংস্পর্শে আসা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছে।’ COLBen 398.1

যখন আমরা এই চিৎকার শুনতে পাব, “দেখ, বর!” তখন জেগে উঠে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিতে পারব না এবং তখন আমাদের শূন্য প্রদীপগুলো একত্র করে এর প্রয়োজন মেটাতে পারব না। এই জগতে থাকাকালিন সময়ে আমরা আমাদের জীবন থেকে খ্রীষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, তবুও আমরা স্বর্গে তাঁর সাহচার্য লাভের জন্য যোগ্য হতে পারি। COLBen 398.2

এই দৃষ্টান্তে পাই, বুদ্ধিমতী কুমারীরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেল এনেছিল। তাদের প্রদীপের শিখা নিষ্প্রভ না হয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে সারা রাত পাহারা দিচ্ছিল। এই প্রদীপের শিখা আরও স্ফীত হয়ে চারদিক আলোকিত করে বরকে সম্মান দেখিয়েছিল। এই আলো অন্ধকার দূর করে বরের বাড়ির পথকে এবং বিবাহ ভোজে আলো বিকিরণ করেছিল। COLBen 398.3

একই ভাবে খ্রীষ্টের অনুসারীরা জগতের অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিতরণ করবে। আলোর ঈশ্বরের বাক্য, যারা তা গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন রূপান্তরকারী শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁর বাক্যের নিয়ম ও নীতি মানুষের অন্তরে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাবলী উন্নত করে থাকেন। তাঁর মহিমার আলো — তাঁর চরিত্র - তাঁর অনুসারীদের জীবনে আলো প্রদান করে এবং তাদের জীবনে সেই আলো দেখা যায়। এই ভাবে তারা ঈশ্বরের তথা বরের বাড়ির পথের, ঈশ্বরের নগরের এবং মেষ শাবকদের বিবাহ ভোজের গৌরব করে। COLBen 399.1

বরের আগমন ঘটেছিল মধ্য রাতে - অন্ধকারতম সময়ে। একই ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্ধকারময় সময়ে খ্রীষ্টের আগমন ঘটবে। নোহ এবং লোটের সময় পৃথিবীর অবস্থা যে রকম ছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনের পূর্বে ঠিক একই রকম অবস্থা হবে। পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, খ্রীষ্টের আগমনের আগে শয়তান তার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে কাজ করবে এবং "অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে।" ২ থিষলনীকীয় ২:৯, ১০। শেষ দিনগুলোতে দ্রুত অন্ধকার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অত্যাধিক পরিমাণে মন্দতার বৃদ্ধি, ভ্রান্ত মতবাদ ও প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে শয়তানের কাজ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাবে। শয়তান কেবল জগতের লোকদের বন্দী করার জন্য তৎপর থাকবে না, কিন্তু সে আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে তা কলুষিত করার চেষ্টা করবে। বিপুল পরিমাণ মানুষ খ্রীষ্টের পক্ষ ত্যাগ করার ফলে মধ্য রাতের মত গাঢ় অন্ধকার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, যে অন্ধকার হবে দুর্ভেদ্য। ঈশ্বরের লোকদের কাছে এটি হবে পরীক্ষার রাত, ক্রন্দনের রাত, সত্যের প্রতি বিশ্বাসের জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন ভোগ করার রাত। কিন্তু অন্ধকারময় এই রাতের মধ্যেও ঈশ্বর তাঁর আলো প্রদান করবেন। তিনি "অন্ধকারের মধ্য হইতে দ্বীপ্তি প্রকাশিত" করেন। ২ করিন্থীয় ৪:৬। "পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।" আদিপুস্তক ১:২, ৩। এই ভাবে আত্মিক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারিত হয়, "দ্বীপ্তি হউক।" তাঁর লোকদের কাছে তিনি বলেছেন, "উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।" যিশাইয় ৬০:১। COLBen 399.2

"কেননা, দেখ," পবিত্র শাস্ত্র বলে, "অন্ধকার পৃথিবীকে, ঘোর তিমির জাতিগণকে, আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হইবেন, এবং তাঁহার প্রতাপ তোমার উপরে দৃষ্ট হইবে।" যিশাইয় ৬০:২। COLBen 400.1

এটি ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারণার অন্ধকার, যা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এটি ছিল ঈশ্বরকে ভুল বোঝা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল অর্থ করার অন্ধকার। এই সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা ঘোষিত হল। যে বার্তা আপন প্রভাবে উদ্ভাসিত এবং এর শক্তিতে সুরক্ষিত তাঁর গুণাবলী সবাইকে জানানো হল। জগতের অন্ধকারের মধ্যে তার প্রতাপের আলো, তাঁর দয়ার আলো, তাঁর করুণা ও তাঁর সত্যের আলো বিকীর্ণ হল। COLBen 400.2

ভাববাদী যিশাইয়ের বাক্যের মাধ্যমে এই কাজের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে, "হে সিয়োনের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণী! উচ্চ পর্বতে আরোহণ কর; হে যিরূশালেমের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণী! সবলে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; যিহূদার নগর সকলকে বল, দেখ, তোমাদের ঈশ্বর! দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসিতেছেন, তাঁহার বাহু তাঁহার জন্য কর্তৃত্ব করে; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য] বেতন আছে, তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার আছে।" যিশাইয় ৪০:৯, ১০। COLBen 400.3

যারা বরের আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তাদের লোকদের বলতে হবে "দেখ, তোমাদের ঈশ্বর।" দয়াপূর্ণ আলোর শেষ রশ্মি, করুণার শেষ বার্তা জগতকে প্রদান করা হল, তাঁর ভালবাসার চরিত্রের প্রকাশ। ঈশ্বরের সন্তানেরা তাঁর মহিমা প্রকাশ করবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের জন্য কী করেছে, তা তারা তাদের নিজ জীবনের মধ্য দিয়ে এবং তাদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে। COLBen 400.4

ধার্মিকতার সূর্যের আলো ভালো কাজে - সত্যের বাক্যে এবং পবিত্রতার কাজে আলো প্রদান করে। COLBen 400.5

খ্রীষ্ট, পিতার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে, সেই মহিমার আলো হয়ে এই জগতে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন ঈশ্বরকে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে এবং তাঁর সম্পর্কে এই কথা লেখা হয়েছে যে, "ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন;" এবং "তিনি হিতকার্য করিয়া বেড়াইতেন।" প্রেরিত ১০:৩৮। নাসরতের সমাজ গৃহে তিনি বলেছিলেন, "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর

ঘোষণা করিবার জন্য।” লূক ৪:১৮, ১৯। এই কাজটি পালন করার জন্য তিনি তাঁর শিস্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা জগতের দীপ্তি।” “তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তাহারা তোমাদের সৎ ক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থপিতার গৌরব করে।” মথি ৫:১৪. ১৬। COLBen 400.6

এই সেই কাজ যা ভাববাদী যিশাইয় তাঁর কথায় বর্ণনা করেছেন, “ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বণ্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা কি নয়? ইহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার দীপ্তি প্রকাশ পাইবে, তোমার আরোগ্য শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইবে; আর তোমার ধার্মিকতা তোমার অগ্রগামী হইবে; সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার পশ্চাদ্বর্তী হইবে।” যিশাইয় ৫৮:৭, ৮। COLBen 401.1

এই ভাবে আত্মিক অন্ধকারের রাতে অবনতদের উন্নত করতে হবে দুঃখার্ত ও শোকার্তদের সান্ত্বনা দান করতে ঈশ্বরের মহিমার আলো তাঁর মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। COLBen 401.2

আমাদের চারপাশের জগতের লোকদের দুঃখের বিলাপ শুনতে পাওয়া যায়। তারা অত্যন্ত অভাবী এবং নিঃস্ব। তাদের হাত শূন্য। আমাদের দায়িত্ব হল তাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট এবং দুর্দশা দূর করতে এবং লাঘব করতে সাহায্য করা। COLBen 401.3

কেবল ধর্মোপদেশের চেয়ে বাস্তব ও ব্যবহারিক কাজ আরও বেশি কার্যকর। আমরা ক্ষুধার্তদের খাবার দেব, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দেব এবং গৃহহীনদের গৃহে আশ্রয় দেব। আমাদের এর চেয়ে আরও বেশি কিছু করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আত্মার প্রয়োজন কেবল খ্রীষ্ট তাঁর ভালবাসা দ্বারা মেটাতে পারেন। যদি খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন তাহলে আমাদের হৃদয় স্বর্গীয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হবে। সীলমোহর করা আন্তরিকতার ফোয়ারা, খ্রীষ্টের মত ভালবাসায় অবমুক্ত হয়। COLBen 401.4

কেবল অভাবী ও দরিদ্রদেরকে আমাদের দান দিয়ে সাহায্য করার জন্য ডাকা হয় নি। কিন্তু আমাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আমাদের উপকারী ও সাহায্যকারী কথা, এবং আমাদের দয়াপূর্ণ হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করার জন্য ডাকা হয়েছে। যখন খ্রীষ্ট অসুস্থদের সুস্থকরেছিলেন তিনি তাদের উপর হাত রেখেছিলেন। এই ভাবে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে তাদের এমন কাছে আসতে হবে, যেন তাদের স্পর্শ করা যায়। COLBen 402.1

অনেকে আছে যারা তাদের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের কাছে আবার সূর্য কিরণ ফিরিয়ে আনুন। অনেকে তাদের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে

উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলুন। তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। অনেকে আছে যাদের জীবন খাদের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করুন। অনেকে আছে যারা আত্মিক ভাবে অসুস্থ, যা উপশমের জন্য পার্থিব কোন মলম খুঁজে পায় না। এবং কোন ডাক্তারও তাদের সুস্থকরতে সক্ষম নয়। এই প্রাণগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন, তাদের যীশুর কাছে নিয়ে আসুন, তাদের বলুন এখানে গিলিয়দের মলম এবং একজন মহান চিকিৎসক আছেন। COLBen 402.2

আলো হল আশীর্বাদ, সার্বজনীন আশীর্বাদ, এই আশীর্বাদের ধন জগতের অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, এবং নীতিভ্রষ্টদের উপরেও ঢেলে দেয়া হয়েছে। এই কারণে এটি হল ধার্মিকতার সূর্যের আলো। সমস্ত জগত পাপের দুঃখ ও বেদনার যে অন্ধকারে আবৃত হয়ে আছে সেখানে ঈশ্বরের ভালবাসার আলো প্রদান করা হয়। এই আলো কোন দল, কোন পদ বা কোন শ্রেণী থেকে আসেনি, কিন্তু এই আলো এসেছে স্বর্গের সিংহাসন থেকে। COLBen 402.3

আশা ও দয়ার বার্তা জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে। যে কেউ এর জন্য আকাঙ্ক্ষিত তাকে তা দেয়া হবে। সে ঈশ্বরের শক্তি লাভ করবে, তাঁর শান্তি সে লাভ করবে এবং সে নিজে শান্তির মানুষ হবে। পরজাতীয়রা আর মধ্যরাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে না। ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মির সামনে দুঃখ কষ্ট হতাশার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায়। নরকের ক্ষমতা জয় করা হয়েছে। COLBen 402.4

কোন মানুষ যা সে নিজে গ্রহণ করেনি তা ভাগ কাউকে দিতে পারে না। ঈশ্বরের কাজের মধ্যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। কোন মানুষ তার নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরের পক্ষে আলোর বাহক হতে পারে না। স্বর্গের বার্তা বাহকদের মাধ্যমে সোনালী তেল স্বর্ণময় নলের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয় যেন তা স্বর্ণময় পাত্রে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পবিত্র স্থানের প্রদীপের মধ্যে যায়, যা অব্যাহতভাবে স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল আলো উৎপন্ন করে। ঈশ্বরের এই ভালবাসা নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কাছে দেয়া হয়েছে, যেন মানুষ এই আলোর সহভাগী হতে পারে। বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরকে যে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, ভালবাসার সোনালী তেল তার মধ্য দিয়ে অবাধে প্রবাহিত হবে, যেন ঈশ্বরের পক্ষে ভালো, যথার্থ, এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কাজে আলো প্রদান করে। COLBen 403.1

পবিত্র আত্মার মহা এবং অপরিমেয় দান, স্বর্গের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এমন নয় যে ঈশ্বর প্রতিবন্ধক করে রাখেননি যে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রবাহিত হবে না। মানুষের কাছে তাঁর অনুগ্রহের ধন সম্পদ প্রবাহিত হয়ে আসার জন্য কোন প্রতিরোধ করেন নি। যদি সকলে গ্রহণ করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে তাহলে সকলকেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ করা হবে। COLBen 403.2

ঈশ্বরের অনুগ্রহের ধন, যা অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না, খ্রীষ্টের সেই ধন সম্পদ জগতের কাছে ঈশ্বর যার মাধ্যমে দিতে পারেন, সকলেই সেই জীবন্ত মাধ্যম হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। খ্রীষ্টের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশিত বিষয় থাকবে না যদি তাঁর কার্যকারীরা জগতের কাছে তাঁর আত্মা এবং চরিত্রকে প্রকাশ করেন। মুক্তিদাতার মানবতার মধ্য দিয়ে যে ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে জগতের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কোন আবশ্যকতা নেই। সমস্ত স্বর্গ সেই মাধ্যমের জন্য অপেক্ষা করে আছে যার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ের আশীর্বাদ ও আনন্দ সঞ্চারের জন্য পবিত্র তেল প্রবাহিত করা যেতে পারে। COLBen 403.3

খ্রীষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন যেন তাঁর মণ্ডলী একটি রূপান্তরকারী দেহ হয়, যিনি জগতের আলো তাঁর আলো দিয়ে আলোকিত হয়। এটি তাঁর উদ্দেশ্য যেন প্রত্যেক খ্রীষ্টান আলো এবং শান্তির আত্মিক পরিবেশ বেষ্টিত হয়ে থাকে। তাঁর এই ইচ্ছা রয়েছে যেন আমরা তাঁর নিজের আনন্দ আমাদের জীবনে প্রকাশ করতে পারি। পবিত্র আত্মায় বসবাসকারী স্বর্গীয় ভালবাসা বাস্তবে প্রকাশ পাবে। ঐশ্বরিক আলো উৎসর্গীকৃত প্রভুর কার্যকারীর মাধ্যমে অন্যদের কাছে যেন প্রকাশিত হয় এটাই খ্রীষ্টের ইচ্ছা। COLBen 404.1

ধার্মিকতার সূর্যের রয়েছে "আরোগ্যদায়ক পক্ষপুট," মালাখি ৪:২। এইভাবে প্রত্যেক প্রকৃত শিষ্য তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে লোকদের জীবনের জন্য উৎসাহ, সাহস প্রদান করেন, উপকার সাধন করেন, এবং প্রকৃত আরোগ্য দান করেন। COLBen 404.2

খ্রীষ্ট ধর্মের অর্থ পাপের ক্ষমার চেয়েও অনেক বেশি। এর অর্থ হল আমাদের কাছ থেকে পাপ দূরে সরিয়ে নেয়া এবং আমাদের হৃদয়ের সেই শূন্য স্থান পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দিয়ে পূর্ণ করা। এর অর্থ স্বর্গীয় আলোয় আলোকিত হওয়া ও প্রভুতে আনন্দ করা। এর অর্থ প্রভুর কাছে নিজেকে শূন্য করা এবং খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও সাহচার্যে বাস করে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া। খ্রীষ্ট যখন অন্তরে রাজত্ব করেন, তখন সেখানে থাকে পবিত্রতা, পাপ থেকে মুক্তি। তখন খ্রীষ্টের মহিমা, আত্মার পরিপূর্ণতা, সুসমাচারের পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে নিজ জীবনে পূর্ণ হবে। মুক্তিদাতাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত ভালবাসা, প্রকৃত নিশ্চয়তা অন্তরে সঞ্চারিত হয়। খ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য এবং সৌরভ নিজ জীবনে প্রকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, ঈশ্বর বাস্তবিক এই ব্যক্তির মুক্তিদাতা হওয়ার জন্য তাঁর নিজ পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন। COLBen 404.3

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে আদেশ দেন নি। তিনি বলেছেন, "তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক।" যদি আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আপনার মধ্যে আলো রয়েছে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিন, তাহলে প্রভুর মহিমা প্রকাশ পাবে। আলো যদি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে তাহলে অন্ধকার দূর হয়ে

যাবে। আপনার নিজ প্রভাবের দ্বারা আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে সাহায্য করার জন্য সক্ষম হবেন না। COLBen 404.4

মানবীয় স্বভাবের মধ্যে তাঁর নিজ মহিমার প্রকাশ স্বর্গ থেকে মানুষের এত কাছে আসবে যে, যারা মুক্তিদাতার সহভাগিতায় চলে এবং তার মধ্যে বাস করে, তারা সবাই স্বর্গ রাজ্যের অভ্যন্তরস্থিত মন্দিরের সুন্দর সাজসজ্জা দেখতে পাবে। খ্রীষ্টের চিরস্থায়ী মহিমার দ্বারা মানুষ বিমুগ্ধ হবে। ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য অনেকের অন্তর থেকে প্রশংসা এবং ধন্যবাদের স্রোত প্রবাহিত হবে, সেই গৌরব ও মহিমার স্রোতধারা প্রবাহিত হবে মহান প্রভুর কাছে। COLBen 405.1

"উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।" যিশাইয় ৬০:১। যারা বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হয়েছে, তাদের জন্য এই বার্তা দেয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট ক্ষমতা এবং মহা মহিমার সঙ্গে আসছেন। তিনি তাঁর নিজ মহিমা ও তাঁর পিতার মহিমায় আসছেন। তিনি সমস্ত পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে আসছেন। যখন সমস্ত জগত অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তখন প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গে আলো বাস করবে। তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের প্রথম আলো উপলব্ধি করতে পারবে। COLBen 405.2

তাঁর উজ্জ্বল আলো থেকে অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে আলো দেবে এবং মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট তাদের দ্বারা প্রশংসিত হবেন যারা তাঁর সেবা করে। যখন শয়তান খ্রীষ্টের সামনে থেকে পালিয়ে যায় তখন খ্রীষ্টের অনুসারীরা আনন্দ করবে। পুরাতন নিয়মের অন্যতম প্রধান পূর্বপুরুষ ইয়োব আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন কালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব, আমারই চক্ষু দেখিবে, অন্যে নয়।" ইয়োব ১৯:২৭। তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের কাছে খ্রীষ্ট হলেন প্রতিদিনের একজন সঙ্গী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা ঘনিষ্ঠভাবে বাস করবে, ঈশ্বরের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখবে। সদাপ্রভুর মহিমা তাদের উপরে উদিত হবে। যীশু খ্রীষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমার ও প্রজ্ঞার আলো তাদের মধ্যে প্রতিফলত হবে। রাজার মর্যাদাপূর্ণ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত অম্লান জ্যোতিতে তারা এখন আনন্দ করবে। স্বর্গের ভোজের জন্য তারা এখন প্রস্তুত, কারণ স্বর্গ তাদের অন্তরে আছে। COLBen 405.3

তারা মাথা উঁচু করে তাদের উপরে আলোকিত ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি নিয়ে আনন্দ করছে, কারণ তাদের মুক্তিদাতা খুব কাছে এসে গেছেন। তারা এই কথা বলে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, "এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন।" যিশাইয় ২৫:৯। COLBen 406.1

"পরে আমি বৃহৎ লোকারণ্যের রব ও বহুজলের কল্লোল ও প্রবল মেঘগর্জনের ন্যায় এই বাণী শুনিলাম, হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং তাঁহাকে গৌরব প্রদান করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার ভার্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল। . . . পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি লিখ, ধন্য তাহারা, যাহারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত।" "তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা; এবং যাহারা তাঁহার সহবর্তী, আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত।" প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-৯; ১৭:১৪। COLBen 406.2

